বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

# দূরের পাহাড়

গোলাম মাওলা নঈম

প্রবা প্রকাশনী
SUVOM

প্রথম খণ্ড

শুভম

বাংলাপিডিএফ.নেট

# ওয়েস্টার্ন
# দূরের পাহাড়
## প্রথম খণ্ড
## গোলাম মাওলা নঈম

এটা এমন এক সময়ের গল্প যখন পশ্চিমের বেশিরভাগ অংশ অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, শুধু ইন্ডিয়ানদেরই বসবাস ওখানে; আবার এমনও জায়গা আছে যেখানে দুঃসাহসী ইন্ডিয়ানরাও যাওয়ার সাহস করে না। কিন্তু উইল ক্যালহুনের কাছে এগুলো কোন বাধাই নয়। নতুন বসতির খোঁজে পশ্চিমে রওনা দিয়েছে সে; এমন জায়গায়, যেখানে কখনও পা রাখেনি কোন সাদা মানুষ। নাতচি এক ওঝা প্রায় অসম্ভব একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিল ওর কাঁধে। নাতচি অভিযাত্রী দলটাকে খুঁজে বের করতে হবে, রাজকন্যা ইশাকোমিকে সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। দলটার নেতৃত্ব দিচ্ছে ইশাকোমি। নাতচিদের সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী—গ্রেট সান হবে মেয়েটি, কিন্তু আগে তো গ্রামে ফিরে যেতে হবে! হিংস্র নাকাপা পণ করেছে জোর করে হলেও বিয়ে করবে ইশাকোমিকে। দলবল নিয়ে আগেই রওনা দিয়েছে সে, চলার পথে একের পর এক খুন করে চলেছে। শত মাইল দীর্ঘ যাত্রায় কতই না বিপদ! খোদ প্রকৃতি সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রু! দুর্ধর্ষ কোমাঞ্চিরা নির্বিচারে খুন করছে অন্যদের, সে সাদা বা ইন্ডিয়ান যেই হোক। রয়েছে হিংস্র স্পেনিশরা। ইশাকোমিকে রক্ষা করবে কি, নিজের জান বাঁচানোই কঠিন হয়ে পড়ল উইলের জন্য।

**সেবা বই**
**প্রিয় বই**
**অবসরের সঙ্গী**

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শুভম

ওয়েস্টার্ন

# দূরের পাহাড়

## প্রথম খণ্ড

গোলাম মাওলা নঈম

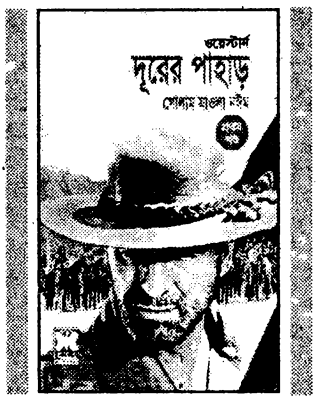


সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-8251-6

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ২০০৫

প্রচ্ছদ বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
**সেগুনবাগান প্রেস**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
**সেবা প্রকাশনী**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন. ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল. ০১১-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স ৮৫০
E-mail:sebaprok@citechco.net
Web Site www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
**প্রজাপতি প্রকাশন**
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

DOORER PAHAD
Part-I
Western Novel
By Golam Mawla Naeem

চল্লিশ টাকা

# ওয়েস্টার্ন

# দূরের পাহাড়

প্রথম খন্ড

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

Suvom

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

উৎসর্গ:

ব্যতিক্রমী একজন মানুষ…

*কাজী মায়মুর হোসেন*-কে,

যাঁর উৎসাহ না পেলে ক্যালকিন সিরিজ

কখনোই সার্থকতার মুখ দেখত না।

SUVOM

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

# সেবা প্রকাশনীর
## আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

**কাজি মাহবুব হোসেনঃ** আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামানঃ** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল।

**আদনান শরীফঃ** পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।

**কাজী মায়মুর হোসেনঃ** সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উত্তরসূরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা **আবু মাহদীঃ** পাঞ্চার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মানঃ** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর।

---

**বিক্রয়ের শর্তঃ** এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

# এক

হ্যাঙ্গিং ডগ মাউন্টেন থেকে ধেয়ে আসছে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস, অথচ আগুন জ্বালায়নি উইলফ্রে ক্যালকিন। সঙ্গে দেয়াশলাই নেই, থাকলেও জ্বালানোর সাহস করতে পারত না। রাতের বেলায় অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে আগুন, স্বভাবতই প্রকাশ পেয়ে যাবে ওর গুপ্ত অবস্থান। ধারে-কাছে কোথাও রয়েছে শত্রু। বিপজ্জনক, নৃশংস এক শত্রু।

গতকাল সকালে পিছনের ট্রেইলে একটা হরিণ দেখতে পেয়েছিল। হঠাৎ চমকে উঠেছিল ওটা, তারপর উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে উপত্যকা পেরিয়ে বনে লুকিয়ে পড়েছিল। পরে, সূর্য যখন মাথার উপর, ট্রেইলের পাশে আচমকা দুটো পাখি উড়াল দিয়ে সরে গিয়েছিল কিছুদূর। দুটো ঘটনার তাৎপর্য একটাই—কেউ অনুসরণ করছে ওকে।

ট্রেইল থেকে কয়েক হাত দূরে উইলের ক্যাম্প, ঝোপ আর নুয়ে পড়া গাছ আড়াল তৈরি করেছে জায়গাটায়; মাটি খুঁড়ে বাঙ্ক তৈরি করেছে ও। কম্বল মুড়ি দিয়ে বাঙ্কে শুয়ে আছে, উপর দিয়ে শোঁ শোঁ বাতাস বয়ে চলেছে বলে শঙ্কিত উইল, কারণ বাতাসের গর্জনে আগুয়ান শত্রুর পদশব্দ বা সাড়া টের পাবে না। চুপিসারে বাঙ্কের কাছে চলে আসতে পারবে লোকটা, হয়তো দেখা যাবে ঠিক কিনারে এসে বসে থাকবে, উইল উঠা মাত্র ঘাড়ের উপর থেকে ধড় আলাদা করে ফেলবে।

নান্টাহ্যালা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে, শূটিং ক্রীকে ওদের বাড়ি থেকে কয়েকদিনের পথ অতিক্রম করে চাঙ্কি গল মাউন্টেনের কাছে

চলে এসেছে উইল। চেনা-জানা সব শত্রু এখান থেকে অনেক দূরে, ওর জানা মতে ধারে-কাছে তাদের কেউ নেই; তবে এও ঠিক যে ট্রেইলে যে-কোন আগন্তুকই শত্রু হতে পারে। সেক্ষেত্রে যা করা উচিত, চলার সময় সর্বক্ষণ সতর্ক থাকছে ও।

ক্যালকিন পরিবারের শত্রুর সংখ্যা কম নয়। সাদা শত্রুরা সাগরের ওপাড়ে, সুদূর ইংল্যান্ডের বাসিন্দা, এখানে এমন কেউ নেই; আর লাল চামড়ার শত্রুদের মধ্যে সেনেকাদের কথা না বললেই নয়। সাধারণত নিজস্ব এলাকা ছেড়ে কোথাও যেতে পছন্দ করে না সেনেকারা, অন্তত একা। লড়াকু জাতের লোক ওরা। ক্যালকিন পরিবারের সঙ্গে সরাসরি কোন শত্রুতা নেই ওদের, কিন্তু ক্যাটাওবা গোত্রের সঙ্গে ক্যালকিনদের সদ্ভাব কখনোই ভাল চোখে দেখেনি ওরা, কারণ ক্যাটাওবারা ওদের জাতশত্রু। শত্রুর বন্ধুও শত্রু; স্বভাবতই, সরাসরি বিদ্বেষ বা সংঘর্ষের কোন কারণ না থাকলেও সেনেকাদের শত্রু বনে গেছে ক্যালকিনরা।

যে-ই ওকে অনুসরণ করছে, লোকটা ট্র্যাকিংয়ে খুবই দক্ষ। আসার পথে সামান্য এবং প্রায় দুর্বোধ্য কিছু চিহ্ন ফেলে এসেছে উইল, অথচ ঠিকই এতদূর চলে আসতে সক্ষম হয়েছে সে। এ-ধরনের শত্রুকে হালকাভাবে নেওয়া মানে কবরে একটা পা রাখা, কারণ দক্ষ শিকারী বা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা না হলে ট্র্যাকিংয়ে এমন ঈর্ষণীয় দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব নয়; স্বভাবতই শত্রু হিসাবে এরা দারুণ আত্মবিশ্বাসী, চৌকস এবং একইসঙ্গে ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনকও বটে।

কী অনুসন্ধিৎসায় ঘরছাড়া হয়েছে ও? আনমনে ভাবল উইল। কীসের নেশায় পশ্চিমে ছুটে চলেছে?

পিছনে স্বজন, বাড়ি আর নিজের ভবিষ্যৎ ফেলে এসেছে। সামনে নামহীন নদী, ক্রীক, পাহাড়সারি ও বন; আরও পশ্চিমে অবারিত সবুজ তৃণভূমি। ওই জমির কথা কেবল লোকমুখে শোনাই যায়, আজও কেউ স্বচক্ষে দেখেনি।

আদৌ ওই জমির অস্তিত্ব আছে কি-না, তাও নিশ্চিত বলতে পারে না কেউ। মরীচিকাই বলা উচিত। এমনকী ওই তৃণভূমির

সঠিক অবস্থানও জানে না কেউ। যা জেনেছে উইল, সবই ইন্ডিয়ানদের মুখ থেকে শোনা। কেউ কেউ শিকার করতে এসেছে এদিকে, কিন্তু স্থায়ীভাবে থাকেনি কেউ। বিস্তীর্ণ এ-জায়গা সম্পর্কে ইন্ডিয়ানদের মধ্যে এক ধরনের সংস্কার ও ভয় রয়েছে। কারণটা ব্যাখ্যাতীত। যখনই এখানে ক্যাম্প করেছে, হাড়কাঁপানো শীতের উসিলায় নয়, বরং ভয়ের কারণে আগুনের ধারে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসত ইন্ডিয়ানরা, অস্বস্তি ভরে ইতি-উতি তাকাত, যেন হানা দেবে অজানা কোন শত্রু। বিস্তর শিকার মেলে বটে, কিন্তু নেহাত ঠেকায় না পড়লে এদিকে আসে না কেউ। রহস্যের মূলে যাই হোক, রেডস্কিনদের কাছে এটা অভিশপ্ত এবং ভয়ঙ্কর এলাকা।

প্রশ্নটা উইলের মনেও জেগেছে—এত সুন্দর জমিতে কেন বসতি করেনি কেউ? অদ্ভুত সুন্দর! হাজারো উপত্যকা, ঘন সবুজ বন, পাহাড়ী ঝর্না আর বিস্তীর্ণ তৃণভূমি নয়ন জুড়ানো সৌন্দর্য তৈরি করেছে। চেরোকিদের কাছে শুনেছে উইল, এখানকার কোথাও অসংখ্য গুহা এবং পাথরের তৈরি একটা দুর্গ রয়েছে—যদিও ওটার সঠিক অবস্থান বা কারা কখন তৈরি করেছে, কেউই বলতে পারে না।

এখন আর কেউ থাকে না ওখানে। কিন্তু থাকত একসময়। সময়ের কালে হারিয়ে গেছে তারা? এল, এত কিছু তৈরি করল; তারপর বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ উধাও হয়ে গেল? ব্যাপারটা অস্বাভাবিক এবং রহস্যময়। এমন কী আছে ওখানে যে বংশানুক্রমে জায়গাটাকে এড়িয়ে চলেছে দুঃসাহসী ইন্ডিয়ানরা?

কিংবদন্তী রয়েছে দাড়িঅলা সাদা মানুষরা এসেছিল নদীর ওপাড় থেকে, কিন্তু প্রত্যেকে খুন হয়ে গিয়েছিল। কেউ বলে এটা চেরোকিদের কাজ, কারও মতে এজন্য শওনিরা দায়ী। বহুদিন আগের কথা এটা। এত আগের যে বৃদ্ধ ইন্ডিয়ানরাও ঠিকমত স্মরণ করতে পারে না। বয়স্কদের কাছে শুনে বা বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিয়ের কারণে গল্পটার প্রসার ঘটলেও জায়গাটার প্রতি ভীতির কারণে কেউই মনে রাখতে চায়নি। কার কাছ থেকে শুনেছে, তাও

বলতে পারে না।

গুজব আছে দুর্গের কাছাকাছি উপত্যকায় গাঢ় চামড়ার মানুষ থাকে। এরা না ইন্ডিয়ান, না আফ্রিকান। এদের জীবনযাত্রার ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন–অদ্ভুত রীতি আর নিয়ম মেনে চলে। শরীরের গঠন বা অবয়বও আলাদা। বয়স্ক ইন্ডিয়ান ছাড়া প্রায় কেউই জানে না এদের সম্পর্কে।

রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে আসেনি উইল। জমির খোঁজে, বসতি করার জন্য মনের মত জায়গার সন্ধানে এসেছে।

উইলের পূর্বপুরুষ জেমস ক্যালকিন মিশ্র রক্তের মানুষ। ইংরেজ এবং আইরিশ, দুই রক্ত ছিল তাঁর শরীরে। জনশ্রুতি আছে একসময় জলদস্যু ছিলেন তিনি। মাঝবয়সে থিতু হন ক্যানাডার কুইবেকের উপকূলীয় অঞ্চলে, তবে বছরের বেশিরভাগ সময় ইংল্যান্ডে কাটিয়ে দিতেন। দুই ছেলের মধ্যে ব্রায়ান ক্যালকিন যৌবনে পশ্চিমে এসে শূটিং ক্রীকে বসতি করেন। অন্যজন বাবা জেমস ক্যালকিনের অনুগামী হন।

ব্রায়ানের চার ছেলের মধ্যে উইল তৃতীয়। বড় দুই ভাই সংসারী হয়ে গেছে। ছোট ভাই নোয়েল বোন প্যাট্রিসিয়া আর মা-কে নিয়ে আইন পড়তে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমিয়েছে। উইলের অনুমান এদের কারও সঙ্গে ওর দেখা হবে না আর, কিংবা এদের খোঁজখবরও জানতে পারবে না, যদি না অন্যের মুখে কিছু জানার সুযোগ হয় কখনও। বাবার সঙ্গেও দেখা হবে না, ধরেই নিয়েছে উইল।

ভাইবোনদের তুলনায় ওর স্বভাব কিছুটা আলাদা। অন্যদের চোখে একটু "অদ্ভুত" কিসিমের মানুষ ও–মিতভাষী, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে অভ্যস্ত। পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা রয়েছে ওদের, কিন্তু নিঃসঙ্গতাই পছন্দ উইলের। ঠিক এজন্যই এমন এক গন্তব্যের উদ্দেশে যাত্রা করেছে, যেখান থেকে কখনও হয়তো বাড়ি ফেরা হবে না ওর।

স্বজনদের মধ্যে বাবাই ওকে বেশি বুঝতে পারেন। লড়াকু মানুষ তিনি, একইসঙ্গে পড়য়াও। নিজস্ব একটা ভুবন তৈরি করেছেন–বই

আর আপন চিন্তা নিয়ে ডুবে থাকেন। নিতান্ত সাধারণ ওঁর জীবন। একই স্বভাব উইলও পেয়েছে।

যাত্রা করার আগেরদিন বিকালে বাবার সঙ্গে গল্প করেছিল উইল। বাপ-ব্যাটা দু'জনেই জানত যে সম্ভবত এটাই ওদের শেষ দেখা। আরও একজন জানত ব্যাপারটা—ওর বাবার বন্ধু জেরেমি উইলকক্সের স্ত্রী জেনি। মহিলা আধা-ওয়েল্‌শ। উইলের মা ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার পর থেকে সে-ই ঘরকন্নার দায়িত্ব নিয়েছে।

কিছু কিছু মানুষের মধ্যে দ্বৈব অনুভূতি অত্যন্ত প্রবল। বাবার কাছ থেকে এই গুণ পেয়েছে উইল। পরিবারের বাইরে জেনি উইলকক্সের মধ্যেও দেখেছে জিনিসটা। সুদূরপ্রসারী চিন্তা অনেকেরই থাকে, কিন্তু ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ঘটনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা সবাই পায় না। হাজার লোকের মধ্যে হয়তো দু'একজনের এই ক্ষমতা রয়েছে। শুধু অনুমানই নয়, অবচেতন মন থেকে কখনও কখনও ঘটনাটা দেখতেও পায় তারা—পুরোপুরি স্পষ্ট না হলেও আংশিক অস্পষ্টতার সঙ্গে কিংবা ছাড়া-ছাড়া ভাবে।

ক্যালকিনদের সবার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে উইলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। যদিও স্বেচ্ছায় ক্ষমতাটা কখনও প্রয়োগ করেনি ও, কিংবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কৌতূহলও বোধ করেনি।

উইল জানে, অন্তর থেকে অনুভব করে, কীভাবে এবং ঠিক কখন ওর বাবা মারা যাবেন। ব্রায়ান ক্যালকিনও জানেন। জীবনকে যেভাবে গ্রহণ করেছেন তিনি, মৃত্যুর নৈকট্যকেও সেভাবে—সহজ ও অবশ্যম্ভাবী নিয়তি হিসাবে গ্রহণ করেছেন; যেভাবে কামনা করেছেন সবসময়, ঠিক সেভাবেই মৃত্যু হবে তাঁর—অস্ত্র হাতে, লড়াই করা অবস্থায়—আজন্ম লড়াকু মানুষের মতই অন্যের সঙ্গে নিজের শক্তিমত্তা আর সামর্থ্যের পরীক্ষা দিয়ে।

গল্প শেষে যখন আলাদা হয় ওরা, দু'জনেই জানত যে এটাই ওদের শেষ সাক্ষাৎ। বিদায় নেওয়ার সময় দৃঢ় হ্যান্ডশেক করেছে ওরা, পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বিদায় হিসাবে ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল। ওদের জন্য। বাবার স্মৃতি উইলের মনে

কখনোই ঝাপসা হবে না। ব্রায়ান ক্যালকিন জানেন আরও পশ্চিমে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের নির্জন কোন এলাকার অগ্রপথিক হতে যাচ্ছে তাঁর তৃতীয় পুত্র। নতুন এক সভ্যতার জন্ম দেবে সে।

বৃষ্টির ছাঁট মুখে লাগতে ঢুলুঢুলু ভাব কেটে গেল উইলের। কম্বল ছেড়ে উঠে পড়ল, জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল। ধূসর হয়ে এসেছে পুবাকাশ। ভোর হতে বেশি দেরি নেই। কম্বল ভিজে গেছে, সরু কার্নিস বৃষ্টি ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। প্যাক গুছিয়ে কাঁধে চাপাল ও, অস্ত্র তুলে নিল হাতে।

হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়।

যেখানে শুয়ে ছিল ও, দেহের ভারে দেবে গেছে নরম মাটি। মাটি সরিয়ে আগের অবস্থায় নিয়ে আসার প্রয়াস পেল উইল, তারপর গাছের একটা ডাল তুলে নিয়ে জায়গাটায় চারটা ক্রস আঁকল।

ইন্ডিয়ান মাত্রই কৌতূহলী। চার সংখ্যাটা যাদুর মত আকর্ষণ করে ওদের। যে-লোকটা ওকে অনুসরণ করছে, এখানে আসার পর চারটা ক্রস দেখে চিন্তিত হয়ে পড়বে নির্ঘাত। দুশ্চিন্তায়ও ভুগতে পারে, কারণ ইন্ডিয়ানরা অতিমাত্রায় কুসংস্কারে বিশ্বাসী—যাদু বা দৈবাৎ ঘটনায় অটল আস্থা বা বিশ্বাস রয়েছে ওদের।

ঢাল ধরে নামতে শুরু করল উইল। লরেল পাইনের ফাঁকফোকর গলে, ছোট্ট ঝর্নাকে পাশ কাটিয়ে উপত্যকায় নেমে এল। ওখানেই খুঁজে পেল প্রত্যাশিত সূত্রটা।

প্রায় একশো বছর আগে এই এলাকায় এসেছিল দুর্ধর্ষ মেক্সিকান সৈনিক ডি সোটো। তার দুর্জয় অভিযান বা নিষ্ঠুরতার নমুনা আর নেই এখন, কালের পরিক্রমায় ঝরা পাতার মতই উবে গেছে। বুড়ো দু'একজন ইন্ডিয়ান হয়তো কষ্টেসৃষ্টে মনে করতে পারবে ডি সোটোর কথা, তবে সাদা কোন লোক জানতে চাইলে মুখই খুলবে না। এটাই ঘটে সচরাচর। অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মানুষের কাছে এই এলাকার আরেক নাম "নতুন পৃথিবী"। ব্যাপারটা অবশ্য আপেক্ষিক বিষয়, কারণ যারা এখানে কখনও আসেনি বা এ-সম্পর্কে তেমন কিছু জানে না, শুধু তারাই এলাকাটাকে নতুন পৃথিবী

হিসাবে বলতে বা কল্পনা করতে ভালবাসে।

সূত্রটা মামুলি হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। একটা বুনো মোষের পায়ের ছাপ। পাহাড়ী মোষের চেয়ে এরা আকারে বিশাল, যদিও সংখ্যায় খুব কম। দুনিয়াতে মোষই সবচেয়ে দক্ষ ট্রেইল তৈরিকারী প্রাণী। সভ্যতার শুরু থেকে অনাবিষ্কৃত পাহাড়ী পাস*, পানির উৎস বা ট্রেইল আবিষ্কারে এরাই অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে; মানুষ অনুসরণ করেছে মোষকে। বলা চলে অন্ধের মত অনুসরণ করেছে, কারণ মোষেরা যে-পথে যায়, ওটাই নিরাপদ ও উপযুক্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে সবসময়।

ছাপটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করল উইল। বনে বা পাহাড়ে থাকতে অভ্যস্ত মানুষ ইন্ডিয়ানদের মত দৌড়াতে সক্ষম। আট-দশ মাইল টানা দৌড়ানো কোন ব্যাপারই নয় তাদের জন্য। ঘোড়া বা উপযুক্ত রাস্তার যেহেতু অভাব, এটাই সর্বোত্তম উপায়।

স্বাচ্ছন্দ্যে বুনো পথ ধরে দৌড়াচ্ছে ও। পায়ে মোকাসিন থাকায় বলতে গেলে তেমন কোন শব্দ হচ্ছে না। তা ছাড়া, পায়ের নীচে ভেজা পাতার আস্তর। প্রচুর গাছপালা আর ঘাস আছে এমন একটা নিচু পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছল ও, খোলা জায়গায় বেরিয়ে আসতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। চট করে গাছের আড়ালে সরে এল। ধূমিমলিন বাকস্কিন জ্যাকেট পরনে, গাছপালা আর পাহাড়ের পটভূমির সঙ্গে এক হয়ে গেল ওর অবয়ব, দূর থেকে সহজে ঠাহর বা পার্থক্য করা যাবে না। সামনের জমির উপর নজর চালাল উইল।

ক্ষণিকের জন্য থেমে গেছে বৃষ্টি। দূরের পাহাড়ের কাছাকাছি বৃষ্টি হচ্ছে, ধোঁয়াটে একটা পর্দা সৃষ্টি করেছে দৃষ্টিপথে। অদ্ভুত সৌন্দর্য! এমন দৃশ্য খুব কমই চোখে পড়ে।

ফেলে আসা ট্রেইলের উপর নজর চালাল উইল। কেউ নেই, কিছুই চোখে পড়ছে না। অনুসরণকারীকে খসিয়ে ফেলতে সক্ষম

---

পাস (Pass) গিরিসঙ্কট বা সঙ্কীর্ণ পথ

হয়েছে? প্রশ্নটা মনে এলেও সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল ও। উঁহুঁ। অবচেতন মন থেকে টের পাচ্ছে এ-লোক মহা সেয়ানা। সহজে খসানো যাবে না একে।

সামনে কোথাও টেনাসি নদী। এর আশপাশে রয়েছে দীর্ঘ, বিস্তীর্ণ বহু উপত্যকা। যে-কারও জন্য ওই তৃণভূমি হতে পারে স্বপ্নের বসতি। এই স্বপ্নের কথা কেবল শুনে এসেছে সবাই, কেউ সাহস করে এখানে আসেনি। ব্রায়ান ক্যালকিন ওকে দায়িত্ব দিয়েছেন–নতুন একটা জায়গা খুঁজে নিতে হবে, যাতে প্রয়োজনে সরে আসা যায় নতুন বসতিতে।

যৌবনের শুরুতে পশ্চিমে চলে আসেন ব্রায়ান ক্যালকিন, স্থায়ী হন ইন্ডিয়ান অধ্যুষিত এলাকা শূটিং ক্রীকে। প্রতিবেশী ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে কখনও হাড্ডাহাড্ডি লড়েছেন, কখনও ব্যবসা করেছেন, আবার কখনও সন্ধি করেছেন। সমঝোতার সম্পর্কটা একসময় দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বে রূপ পায়। কিন্তু সেনেকা ও অন্য ইন্ডিয়ানরা ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে সেই ঈর্ষা বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসায় গড়ায়। স্বভাবতই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন ব্রায়ান। বুঝতে পারেন সেনেকাদের সঙ্গে শত্রুতা জিইয়ে রেখে বেশিদিন টিকে থাকা যাবে না শূটিং ক্রীকে। ঠিক এজন্যই উইলকে নির্দেশ দেন নতুন বসতি খোঁজ করার জন্য।

'ঘুরে এসো, বিল,' বলেছিলেন তিনি। 'দেখে এসো পশ্চিমে নতুন কোন জমি পাও কি-না। দেশটা অনেক বড়। ঠিক কতটা বড় এমনকী রাজা* ও জানেন না। হয়তো সামলাতে গিয়ে ঝামেলা হবে বলে জানতেও চান না। ইংল্যান্ড বা আয়ারল্যান্ডে লর্ডদের হাতে জমি তুলে দিতেন রাজারা, প্রজারা জমি ব্যবহার করত। জমির উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় ছিল না কারও। ভূমিহীন মানুষের জন্য টিকে থাকা কঠিন ছিল বৈকি। কিন্তু এখানকার কথা আলাদা। বিস্তর জমি পড়ে আছে, মালিকানা নেই কারও। জমির মালিক হতে গেলে

---

* ইংল্যান্ডের রাজার কথা বলা হয়েছে। এই কাহিনীর সময়কাল ১৬২০-৩০ সাল। তৎকালীন সময়ে আমেরিকা ইংল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল।

বাড়তি শ্রমও দিতে হবে না।'

থেমে ছেলের চোখে চোখ রেখেছিলেন তিনি। 'বিল, তোমার ভাইদের কথা মনে রেখো। পরিবারই তোমাদের জীবন-মরণ। বুনো এই দেশে টিকতে হলে একাট্টা থাকতে হবে তোমাদের। কাউকে ভয় পেলে চলবে না, একতাবদ্ধ হয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির সামাল দিতে হবে।'

'মনে রাখব আমি,' উত্তরে বলেছিল উইল।

'কথাটা অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ো। তোমার ছেলে-মেয়েদেরও এভাবে থাকার নির্দেশ দেবে।

'তোমাকে ঈর্ষা হচ্ছে, কারণ ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এত গুরুত্বপূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর একটা কাজে যেতে পারছি না আমি। এমন জায়গায় যাবে তুমি, যেখানে কোন সাদা মানুষের পা পড়েনি। এলাকাটা এখনও অনাবিষ্কৃত। এখানে থেকেও জায়গাটার সৌন্দর্য টের পাচ্ছি—সবুজ সতেজ এক অঞ্চল, আকাশছোঁয়া পাহাড়, চোখ জুড়ানো দীর্ঘ তৃণভূমি, পাহাড়ে পাইনের সুবাসিত বাতাস।' মুহূর্তের জন্য থামলেন তিনি, শেষে যোগ করলেন 'মন চাইছে চলে যাই, কিন্তু যাওয়াও সম্ভব নয়।'

'জানি, বাবা।'

'নিয়তির লিখন খণ্ডানো যায় না, বিল। যার যেখানে পতন হবে, সেখানেই শেষ ঘুম দেওয়া উচিত।'

'হ্যাঁ।'

দীর্ঘক্ষণ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছে উইল। জায়গাটার সৌন্দর্য ওর বাবার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমে আসা মানুষের মধ্যে তিনিই ছিলেন অগ্রপথিক। বসতি করেছেন, কিন্তু সেজন্য ঘাম ঝরাতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে; আক্ষরিক অর্থেই পশ্চিমকে জয় করতে হয়েছে।

পাহাড়ের কাছে বৃষ্টি থেমে গেছে। ধোঁয়াটে পর্দা নেই এখন। পাহাড়ের উপর পুঞ্জীভূত মেঘের দলে বিশাল একটা ফোকর তৈরি হয়েছে, সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে ফোকর দিয়ে, উজ্জ্বল আভা

ছড়িয়ে দিচ্ছে পাহাড়শ্রেণীর আনাচে-কানাচে।

চিলহোয়ে···অদ্ভুত নাম পাহাড়টার!

উত্তরে পাশ ফিরল উইল—আচমকা এবং নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই, কিন্তু ঠিক এ-কারণেই বেঁচে গেল ও।

মুহূর্ত খানেক আগেও যে-গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল, ভোঁতা শব্দে সেখানে বিদ্ধ হয়েছে বড়সড় একটা বর্শা। বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে এসেছে ওটা। হাতলটা কাঁপছে থরথর করে।

ভোঁতা শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়েছে উইল। ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ল, তারপর গড়িয়ে দিল শরীর। কয়েক গড়ান খেয়ে সরে এল পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ির পাশে। তূণ থেকে একটা তীর বের করে নিয়েছে এক ফাঁকে। এখন তৈরি ও।

অপেক্ষায় থাকল উইল···

# দুই

সুরক্ষিত অবস্থানে আছে উইল। চোখের সামনে রয়েছে অদৃশ্য শত্রুর নিক্ষিপ্ত বর্শা। জিনিসটা দারুণ, হাতলে কারুকাজ করা। এমন সুদৃশ্য অস্ত্রের মায়া কাটানো কঠিন, তা ছাড়া একাধিক বর্শা নিয়ে চলাফেরা করে না কেউ। লোকটার জায়গায় উইল থাকলে ওটা ফেরত নিতে আসত। স্বভাবতই, অপেক্ষায় আছে ও, জানে বর্শা নিতে হলে ওর দৃষ্টিসীমায় আসতে হবে শত্রুকে। দুনিয়াতে তখন একজন শত্রু কমে যাবে ওর।

জীবনে নিজ থেকে কখনও ঝামেলায় জড়ায়নি উইল, এ-জিনিসটা ওর নীতিবিরুদ্ধ। তবে এও ঠিক, অন্য কেউ ঝামেলা করতে এলে তাকে মোটেও নিরাশ করে না। আসলে ক্যালকিনদের

ধাতই এমন। দু'একজন ছাড়া অন্যরা নিতান্ত সাধারণ মানুষ; নিরীহ নয়, আবার আগ্রাসীও নয়। প্রয়োজন না পড়লে কেউই নিজের সামর্থ্য দেখাতে পছন্দ করে না। তাই, ক্যালকিনদের দু'রূপেই চেনে সবাই–নির্বিরোধী, আত্মকেন্দ্রিক ও শান্তিপ্রিয়; অথচ সময়ে সময়ে আপসহীন, নিষ্ঠুর এবং দারুণ বেপরোয়া।

উইলের পিছনে দৈত্যাকার উইলোর কাণ্ড আর মাটি থেকে উপড়ে আসা মূলের সমাহার। এক চিলতে খোলা জায়গা রয়েছে পাশে, যেখানে পাইনের অসংখ্য শঙ্কু পড়ে আছে। কেউ জায়গাটা অতিক্রম করতে গেলে শব্দ হবেই। পিছন দিকটা দুর্ভেদ্য বলে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে ও, তা কিন্তু নয়। আসলে যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি। হাতে তীর-ধনুক। সতর্ক। সচেতন।

এবার অপেক্ষার পালা।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। সামান্য শব্দও হয়নি কোথাও। শত্রুর পরিচয় সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে উইল। ইন্ডিয়ান। অসীম ধৈর্য লোকটার। দুর্ধর্ষও বটে। কারণ ধৈর্য না থাকলে ভাল যোদ্ধা হওয়া যায় না। তবে উইলও ধৈর্য ধরতে জানে। বুনো প্রকৃতিতে কেটেছে ওর জীবনের বেশিরভাগ সময়। জানে কীভাবে ধৈর্য রাখতে হয়। এটাই নিয়ম। যেখানে বসবাস, সেখানকার নিয়মে অভ্যস্ত না হলে টিকে থাকা যায় না। ইন্ডিয়ানের সঙ্গে ধৈর্যের পাল্লা দেওয়ার সামর্থ্য রয়েছে ওর।

কান দুটো সজাগ, সামান্য শব্দও শুনতে উদ্‌গ্রীব। শরীর টানটান, যে-কোন মুহূর্তে সক্রিয় হতে প্রস্তুত। কিছুই ঘটছে না। ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে সময়। গাছের নিচু শাখা ছায়া বিলাচ্ছে বলে প্রখর রোদে পুড়তে হচ্ছে না ওকে। গাছের সারির ফোকর দিয়ে বেশি দূর চোখে পড়ছে না। শত্রুর নড়াচড়া টের পেতে হলে সতর্কতার পাশাপাশি দৃষ্টিশক্তিও তীক্ষ্ণ হওয়া চাই।

পিছনে নড়াচড়া টের পেল উইল। ঘাসের শাখাগুলো নড়ছে। সরু পথ ধরে খোলা উপত্যকার দিকে তাকাল, যেখানে বুনো মোষের ছাপ দেখেছিল। চেঁচিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল একটা

স্কুইরেল–কেউ চমকে দিয়েছে ওটাকে, অন্য কোন শব্দ শোনা গেল না; এমনকী মোকাসিনের ক্ষীণ আওয়াজও নেই!

চারপাশে দৃষ্টি চালাল ও। চোখের কোণ দিয়ে নজর রেখেছে বর্শার উপর। হঠাৎ ক্ষীণ একটা শব্দ হলো। ঝটিতি সেদিকে দৃষ্টি চলে গেল ওর। ভুলটা টের পেয়ে ফিরে তাকাল উইল, কিন্তু ততক্ষণে কাজ সেরে ফেলেছে শত্রু। উধাও হয়ে গেছে বর্শাটা!

বিরক্তি আর অসন্তোষ বোধ করল উইল, মনে মনে গাল বকল নিজেকে। বেকুবি করেছে! শব্দ করে ওর মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছিল শত্রু–হয়তো একটা কাঠি বা পাথর ছুঁড়ে দিয়েছিল। বাচ্চা ছেলের মত চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করেছে ও।

দুশ্চিন্তার কথা হচ্ছে বর্শাটা চলে গেছে শত্রুর হাতে। হতে পারে এটা তার প্রিয় অস্ত্র। ব্যাটা যে বর্শা ছুঁড়তে দক্ষ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্রেফ বরাত জোরে বেঁচে গেছে উইল, নিজের অজান্তে পাশ ফিরেছিল বলে বর্শার ফলা এড়াতে পেরেছে। কয়বার ভাগ্যদেবীর সহায়তা পাবে ও?

বর্শা ফিরে পেয়ে নিশ্চই অবস্থান বদলে ফেলেছে লোকটা। কোন্ দিকে গেছে? ওকে খুন করতে চায় যখন, সম্ভবত অ্যাম্বুশ করতে সুবিধা হবে এমন জায়গায় গিয়ে অপেক্ষায় থাকবে। ওর যা করা উচিত–একই অবস্থানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। কারণ, ইতোমধ্যে যদি স্পট না করে থাকে, অচিরেই ওর অবস্থান জেনে যাবে লোকটা।

আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল ও।

পড়ে থাকা প্রকাণ্ড গাছের পাশে সঙ্কীর্ণ একটা পথ, পাইনের শঙ্কু নেই ওখানে; গাছের আগে, অন্তত ত্রিশ ফুট খোলা জায়গা, কোনরকম ডালপালা বা মূলের বাধা নেই।

দ্রুত, নিঃশব্দে এগোল উইল। মাথা নিচু করে রেখেছে, যাতে চওড়া গুঁড়ির আড়ালে থাকে শরীর। শেষ প্রান্তে এসে ডালপালার নীচ দিয়ে পেরিয়ে এল গাছটা। থেমে অপেক্ষা করল, কোন শব্দ কানে এল না। এই ফুরসতে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করে ফেলল।

দ্রুত এগোল ও, মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই গাছের সারির কাছে চলে এল। চট করে ঢুকে পড়ল দুই গাছের মাঝখানে সরু ফোকরে। এ-অবস্থায় ওকে দেখতে পেলেও সুবিধা করতে পারবে না শত্রু...বর্শার জন্য কঠিন টার্গেট।

মাস খানেক আগে একবার এদিকে এসেছিল উইল। গ্রেট রীভারের কথা ওরা কেবল শুনেই এসেছে, কখনও নিজ চোখে দেখা হয়নি। কেউ বলতেও পারেনি কোন্ পথে ওখানে যাওয়া যাবে। উইল নিজেই উদ্যোগী হয়ে চলে এসেছিল। ওর পরিশ্রম বৃথা যায়নি। সম্ভাব্য রাস্তা জেনে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে রওনা দিয়েছে এবার। পথ বা ট্রেইল সম্পর্কে জানে ও। একটু আগে বুনো মোষের ছাপ দেখে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে ঠিক পথে এগোচ্ছে। চেনা পথ বলেই জানে যে ছাপটা পেরিয়ে গেলে ট্রেইলে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক পাবে। বনের ভিতর দিয়ে সেদিকে এগোল ও।

প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে, বাঁকের কাছাকাছি পৌঁছানোর পর, তীক্ষ্ণ নজর বুলাল ট্রেইলে। উঁহুঁ, কোন চিহ্ন নেই। তারমানে...শত্রুর আগে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। এবার নিশ্চিন্তে এগোনো যাক!

উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়াতে শুরু করল উইল।

লোকটা কী ধরনের মানুষ? অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্ক্যাল্প-হান্টার? কোন কোন ইন্ডিয়ান একা চলাফেরা করতে পছন্দ করে, তবে বেশিরভাগ সময় ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে শিকারে বা যুদ্ধে যায় ওরা। এই লোকটা একা। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তাতে কোন সন্দেহ নেই, নিজের দক্ষতার ব্যাপারে শতভাগ আত্মবিশ্বাসী। সমীহ করার মত লোক। হালকা ভাবে নেওয়া যাবে না একে।

স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাচ্ছন্দ্য গতিতে দৌড়াচ্ছে উইল। বেশ কয়েকবার মোষের ছাপ চোখে পড়ল, একবার হরিণের ট্র্যাক দেখেছে। বিকালের দিকে ছোট্ট এক ক্রীকের ধারে থামল ও, পানি পান করবে। পানির কিনারে বিশাল একটা ভালুকের ছাপ দেখতে পেল। একেবারে তাজা। বড়জোর মিনিট কয়েক আগের।

ছাপগুলো খুঁটিয়ে দেখল উইল, তারপর ওগুলোর মাঝখানে

চারটা ছোট্ট ক্রস এঁকে ফেলল।

পানি পান করার পর হাঁটতে শুরু করল ও, নিজের ট্র্যাক লুকানোর ব্যাপারে সচেতন। ক্রীকের উজান ধরে এগোল কিছুদূর, থেমে পানির স্রোতে ক্রীক-বেডে ফুটে ওঠা পায়ের ছাপ মুছে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর ক্রীকের সরু একটা শাখা ধরে এগোল একশো কদমের মত। পানিতে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ি দেখে উঠে এল ওটার উপর। বাকল আলাদা হয়ে গেছে ভিজে থাকার কারণে। গুঁড়ি থেকে পাথুরে চাঁইয়ের উপর উঠে এল, সতর্ক যাতে চাঁইয়ের উপর পড়ে থাকা শুকনো পাতা বা নুড়িপাথর সরে না যায়। এবার আচমকা মোড় নিয়ে গতরাতে যেখানে ক্যাম্প করেছিল, সেদিকে এগোল। জায়গাটা অবশ্য এখান থেকে অনেক দূরে।

সামনের পাথুরে জমিতে বিশাল বোল্ডার আর চাঁই পড়ে আছে। গ্র্যানিটের চাঙড়ের পর শেল্ফের মত উঁচু একটা জায়গা পড়বে, জানে উইল। মিনিট কয়েকের মধ্যে ওখানে উঠে এল। তাজা কোন ট্র্যাক নেই। যে-পথ ধরে গ্রেট রীভারে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল ওর, এই পথটা তার সমান্তরালে এগিয়ে গেছে। হাঁটার সময় বাবা আর ভাইদের কথা মনে পড়ল ওর। ব্রায়ান ক্যালকিন নিশ্চই দারুণ উপভোগ করতেন এই ভ্রমণটা। নিয়াল বা হার্ভেও করত। তবে ওর মত শত্রুকে এড়িয়ে যাওয়ার দুর্ভোগ পোহাত না নিয়াল, বরং মুখোমুখি হয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলত।

অযথা সংঘাতে জড়ানোর পক্ষপাতী নয় উইল। যতক্ষণ সম্ভব, লোকটাকে এড়িয়ে যাবে ও, যদিও ওকে খুন করতে চেয়েছে সে। তবে জরুরি মনে হলে বা একান্ত নাচার হলে, তখন ভিন্ন ব্যাপার···

অন্ধকার নামছে প্রকৃতিতে। জুতসই একটা জায়গা খুঁজে নিল ও। এবার বিশ্রামের পালা। ছোট্ট ঝর্নার ধারে তিনটা বুড়ো ওকের নীচে ক্যাম্প করল। সারাদিনের ব্যস্ততার পর রাতে নিঃসঙ্গ ক্যাম্পে আগুনের উষ্ণতা, আগুনে ঝলসানো মাংসের সুবাস, তৃপ্তি ভরে আহার, ক্রীকে পানির কুলকুল শব্দ বা পাতার ক্ষীণ

মর্মরধ্বনি...জীবনটাকে উপভোগ্য এবং আনন্দময় মনে হয়; ক্লান্ত শরীরে, কিন্তু পরিতৃপ্ত মনে ঘুম নেমে আসে। এমন জীবনই চেয়েছে ও। হাতের নাগালে রয়েছে সমস্ত আয়োজন, অথচ উপভোগ করতে পারছে না। একজন মানুষের উপস্থিতি সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে!

একবার ওকে খুঁজে পেয়েছিল লোকটা, আবারও পেতে পারে।

যতটা সম্ভব চুপিসারে আসার চেষ্টা করবে অদৃশ্য শত্রু। উইল নিঃসন্দেহ যে ঠিকই ওর ট্রেইল অনুসরণ করতে সক্ষম হবে সে। ভাঁওতায় কাজ হবে না। অন্য কেউ হলে হয়তো খেই হারিয়ে ফেলত, কিন্তু এর কথা আলাদা। জাত ট্র্যাকার।

সামনে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, তারপরও অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উইল। একটা আইডিয়া উঁকি দিয়েছে মাথায়।

আগুন জ্বালাতে বেশ ঝামেলাই হলো। শুকনো গাছের বাকল সংগ্রহ করে কেটে ছোট ছোট করল; পিচ পাইনের কিছু ডগা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। পাথরের সঙ্গে ইস্পাতের ঘর্ষণের ফলে স্ফুলিঙ্গ থেকে সরু রেখার মত ধোঁয়া উঠলে, কয়েকবার ফুঁ দিলে আগুনের শিখায় রূপ পায় স্ফুলিঙ্গ। ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। অন্তত সবসময়। ঠিকমত আগুন জ্বালানোর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যোগান সঠিক হওয়া চাই। আগুন ছিল মানুষের প্রথম এবং সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু, একইসঙ্গে সম্ভাব্য শত্রুও।

উইলকে অনুসরণ করছে যে-লোক, আগুনের কাছে আসতে পারে সে। ওর অবচেতন মন ঠিক তাই বলছে। ইতোমধ্যে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে সে, সেজন্য শুধু ক্রস চিহ্নগুলোই যথেষ্ট–কারণ, অপরিচিত বা অদ্ভুত যে-কোন জিনিসের প্রতি আগ্রহ বোধ করে ইন্ডিয়ানরা। উইলের আরও ধারণা, ও কী ধরনের মানুষ, ধাতটা জানার প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে লোকটার মধ্যে।

উইলের গন্তব্য এমন এক জায়গায়, যেখানে কোন সাদা মানুষ পা রাখেনি আজও। যদিও ইন্ডিয়ানদের কাছে শুনেছে যে ওখানে বেশ কিছু লোক রয়েছে যারা মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে, আর ফ্লোরিডার মত একটা ভাষায় কথা বলে। পশ্চিমে গ্রেট রীভার, কারও কারও

মতে ডি সোটো এই নদীর আবিষ্কারক; কিন্তু অন্য সবার চেয়ে একটু বেশিই জানে ক্যালকিনরা। জানে যে আসলে এর বিশ বছর আগেই আলভারেজ ডি পিনেডা গ্রেট রীভার আবিষ্কার করেছে। আরও ক'জনের ওই নদী দেখার সৌভাগ্য হয়েছে তা অবশ্য জানা নেই ওদের, কিন্তু এমনও গল্প চালু আছে যে শুধু পিনেডা বা সোটো নয়, আরও বহু লোক এসেছিল ওই এলাকায়। নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল।

আগুন উস্কে উঠেছে। যথেষ্ট উত্তাপ রয়েছে। ইচ্ছে করে একটু বড় রেখেছে উইল। না-দেখা শত্রুর প্রতি আমন্ত্রণ। কিছুদিন ধরে ওকে অনুসরণ করছে সে, এতদিনে নিশ্চই জেনে গেছে যে এরচেয়ে ছোট করে আগুন জ্বালাতে অভ্যস্ত উইল। পার্থক্যটা ধরা পড়বে তার চোখে, এবং তাৎপর্যও নিশ্চই বুঝতে পারবে। সে যেমন উইলের ব্যাপারে কৌতূহলী, উইলও কৌতূহল বোধ করছে। কী কারণে, কীসের আশায় একা ওর পিছু নিয়েছে সে, যেখানে ওর সঙ্গীরা দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত?

ওকে খুন করার চেষ্টা করেছে সে। বুনো এলাকায় এটাই স্বাভাবিক, কারণ এখানে অপরিচিত যে-কোন লোকই শত্রু হতে পারে। আগুনের উষ্ণতা ছেড়ে একটু পিছনে, গাছের অন্ধকার ছায়ায় সরে এল উইল। অপেক্ষায় থাকল। তীর-ধনুক আগুনের কাছে রেখে এসেছে, দূর থেকে অনায়াসে চোখে পড়বে। তবে নিরস্ত্র নেই ও, কোলে ফেলে রেখেছে একটা পিস্তল। আশা করছে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবে রহস্যময় অতিথি, কিন্তু তার নিয়তিতে যদি মৃত্যুই লেখা থাকে, সেটা ঠেকানোর কোন ইচ্ছে নেই উইলের।

হরিণের এক টুকরো শুকনো মাংস মুখে পুরে চিবাতে শুরু করল ও। ধীরে ধীরে সময় কাটছে। তারপর, হঠাৎ আগুনের কিনারে দেখতে পেল তাকে। ওর মতই লম্বা হবে সে, একটু ক্ষীণকায়। ইন্ডিয়ান, তবে কোন্ গোত্রের, শনাক্ত করতে পারল না উইল।

বাম হাত তুলে আগুনের দিকে ইঙ্গিত করল ও। হালকা পায়ে এগিয়ে এল অতিথি, মাটিতে বসার আগে ঝুলি থেকে কয়েক টুকরো

হরিণের মাংস বের করে কয়লার উপর রাখল সেদ্ধ হওয়ার জন্য।

'মাংস!' প্রথমে এই শব্দটাই উচ্চারণ করল সে।

'বোসো।'

কাঠি দিয়ে মাংসের নীচে কয়লা নেড়েচেড়ে দিল উইল, তারপর শুকনো ডাল যোগ করল আগুনে। মাংস ঝলসাতে শুরু করায় সুবাস ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

'অনেক দূরে যাচ্ছ?'

'গ্রেট রীভারের দিকে। আসলে নদী পেরিয়ে আরও দূরে যাব।'

'নদীটা দেখেছি আমি,' গর্বিত স্বরে বলল সে। 'ওপারের ফার সীয়িং ল্যান্ডও দেখেছি।'

'তুমি দেখছি ভাল ইংরেজি জানো।'

'ইংরেজিতে কথা বলার অভ্যাস আছে আমার। গ্রামে থাকতে এক ইংরেজের কাছে শিখেছি।'

*ইংরেজ? এত পশ্চিমে?*

'তোমার গ্রাম কোন্ দিকে?'

'দূরে,' উত্তরে ইশারা করল ইন্ডিয়ান। 'কয়েকদিনের পথ।' এবার সরাসরি উইলের চোখে চোখ রাখল সে, নির্জলা অহঙ্কারের সুরে বলল: 'আমি কিকাপু পিয়োটাহ্।'

'কিকাপুরা যোদ্ধা জাতি,' অনুমোদনের সুরে স্বীকার করল উইল।

খুশি হলো রেডস্কিন। 'আমাদের সম্পর্কে জানো তুমি?'

'কিকাপুদের সাহসের গল্প কে না জানে! অন্য গোত্রের ইন্ডিয়ানরা সবসময়ই কুঁড়ের সামনে কোন কিকাপু যোদ্ধার স্ক্যাল্প ঝোলানোর স্বপ্ন দেখে।'

'ঠিক! আমরা সত্যিকার যোদ্ধা। অচেনা জায়গায় অভিযানেও আমাদের ধারে-কাছে নেই কেউ।'

'কার কাছ থেকে ইংরেজি শিখেছ?'

'এক ইংরেজের কাছ থেকে।'

'লোকটা কোথায়, তোমার গ্রামে?'

'মারা গেছে। দারুণ সাহসী মানুষ ছিল। মরার আগে অনেকক্ষণ

টিকে ছিল।'

'তুমি ওকে মেরেছ?'

'উঁহুঁ, সেনেকারা। আমাদের দু'জনকেই বন্দি করেছিল।'

'কিন্তু তুমি পালিয়ে আসতে পেরেছ?'

শ্রাগ করল পিয়োটাহ্। 'চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ আমাকে।'

এতক্ষণ জ্বালানি যোগ করা হয়নি বলে আগুন নিভে যাচ্ছে, খেয়াল করল উইল। দু'জনেই আগুনে কাঠি যোগ করল ওরা। হরিণের মাংস থেকে পাতলা দীর্ঘ এক টুকরো কাটল পিয়োটাহ্।

'তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু জানার আছে আমার,' বলল উইল। 'এদিকে বহুদিন ধরে আছ তোমরা।'

'মাঝে মধ্যে আসি, তবে বেশিদিন থাকি না। গ্রামে ফিরে যাই। কোন মেয়েমানুষ আছে তোমার?'

'উঁহুঁ। সময় হলে বিয়ে করব।'

'আমার স্ত্রীটা হুট করে মরে গেল। ভাল ছিল ও।' ক্ষণিকের জন্য থামল সে। 'সেরা।'

'দুঃখিত।'

'দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। সুখী ছিল ও, মরেছেও সুখ নিয়ে।'

নীরব হয়ে গেল ওরা, মাংস চিবাচ্ছে। 'পাহাড় থেকে এসেছ তুমি?' হঠাৎ জানতে চাইল পিয়োটাহ্।

'হ্যাঁ।'

'ব্রা-য়া-ন ক্যাল-কিনকে চেনো?'

বিহ্বল বোধ করল উইল, মুখ তুলে তাকাল ইন্ডিয়ানের দিকে। 'তুমি জানো ওর সম্পর্কে?'

'সবাই জানে ওর কথা। বীর যোদ্ধা। যোগ্য নেতা।' থামল সে। 'সত্যিকার যোদ্ধা ছিল সে।'

'ছিল?' ক্ষণিকের জন্য হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল উইলের, ফের যখন আজীবনের দায়িত্ব শুরু করল ওটা, ধীর লয়ে স্পন্দন শুরু করল।

'মারা গেছে সে। গাঁয়ে ওকে নিয়ে গান গেয়েছে সব ইন্ডিয়ান।'

*বাবা···মারা গেছেন?* এমন সমর্থ···শক্তিশালী একজন মানুষ! কখনও দুর্বল মনে হয়নি তাঁকে।

কোন ট্রেইলই গন্তব্যহীন নয়, কোন ঝর্নাই আজীবন বয় না, কোন পাহাড়ই অনতিক্রম্য নয়।

'একজন জাত যোদ্ধার যেভাবে মৃত্যু হওয়া উচিত, ঠিক সেভাবেই মারা গেছে সে। আচমকা আক্রমণ করেছিল ওরা। কিন্তু একজনকেও রেহাই দেয়নি ব্রা-য়া-ন। মরার আগে ছয়জনকে খুন করেছে, দু'জনকে আহত করেছে। ওর সঙ্গে যে-লোকটা ছিল, সেও মারা গেছে।'

'একজনই ছিল ওর সঙ্গে? এক যুবক?'

'উঁহুঁ, ব্রা-য়া-নের মতই বয়স। বুড়ো।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উইলের দিকে তাকাল সে। 'এই ব্রা-য়া-নকে চেনো তুমি?'

'আমার বাবা।'

'আ···চ্ছা!'

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল।

বাবাকে মনে পড়ছে উইলের। বুকটা ফাঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছে, গলায় কী যেন বিঁধছে, ঢোক গিলেও সরাতে পারল না। অজান্তে দৃষ্টি নিচু হয়ে গেল ওর, মাটির দিকে তাকিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়ার কয়েকটা মুহূর্ত মনে পড়ল, বলা উচিত হয়নি এমন কিছু কথাও বলে ফেলেছিল। বোকামি করেছে। বাবা হিসাবে নিজের দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছেন ব্রায়ান ক্যালকিন। বুনো এক দেশে চার সমর্থ ছেলেকে মানুষ করা চাট্টিখানি কথা নয়। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পড়েছে ওরা, স্বাবলম্বী ও স্বাধীনচেতা হতে চেয়েছে; বাবাকে ভালবেসেছে ঠিকই, কিন্তু একইসঙ্গে নিজের স্বাধীনতাও চেয়েছে, উপলক্ষ্য খুঁজেছে যাতে বাঁধনটা ছিঁড়তে পারে। সৃষ্টির আদি থেকে এ-ই হয়ে এসেছে। বয়স কখনও থেমে থাকে না, "গত" হওয়ার দিনও চলে আসে সবার জীবনে।

উইল অনুমান করেছিল মারা যাবেন ব্রায়ান ক্যালকিন, এও

জানত যে কীভাবে মৃত্যু হবে তাঁর, কিন্তু ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটবে ভাবেনি।

সামনে কিকাপু ইন্ডিয়ানের উপস্থিতি ভুলে গেল ও, বাবাকে নিয়ে ভাবছে। দুঃসাহস নিয়ে বুনো এই দেশে এসেছিলেন তিনি, সভ্যতার জন্ম দিয়েছেন। কলোরাডোয় বসতি গড়ে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়েছিলেন স্ত্রীকে আনার জন্য।

মা? বাবার মৃত্যুর খবর নিশ্চই জানেন না, কিন্তু অবচেতন মনে কি সামান্য আঁচও পাবেন না? প্যাট্রিসিয়ার সঙ্গে ইংল্যান্ডে গেছেন তিনি। পশ্চিমের চেয়ে অনেক সহজ ওখানকার জীবন। সিদ্ধান্তটা যৌক্তিক ছিল, মনে হয়েছিল ওদের কাছে। অন্তত তাই আশা করেছিল ওরা।

উইলের ছোট ভাই, নোয়েলও গেছে ওদের সঙ্গে। আইন পড়বে।

অন্যদের কী হলো? হার্ভে আর নিয়াল কি বেঁচে আছে? হার্ভের জন্ম হয়েছিল ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়। একটা বাফেলো রোবের উপর যার জন্ম, প্রত্যাশা অনুযায়ী–শক্তিশালী, কঠিন, দৃঢ়চেতা মানুষ হিসাবে নিজেকে গড়ে নিয়েছে হার্ভে। জন্মের সময় মায়ের ঠিক পাশে ইন্ডিয়ানদের ঠেকাতে ব্যস্ত ছিল জেরেমি উইলকক্স, ব্রায়ান ক্যালকিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু। শেষপর্যন্ত, বন্ধুর পাশে থেকেই মারা গেছে মানুষটি।

নিয়ালেরই বা কী হলো? বুনো স্বভাব ওর, বেপরোয়া। ভালুকের সমান জোর ওর গায়ে, চট করে রেগে কাঁই হয়ে যায়, কিন্তু পরক্ষণে সব তিক্ততা ভুলে যায়।

আর কখনও কি দেখা হবে ওদের সঙ্গে?

মনের গভীরে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব করছে উইল··· বোধহয় দেখা হবে না কখনও। অবচেতন মন তাই বলছে। বাড়ি থেকে বিদায় নেওয়ার সময় জানত বাবার সঙ্গে আর দেখা হবে না, বুঝতে পেরেছিল মৃত্যুর কাছাকাছি চলে এসেছেন ব্রায়ান ক্যালকিন।

যার যার নিজস্ব ভুবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওরা চার ভাই। পাহাড়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে হার্ভে ও নিয়াল, আর উইল

যাচ্ছে পশ্চিমে। গ্রেট রীভার ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে অনাবিষ্কৃত কোন স্থানই হবে ওর ঠিকানা।

আগুনের ওপাশ থেকে উইলের দিকে তাকাল পিয়োটাহ্। 'তুমি ব্রা-য়া-নের ছেলে। আর আমি হচ্ছি কিকাপু। একসঙ্গে যাব আমরা।'

# তিন

বিশাল গাছের মোটা মোটা গুঁড়ি, বসন্তের ছোঁয়ায় কচি পাতার বাহার লেগেছে প্রতিটি শাখায়। ঝর্না দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল উইল, পানি পান করবে। না চাইলেও অন্তত বিশ পাউন্ড ওজনঅলা একটা পার্চকে চমকে দিল। সাঁতরে চট করে সরে গেল মাছটা, উইলের উপস্থিতিতে বিরক্ত হয়েছে। উজান ধরে তাকাল ও, দেখল একটু দূরে পানি পান করছে একটা হরিণ। পানি থেকে মুখ তুলে তাকাল ওটা, পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল চিবুক বেয়ে। হতাশ্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সেকেন্ড কয়েক, তারপর চট করে সরে গেল গাছের আড়ালে। অসন্তুষ্ট হলেও ওদের উপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন নয়।

ভোর হচ্ছে। হালকা কুয়াশার চাদর ঘিরে রেখেছে জায়গাটাকে। আগুন জ্বলছে বটে, তবে উত্তাপ বা ঔজ্জ্বল্য ছাড়া; স্যাঁতস্যাঁতে কাঠের কারণে ধোঁয়া উঠছে সরু ধারায়, চাপা হিসহিস শব্দ করছে। এতক্ষণ কোন শব্দ কানে না এলেও আচমকা সচকিত হয়ে উঠল ওরা। উত্তরে কী যেন নড়ে উঠেছে। লম্বা ঘাসের বুকে একটা আলোড়ন, ক্রমশ এগিয়ে আসছে ক্যাম্পের দিকে। ঠিক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। প্রাণীটা বিশাল। দৈত্যাকার বলা চলে।

থেমে গেল ওটা, ধোঁয়ার গন্ধ পেয়েছে। কুয়াশার পর্দা ছাড়িয়ে

বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়। দৈত্যাকার এক মোষ। বিশাল দুটো শিং। মুখ, ঘাড় আর পাঁজরের উপর পশমে লেগে থাকা কুয়াশা ঝিলিক মারছে। ছোট ছোট চোখ ঘুরিয়ে ওদের দিকে তাকাল ওটা, ঘন পশমের আড়ালে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে চোখজোড়া।

বড়জোর পনেরো গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে দৈত্যাকার মোষটা, এবং ওটার পিছনে এসে উপস্থিত হয়েছে আরও দশটা।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সর্দার মোষ, বুঝতে পারছে না ওদের উপস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত কি-না। শেষে মাথা নিচু করে ঘাসের দিকে মনোযোগ দিল ওটা।

'মাংস,' হঠাৎ বলল পিয়োটাহ্। 'অনেক মাংস!'

দুটো পিস্তলের একটা তুলে নিয়ে মোষের সামনের এক পায়ে নিশানা করল উইল। এক মুহূর্ত পর ট্রিগার টেনে দিল। কঙ্কাশনের ধাক্কায় লাফিয়ে উঠল পিস্তল, দ্রুত ওটা মাটিতে নামিয়ে রেখে দ্বিতীয়টা তুলে নিশানা করল উইল। গুলিও করল তৎক্ষণাৎ।

দৈত্যাকার মোষ ঠায় দাঁড়িয়ে, বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে; হঠাৎ হাঁটু মুড়ে পড়ে গেল, সামনের পায়ে জোর পাচ্ছে না। গড়িয়ে চিৎ হলো বিশাল শরীর। অন্যগুলো দাঁড়িয়ে থেকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। পিস্তলের গর্জন সম্পর্কে পূর্ব ধারণা নেই বলে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না। বুঝতেও পারছে না সর্দার পড়ে গেল কেন। এগিয়ে এসে সর্দারের গায়ের গন্ধ শুঁকল, রক্তের গন্ধ একটুও পছন্দ হলো না ওদের।

ধীর পায়ে মোষগুলোর দিকে এগোল উইল। ওকে অনুসরণ করছে পিয়োটাহ্। কমবয়সী একটা মোষ মাথা নিচু করে ফেলল, ওদের এগিয়ে আসতে দেখে পিছাতে শুরু করল। ওটাকে অনুসরণ করল বাকিরা, ঘুরে উপত্যকার দিকে চলে গেল।

পিয়োটাহ্র দিকে তাকাল উইল, ইন্ডিয়ানের মুখে বিস্ময় বা চমকের সামান্য নমুনাও নেই। *এই ব্যাটা কি পিস্তল দেখেছে কখনও, কিংবা পিস্তলের গর্জন শুনেছে?* পরে অবশ্য উইল জেনেছে কোনটারই অভিজ্ঞতা ছিল না পিয়োটাহ্র, কিন্তু গর্বিত একজন

কিকাপুর যা করা উচিত, কোন ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা উচিত নয় বলেই নির্বিকার রেখেছে মুখ।

ছুরি বের করে ঝটপট কাজ শুরু করল ওরা। যার যার নিজস্ব রীতিতে, কিন্তু একসঙ্গে, চামড়া ছাড়িয়ে মাংসের সেরা অংশ কেটে নিল। জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করার মত প্রচুর কাঠ রয়েছে এখানে, সুতরাং আগুন জ্বালানোর পর মাংস ছোট ছোট টুকরো করে ঝলসে নিল। শুকানোর কাজটা এভাবেই হয়ে গেল। সবশেষে চামড়া সংগ্রহ করল।

উইলের সঙ্গে যথেষ্টরও বেশি অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। এত অস্ত্র খুব কম লোকেরই থাকে। ইংল্যান্ডে তৈরি একটা ধনুক সঙ্গে রাখে ও, ব্রায়ান ক্যালকিনের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেয়ে দক্ষতার চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করেছে ওরা চার ভাই। প্রায় ত্রিশটা তীর ছাড়াও আছে রেজরের মত তীক্ষ্ণধার বারো ইঞ্চি ব্লেডের একটা ছুরি। ওর আসল অস্ত্র, জরুরী অবস্থা ছাড়া যা ব্যবহার করার বা দেখানোর ইচ্ছে নেই, দীর্ঘ ব্যারেলের দুটো পিস্তল। এগুলোর মালিক ছিলেন ওর বাবা। এক জলদস্যু-জাহাজ থেকে ওগুলো সংগ্রহ করেছিলেন ব্রায়ান। নিঃসন্দেহে গর্ব করার মত অস্ত্র, যেহেতু হাজার লোকের কাছে এমন অস্ত্র একটাও নেই। সম্ভবত কোন বিখ্যাত লর্ডের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল।

রিপিটিং পিস্তল। চমৎকার ডিজাইনের কারণে মাস্টারপীস বলা যায়। ওয়ালনাটের বাঁটে সোনার কারুকাজ করা। ব্যবহারের কৌশল একটু ভিন্ন। পিস্তল দুটোর মালিক ছিল এক ফার্নান্ডো, বাবার কাছ থেকে শুনেছে উইল, ইতালির ব্রেশিয়ার কমিনাজ্জো পরিবারের এক জারজ সন্তান। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে রোমান ক্যাথলিকদের রোষানলে পড়ে যায় তারা, পালিয়ে ফ্লোরেন্সে চলে যায় ফার্নান্ডো, সঙ্গে ছিল তার যন্ত্রপাতি।

নিজের জন্য জুতসই ও নিরাপদ একটা জায়গার খোঁজ করতে থাকে ফার্নান্ডো, ইত্যবসরে গোপনে পিস্তল তৈরির দিকে মনোযোগ দেয়। পাউডার আর বল বসাল টিউব আকৃতির ম্যাগাজিনে, সেটাও

কৌশলে বাঁটের মধ্যে লুকিয়ে রাখা, দুই চেম্বারের সংযোগস্থলে ছোট্ট রিভলভিং ব্রীচব্লক খুলে বের করতে হয় ম্যাগাজিন। লোড করার পদ্ধতি একেবারে সহজ, স্রেফ মাজল নিচু করে পিস্তলের একপাশে লেভার ঘুরালেই হলো। একটা বল আর পরিমাণ মত পাউডার চলে যায় চেম্বারে। চেম্বারটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল।

রিলোড করার ঝামেলা ছাড়াই একটানা বারোটা গুলি করা যায়। সদ্য তৈরি পিস্তলটা দেখিয়ে লরেঞ্জনি নামে প্রভাবশালী এক জমিদারের কাছে আশ্রয় পায় ফার্নান্ডো। পরে লরেঞ্জনির নির্দেশে এ-ধরনের পিস্তল আরও তৈরি করেছে সে।

মেকানিজম অপছন্দ বলে পিস্তল দুটো কখনও ব্যবহার করেননি ব্রায়ান ক্যালকিন। উইলের যখন পনেরো চলছে, পিস্তলগুলো ওকে পরখ করতে দিয়েছিলেন, এবং বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করলেন বেশ দক্ষতার সঙ্গে ভয়ঙ্কর অস্ত্র দুটোকে সামাল দিতে পারছে উইল। দেখতে দারুণ এবং একইসঙ্গে ভয়ঙ্করও ওগুলো। তবে ভ্রমণের সময় তীর-ধনুকই ব্যবহার করে উইল। সীমিত অ্যামুনিশনও পিস্তল ব্যবহার না-করার আরেক কারণ। তাই স্ক্যাবার্ডে পিস্তলের সঙ্গে কার্তুজও রেখে দেয়।

তীর-ধনুকে অভ্যস্ত ছিলেন ব্রায়ান ক্যালকিন। কলোরাডো বা আশপাশের এলাকায় পাখি বা যে-কোন বড় প্রাণী শিকার করার জন্য তাই যথেষ্ট ছিল। তবে তীর-ধনুকে প্রায় অসম্ভব দূরত্ব থেকে লক্ষ্যভেদ করার পাশাপাশি শূটিংও রপ্ত করত ওরা চার ভাই।

আজকের আগে পিস্তল দেখেনি পিয়োটাহ্, কিন্তু গুলি করা যায় এমন অস্ত্র সম্পর্কে জানে সে, ইলিনয়েস রীভার অঞ্চলে ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে ওর। উইল অবশ্য সব রহস্য এখনই উন্মোচন করতে নারাজ, চাইছে পিয়োটাহ্ ভাবুক ওগুলো সিঙ্গেল শট পিস্তল।

বন্ধু বলা যাবে না পিয়োটাহ্‌কে, অন্তত এখনই। বরং স্রেফ দু'জন আগন্তুক ওরা, একসঙ্গে ভ্রমণ করছে। যাত্রার যে-কোন মুহূর্তে

হয়তো ওকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারে ইন্ডিয়ান। ইউরোপের রীতিনীতি এখানে অচল, কোন ইন্ডিয়ানই সে-সব অনুসরণ করে না, আসলে গরজই অনুভব করে না, সে যে-গোত্রের লোকই হোক। ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। বিচার করার লোক যেহেতু নেই, ন্যায়ের প্রশ্ন তাই অবান্তর। টিকে থাকাই এখানে মুখ্য ব্যাপার।

ইন্ডিয়ানদের নিজস্ব দর্শনে অপরিচিত একজন মানুষ আর শত্রুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। শত্রুকে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করা ওদের সবচেয়ে প্রিয় কৌশল। সাদা মানুষের কাছে এটাকে হয়তো নীচ প্রতারণা মনে হবে, কিন্তু পিয়োটাহ্‌র কাছে এটা উদ্দেশ্যসিদ্ধির একটা উপায় মাত্র।

ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ভালই মানিয়ে নিয়েছিলেন ওর বাবা। তবে খুব কম ইন্ডিয়ানকে বিশ্বাস করতেন, এবং তারাও কয়েকজন ছাড়া কেউ বিশ্বাস করত না ব্রায়ান ক্যালকিনকে। সম্পর্ক তৈরির প্রথম শর্তই হচ্ছে বিশ্বাস। ইন্ডিয়ান আর সাদা মানুষের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি হওয়া দূরে থাক, নেহাত সমঝোতা তৈরি হতেও বহু বছর লাগে। সাদারা যেটাকে সৌজন্য মনে করে, ইন্ডিয়ানদের কাছে সেটা দুর্বলতা; কিন্তু তারপরও কোন সাদা যদি কারও চোখে ধরা না পড়ে ইন্ডিয়ান গ্রামে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রামে থাকে, ততক্ষণ যথেষ্ট সমাদর পায়, যেহেতু নিজের গ্রামে যে-কোন মূল্যে শান্তি বজায় রাখতে চেষ্টা করে রেডস্কিনরা। কিন্তু গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে গেলে সেই লোকের নিয়তি মোটামুটি নির্দিষ্ট হয়ে যায়—ট্রেইলের কোথাও শকুনের খাদ্য বনে যায় সে। এটাই ঘটে সচরাচর, প্রায় রীতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে; যদিও দু'একটা ব্যতিক্রমও ঘটেছে।

পিয়োটাহ্‌ হয়তো দু'একদিন একসঙ্গে ভ্রমণ করবে, তারপর ওর সম্পর্কে কৌতূহল বা বিস্ময় ফুরিয়ে গেলে খুন করে ফেলবে ওকে। নিজের পথে চলে যাওয়ার সময় ওর কথা ভাববেই না। মজার ব্যাপার হচ্ছে, উইলের ক্ষেত্রেও একই আশঙ্কা করবে সে।

সর্বক্ষণ সজাগ থাকতে হবে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল উইল,

কারণ যে-কোন মুহূর্তে আগাম সতর্কসঙ্কেত ছাড়াই আক্রান্ত হতে পারে।

হয়তো বন্ধুত্বও তৈরি হতে পারে ওদের মধ্যে, তবে সেটা অনেক পরের ব্যাপার। চট্ করে এমন কিছু ঘটবে না। মাঝখানের সময়টা—অনেক দীর্ঘ হবে বলেই উইলের ধারণা—সতর্ক থাকতে হবে সর্বক্ষণ।

আগেরবার গ্রেট রীভারের উদ্দেশে যাত্রা শেষে বার্চের বাকলের তৈরি একটা ক্যানু লুকিয়ে রেখে গেছে উইল। সেদিকে যাচ্ছে এখন। তাড়াহুড়ো করছে না, চলার ফাঁকে আশপাশের এলাকা সম্পর্কে যতটা সম্ভব জেনে নিচ্ছে।

পিয়োটাহ্‌র ওই ইংরেজ বন্ধু সম্পর্কে আরও জানতে হবে—নিজেকে একটা কাজ দিল উইল। কোত্থেকে এসেছিল সে? ফরাসি জেল থেকে পালানো? সাগরে তাকে আটক করেছিল ফ্রেঞ্চরা, নাকি অন্য কোথাও? আসলে কে সে? কী করত?

তবে উইল মোটামুটি নিশ্চিত যে সরাসরি প্রশ্ন করলে উত্তর দেবে না পিয়োটাহ্।

নিচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে থামল ওরা, সময় নিয়ে জরিপ করল সামনের এলাকা। ধারে-কাছে কোথাও নড়ে উঠল একটা হরিণ। চট করে সেদিকে তাকাল পিয়োটাহ্, উইলের দিকে ফিরল শেষে। 'কেউ আসছে।'

কিছু দেখতে পায়নি উইল, কিন্তু অগ্রাহ্যও করতে পারছে না। সামর্থ্যের বিচারে একই কাতারের মানুষ ওরা। পিয়োটাহ্‌র ধারণা ভুল প্রমাণ করা ঠিক হবে না, বরং বিপজ্জনক ও হঠকারি হয়ে যাবে কাজটা। নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডারের প্রাচুর্য সম্পর্কে তাকে জানতে না-দেওয়াই মঙ্গল।

পশ্চিম দিক দেখাল উইল। 'হিউয়াসিরা থাকে ওদিকে, তবে চেরোকিদের সংখ্যাও কম নয়।'

শ্রাগ করল সে। 'চেরোকি আবার কারা? কেউ না। আমি হচ্ছি কিকাপু।'

একই জায়গায় থাকল ওরা, খুঁটিয়ে দেখছে চারপাশ। পিয়োটাহ্‌র কথা ভাবছে উইল, শেষপর্যন্ত হয়তো শত্রুই হবে সে; কিন্তু সামনের এলাকায় আরও অনেক শত্রু রয়েছে। চেরোকিরা জানে ক্যালকিনদের সম্পর্কে, ওরাও জানে তাদের সম্পর্কে। এ-পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই বজায় রয়েছে ওদের মধ্যে। কিন্তু ইন্ডিয়ানদের ব্যাপারে শেষ কথা বলে কিছু নেই, এরা আসলে খেয়ালের দাস–যখন যা মনে হবে, তাই করবে। পিয়োটাহ্‌র ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য–স্রেফ সহযাত্রী, বন্ধু বলা যাবে না, তবে শত্রু ধরে নেওয়াই মঙ্গল।

পিয়োটাহ্‌ও হয়তো একই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করছে ওকে।

কেউ আসছে, বলেছিল পিয়োটাহ্‌। কিন্তু কীভাবে জানতে পারল? এমন কী দেখেছে সে যা দেখতে পায়নি উইল? আর আসছেই বা কে?

লুকিয়ে রাখা ক্যানুটা এখান থেকে মাত্র আধা-দিনের মত দূরত্বে আছে। তথ্যটা পিয়োটাহ্‌কে জানানোর দরকার মনে করছে না উইল। কাছাকাছি পৌঁছে বলবে। অতিরিক্ত কথা বলা একটা দোষ, মাঝে মধ্যে রীতিমত অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। তথ্য আসলে এক ধরনের ক্ষমতা। গ্রেট রীভারে যাওয়ার পথ জানা আছে, এটা ওর জন্য বাড়তি সুবিধা। পিয়োটাহ্‌ জানে কি-না, সেটাই দেখার বিষয়।

পিয়োটাহ্‌র উপর কিছুক্ষণ নজর রাখতে গিয়ে বিহ্বল হতে হলো উইলকে। সতর্ক সচেতন, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না কিকাপু। ইন্ডিয়ানের দৈব অনুভূতি চিন্তার নতুন খোরাক হয়ে ধরা দিল ওর মনে। কী টের পেয়েছে সে? কী আশঙ্কা করছে পিয়োটাহ্‌?

ওদের পিছনে গুচ্ছাকারে বেড়ে উঠেছে কিছু গুল্ম। সামনে পাহাড়ী ঢাল নীচের উপত্যকার মেঝেয় গিয়ে মিশেছে। মাঝখানে বইছে ক্ষীণ ঝর্না। মাথার উপর নীল আকাশ, শুভ্র মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে ইতস্তত। একেবারে নীরব, শান্ত পরিবেশ। কোথাও বিন্দুমাত্র সাড়া নেই। একটু আগে যে-হরিণটাকে দেখেছিল, ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে ওটা, ধীর পায়ে ঝর্নার দিকে এগোল।

এগোতে গেল উইল, কিন্তু হাত তুলে নিষেধ করল পিয়োটাহ্। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝর্নার কাছাকাছি বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এক ইন্ডিয়ান। থমকে দাঁড়িয়ে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল সে। লোকটা যে ইন্ডিয়ান তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু পরনের কাপড় বা বেশভূষা উইলের অপরিচিত। টার্ব্যানে* মাথা পুরোপুরি ঢাকা। তার পিছনে এসে দাঁড়াল আরও দু'জন। এদের একজন রীতিমত বুড়ো।

পাহাড়ী ঢাল বরাবর ওদের দিকে তাকাল বুড়ো, সঙ্গীদের বলল কী যেন, দূরে থাকায় শুনতে পেল না উইল বা পিয়োটাহ্। প্রথম ইন্ডিয়ান এবার মুখোমুখি হলো ওদের। 'ক্যাল-কিন?' জানতে চাইল সে।

এক পা আগে বাড়ল উইল। 'আমি উইল ক্যালকিন।'

প্রায় একশো কদম দূরে আছে ওরা, কিন্তু বাতাস পরিষ্কার থাকায় কথাগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

'ক্যালকিনের সঙ্গে কথা বলতে চায় আমাদের নিকঅনা*,' বলল অপেক্ষাকৃত তরুণ ইন্ডিয়ান।

ঘাসের উপর বুড়োর জন্য কম্বল বিছিয়ে দিল সে। ওটার মুখোমুখি আরেকটা বিছাল–উইলের জন্য। কাজ শেষে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। আরাম করে কম্বলের উপর বসল বুড়ো।

এগোতে গেল উইল, কিন্তু ওকে সতর্ক করল পিয়োটাহ্: 'এটা একটা ফাঁদ!'

বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আরও দুই ইন্ডিয়ান। নেতার পিছনে এসে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।

'পাঁচজন বটে,' পিয়োটাহ্র উদ্দেশে বলল উইল। 'কিন্তু এ-পর্যন্ত কোন ধরনের হুমকি দেয়নি আমাদের। কথা বলতে চাইছে ওরা।'

---

টার্ব্যান (Turban) এক ধরনের পাগড়ি

নিকঅনা ইন্ডিয়ানদের ওঝা বা প্রধান পরামর্শদাতা

'পাঁচজন? পাঁচজনও যথেষ্ট নয়, আমি হচ্ছি কিকাপু।'

'আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে ওরা। কথা না বাড়িয়ে চলে এসো। আলাপের সময় তোমার সাহায্য লাগতে পারে।'

নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওকে অনুসরণ করল কিকাপু ইন্ডিয়ান। ঢাল ধরে নীচে নেমে এল উইল, বুড়োর উল্টোদিকে কম্বলের উপর বসল।

অনেকক্ষণ চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল ওরা। চেহারায় ইন্ডিয়ান বটে, কিন্তু বুড়োর মধ্যে অন্যদের তুলনায় আলাদা কী যেন আছে। জিনিসটা আলাদা করতে পারছে না উইল, হয়তো সচরাচর যাদের দেখেছে সে-ধরনের মানুষ নয় সে—পার্থক্য এটাই।

বয়স হয়েছে তার। বলিষ্ঠ শরীরে ভাঙন ধরেছে, একসময় যে-দৃঢ়তা দেখা যেত মুখে, তা আর নেই এখন। মুখে বা শরীরে বয়সের ছাপ পড়লেও চোখ দুটো বরাবরের মতই আছে—সতর্ক, সচেতন এবং প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ। বাকস্কিনের জ্যাকেট পরনে তার, এমন একটা জিনিসের মালিক হওয়ার লোভ যে-কারও হবে; নিখুঁতভাবে তৈরি চামড়ার উপর পুঁতি আর রঙিন পালকের ডিজাইন। ধরনটা উইলের অপরিচিত। তরুণ ইন্ডিয়ানদের মত একই ধরনের টার্ব্যান তার মাথায়, আঁটসাঁট, পরিচ্ছন্ন। দু'একটা চুল যাও-বা দেখা যাচ্ছে, সবই পাতলা এবং সাদা।

চেরোকি ভাষায় কথা বলল সে। ভাষাটা উইল নিজেও অনর্গল বলতে পারে। 'ক্যাল-কিনের সঙ্গে দেখা করতে এতদূর এলাম,' বলল সে। প্রত্যাশা তার চাহনিতে, বন্ধুত্বপূর্ণ তো বটেই। 'তোমার সাহায্য চাই, যদিও কারও কাছে সাহায্য চাওয়া ধাতে নেই আমাদের।'

'আমার যদি কিছু করার থাকে...'

'আছে,' বলেও থেমে গেল সে। 'ক্যাল-কিন নামটা অনেক পরিচিত। আমি তো ভেবেছি বয়স্ক কাউকে দেখতে পাব।'

'আমার বাবার কথা শুনেছ। ব্রায়ান ক্যালকিন। আমাদের শক্তিমত্তা বা মস্তিষ্ক ছিলেন তিনি। সেনেকাদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা

গেছেন।'

'শুনেছি, তবে কথাটা বিশ্বাস করিনি।'

'যাক্‌গে, আমিও ক্যালকিন। বাবা যেটা করতে পারতেন, সেটা আমিও পারব। কাজটা কী?'

আগুন জ্বালিয়েছে ইন্ডিয়ানদের একজন, কয়লা থেকে পাইপ ধরিয়ে বুড়োর হাতে দিল। আয়েশ ভরে পাইপে টান দিল বুড়ো, তারপর ওটা বাড়িয়ে দিল উইলের উদ্দেশে। একইভাবে ধূমপান করল উইল। পিয়োটাহ্‌র উদ্দেশে বাড়িয়ে দেবে, তার আগেই পিছিয়ে গেল সে।

একসঙ্গে ধূমপান করার এই সৌজন্য সম্পর্কে বোধহয় অবগত নয় পিয়োটাহ্‌। বুড়োর পরিচয় অনুমান করেছে উইল—নাতচি ইন্ডিয়ান। ক্যালকিনদের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠতা কখনোই ছিল না, যেহেতু ওদের বাড়ি থেকে অনেক দক্ষিণে এদের গ্রাম—গ্রেট রীভার নদীর উপকূলে। একসঙ্গে পাইপ টানার সৌজন্য নাতচিদের নয়, বরং অন্য গোত্রের প্রথা এটা। বুড়ো ধরে নিয়েছে এই রীতিতে অভ্যস্ত উইল, নিজের সদিচ্ছা বোঝাতে তাই অন্য গোত্রের প্রথা অবলম্বন করেছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, কারণ সাধারণত এক গোত্রের ইন্ডিয়ান অন্য গোত্রের কোন প্রথা বা রীতিনীতি অনুসরণ করে না।

'দিন গড়িয়ে যাচ্ছে,' বলল উইল। 'তোমাকে অনেক দূরে যেতে হবে।'

'আর যাচ্ছি না আমি। জায়গামত চলে এসেছি।'

কিছুটা বিহ্বল বোধ করল উইল, চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল।

স্মিত হাসল বুড়ো। 'ক্যাল-কিনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি,' থেমে পাইপটা একপাশে নামিয়ে রাখল সে, সম্ভবত বুঝতে পেরেছে এভাবে ধূমপান করতে তার মত উইলও তেমন অভ্যস্ত নয়। 'ক্যালকিনদের সম্পর্কে জানি আমরা। বীর যোদ্ধা ওরা, অভিযানও করে প্রচুর।'

'সত্যি।'

'মানুষই তো তোমরা, অন্য কিছু নও।'

'অন্য কিছু হওয়ার চেষ্টা আমরা করি না।'

'নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া শিকার করো না, কারও স্ক্যাল্প নিতে চাও না, বাধ্য না হলে লড়াই কোরো না—তোমাদের সম্পর্কে এসবই শুনেছি আমরা।'

'ঠিকই শুনেছ।'

'বাড়ি তৈরি করো তোমরা, জমিতে ফসল ফলাও, বন থেকে ফলমূল সংগ্রহ করো। মাঝে মধ্যে শিকারও করো।'

'হ্যাঁ।'

'শুনেছি সূর্যাস্তের দেশে যাচ্ছে উ-ইল ক্যাল-কিন। তুমিই সেই লোক?'

'হ্যাঁ।'

'কেন যাচ্ছ?'

'জানি না। হয়তো জায়গাটা আমার চেনা নয় বলে। এক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চারপাশ নীরব। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, সব সুনসান নীরব। একটা কণ্ঠ কানে এল, কণ্ঠটা বলল: "খুঁজে বের করো!" কিছুদিন পরে, এক বিকালে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমে তাকিয়ে ছিলাম আমি। আবারও একটা কণ্ঠ শুনতে পেলাম: "চলে এসো!" মনে হয় এটা আমার নিয়তি।'

মিনিট কয়েক চুপ করে থাকল বুড়ো। নীরবতাকে অসহ্য মনে হওয়ায় কিছু বলতে গেল উইল, কিন্তু হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল সে।

'নাতচিরা শক্তিশালী জাতি। আমরা সূর্যের সন্তান। বছর কয়েক আগে একটা মেয়ে জন্ম নিল আমাদের মধ্যে, অচেনা ভাষায় কথা বলে ও। কণ্ঠ পুরুষদের মত। ওর কাছে জানতে পারলাম একদিন আমাদের মধ্যে এক শত্রু আসবে, ভয়ঙ্কর শত্রু, কিন্তু তাকে দেখে বা আচরণে মনে হবে বন্ধু। লোভনীয় নানা উপহার নিয়ে আসবে সে, মিষ্টি কথা বলবে। সবার মধ্যে নিজের প্রভাব খাটাবে। একসময় আমাদের সব পবিত্র স্থান ধ্বংস করে ফেলবে সে, আমাদের নিয়ে যাবে এমন এক জীবনে যেখানে কারও কর্তৃত্ব থাকবে না, থাকবে না

কোন প্রথা বা অতীতের স্মৃতি; অথচ ইন্ডিয়ানদের কাছে অতীত সবসময়ই গৌরবের বিষয়। অতীতই তো একটা জাতির পরিচয়।

'নতুন জায়গা খুঁজছি আমরা। সবকিছু পিছনে ফেলে চলে যাব ওখানে। জায়গাটা হতে হবে অনেক দূরে। ওখানে গিয়ে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেব। পাহাড়ের পিছনে চলে যায় সূর্য, এমন জায়গায় হতে হবে নতুন বসতি। পুরুষ কণ্ঠের ওই মেয়েটা আমাদের জানিয়েছে কোথায় যেতে হবে, জায়গাটার বর্ণনাও দিয়েছে।'

'এখনও যাওনি তোমরা?'

'মেয়েটার কথা বেশিরভাগ লোকই বিশ্বাস করেনি। চেনা পরিবেশ ছেড়ে যেতে চায় কেউ? যেখানে আছি, জায়গাটাকে ভালবাসি আমরা। ওটাই তো আমাদের চিরদিনের ঠিকানা। সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হলো, তখনই আবার তাড়া দিল মেয়েটা। এর দু'দিন পরে গ্রামে অচেনা একটা বোট এল। বোটের লোকজন বিভিন্ন উপহার বিনিময় করল আমাদের সঙ্গে। শেষে চলে গেল ওরা।

'এবার মেয়েটার কথা বিশ্বাস হলো অনেকের। সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম আমরা—নতুন কোন জায়গায় চলে যাব। কিন্তু জায়গাটা তো খুঁজে বের করতে হবে! ঠিক হলো একজন আগে আগে যাবে, জায়গাটা খুঁজে পেলে খবর দেবে আমাদের।'

'এবং গেল লোকটা?'

'লোকটা নয়, মেয়েটা। মোট চোদ্দজন। মেয়েটা ছিল নেতৃত্বে। দশজন পুরুষ এবং চারজন মেয়ে।' ক্ষণিকের জন্য থামল সে। 'কিন্তু কেউই ফিরে আসেনি ওরা, কোন খবরও পাঠায়নি। শুনেছি মারা গেছে সবাই।'

দীর্ঘদেহী যে-যুবককে প্রথম দেখতে পেয়েছিল উইল, এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। 'উঁহুঁ, মারা যায়নি ও,' তীক্ষ্ণ স্বরে হঠাৎ বলল যুবক। 'ও আমার।'

'ও নিজেই বিয়ের কথা বলে বেড়াচ্ছে,' জানাল বুড়ো।

'তাই? আমি তো জানতাম তোমাদের মধ্যে মেয়েরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়।'

'ঠিকই শুনেছ। সিদ্ধান্ত নেবে ওই মেয়ে। ও হচ্ছে সান, আমাদের রাজা গ্রেট সানের মেয়ে,' থামল বুড়ো, উইলের মনে হলো তার চোখে প্রচ্ছন্ন আমোদ দেখতে পাচ্ছে। 'সমর্থ মেয়ে ও। সুন্দরী ঠিকই, কিন্তু শক্তিশালীও। ও নিজেই স্বামী বেছে নেবে।' ফের থামল সে, মাথা সামান্য ঝাঁকিয়ে যুবকের দিকে ইশারা করল। 'ওর ধারণা ও নিজেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক। কারণ ও হচ্ছে স্টিঙ্কার্ড।'

'আচ্ছা।'

ব্যাখ্যা করল বুড়ো। 'তোমাদের দুনিয়া আর আমাদের দুনিয়া এক নয়। আভিজাত্য বা মর্যাদার দিক থেকে প্রথমে হচ্ছে সানরা, ওরাই শাসন করে আমাদের। তারপর অভিজাত শ্রেণী, এরপর সম্মানিতরা, এবং চতুর্থ স্থানে আছে স্টিঙ্কার্ডরা। আমাদের প্রথা অনুযায়ী স্টিঙ্কার্ডরা অবশ্যই কোন সানকে বিয়ে করবে।'

'তা হলে গ্রেট সানের মেয়েকে বিয়ে করবে ও?'

'বলেছি না, মেয়েটাই সিদ্ধান্ত নেবে?'

'সিদ্ধান্ত আমি নেব,' নির্বিকার স্বরে ঘোষণা করল যুবক।

'ওর মা অবশ্য আমাদের গোত্রের মেয়ে নয়। ওদের মধ্যে নিয়ম হচ্ছে জিজ্ঞেস করা না হলে কখনও কথা বলে না মেয়েরা। ওর কাছেই শুনেছি। তবে ও বেশ সুদর্শন, অনেক মেয়েই ওকে স্বামী হিসাবে চায়। যোদ্ধা হিসাবেও দুর্ধর্ষ, সেরাদের একজন।'

'আমার কাছে আসলে কেন?'

'পশ্চিমে যাচ্ছ তুমি। তোমার মত অভিযানপ্রিয় মানুষ আমাদের মধ্যেও নেই। আমার তো মনে হয় মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে পারবে তুমি। ওকে বোলো যে গ্রামে ওকে দরকার আমাদের।'

মুহূর্ত খানেক কথাটা নিজের মনে উল্টেপাল্টে দেখল উইল। 'মেয়েটা যদি ওর স্ত্রীই হবে, ও নিজেই যাচ্ছে না কেন?'

'গ্রামে ওকে দরকার আমাদের। ঝামেলা হচ্ছে।'

'কতদিন হলো গেছে মেয়েটা?'

'চার চাঁদ।'

*চার মাস?* সেক্ষেত্রে কোন ট্র্যাকই থাকবে না। কীভাবে খুঁজবে

মেয়েটাকে? অসম্ভব। পশ্চিমে কী আছে, কারও পরিষ্কার ধারণা নেই। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, পাহাড়শ্রেণী আর অগুনতি উপত্যকা, মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে আছে: কেউ কখনও যায়নি ওখানে—যদি না কোন ঝর্না বা নদী অনুসরণ করে থাকে। তবে এটাও ঠিক যে ঝর্না বা নদীর সঠিক অবস্থানও কারও জানা নেই। গুজব রয়েছে এক নদী থেকে অন্য নদীর দূরত্ব অনেক। পরে হয়তো কৌতূহলী লোকজন যাবে ওদিকে, ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার সুযোগও হবে, কিন্তু এখন ব্যাপারটা হঠকারি এবং প্রায় অসম্ভব বিবেচনা করাই যুক্তিসঙ্গত।

'মেয়েটা কোথায় গেছে জানো নাকি?'

'জানি।'

মিনিট কয়েক নীরব থাকল বুড়ো, ভাবছে। তারপর বলল, 'আজ রাতে, চামড়ার উপর একটা মানচিত্র আঁকব আমি। নিশ্চিত বলতে পারব না যে ঠিক ওখানেই গেছে ও, তবে যতদূর মনে আছে, তাই এঁকে দেখাব। এ-ধরনের জায়গায় যাওয়ার কথা ওর।'

'যাওয়ার কথা ছিল। পথে কী হয়েছে, কে জানে! অন্য গোত্রের ইন্ডিয়ানরা রয়েছে। খুব সুন্দরী ও, তাই না? সেক্ষেত্রে সবার কাছেই ওর কদর থাকবে।'

'সাধারণ মেয়ে নয় ও,' উইলের চোখে চোখ রাখল বুড়ো। 'সময়ে সময়ে বিপজ্জনকও, অথচ ওকে দেখে বোঝা যাবে না।'

'যাদু জানে নাকি ও?'

'না! কিন্তু আমাদের মধ্যে যারা সান, অনেক জ্ঞানী ওরা...' শ্রাগ করল সে। 'ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওকে নিয়ে যাবে কেউ, এমন স্পর্ধা দেখিয়ে বাঁচতে পারবে না কেউ।' যুবকের দিকে ইঙ্গিত করল সে, ক্যাম্পের ওপাশে চলে গেছে দীর্ঘকায় নাতচি। 'এমনকী ও-ও সেই চেষ্টা করবে না।'

কোথাকার কোন্ ইন্ডিয়ান মেয়ে! তাকে খোঁজার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই উইলের, চেষ্টা করতেও অনিচ্ছুক। কিন্তু ক্যালকিনদের উপর ভরসা করে এসেছে বুড়ো, শুনেছে যে সাহায্য চাইলে কখনও ফিরিয়ে দেয় না ক্যালকিনরা। এই আস্থার প্রতিদান দেওয়া উচিত

নয়? অন্তত চেষ্টা তো করতে পারে।

নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে পারল না উইল, দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছে এমনিতেই তো পশ্চিমে যাচ্ছে, খানিকটা বাড়তি পরিশ্রম না হয় হলেই!

এই একটা ব্যাপারে ওর চরিত্র ব্রায়ান ক্যালকিনের মত। মুখের উপর কাউকে মানা করতে পারে না। পশ্চিমে প্রথম পা দিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন ব্রায়ান—দেশটার নাড়ি-নক্ষত্র জেনে নেবেন, নীলগিরি ছাড়িয়ে চলে যাবেন আরও পশ্চিমে, জানবেন কী আছে সেখানে। একবার বেরিয়েও গিয়েছিলেন।

উইলের ব্যাপারটাও তেমন। না-জানাকে জানার, না-দেখাকে দেখার তীব্র তৃষ্ণা রয়েছে ওর, অমোঘ এই আকর্ষণ উপেক্ষা করা অসম্ভব। সামনে অনাবিষ্কৃত জমি, মাইলের পর মাইল বিস্তৃত—যেখানে দিগন্তের সীমা কেবলই বাড়তে থাকে—সবার আগে সেখানে পা রাখতে চায় উইল। অচেনা ক্রীকের পানি পান করতে ইচ্ছুক, গিরিসঙ্কটে ঘুরে বেড়াতে চায় ও, পাহাড়ী শৃঙ্গে উঠে দেখতে চায় মাইলকে মাইল বিস্তীর্ণ জমি, ঢেউ খেলানো উপত্যকা বা তৃণভূমিতে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়তে ইচ্ছুক...

জীবনে এই কি ওর চাওয়া? অতটুকুই, এখন পর্যন্ত। আগে কৌতূহল নিবৃত্ত হোক, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করুক। অচেনা, অজানা জায়গায় নিজের জন্য একটা ভুবন তৈরি করবে। ভবিষ্যতে কী ঘটবে সেটা নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়।

সে-রাতে ঝর্নার পাশে ঘুমাল ওরা। উইল খেয়াল করল ভিতরে ভিতরে অসন্তোষে ফুটছে পিয়োটাহ্। হয়তো ওকে ছেড়ে চলে যাবে সে, ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে যেমন নিজের পথে যাচ্ছিল, তেমনি এগোতে থাকবে গ্রেট রীভারের দিকে। তবে তেমন কিছু ঘটল না।

ঘুমানোর আগে নাতচি মেয়েটার সমস্যা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবল উইল। বিশ্বস্ততার জন্য সুনাম অর্জন করেছিলেন ওর বাবা। দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসাবে তাঁকে সমীহ করত সবাই, একইসঙ্গে তাঁর জ্ঞান

ও প্রজ্ঞার জন্য শ্রদ্ধাও করত। সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি, দুটোই ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। পশ্চিমে যাচ্ছে এক ক্যালকিন, হয়তো শুনে থাকবে নাতচিরা, তাই সাহায্য চাইতে চলে এসেছে, যদিও এদের কারও সঙ্গে পরিচয় নেই ক্যালকিনদের। ব্রায়ানকে আশা করেছিল নিকঅনা, কিন্তু ঘটনাচক্রে উইলের দেখা পেয়েছে। সদ্য প্রয়াত বাবার সুনাম বজায় রাখার চেষ্টা না করে উপায় কী ওর?

সামনে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এমনকী বেশিরভাগ ইন্ডিয়ানের কাছেও অজানা, অচেনা। পশ্চিমে যেতে হলে নদী বা ঝর্নার কাছাকাছি থাকতে হবে। এসব ঝর্নার বেশিরভাগই পাহাড়ে জন্মেছে।

প্রতি পদক্ষেপে বিপদের সম্ভাবনা। গুজব রয়েছে উত্তর থেকে ভিন্ন গোত্রের কিছু ইন্ডিয়ান রেইড করতে আসে, চলার পথে সবকিছু ধ্বংস করে ফেলে ওরা; নির্বিচারে মানুষ খুন করে—সে সাদা আর ইন্ডিয়ানই হোক। পাহাড়ী ইন্ডিয়ানরাও এত নৃশংস বা ভয়ঙ্কর নয়। তবে এও ঠিক যে লড়াই-পাগল ইন্ডিয়ান সব জায়গায় আছে। বহু আগে, এক ইন্ডিয়ান উইলের বাবাকে বলেছিল যে যুদ্ধ বা লড়াই ছাড়া জীবনটা নিরামিষ মনে হচ্ছে তাদের কাছে।

মূল ব্যাপারটা আসলে মানসিকতায়। সংঘাত এড়ানোর ইচ্ছে নেই বলেই যুদ্ধ এড়াতে পারে না ওরা।

উইলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার। ঠেকায় না পড়লে সংঘাতে যাবে না কারও সঙ্গে, যতদূর সম্ভব ঝামেলা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। খুব সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে। কোন ঝর্নার কাছাকাছি ইন্ডিয়ানদের উপস্থিতির নমুনা দেখতে পেলে ঘুরপথে যেতে হবে, প্রয়োজনে পাহাড় পাড়ি দিতে হবে। নিচু এলাকা ধরে এগোনোই শ্রেয়।

এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ল ও।

সকালে উঠে দেখল বিরক্ত হয়ে আছে পিয়োটাহ্। 'একটুও পছন্দ হচ্ছে না ওকে,' থুথু ফেলার সময় দূরে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী নাতচি যুবককে দেখাল সে। 'ওকে বোধহয় খুন করে ফেলব আমি।'

'ধৈর্য ধরো। ওরও সময় আসবে।'

'দূর! ওর সময় তো অনেক আগে পেরিয়ে গেছে!' তাচ্ছিল্যের

সঙ্গে বলল পিয়োটাহ্। 'জন্মের সময়ই পানিতে ডুবিয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল ওকে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একমত হলো উইল। বিচার একতরফা হয়ে গেছে, পরক্ষণে উপলব্ধি করল ও। যুবক সম্পর্কে কিছুই জানা নেই ওর। এত দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া বোকামি হবে। উদ্ধত সে, নাতচি রাজকন্যাকে চায়, কিন্তু এতে দোষের কিছু নেই। সুন্দরী কোন মেয়েকে যে-কেউ চাইতে পারে; অন্য নাতচিরাও নিশ্চই চায় মনে মনে। মেয়েটিকে কখনও দেখেনি উইল, তবে এটুকু বলতে পারে দেখলেও নাতচি সুন্দরীকে পাওয়ার বাসনা হবে না ওর। যা শুনেছে, সঙ্গিনী হিসাবে সুবিধার হবে না মেয়েটা।

তবে এও সত্যি যে মেয়েদের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই ওর। বাবা-মাকে দেখেছে ও। কিন্তু অ্যাগনেস আর ব্রায়ান ক্যালকিনের মধ্যে যে সহজ, বন্ধুত্বপূর্ণ, পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক ছিল, সেটা সবার মধ্যে দেখা যায় না। সংসারে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই কম-বেশি দায়িত্ব রয়েছে–যত ছোট বা বড়ই হোক–সেটা পালন করতে হয়; এবং এভাবেই দু'জনে মিলে একটা টীম তৈরি হয়।

নিয়াল আর ওর স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই দেখেছে উইল। উইলকে কোন মহিলার উদাহরণ দিতে বললে এমন মহিলার কথা বলবে যারা সংসার জীবনে সুখী, অল্পতে সন্তুষ্ট হতে জানে, পরিশ্রম করতে বা জীবনকে উপভোগ করতে জানে; যার যার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে দৃঢ়চেতা এরা, সঙ্গিনী বা স্ত্রী হিসাবে কাঙ্ক্ষিত তো বটেই।

তবে স্ত্রী বা নিজের জন্য কোন মেয়েমানুষ খুঁজছে না উইল। সময় হলে কাজটা সেরে নেবে। ভবিষ্যতের জন্য জমা থাক। সামনে এখন বিস্তীর্ণ, অজানা এক অঞ্চল। নিজেকে ওই অঞ্চলের একটা অংশ মনে করে ও। মৃত্যুর আগে শত ঝর্নার পানি পান করবে, এমন জায়গায় হাঁটবে যেখানে এর আগে পা রাখেনি কোন মানুষ।

ক্যাম্পের আগুন ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে, ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে। এগিয়ে এসে উইলের পাশে বসল বুড়ো নিকঅনা। চামড়ার একটা মোড়ক ওর হাতে ধরিয়ে দিল সে, উইল সেটা খুলতে যেতে ওর কব্জি চেপে

ধরে বাধা দিল। 'উঁহুঁ, একা ওটা দেখবে তুমি। অন্য কেউ যখন আশপাশে থাকবে না, তখন খুলবে,' নিচু স্বরে বলল সে। 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, ক্যাল-কিন।'

*আচ্ছা! সেক্ষেত্রে, তাকে কি বিশ্বাস করি আমি?* নিজেকে শুধাল উইল। উত্তরটা পেল: করে। কিন্তু একটু বেশি বিশ্বাস করে ফেলছে না তো?

'ওকে,' আগুনের পাশে দাঁড়ানো যুবকের দিকে ইশারা করে বলল বুড়ো। 'কিছুতে জানতে দিয়ো না এসব। ও যদি মেয়েটাকে খুঁজে পায়, সত্যিকার ঝামেলা শুরু হবে তখন।' ক্ষণিকের জন্য থামল সে 'জানি না তোমাদের মধ্যে দল বা মতভেদ আছে কি-না, কিন্তু আমাদের মধ্যে আছে। আমি এক গ্রুপের, ও আরেক গ্রুপের।'

'আর মেয়েটা?'

সামান্য ইতস্তত করল বুড়ো। 'গ্রেট সান যদি মারা যায়, তা হলে ওই হবে আমাদের নেতা। গ্রেট সানের শরীর ভাল যাচ্ছে না, যায়-যায় অবস্থা। ও আসলে,' ফের যুবকের দিকে ইশারা করল সে। 'ক্ষমতার কাঙাল মেয়েটাকে বিয়ে করে গোত্রের নেতৃত্ব হাতে নিতে চাইছে।'

'মেয়েটার সঙ্গে বিয়ে হলে কি স্টিঙ্কার্ড থেকে সান হয়ে যাবে ও?'

'প্রশ্নই আসে না!'

প্রায় অচেনা এক সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে জড়ানোর ইচ্ছে নেই উইলের, কারণ এক্ষেত্রে আসলে কে সত্যি আর কে মিথ্যে বলছে বলা বা বুঝতে পারা কঠিন হয়ে পড়ে।

'বেশ, পশ্চিমে যাচ্ছি যখন,' বুড়োকে আশ্বস্ত করল ও। 'তোমাদের গ্রেট সানের মেয়ের খোঁজ করব। ওকে যদি খুঁজে পাই, জানাব যে গ্রামে ওকে জরুরি দরকার তোমাদের। এরচেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব হবে না বোধহয়।'

নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছিল আগুন, কয়লা নেড়েচেড়ে ছড়িয়ে দিল বুড়ো। কিছুক্ষণের মধ্যে যার যার পথে রওনা দেবে ওরা। 'বড়

সুন্দর জায়গা সামনে,' হতাশার সুরে বলল নাতচি দূত। 'জীবনে কখনও ফেলে আসা তারুণ্যের জন্য অনুতাপ করিনি, কিন্তু আজ করছি, যদি যেতে পারতাম তোমার সঙ্গে! বয়স থাকলে সবকিছু ছেড়ে চলে যেতাম।

'পশ্চিমে কী আছে জানি না, তবে অনেক কথাই শুনেছি। পাহাড়ের কাছাকাছি ভূতুড়ে একটা শহর আছে, ক্যানিয়নের ভাঁজে লুকিয়ে আছে বহু পুরানো বাড়ি। যাদুকরী, নেকড়ে আর লোমশ এক ধরনের প্রাণী থাকে ওখানে। রাতের বেলায় অদ্ভুত কার্যকলাপ চলে, অথচ দিনের বেলায় কিছুই দেখা যায় না। ওসব দেখলে দুঃসাহসী ইন্ডিয়ানদেরও কলজে কেঁপে ওঠে।

'জানি না আসলে কী আছে ওখানে। তুমি যদি যাও, যদি জানতে পারো, আমিও জেনে যাব শরীরটা বুড়ো হয়েছে বটে, কিন্তু মন তরুণই রয়ে গেছে আমার। মনে মনে তোমার সঙ্গী হব আমি।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। 'ওকে খুঁজে বের করো, উ-ইল। আমাদের জন্য কাজটা কোরো। তুমি যদি ওকে খুঁজে না পাও, তা হলে আমাদের ভোগান্তি বহুগুণ বেড়ে যাবে।'

'ও যদি ফিরে আসতে না চায়?'

ঘুরে ওর মুখোমুখি হলো বুড়ো। 'না এসে যদি খুশি হয় ও, কিছুই বলার নেই আমাদের। তোমার কাছে হয়তো মনে হবে শুধু গোত্রের লোকজনের স্বার্থ দেখছি আমি। কথাটা সত্যি নয়। ও আমার মেয়ে নয় বটে, কিন্তু মেয়ের মতই। ছোটবেলা থেকে ওকে শিখিয়েছি-পড়িয়েছি বিশ্বাস করো, আমি শুধু ওর সুখী জীবন কামনা করি।'

'তোমাদের সঙ্গে থাকলে সুখী হবে ও?'

'কে জানে! নিশ্চিত বলা কি সম্ভব? তবে এটা বলতে পারি যে ওর সঙ্গে থাকলে সুখী হতে পারবে না।' ফের দীর্ঘকায় যুবকের প্রসঙ্গ চলে এল আলাপের মধ্যে। 'ও হচ্ছে অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, নিষ্ঠুর মানুষ। নাতচিদের নেতা হিসাবে ওর চেয়ে ঢের ভাল হবে মেয়েটা। তা ছাড়া, সানদের কর্তৃত্ব মেনে চলতে অভ্যস্ত আমরা। তবে ওর

ধারণা ভিন্ন। ও মনে করে ওর চেয়ে যোগ্য নেতা আর কেউ নেই, মেয়েটাও যে যোগ্য হতে পারে, তাও স্বীকার করে না। শেষে কী হবে, জানো? যে-কোন একজন খুন হয়ে যাবে। দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি।'

'বেশ, চেষ্টা করব। খুঁজে পেলে তোমার সংবাদ জানিয়ে দেব ওকে।'

'মনে রেখো, ও একজন সান। অন্য কোথাও হয়তো এমন কোন গুরুত্ব নেই ওর, কারণ অন্যদের বিশ্বাস বা প্রথার সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে আমাদের। কিন্তু নিজের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব সম্পর্কে জানে ও, সেটা ব্যবহার করতেও অভ্যস্ত। সত্যি অসাধারণ মেয়ে ও।'

কেন ব্যাপারটা ঘটল, বলতে পারবে না উইল, কিন্তু আচমকা বাইবেলের একটা লাইন মনে পড়ল ওর। *"অচেনা মেয়েমানুষের মুখের কথা হচ্ছে মধুর মত, আর তার মুখ তেলের চেয়েও মসৃণ।"*

বিরক্তির সঙ্গে মাথা নাড়ল উইল। বোকার মত উল্টাপাল্টা ভাবছে বলে গাল বকল নিজেকে। মেয়েটাকে খুঁজে পেলে বাড়ি ফিরে যেতে বলবে ও, যদিও মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল: বাড়ি ফিরতে বলবে বটে, তবে দীর্ঘদেহী ওই যুবকের সঙ্গে নয়।

১.

## চার

আগুনের পাশে বসে চেরোকি ভাষায় অনেকক্ষণ কথা বলেছে ওরা। নাক উঁচু যুবক হলো নাকাপা। নাকাপা শব্দটার অর্থ শকুন। দারুণ মিলে যায় ব্যাটার সঙ্গে!

ইচ্ছে করে ওদের সঙ্গে যোগ দেয়নি সে; নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু কয়েকবার চোরাচোখে নাকাপাকে বাকস্কিনের

চামড়ার দিকে তাকাতে দেখেছে উইল, যেটায় মানচিত্র এঁকেছে নিকঅনা। ম্যাপটা নিজের দিকে টেনে এনে পাশে রাখল ও, দেখল সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছে যুবকের চোখজোড়া।

নাকাপা ওর চেয়ে বেশ কয়েক ইঞ্চি লম্বা হবে, বিশালদেহী মানুষ। শক্তপাল্লা। বিপজ্জনক তো বটেই। শত্রু হিসাবে নাছোড়বান্দা টাইপের হয় এরা।

পুরুষ কণ্ঠে নাতচি মহিলার দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে বলছে নিকঅনা। 'আগুনে যোদ্ধাদের আগমনের পর এ-ধরনের মানুষ আর দেখিনি আমরা,' ব্যাখ্যা করল সে। 'কিন্তু মাঝে মধ্যে ওদের কথা কানে আসত, প্রায়ই কিছু না কিছু শুনতে পেতাম। এসব তা হলে সত্যি? আগুনে যোদ্ধারা ফিরে আসছে আবার?'

নাতচি ইন্ডিয়ানরা ডি সোটোর কার্যকলাপ সম্পর্কে সবচেয়ে কম জানে, এবং এখনও প্রায় অন্ধকারে রয়ে গেছে। মাস্কেট বন্দুক আর কামানের গোলার কারণে ডি সোটোর লোকজনকে এমন অদ্ভুত নাম দিয়েছে ওরা।

'ও আসবে না আর কখনও, তবে অন্যরা আসবে,' স্বীকার করল উইল। 'তোমরা বরং সতর্ক থেকো।'

'আমাদের প্রতিবেশীরাও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। শক্তির সঙ্গে ঔদ্ধত্যের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ওদের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। ক্রিক*রা একসময় আমাদের বন্ধু ছিল, কিন্তু এখন আর ও-কথা বলা যাবে না বোধহয়। অবজ্ঞার দৃষ্টিতে আমাদের মাঠ আর মজুদ করা শস্যের দিকে তাকায় ওরা।'

নীরব হয়ে গেল বুড়ো, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। 'গোত্রের লোকজনের জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে আমার। অপরিচিত লোকজন আসা-যাওয়া করছে। রাতে অস্বস্তিতে ভোগে সব নাতচি; তরুণরা অস্থির হয়ে পড়ে, ওদের দৃষ্টি বা চিন্তা দুটোই থাকে দিগন্তের সীমানায়। তুমি এসেছ অন্য দুনিয়া

---

* ক্রিক (Creek) : ইন্ডিয়ান গোত্র বিশেষ

থেকে। বলো তো···কী ঘটছে ওদিকে?'

'একটা ব্যাপারই বলার আছে তোমাকে, নিকঅনা। দুনিয়ার কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সময়ে সবই বদলে যায়। পৃথিবী চলে পরিবর্তনের নিয়মে। বহুদিন নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করেছ তোমরা, বাইরের কেউ এসে যন্ত্রণা করেনি। এটাকে হয়তো ভাল চোখে দেখবে তোমরা, কিন্তু এর খারাপ দিকও আছে, কারণ উন্নতির প্রথম শর্ত হচ্ছে পরিবর্তন। পরিবর্তন ছাড়া সভ্যতা মরে যায়।

'ওদিকের বহু লোকের,' আঙুল চালিয়ে পুব দিকে ইশারা করল উইল। 'কোন জমি নেই। যাদের অল্প আছে, তারা আরও পেতে চায়। এই জমির কথা জেনে গেছে ওরা, সুতরাং এখানে আসবেই।'

'পশ্চিমে তো অনেক জমি পড়ে আছে, কেউ দখলেও নেই। ওরা সেদিকে চলে গেলেই পারে।'

'সেটা হলে ভালই হত, কিন্তু কষ্ট করে কেন দূরে যাবে ওরা? চোখের সামনে ভাল জমি দেখতে পেলে কেই বা দূরে যায়! দু'একজন যাবে হয়তো, কিন্তু বেশিরভাগই এখানে থাকবে। কিছু কিছু জমি কিনে নেবে ওরা, কেড়ে নেবে তার কয়েকগুণ। এটা যে অন্যায়, সেটা মানবে না, কারণ ওরাও মনে করে ওদের জন্যই তৈরি হয়েছে এসব। মানুষ, পশু বা উদ্ভিদের জন্য দুনিয়ার অলিখিত নিয়ম হচ্ছে: টিকে থাকতে হলে সুযোগ পেলে লুফে নিতে হয়।

'দুনিয়ার প্রায় সব জায়গায় এমন ঘটেছে। আমার বাবার কথাই ধরো, ইংল্যান্ডে ছিলেন। প্রথমে ওখানে ছিল পিক্টরা, এরপর সেল্টরা, সবশেষে এল রোমানরা। তারপর একে একে এল অ্যাঙ্গলস, স্যাক্সন এবং ডেনরা। যারাই নতুন এসেছে, আগের দলকে হটিয়ে দিয়েছে কিংবা দাস বানিয়েছে। সবশেষে এল নরম্যানরা, সবাইকে ক্ষমতাচ্যুত করল ওরা। সব জমি নিজের করে নিল নরম্যানদের রাজা, কয়েকজন অভ্যাগতের মধ্যে বিলিয়ে দিল জমির দায়িত্ব।'

'অন্যায়! রীতিমত অন্যায়!' অসন্তুষ্ট স্বরে বিড়বিড় করল বুড়ো।

'অন্যায় তো বটেই, তবে যাদের জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, শুধু তাদের কাছে। তোমার লোকজনের ইতিহাস কী বলে,

নিকঅনা? এখন যেখানে আছে, আজীবনই কি ওখানে ছিলে তোমরা?'

চোখাচোখি হলো দু'জনের, মুহূর্ত খানেক পর ক্ষীণ হাসি ফুটল নিকঅনার ঠোঁটে 'সত্যি কথা হচ্ছে, আমরাও অন্য এলাকা থেকে এসেছি, যদিও কেউই বলতে পারে না আসলে ঠিক কোত্থেকে এসেছি। কেউ বলে দক্ষিণ থেকে, কেউ বলে পুব থেকে।'

'দুটোই হতে পারে। হয়তো দক্ষিণ থেকে এসেছ তোমরা, কিছুদিন থাকার পর আরও পশ্চিমে চলে এসেছ।'

'হতে পারে।'

নিভু নিভু হয়ে এসেছে আগুন। 'মেয়েটার নাম নেই? যাকে খুঁজে বের করার অনুরোধ করেছ আমাকে?'

'ওর নাম হচ্ছে ইশাকোমি ইশিইয়া আমরা অবশ্য ইশাকোমি বা কোমি নামে ডাকি।'

'এ-ধরনের একটা অভিযানে কোন মেয়েকে পাঠানো অস্বাভাবিক নয়?'

'ও একজন সান, গ্রেট সানের মেয়ে। গোত্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার ক্ষমতা শুধু তিনজনের–গ্রেট সান, কোমি আর আমার। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হচ্ছে, তিনজনের মধ্যে শুধু কোমিরই এত দীর্ঘ ভ্রমণ করার সামর্থ্য বা ক্ষমতা রয়েছে।'

'তুমি কি সান নও?'

'হ্যাঁ,' সরাসরি উইলের চোখে চোখ রাখল সে। 'আমার আরেক পরিচয় আমি নিকঅনা, রহস্যের যাদুকর।'

নাতচিদের সম্পর্কে ক্যালকিনদের ধারণা নেহাত সামান্য, উপরন্তু সেসব অন্যের মুখ থেকে শোনা–চেরোকি, চকটো বা ক্রিকদের কাছে শুনেছে। এসব সত্যি বা মিথ্যে, দুটোই হতে পারে। নিকঅনা উঁচু পর্যায়ের যাজকের মত, কিংবা তারও বেশি কিছু।

'শুনেছি তুমি নাকি ডাক্তার, সত্যি?' জানতে চাইল বুড়ো।

এটা অবশ্য চেরোকিদের ধারণা। ওঝা অসুখ সারাতে পারেনি বলে দু'বার রোগী নিয়ে উইলের কাছে এসেছিল ওরা। ব্রায়ান

ক্যালকিনের আরব বন্ধু সাকিমের কাছ থেকে ছেলেবেলায় রোগবিদ্যা সম্পর্কে কিছু শিক্ষা নিয়েছিল উইল, তবে আসল জ্ঞান লাভ করেছে পরিচিত বিভিন্ন গোত্রের ওঝাদের কাছ থেকে, যদিও সাকিমের শিখানো বিদ্যেই ওই দু'বার কাজে এসেছিল।

'হ্যাঁ।'

'আমি তো এও শুনেছি যে তোমাদের মধ্যে তুমি হচ্ছ রহস্যের যাদুকর?'

'উঁহুঁ, আমি কোন যাদুকর নই। অনেক কিছু শিখতে চাই। জানতে চাই। পশ্চিমে যাচ্ছি দেখার জন্য, জানার জন্য। পছন্দ হলে হয়তো নিজের জন্য বসতিও গড়ব।'

'হয়তো একই বসতি হবে আমাদের।'

'নিকঅনা যদি ওখানে থাকে, আমি ওর কাছ থেকে শিখতে পারব তো?'

'সমস্যায় ফেললে···অনেক দূরের পথ। শরীরে আগের মত জোর নেই। একটু হাঁটলেই ক্লান্তি লাগে। বলতে পারছি না, উ-ইল, সত্যি জানি না তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারব কি-না। কিন্তু এটা সত্যি যে তুমি আমাদের একজনই হতে পারো। তোমার ধাত আমাদের মতই।' ক্ষীণ হেসে কথাটা সংশোধন করল সে। 'অন্তত আমাদের কারও কারও মত।

'সবাইকে বিশ্বাস না করাই ভাল,' হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে গেল নিকঅনার কণ্ঠ। 'দেখতে একরকম হলেও সব নাতচি কিন্তু এক নয়, যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।'

'নাকাপার কথা বলছ? তুমিই বলেছ ও তোমাদের রক্তের নয়।'

'ওর মা ছিল কারানকাওয়া। দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলে ওদের এলাকা। নাকাপা ওর মায়ের স্বভাব পেয়েছে। কারানকাওয়ারা মূলত বুনো, অস্থির স্বভাবের লোক। নাকাপার মাও যে খুব শান্ত স্বভাবের ছিল, তা বলা যাবে না। মানুষখেকো নামে দুর্নাম আছে ওদের।'

'শুনেছি কথাটা।' আগুনের পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল উইল। 'আর দেরি করা ঠিক হবে না। তুমি কী করবে, নিকঅনা, গ্রামে

ফিরে যাবে?'

'আমাকে দরকার হবে গ্রেট সানের। একে বুড়ো হয়ে গেছে সে, তারউপর স্বাস্থ্য খারাপ। যত কষ্টই হোক, ফিরে যেতে হবে। তুমি ইশাকোমিকে খুঁজে বের করবে তো?'

'চেষ্টা করব।'

তৈরি হয়ে অপেক্ষায় আছে পিয়োটাহ্, প্রায় অধৈর্য বোধ করছে। যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে চাইছে। নাতচিদের চেনে না সে, বিশ্বাসও করে না।

নীরবে খেয়ে নিল ওরা। শুকনো মাংস আর কফি। রওনা দেবে, এসময় সামনে নাকাপাকে দেখতে পেল উইল। জ্বলছে তার চোখজোড়া। বিদ্বেষের কারণটা বোধগম্য হলো না উইলের।

'ও আমার মেয়েমানুষ!' ঘোষণা করল দীর্ঘকায় নাতচি।

'কথাটা ওকে বোলো, আমাকে বলে লাভ নেই,' বলে এগোল উইল, পাশ কাটিয়ে যাবে নাকাপাকে।

থাবা মেরে ওর কাঁধ চেপে ধরতে উদ্যত হলো সে, কিন্তু তার আগেই ছুরি চলে এসেছে উইলের হাতে। 'আমার গা ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে মজা টের পাবে,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'আজকের পর থেকে তোমাকে এক হাতঅলা নাকাপা বলে ডাকবে সবাই।'

মুহূর্তের জন্য মনে হলো হুমকির পরোয়া করবে না নাকাপা, চড়াও হবে ওর উপর, কিন্তু উইলের হাতে ধরা ছুরির অবস্থানে নিজেকে নিবৃত্ত করতে বাধ্য হলো। তার পেট থেকে মাত্র ইঞ্চিখানেক দূরে ছুরির ফলা। ধীরে ধীরে হাতটা ফিরিয়ে নিল সে।

স্বস্তি বোধ করছে উইল। শান্তিপ্রিয় মানুষ ও। সামান্য কারণে কাউকে শারীরিকভাবে অথর্ব করে দেওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায় না।

এগোল ও, পাশে পাশে এগোচ্ছে পিয়োটাহ্। পিছনে স্থির দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল নাতচিরা। কেউ নিখাদ ঘৃণা, আর কেউ বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে। নিকঅনাকে ভাল লাগলেও, তার সঙ্গ ছেড়ে নিজের পথে রওনা দিতে পেরে স্বস্তি বোধ করছে উইল।

ওর চেয়ে কয়েক গুণ সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে পিয়োটাহ্‌কে, দ্রুত পা ফেলছে সে, মিনিট কয়েক পর হালকা চালে ছুটতে শুরু করল। অনুসরণ করল উইল, সবুজ ঘাসে ছাওয়া পথের বুক চিরে ছুটতে লাগল।

পথটা দু'ভাগ হয়ে গেছে যেখানে, সেখানে এসে থামল ওরা। ডান দিকের পথ বেছে নিল উইল, দেখল দ্বিধা করছে পিয়োটাহ্‌। 'এই পথে গ্রেট রীভার কাছে হবে,' বলল সে।

'কারণ আছে বলেই এদিকে যাচ্ছি। চলো।'

শ্রাগ করে ওকে পথ দেখানোর ইশারা করল কিকাপু। নদীর ধারে চলে এসেছে ওরা, কাছাকাছি এক জায়গায় ক্যানুটা লুকানো রয়েছে। নদীটা হিউয়াসির দিকে চলে গেছে, ওটা চেরোকিদের এলাকা। চেরোকিরা বরাবরই অন্য ইন্ডিয়ানদের কাছে বন্ধু, সে-কারণে অঞ্চলটা সর্বাধিক পরিচিত। তবে উইল যতটা জানে, এদিকের কোন চেরোকির সঙ্গে পরিচয় নেই ওদের। কিন্তু এটা ইতোমধ্যে জেনে গেছে যে ও যতটা ভাবত, ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ব্রায়ান ক্যালকিনের পরিচিতি তারচেয়ে অনেক বেশি। কেউ কেউ অবশ্য ওর সম্পর্কেও জানে।

ক্যানুটা যেখানে রেখে গিয়েছিল, সেখানেই আছে। ওটা দেখে যারপরনাই খুশি হলো পিয়োটাহ্‌। বার্চের বাকলের তৈরি ক্যানু সহজে দেখা যায় না। ইরোকুইজদের কথাই ধরা যাক, গাছের বাকলের তৈরি ক্যানু ব্যবহার করে ওরা; গাছের গুঁড়িতে গর্ত খুঁড়ে তৈরি করে, কিন্তু বার্চের বাকল ব্যবহার করার দক্ষতা এখনও অর্জন করতে পারেনি। উইলের ক্যানুটা হালকা, দেখতেও চমৎকার; একজনই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, তবে দু'জন হলে কাজটা সহজ হয়।

চমৎকার সকাল। সূর্যের আলো প্রতিফলিত করছে নদীর ঢেউ, যেন হাজার হাজার মুক্তোর দানা ভাসছে পানিতে! নীল আকাশের বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ। ক্যানু চালাতে তেমন কোন কষ্ট হচ্ছে না ওদের, স্রোতই টেনে নিয়ে যাচ্ছে, শুধু দিক ঠিক রাখার জন্য প্যাডাল ব্যবহার করছে।

একবার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল পায়রার বিশাল ঝাঁক। লক্ষ লক্ষ পায়রা। পুরো দুই মিনিট মাথার উপর আকাশ কালো হয়ে গেল, হালকা বাদামী রঙের একটা পর্দা তৈরি করেছে সূর্য আর ওদের মাঝে। আরও কিছুদূর আসার পর দেখল সাঁতরে নদী পেরোচ্ছে তিনটা মোষ। সঙ্গে বিস্তর মাংস আছে, তা ছাড়া আসার পথে তিনটা বুনো টার্কি মেরেছে, তাই দু'জনের কেউই মোষের দিকে মনোযোগ দিল না।

এটাই ওর স্বপ্নের পৃথিবী, ভাবছে উইল। সময়টা উপভোগ করছে, নিজেকে এর অংশ মনে হচ্ছে। পাহাড়ে গলে যাওয়া বরফের ঢল নেমে আসায় গতি পেয়েছে পানি—নদীর রূপ পেয়েছে। দু'পাশে ঘন বনের সারি রহস্যময় দেয়াল তৈরি করেছে। শহুরে পরিবেশে থাকতে কখনও ভাল লাগেনি উইলের।

চাওয়ার সঙ্গে প্রাপ্তির সমন্বয় ঘটেছে এবার। বুনো প্রকৃতিকে জানবে, অচেনা-অজানা জায়গায় পড়বে ওর পদক্ষেপ; আবিষ্কারের আনন্দ, অতুলনীয় সৌন্দর্য উপভোগ করার শিহরণ কিংবা রহস্যময় প্রকৃতির অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হওয়ার বুনো উত্তেজনা...সবই অপেক্ষা করছে ওর জন্য!

'ফার সীয়িং ল্যান্ডে গেছ নাকি?' জানতে চাইল উইল।

'হ্যাঁ। আমাদের গোত্রের কয়েকজনই গেছে। কিকাপুরা দুঃসাহসী জাতি, অভিযানে যে-কারও চেয়ে এগিয়ে আছে।'

আগেও বলেছে পিয়োটাহ্, উইলও সম্মতি জানিয়েছিল। কথাটা চেরোকিদের কাছ থেকে জেনেছে ও।

'ক'দিন আগ পর্যন্ত কেউ থাকত না ওখানে,' জানাল সে। 'ইদানীং কিছু কিছু লোক এসেছে, তবে সংখ্যাটা এখনও কম।'

'কোত্থেকে এসেছে ওরা?'

'উত্তর থেকে। সবসময়ই উত্তর থেকে আসে মানুষ। কেউ কেউ অবশ্য পুব থেকে এসেছে। এরা হচ্ছে সেসব মানুষের মত, যারা ইন্ডিয়ানদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করে। নতুন অস্ত্র নিয়ে জাত-ভাইদের সঙ্গে লড়াই করছে ইন্ডিয়ানরা। যাদের কাছে অস্ত্র নেই, টিকতে না

পেরে আরও পশ্চিমে সরে আসছে। এক গোত্র আরেক গোত্রকে খেদিয়ে চলেছে। এভাবেই তাড়া খেতে খেতে ফার সীয়িং ল্যান্ডে আসতে বাধ্য হয়েছে ওরা।'

পিয়োটাহ্‌র কথায় যুক্তি আছে। হাডসন নদীর তীরে ইন্ডিয়ানদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে পর্তুগীজরা, খবরটা কানে এসেছে উইলদের। আরও একটা খবর জানে ও: বিভিন্ন গোত্রের ইন্ডিয়ানদের মধ্যে কিকাপুরাই সবচেয়ে বেশি জানে অন্যদের সম্পর্কে, কারণ ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে ওরা।

ইন্ডিয়ানদের নিজস্ব জমি নেই। হয়তো থাকার এবং শিকারের জন্য নির্দিষ্ট একটা এলাকাকে দাবি করে কোন গোত্র, কিন্তু শক্তিশালী অন্য কোন গোত্র তাদের উৎখাত করতে পারে সেখান থেকে, কিংবা শিকার কমে গেলে নিজেরাই অন্য এলাকায় চলে যায়।

সাধারণ আলাপচারিতার মাধ্যমে পিয়োটাহ্‌র কাছ থেকে আরও কিছু বিষয় জানতে পারল উইল। কোন জমির দাবি নিয়ে চুক্তি হওয়ার সময় যে-সব ইন্ডিয়ান উপস্থিত থাকে, চুক্তির শর্ত মানার বাধ্যবাধকতা কেবল তাদের। শুধু মর্যাদার বিচারে কেউ চীফ হয় না, চীফ হতে হলে যুদ্ধে বীরত্ব আর দক্ষতার পাশাপাশি নেতৃত্বে বা সংগঠনেও সফল হতে হয়।

সে-রাতে একটা ক্রীকের ধারে ক্যাম্প করল ওরা। হিউয়াসি নদীতে গিয়ে পড়েছে ক্রীকটা। জায়গাটা বনে ঘেরা, যথেষ্ট জ্বালানি রয়েছে আশপাশে, দূর থেকে আগুন চোখে পড়বে না। বিস্তর কথাবার্তা হলো ওদের মধ্যে। উইল খেয়াল করেছে, সময় যত গড়াচ্ছে ততই কথার খৈ ফুটছে পিয়োটাহ্‌র মুখে। ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গও মনে পড়ে যায় কথা বলতে থাকলে।

রাতে একবার ক্ষীণ শব্দ কানে এল উইলের। বাতাস বইলে বনে যে শব্দ হয়, তা নয়, কিংবা বুনো কোন পশুর নড়াচড়ার আওয়াজও নয়। অন্য কিছু। হয়তো কোন লোক বা কোন প্রাণী। চোখ মেলে স্থির শুয়ে থাকল ও। সজাগ, সতর্ক। মনোযোগী। চোখের কোণ দিয়ে তাকাল পিয়োটাহ্‌র দিকে, দেখে মনে হলো

গভীর ঘুমে অচেতন। কিন্তু নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। উইলের ধারণা নিশ্চিত বলতে পারবেও না কেউ।

আগুন জ্বলছে না, তবে কয়লা ম্লান আভা বিতরণ করছে। ক্যানুর এক প্রান্ত নদীর পাড়ে তুলে রেখেছে ওরা, হাতের কাছে রয়েছে অস্ত্রশস্ত্র।

সবকিছু নীরব, নিথর। আর কোন শব্দ কানে এল না। কিন্তু উইল নিশ্চিত একটা কিছু শুনতে পেয়েছে।

সকাল হলো। রাতের শব্দের ব্যাপারে টের পেয়ে থাকলেও কিছুই বলল না পিয়োটাহ্। শব্দটা শোনেনি সে? নাকি গুরুত্ব দেয়নি? নাকি এমন কোন শব্দ আশা করছিল? কীভাবে উইল জানবে যে আশপাশে আরও কিকাপু নেই?

তাই এ-ব্যাপারে একটা শব্দও খরচ করল না উইল।

রৌদ্রোজ্জ্বল অলস সকাল। নদীর দু'ধার ধরে দৃষ্টি চালাল ওরা, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। হিউয়াসি খুব বেশি দূরে হওয়ার কথা নয়। সেক্ষেত্রে অনেক ইন্ডিয়ান থাকবে আশপাশে। থাকা উচিত।

'আরও পশ্চিমে কী কী শিকার পাওয়া যায়?' জানতে চাইল উইল।

শ্রাগ করল সে। 'এখানে যা আছে, তাই। কয়েক জাতের হরিণ। এদের একটা জাতকে আমার ইংরেজ বন্ধু বলত ওয়াপিতি। জিনিসটা কী জানি না। আরও পশ্চিমে অবশ্য প্রচুর মোষ আছে। এখানকার চেয়ে বেশি। বিশাল ভালুক রয়েছে। সাদা চুলঅলা ভালুক গায়ে-গতরে ছোটখাট মোষের সমান।'

'ভালুক আবার মোষের সমান হয় নাকি?'

'অত বড় হয় না অবশ্য, তবে কাছাকাছি। ওগুলোর ঘাড়ে কুঁজ থাকে, সহজে মারা যায় না। অমন ভালুকের সামনে যদি পড়ো কখনও, ওটা তোমাকে দেখতে পাওয়ার আগেই কেটে পড়তে হবে, নইলে কপালে খারাবি থাকবে। খুবই নিষ্ঠুর আর খেপাটে ভালুক।'

প্যাডাল চালাল সে, বাঁক নিয়ে একটা পাথর এড়িয়ে গেল

ক্যানু। 'ভালুকের সমান পশুও আছে ওখানে,' যোগ করল পিয়োটাহ্। 'কোনটা কোনটা ভালুকের চেয়েও বড়। লম্বা পশম, দীর্ঘ নখ, দেখতে হলুদ রঙের। মাটি খুঁড়ে ওটা।

'আরও একটা বড় প্রাণী আছে। বিস্তর মাংস হয় শরীরে। লম্বা নাক আর বর্শার মত দুটো দাঁত আছে ওটার।'

*'দাঁত? বর্শার মত দাঁতঅলা প্রাণী?'*

হাত নেড়ে লম্বা নাকের দৈর্ঘ্য দেখাল পিয়োটাহ্, বাঁকানো দাঁত দেখাল।

*হাতি? এখানে?*

কখনও হাতি দেখেনি উইল, তবে সাকিম একবার এঁকে দেখিয়েছিল। 'না,' মাথা নেড়ে বলল ও। 'এখানে নেই।'

'আমি একবার দেখেছি,' গর্বিত কণ্ঠে বলল পিয়োটাহ্। 'বহু আগে অবশ্য। কয়েকবার ওটাকে শিকার করতে গিয়েছিল এক লোক। দৈত্যের মত বিশাল প্রাণী। গায়ে বিস্তর পশম।'

ধারণাটা ভুল। হাতি সম্পর্কে জানে উইল, হাতির গায়ে তেমন পশম থাকে না। ছোট ছোট পশম থাকতে পারে। 'এ-ধরনের একটা প্রাণী আছে বটে, তবে এদিকে থাকে না ওটা।'

ভুলটা এখানেই করে বসল উইল, নিজের অজান্তে।

'অবশ্যই আছে,' মৃদু স্বরে বলল পিয়োটাহ্। 'নিজের চোখে দেখেছি আমি!'

পরের কয়েক ঘণ্টা একেবারে নীরব হয়ে গেল সে। উইল উপলব্ধি করল ওর কথায় দারুণ আঘাত পেয়েছে কিকাপু ইন্ডিয়ান।

ব্যাপারটা প্রায় অসম্ভব, তা হলে কীভাবে এমন প্রাণীর উপস্থিতির কথা জানতে পারল পিয়োটাহ্? নাকি ইংরেজ বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছে? সেক্ষেত্রে কী কারণে মিথ্যে বলবে সে?

দু'বার তীরে ইন্ডিয়ানদের দেখতে পেল ওরা, একবার অন্য একটা ক্যানু ওদের অতিক্রম করার চেষ্টা করল, কিন্তু ওদেরটার চেয়ে গতি কম বলে পিছিয়ে পড়ল।

হঠাৎ সামনে ইঙ্গিত করল পিয়োটাহ্। এক টুকরো জমি, দেখে

মনে হচ্ছে নদীপথ আটকে দিয়েছে। 'হিউয়াসি!' বলল সে।

যেন ওর নির্দেশে, ভোজবাজির মত নলখাগড়ার আড়াল থেকে প্রচণ্ড গতিতে নদীতে বেরিয়ে এল দুটো ক্যানু, প্রতিটায় চারজন করে ইন্ডিয়ান বৈঠা চালাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ওদের পাশে চলে এল।

'ওরা চেরোকি,' পিয়োটাহ্‌কে সতর্ক করল উইল। 'বেতাল কিছু কোরো না!'

# পাঁচ

উইলদের ক্যানুর পাশে চলে এসেছে চেরোকিরা, সবার অস্ত্র তৈরি। এ-অবস্থায় পালানোর চেষ্টা করলে স্রেফ আত্মহত্যা করা হবে। লড়াই করতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা হঠকারি হবে, কারণ সংখ্যায় বেশি ওরা। শূটিং ক্রীকে প্রতিবেশী চেরোকিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল উইলের, সেটাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নিল ও। এদের মধ্যে পরিচিত দু'একজনকে পেয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। অন্তত চেষ্টা করতে তো ক্ষতি নেই।

শূটিং ক্রীকে চেরোকিদের সঙ্গে ব্যবসা করত ক্যালকিনরা। চেরোকি শহর থেকে বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জামাদি কিনে দক্ষিণ ও পশ্চিমের শহরগুলোয় নিয়ে যেত ওরা।

ব্রায়ান ক্যালকিন নিশ্চই ওদের পরিচিত। এমনকী ইন্ডিয়ানদের মধ্যেও কিংবদন্তীর পরিচয় পেয়েছেন তিনি। প্রায়ই চেরোকি গ্রামে চলে যেত হার্ভে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত; স্বভাবতই চেরোকিদের মধ্যে অনেক বন্ধু রয়েছে হার্ভের। তবে এখানকার চেরোকিদের সঙ্গে ওদের এমন কোন সম্পর্ক তৈরি হয়নি। দূরত্বের কারণেই যোগাযোগ হয়নি কখনও। এদের কথা কেবল শুনেই

এসেছে।

চেরোকিদের সঙ্গে শিকারে যেত হার্ভে আর নিয়াল, দেখেছে উইল। এমনকী তাদের হয়ে লড়াইও করেছে অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে। একরোখা ফুর্তিবাজ স্বভাবের কিন্তু দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বলে নিয়ালকে বিশেষ চোখে দেখত ওরা।

কিন্তু ওকে চেনে না চেরোকিরা। মিতভাষী উইলের সঙ্গে তেমন কোন সদ্ভাব ছিল না ওদের।

'সাবধান! বেতাল কিছু করে বসো না,' পিয়োটাহ্‌কে সতর্ক করল উইল। 'আগে ওদের ভাবচক্কর দেখি।'

'ওরা তো শত্রু! শত্রু সামনে এলে দেখাদেখির কী আছে? ওদের ডরাই নাকি?'

'তুমি যে ভয় পাচ্ছ না, আমার মত ওরাও জানে সেটা। কিন্তু বাঁচতে চাইলে আপাতত হাত দুটো সামলে রাখো, আর দেখে যাও কী করি। ওদের সঙ্গে শত্রুতা নেই আমার, চেরোকিদের এটা জানা থাকার কথা।'

'ভয় পাচ্ছ ওদের?'

'বেঁচে থাকলে আর আমার সঙ্গে থাকলে দেখতে পাবে ভয় পাই কি-না। ওরা নিজ থেকে ঝামেলা না করলে শান্তির পক্ষপাতি আমি। মনে রেখো, চেরোকিদের সঙ্গে শত্রুতা নেই আমাদের।'

'স্ক্যাল্প জোগাড় করতে শত্রুতা লাগে না।'

পিয়োটাহ্ যে অবুঝ বা বেকুব, তা নয়। আসলে পরিস্থিতিই এমন যে কোন কিছু বেছে নেওয়ার অবস্থায় নেই ওরা। রেডস্কিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব কয়েকটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে, যদিও সাদাদের সঙ্গে ইন্ডিয়ানদের মতের মিল খুব কমই হয়। অপরিচিত পরিবেশ বা লোকের উপস্থিতি যে-কাউকে সতর্ক ও অবিশ্বাসী করে তোলে।

ইশারায় ওদেরকে তীরের দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিল চেরোকিরা।

তাই করল উইল। কিছুক্ষণের মধ্যে চেরোকি গ্রামে পৌঁছে গেল। কিনারে ক্যানু ভিড়াল ওরা। উইলের ধনুকটা নিতে হাত

বাড়াল এক চেরোকি।

ধনুকটা সরিয়ে নিল উইল, সরাসরি চেরোকির চোখে চোখ রাখল। 'আমি তোমাদের বন্ধু। আমি ক্যালকিন।'

'ক্যাল-কিন!' হাত ফিরিয়ে নিল লোকটা, কণ্ঠে বিস্ময় এবং সমীহ দুটোই ঝরে পড়ল।

'চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে ক্যাল-কিন,' বলল আরেক যোদ্ধা। 'ব্রা-য়ানের ছেলে বোধহয়।'

'আমি কিন্তু চিনি না ওকে,' বলল অন্য একজন। 'আগে কখনও দেখিনি।'

'বন্ধু হিসাবে এখানে এসেছি আমরা। চেরোকিদের সঙ্গে একত্রে ধূমপান করব। তারপর গ্রেট রীভারের দিকে যাব।'

পিয়োটাহ্‌র দিকে ইঙ্গিত করল একজন। 'ও তো কিকাপু। আমাদের শত্রুর সঙ্গে কী করছ তুমি, ক্যাল-কিন?'

'যতক্ষণ আমার সঙ্গে আছে, চেরোকিদের কোন ক্ষতি করবে না ও। এই কিকাপু ঘুরে বেড়াতে ওস্তাদ। একসঙ্গে গ্রেট রীভার ছাড়িয়ে ওপাশে যাব আমরা। সুযোগ পেলে ফার সীয়িং ল্যান্ড পেরিয়ে যাব।'

'ওটা তো মরা এলাকা। পানি নেই কোথাও। নদীগুলো মরে গেছে। ঘাস শুকিয়ে গেছে।'

'পানি খুঁজে বের করব আমি। কী করতে হবে, সেই ঔষধ জানা আছে আমার। আমার জন্য কোন জমিই মরা নয়।'

উইলকে ক্যালকিন দাবি করেছিল যে ব্রেভ, সে এবার কথা বলল। 'একে চিনি আমি। ও হচ্ছে সবচেয়ে বড় ওঝা। ক্যালকিনদের ওঝা।'

উইলের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকল চেরোকিরা। এদের মনে কী আছে জানে না ও, তবে আলাপের পর্যায় শেষ হয়ে গেছে। 'তোমাদের গ্রামে যাব আমি। ধূমপান করব চীফের সঙ্গে। তোমাদের ওঝার সঙ্গে গল্প করব। যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে থাকব, আমার ঔষধ তোমাদের ঔষধই থাকবে।'

গ্রাম থেকে বেরিয়ে এসেছে লোকজন, বাইরে ফটকের

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল। উইলদের এস্কর্ট করে নিয়ে যাচ্ছে যোদ্ধারা। পুরো গ্রাম চারপাশে মজবুত প্যালিসেড* দিয়ে ঘেরা। বেশিরভাগ কুঁড়ের ছাদ গাছের বাকলের তৈরি। একটা বড়সড় কুঁড়ের বাইরে মোষের রোবের উপর বসে আছে বয়স্ক এক চেরোকি।

বন্দিদের নিয়ে আসা হলো তার সামনে।

মুখ তুলে উইলের দিকে তাকাল চেরোকি চীফ। ইশারায় বসতে বলল ওদের।

বসল উইল।

পাইপে টান দিল চীফ, আয়েশ ভরে ধোঁয়া টেনে নিল ফুসফুসে, তারপর এগিয়ে দিল উইলের উদ্দেশে। দুই টান দিয়ে পিয়োটাহ্‌র দিকে পাইপটা বাড়িয়ে দিল উইল। সামান্য দ্বিধার পর পাইপে টান দিল পিয়োটাহ্, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফেরত দিল উইলকে।

বুড়ো চীফের চোখে প্রচ্ছন্ন সমীহ। 'তুমি ক্যাল-কিন?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।'

জহুরীর চোখে উইলের জামাকাপড় এবং তীর-ধনুক নিরীখ করল বুড়ো। ওর কোমরের স্ক্যাবার্ডে স্থির হলো তার দৃষ্টি। 'ওটা কী?'

'বজ্রের কণ্ঠ,' জবাব দিল উইল। 'এমন বজ্র যে দূর থেকেও মানুষ খুন করা যায়।'

হাত বাড়িয়ে দিল প্রথম চেরোকি। 'দেখি তো।'

'এগুলো ঔষধ। সাধারণ কারও কাছে দেওয়া যাবে না।'

কঠিন হয়ে গেল লোকটার চাহনি। 'যদি কেড়ে নিই?'

'তা হলে অনেক লোক মারা পড়বে।'

'সবার আগে তুমি মরবে!'

'একদিন না একদিন সবাইকে মরতে হবে।' নির্লিপ্ত চাহনিতে

---

*প্যালিসেড (Palisade) দৃঢ়ভাবে মাটিতে পোঁতা ছুঁচাল গোঁজের বেড়া

তাকে দেখল উইল, চেষ্টা করল যাতে কথাগুলো হুমকির মত না শোনায়। 'তোমার বেলায় সময়টাকে এগিয়ে নিয়ে আসা ঠিক হবে না বোধহয়।'

চীফের কথায় মনে হলো না এতক্ষণ কী ঘটেছে খেয়াল করেছে। 'ভবিষ্যতের কথা বলতে পারো তুমি, ঔষধের ব্যাপারে দক্ষ। তোমার কথা অনেক শুনেছি আমরা।'

ছোট্ট করে আগুন জ্বালানো হয়েছে চীফের সামনে, সরু শিখায় জ্বলছে।

'বাতাসে যাদুর ছোঁয়া, আর ছায়ায় ছায়ায় অপেক্ষা করে আত্মারা। কারও প্রতি দায় নেই তাদের, তবে আমাদের মত ঔষধঅলাদের খাতির করে মাঝে মধ্যে।' আগুনের কাছে চলে গেল উইল, শিখার উপর দু'হাত ছড়িয়ে দিল। হঠাৎ জ্বলজ্বলে শিখার রঙ বদলে গিয়ে নীলচে-সবুজ হয়ে গেল।

সভয়ে পিছিয়ে গেল চেরোকিরা, বিড়বিড় করে বলছে কী যেন। তবে বুড়ো চীফের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। 'আচ্ছা? আমি অবশ্য শুনেছি যে কেউ কেউ আগুনের রঙ বদলে দিতে পারে।'

'আত্মারা আসলে খুব দয়ালু,' বিনয়ের সুরে বলল উইল। 'কাজটা কঠিন নয়।'

মুগ্ধ হয়ে গেছে চীফ। 'আমাদের আত্মারা মাঝে মধ্যে দয়া করে বটে, যদিও এই রকম সাহায্য কখনও পাই না। নীলগিরির ওপাশেও যে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে, এ-ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই আমার।

'শুনলাম গ্রেট রীভার ছাড়িয়ে যাবে তুমি? সে তো অনেক দূর, দুর্ভোগের শেষ থাকে না। আমাদের এখান থেকে গিয়েছিল কয়েকজন, কিন্তু ফিরে আসতে পারেনি সবাই। পথ হারিয়ে ফেলেছিল বেশিরভাগ লোক।' ক্ষণিকের জন্য থামল সে। 'সাদা মানুষ আছে ওখানে, লোহার কাপড় পরা সাদা মানুষ।'

'লোহার কাপড় পরা সাদা মানুষ? আগুনে যোদ্ধা?'

মাথা নাড়ল চীফ। 'আগুনে যোদ্ধারা পরে এসেছে। আমি আরও

আগের কথা বলছি। নিজের চোখে দেখেছি ওদের। যুবক ছিলাম তখন।

'একজন আমাদের গ্রামে এসেছিল। খুবই ক্ষুধার্ত ছিল লোকটা। ওকে খাবার দিলাম আমরা। বেশ তাড়াহুড়ো করে চলে গেল সে। দশ-বারো তখন আমার বয়স, কৌতূহল হওয়ায় অনুসরণ করলাম লোকটাকে।'

অপেক্ষা করছে উইল। এমনকী চেরোকিরাও চুপ করে আছে। দৃশ্যত, গল্পটা তারাও শোনেনি কেউ।

'লোকটা খুব ক্লান্ত ছিল,' খেই ধরল চেরোকি চীফ। 'খাওয়ার পরও ক্লান্ত ছিল সে। মাইল কয়েক দূরে ওর দুই সঙ্গী আগুন জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছিল। যেতে যেতে দু'বার পড়ে গেল সে। অন্য দু'জনের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। এত ক্লান্ত ছিল যে উঠে দাঁড়াতেই পারছিল না। সঙ্গে নেওয়া খাবার দু'জনকে দিল লোকটা।'

'ওদের পরনেও কি লোহার কাপড় ছিল?'

'হ্যাঁ। তোমার মতই ধনুক ছিল দু'জনের, একজনের ছিল বর্শা। লম্বা ছুরি ছিল সবার সঙ্গে। খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নিল ওরা। ওরা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম।'

'কোন্ দিকে গিয়েছিল ওরা?'

'গ্রেট ওঅরপাথ ধরে। যোদ্ধাদের ট্রেইলে।'

'পিছন পিছন যাওনি তুমি?'

'কিছুদূর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। পথে আরও দু'জনের সঙ্গে দেখা হলো ওদের, এদের সঙ্গেও লম্বা ধনুক আর ছুরি ছিল। তবে একজনের পরনে লোহার শার্ট ছিল না। এই লোকটা একটা হরিণ শিকার করেছিল। সবাই মিলে হরিণের মাংস খেল। ওরা আবার যাত্রা করার পর গ্রামে ফিরে এসেছি আমি।'

*পাঁচজন সাদা মানুষ?* ভাবছে উইল। ইউরোপিয়ানদের মধ্যে শুধু ইংরেজরাই লম্বা ধনুক ব্যবহার করে। জিনিসটা পশ্চিমে প্রচলিত নয় বলেই মনে রেখেছে চীফ। এদের পরিচয় কী? বুড়ো চীফের বয়স অন্তত আশি বছর। ঘটনার সময় তার বয়স দশ-বারো বছর ছিল।

ব্রায়ান ক্যালকিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু জেরেমি উইলকক্সের বলা একটা গল্প মনে পড়ল ওর। বিদ্রোহী কয়েকজন যোদ্ধাকে মেক্সিকোর উপকূলীয় অঞ্চলে জাহাজ থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন স্যার জন হকিন্স। স্পেনিশদের হাতে ধরা পড়ার ইচ্ছে ছিল না বলে ফরাসি পায়ে হেঁটে বসতির উদ্দেশে এগোতে শুরু করে ওরা, যদিও কেউই জানত না বসতিটা কত দূরে। মাত্র তিনজন সফল হয়েছিল–নোভা স্কটিয়া হয়ে এগারো মাস পর ফরাসি বসতিতে পৌঁছায় তারা। ওখান থেকে ফ্রান্স হয়ে পরে ইংল্যান্ডে ফিরে যায় এই তিনজন। মানুষ হিসাবে যে এরা যোগ্যতম ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'শান্তির উদ্দেশে এখানে এসেছ তুমি,' বলল বুড়ো। 'শান্তিই পাবে আমাদের গ্রামে, এবং এখান থেকে যাবেও শান্তিপূর্ণভাবে।'

ঘুমানোর জন্য একটা কুঁড়ে দেখিয়ে দেওয়া হলো ওদের। শরীর ক্লান্ত, কিন্তু নিশ্চিন্তে ঘুমানোর উপায় নেই, স্পষ্ট বুঝতে পারছে উইল। বুড়ো চীফের কথার তাৎপর্য ঠিকই বুঝে নিয়েছে। ইঙ্গিতে ওকে সতর্ক করে দিয়েছে সে।

সহসা ওর মনে পড়ল যে-চেরোকি ওর পিস্তল চেয়েছিল, চীফ ওদের থাকার অনুমতি দেওয়ার আগেই দল ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে। বুড়োর কথা মানবে না লোকটা। ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে। হয়তো অতটা হিংস্র নয় সে, তবে তা যে নয় তারই-বা নিশ্চয়তা কী?

ক্যানুটা কোথায়? ওটা নিরাপদে থাকবে তো? কুঁড়ে থেকে ক্যানুর দূরত্ব অনুমান করল উইল। রাতের আঁধারে চুপিসারে সরে পড়াই মঙ্গল, যদি সম্ভব হয়। আপতত একটা কাজই করার আছে–অপেক্ষা। দেখা যাক কী ঘটে।

প্রথমে যতটা মনে হয়েছিল, গ্রামটা তারচেয়ে ঢের বড়। গ্রামবাসীর সংখ্যাও কম নয়। রয়েছে অসংখ্য কুকুর। সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাতেও কি ঘুমাবে না ওগুলো? যে-হারে ঘেউ ঘেউ করছে, তাতে পরিষ্কার যে ওদের ব্যাপারে সচেতন সবক'টা, রাতে সামান্য নড়াচড়া টের পেলেই হামলে পড়বে।

ঝুঁকি না নিয়ে বরং সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই শ্রেয়। খাবার, বিশ্রাম এবং তথ্য সংগ্রহের সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না। হয়তো ওর আশঙ্কা ঠিক নয়, আদপে কোন বিপদ হবে না। নিরাপদেই বিদায় দেওয়া হবে ওদের, ইন্ডিয়ান গ্রামে অতিথিদের ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়।

নদী পর্যন্ত যাওয়ার পথে কী ঘটবে, সেটা পরের ব্যাপার, কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় তৈরি থাকবে, সিদ্ধান্ত নিল উইল।

শক্ত কটের উপর শুয়ে থাকল ও, অন্ধকার সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে। পাশের কটে নিঃসাড় শুয়ে আছে পিয়োটাহ্, দেখে মনে হচ্ছে গভীর ঘুমে অচেতন। কিন্তু আসলে তার ব্যাপারে কোন কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না।

ভোর হওয়ার অনেক আগেই উঠে পড়ল উইল, নিজের টুকিটাকি জিনিসপত্র দ্রুত গুছিয়ে নিল। অস্ত্রশস্ত্র তৈরি। গ্রামের ভিতরে ঝামেলা বা বিপদ আশা করছে না ও। কিন্তু জানে যে চেরোকিদের সবাই যেমন ওদের পছন্দ করেনি, তেমনি চীফের অবাধ্য লোকেরও অভাব নেই।

'ক্যাল-কিন?' কুঁড়ের বাইরে থেকে নিচু স্বরে ডাকল একটা কণ্ঠ।

'হ্যাঁ।'

'বেরিয়ে এসো! জলদি যেতে হবে!'

দরজা খুলল উইল। ছয়জন যোদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে। মুখোমুখি হলো ও আর পিয়োটাহ্, যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি। 'আমরা বন্ধু,' চওড়া বুকের ছাতিঅলা এক চেরোকি বলল, চল্লিশের কাছাকাছি হবে বয়স। 'নিরাপদে গ্রামের বাইরে তোমাদের বের করে দিতে এসেছি। ক্যাল-কিনরা বহুদিন ধরে চেরোকিদের বন্ধু। আমরাও ক্যাল-কিনদের বন্ধু।'

দু'পাশে তিনজন করে ওদের ঘেরাও করে ক্যানুর কাছে নিয়ে এল চেরোকিরা। দু'জন ক্যানুটা পাহারা দিচ্ছিল। উইলরা ক্যানুতে উঠার পর আট চেরোকিও ওদের নিজস্ব দুটো ক্যানুতে উঠল,

তারপর যাত্রা শুরু করল গ্রেট রীভারের পথে। বেশ কিছুদূর আসার পর, গতকাল যেখান থেকে ওদের আটক করা হয়েছিল, অতদূর এসে ক্যানুর গতি কমিয়ে ফেলল চেরোকিরা। বয়স্ক চেরোকি বর্শা তুলে বিদায় জানাল ওদের: 'নিরাপদে যাও তোমরা!' প্রার্থনা করল সে।

বোঝা গেল ওদের উপর হামলা হতে পারে, এমন আশঙ্কা করছিল এরা; সেজন্যই নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে দিয়েছে।

অপেক্ষাকৃত উচ্ছৃঙ্খল দলটা কি অনুসরণ করবে ওদের? এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দিহান উইল। যে-দলটা পৌঁছে দিয়েছে ওদের, কাজটা গোপনে করেনি তারা, গ্রামের সবাই মোটামুটি জেনে গেছে ওদের উদ্দেশ্য। এ-অবস্থায় ভিন্নমতের কয়েকজন মূল স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস নাও করতে পারে।

তবে উইল বা পিয়োটাহ্ যে সেজন্য গা-ছাড়া দিয়ে আছে, তা নয়, সতর্ক ওরা—যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি, আশা করছে যে-কোন কিছুই ঘটতে পারে।

*বাবার সুনাম ছিল বলে রক্ষা,* ভাবছে উইল, নইলে হয়তো বিপদেই পড়ত। সমীহ করার মত মানুষ হিসাবে নিজের পরিচয় দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলেন ব্রায়ান ক্যালকিন। কৌশলীও ছিলেন তিনি, মাঝে মধ্যে এমনও হয়েছে যে ইন্ডিয়ানদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সন্দেহ আর দ্বিধার বীজ বপন করে দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান ওঝারা যখন চিকিৎসায় ব্যর্থ হত, শেষ চেষ্টা হিসাবে ক্যালকিনদের কাছে রোগীকে নিয়ে আসত ইন্ডিয়ানরা। শূটিং ক্রীক সম্পর্কে শুধু চেরোকিরাই নয়, বরং প্রায় প্রতিটি গোত্রই জানে।

*

ধীরে-সুস্থে এগোচ্ছে ওরা। নদীর দু'ধারে প্রচুর গাছপালা রয়েছে, ছায়া বিতরণ করছে পানিতে। কখনও কখনও রোদে বেরিয়ে আসছে ওরা। এ-পর্যন্ত কোন জনমানবের চিহ্ন দেখেনি। প্রায় প্রতিদিন হাজার হাজার পায়রার ঝাঁক উড়ে যায় মাথার উপর দিয়ে, সবুজ টিয়ার দলও চোখে পড়ছে কখনও কখনও। মাথার উপর দিয়ে যখন

উড়ে যায় ওগুলো, দেখে মনে হয় সবুজ একটা চাদর ধরে রেখেছে কেউ!

কোন কোন গাছের শাখা পানিতে নুয়ে পড়েছে। একবার উইলের মনে হয়েছে পিছনে আলোর ঝলক দেখেছে, দাঁড়ের ফলায় সূর্যের আলোর প্রতিফলন। তবে ওই একবারই, আর চোখে পড়েনি।

সেদিন ছোট্ট এক ক্রীকের ধারে, একটা খাঁড়িতে ক্যাম্প করার আগে পিছনে বিশ মাইল ফেলে দিয়েছে ওরা। ক্যানুটা মাটির উপরে তুলে নিয়েছে যাতে রাতে জোয়ারের পানিতে ভেসে না যায়। চোখের সামনেও থাকবে তাতে। শুকনো ডালপালা যোগাড় করে ছোট্ট করে আগুন জ্বালাল, ধোঁয়া বলতে গেলে হলোই না। মোষের কয়েক টুকরো মাংস খেয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল দু'জনেই।

সামনে ঢালু জমি। নদী বরাবর প্রায় মাইলখানেক চোখে পড়ছে। ঘাড় ফেরালে উইলো সারির ফাঁকফোকর দিয়ে উজানের দিকেও অনেকটা পথ দেখা যাচ্ছে। চারপাশ নীরব, শান্ত। সময়টাকে ভাবনার কাজে লাগাল উইল, পরিকল্পনা করতে হবে।

ইশাকোমিকে খুঁজে পেতে হলে আগে ওদের চিহ্ন পেতে হবে। হয়তো কিছু বলতে পারত চেরোকি চীফ, কিন্তু ইশাকোমির প্রসঙ্গ তুলতে ভুলে গিয়েছিল উইল। চেরোকিদের সঙ্গে নাতচিদের সম্পর্ক বরাবরই ভাল। এমনও হতে পারে যাওয়ার পথে হিউয়াসিতে থেমেছিল ইশাকোমি।

পাহাড় ছাড়িয়ে স্পেনিশদের আরও পশ্চিমে যাওয়ার গল্প শুনেছে উইল। বেশিরভাগ লোক গুজব বা গাঁজাখুরি গল্প বলে উড়িয়ে দিলেও অবিশ্বাস করেনি ও। তবে কতটা সত্যি তা বলা মুশকিল। স্পেনিশদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অন্যরা খুব কমই অবগত হয়। মাঝে মধ্যে শূটিং ক্রীকে আগত ইন্ডিয়ানদের মুখে তাদের কথা শুনতে পেত। ইন্ডিয়ানদের মতে–বহু দূরে, অনেক পশ্চিমে চলে যেত স্পেনিশরা।

কোথায় গেছে ইশাকোমি?

নাতচিদের জন্য নতুন বসতি খুঁজতে বেরিয়েছে মেয়েটা। শত্রুপক্ষের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা যাবে, এমন জমি অনেক দূরে হওয়াই স্বাভাবিক। উত্তর অঞ্চলের ইন্ডিয়ানরা অনেক বেশি নৃশংস, সেনেকাদের কথা না বললেই নয়; সেক্ষেত্রে উত্তরে না যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সম্ভবত পাহাড়ের দিকে গেছে ওরা, ভাবছে উইল, কিন্তু পাহাড়ে কী থামবে? পাহাড়ে কীই-বা আছে? আসলে কিছুই নেই।

পিয়োটাহ্‌কে ওর ধারণার কথা জানাল উইল। 'তুমি হলে কোথায় যেতে?'

ঘাসের উপর শুয়ে ছিল সে, আচমকা উঠে বসল। 'পাহাড়ে,' সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল কিকাপু। 'কারণ পাহাড় মানে পানি, শিকার। সহজে চোখে পড়ে না এমন জায়গারও অভাব নেই ওদিকে।'

'কীভাবে যেতে ওখানে?'

'নদী অনুসরণ করে, তবে নদীর একেবারে কাছাকাছি থাকব না। পানি যেখানে আছে, সেখানে শত্রু থাকাই স্বাভাবিক। রাত ছাড়া ঝর্নার ধারে-কাছে দিয়েও যেতাম না। কিংবা ঠিক সন্ধ্যায়, রাত নামার আগে আগে।'

নানান প্রসঙ্গে কথা বলছে ওরা। উইলের কাছ থেকে ইংরেজি শেখার সুযোগ হয়েছে পিয়োটাহ্‌র, বুদ্ধি আর আগ্রহ থাকায় সহজে আয়ত্ত করে ফেলছে নতুন নতুন শব্দ।

'তুমি কি ইংরেজ?' জানতে চাইল সে।

'ইংরেজ? সঠিক বলতে পারছি না। আমার বাবা অবশ্য ইংরেজ ছিল, কিন্তু ইংল্যান্ডের চেহারা কখনও দেখিনি আমি। শুধু আমেরিকা সম্পর্কে জানি। আমার তো মনে হয় আমি পুরোপুরি আমেরিকান।'

'কেন?'

'কারণ এখানে জন্মেছি আমি। এখানে থাকছি। আমার সব স্মৃতি এখানকার।'

'একই কথা তো আমার ক্ষেত্রেও, কিন্তু আমি কিকাপু।'

'কিকাপু তো বটেই, তুমি আমেরিকানও।'

'উঁহুঁ, শুধু তুমিই আমেরিকান। বলছ আমিও আমেরিকান। কিন্তু

চেরোকিদের কী বলবে? সেনেকারাও কি আমেরিকান?'

'সবাই আমেরিকান।'

মাথা নাড়ল পিয়োটাহ্। 'সেনেকারা আবার আমেরিকান হয় কী করে? সেনেকা হচ্ছে সেনেকা এবং আমার শত্রু।'

'অনেক দূরে বোস্টন নামে একটা শহর আছে। প্রোটেস্ট্যান্টরা থাকে ওখানে। জন্মগতভাবে ইংরেজ ওরা। ওদের রীতিনীতি আমাদের মত নয় বটে, কিন্তু ওরাও আমেরিকান।'

'ওরা কি তোমাদের উপজাতি না?'

'না।'

'স্পেনিশরা কি তোমাদের উপজাতি?'

'না।'

'স্পেনিশরা ফ্লোরিডায় থাকে। ওটাও কি আমেরিকা?'

'নিশ্চই।'

'তা হলে স্পেনিশরাও আমেরিকান?'

'ইয়ে...'

'তুমি বলছ সেনেকারা আমেরিকান, আর আমি বলছি স্পেনিশরাও আমেরিকান।'

'কারা স্পেনিশ বা কারা সেনেকা, এটা ভুলে যাওয়াই ভাল। শুধু মনে রাখো কারা কারা আমেরিকান।'

নীরব হয়ে গেল পিয়োটাহ্। নতুন বলে আইডিয়াটা তার কাছে কিছুটা দুর্বোধ্য, স্বভাবতই মেনে নিতে পারছে না।

*পিয়োটাহ্র দৃষ্টিভঙ্গিতে যেমন, আমি কি মেনে নিতে পারছি যে আমাদের জাতশত্রু স্পেনিশরাও আমেরিকান?* আনমনে ভাবল উইল।

'এরপর সেনেকাদের সঙ্গে দেখা হলে,' হঠাৎ টানটান স্বরে বলল পিয়োটাহ্। 'তুমি ওদের বলবে যে আমরা সবাই আমেরিকান, সুতরাং লড়াই করার দরকার নেই। ধনুক ফেলে রাখবে, ছুরি ফেলে দেবে। কথাটা বলতে বলতে হেঁটে এগিয়ে যাবে ওদের দিকে। দেখব জাতভাই হিসাবে তোমাকে কেমন খাতির করে ওরা।'

'তো...'

'তোমার আমেরিকান চাঁদির চামড়া সেনেকাদের কোন কুঁড়ের সামনে ঝুলতে থাকবে।'

'আচ্ছা, কোন সেনেকা যদি তোমার কাছে এসে বলে: আমরা লড়াই করব না, কারণ আমরা সবাই আমেরিকান, কী করবে?'

'ওর মাথা মুড়ে ফেলব, সঙ্গে ওর হাত আর লিঙ্গও কেটে ফেলব।'

'হাত কাটবে কেন?' উইলের কাছে ব্যাপারটা অবশ্য নতুন নয়, শুনেছে মৃত শত্রুর শরীর বিকৃত করার এটাও আরেক পদ্ধতি। ইন্ডিয়ান রীতি, বর্বরোচিত–কিন্তু ইন্ডিয়ানদের কাছে এটা শুধুই রীতি।

পিয়োটাহ্ এমনভাবে ওর দিকে তাকাল যেন বাচ্চা ছেলেকে দেখছে। 'ওর হাত যদি কেটে ফেলি, পরেরবার আমাকে আক্রমণ করতে পারবে না সে। আর ওর যদি লিঙ্গ না থাকে, তা হলে এমন কোন সন্তান জন্ম দিতে পারবে না যে বড় হয়ে প্রতিশোধ নেবে আমার উপর। শত্রুর শেষ রাখতে নেই, এটাই হচ্ছে আসল কথা।'

সাদারা এমন জঘন্য কাজ করে না, বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল উইল। এতদিনে মোটামুটি বুঝে গেছে যে ওর এই ইন্ডিয়ান সঙ্গীটি প্রচণ্ড একরোখা, নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থান থেকে একচুল নড়তে নারাজ। 'এমন কিছু নেই আমাদের সমাজে,' শেষে বলল ও।

শ্রাগ করল পিয়োটাহ্। 'সেক্ষেত্রে পরের জীবনে শত্রু থেকে যাবে তোমার, আর আমি শান্তিতে ঘুমাতে পারব।'

'কিন্তু এখন শান্তিতে ঘুমাতে অসুবিধে কী? বিপদের ভয় ছাড়া যদি চলাফেরা করতে পারো এখন, ভাল লাগবে না তোমার?'

'তা হলে কিছুদিনের মধ্যে অলস, মোটা আর অথর্ব হয়ে পড়বে পিয়োটাহ্। যুদ্ধ ছাড়া বাঁচতে পারে না কোন ইন্ডিয়ান। কেউ যদি স্ক্যাল্প সংগ্রহ করতে না পারে, তা হলে তার দাম কীসের? বউ পাবে না সে, সভায় কথাও বলতে পারবে না।'

'ওটাও পরিবর্তন করা সম্ভব। একসময় ইংল্যান্ডে বহু লর্ড ছিল,

যুদ্ধে বীরত্বের কারণে উপাধি পেয়েছে ওরা, তারমানে খুন করায় দক্ষ ছিল সবাই। অস্ত্রে কেউ দক্ষ হলে তাকে নাইট খেতাব দেওয়া হত। সময় বদলে গেছে। এখন এমন মানুষকে নাইট বা অন্য উপাধি দেওয়া হয় যারা কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখলে হয়তো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।'

'শত্রুর বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্যই শক্তিশালী হতে হয়। কিকাপুরাও তাই হয়েছে। শত্রুকে অস্বীকার করা মানে নিজেই দুর্বল হয়ে যাওয়া। তোমাদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার নিয়ম আমাকে শিখিয়েছিল ইংরেজ লোকটা,' হঠাৎ বলল পিয়োটাহ্।

'প্রার্থনা করেছ তুমি?'

'কেন করব না? সব ঈশ্বরই তো দয়ালু। তোমার ঈশ্বর দয়ালু নয়, সেটা আমি বলার কে? ইংরেজ লোকটা নিয়মিত প্রার্থনা করত, মরার সময়ও মনের জোর দেখিয়েছে সে। যে-সেনেকা ওকে খুন করেছে, সে নিজেই ওর সাহসের গান গেয়েছে।'

মুহূর্ত খানেক পর পিয়োটাহ্ যোগ করল, 'মরার আগে যদি প্রার্থনা করতে হয়, তোমার ঈশ্বরের কাছে শত্রুর হাতে মরণ চাইব আমি। শত্রু যদি অসংখ্যও হয়, শক্ত মন নিয়ে মরতে চাই।'

'মন শক্ত করতে শত্রু লাগবে কেন,' আপত্তি করল উইল। 'যে-কোন বিপদ বা ঝামেলা উতরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে শক্ত হতে পারে মানুষ। কঠিন কাজ করার অভিজ্ঞতা শক্তিশালী করে তোলে মানুষকে।'

'বেশ, তোমার যেমন ইচ্ছে! তোমার জন্য থাকবে বিপদ, আর আমার জন্য থাকবে শত্রু। তুমি তোমার পদ্ধতিতে শক্তিশালী হয়ো. আমি আমার মত হব।'

পিয়োটাহ্ একরোখা তো বটেই, দৃঢ়চেতাও। ওর কথাটা একেবারে অগ্রাহ্য করার মতও নয়, ভাবল উইল, ইংল্যান্ডের ইতিহাসই তার সাক্ষী। ১৫৮৮ সালের যুদ্ধে স্পেনের রণপোতের সমাহারের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিল ইংল্যান্ড, পরাক্রমশালীর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল বলেই সম্ভব

হয়েছিল। শত্রুর উপস্থিতি মানুষকে কৌশলী করে, সতর্ক ও হিসাবী করে তোলে, সামর্থ্য অর্জনে প্রেরণা দেয়। শত্রু না থাকলে সামর্থ্য অর্জন করার তাগিদ আসে না।

## ছয়

সকালে, ক্যানুটা এক ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে পায়ে হাঁটা ধরল ওরা। বাবার নির্দেশ পেয়ে পরিবারের জন্য নতুন বসতি খুঁজতে এসেছে উইল, জমিতে বসতি হবে ওদের, সারাক্ষণ পানিতে থেকে পছন্দের জমি খুঁজে পাবে না, এটাই স্বাভাবিক। ঘুরে-ফিরে দেখতে হবে। পানি ছাড়ার আরও একটা কারণ, চারপাশে কী আছে জানার তীব্র কৌতূহল বোধ করছে ও। পিয়োটাহ্‌রও একই ইচ্ছে।

পায়ের নীচে সতেজ, লম্বা ঘাস। গাছগুলো প্রকাণ্ড। অসংখ্য ঝর্না চোখে পড়ছে, লাইমস্টোন এলাকা বলে দু'একটা ক্রীক বা প্রবাহমান জলধারার রূপ পেয়েছে; বেশিরভাগই পাথুরে জমির বড়বড় ফোকর বা ফাটল দিয়ে ভূগর্ভস্থ স্রোতস্বিনী হিসাবে প্রবাহিত হচ্ছে।

পরদিন উইল খেয়াল করল আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে পিয়োটাহ্, প্রায়ই পিছনে পড়ে যাচ্ছে। ভয়ার্ত চাহনিতে পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছে মাঝে মধ্যে, যেন আশঙ্কা করছে যে-কোন মুহূর্তে পাহাড়টা ধসে পড়বে তার উপর।

'মৃত আত্মারা থাকে ওখানে,' উইলের প্রশ্নের জবাবে ভয়ের কারণ ব্যাখ্যা করল সে। 'চারপাশে ছড়িয়ে আছে ওরা। গুহায় ঘুমায়। এরা আসলে মৃত নয়, আবার জীবিতও নয়।'

'দেখেছ ওদের?'

'হ্যাঁ।'

'ওদের কাছে নিয়ে যাবে আমাকে?'

'না।'

'কড়া একটা ঔষধ তৈরি করব আমি,' কিকাপুকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল উইল। 'এমন ঔষধ যে দুষ্ট আত্মারাও ভয়ে আমাদের কাছে আসবে না।' ওর যাদুকরী ক্ষমতা সম্পর্কে জানে সে, সমীহ করে। এটা ধরে রাখতে হবে। এতে যে ভাঁওতা আছে, পিয়োটাহ্‌কে বুঝতে দেওয়া যাবে না। কাজটা খুবই সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে–ঘন ঘন ব্যবহার করা যাবে না।

'অনেক কিছু জানার আছে আমার,' বলে গেল উইল। 'এখানে যেসব আত্মার বাস, এদের মধ্যে হয়তো আমার আত্মীয়-স্বজনও আছে।' উইলের অবশ্য জানা নেই যে কথাটা সত্যি, তবে প্রিন্স ম্যাডক অভ ওয়েল্‌সের গল্প শুনেছে ও, অনুমান করে নিয়েছে যে একটা সম্পর্ক আছে।

অন্ধকার নেমে গেছে চরাচরে। পাথরে ঘেরা ঝর্নার কাছাকাছি ক্যাম্প করল ওরা। চারপাশে প্রচুর গাছ থাকায় প্রয়োজনীয় আড়াল পাচ্ছে। দেখে-শুনে পছন্দ করেছে ক্যাম্পের জায়গা, যেহেতু আড়াল দরকার, সঙ্গে আনা চামড়া থেকে নতুন মোকাসিন তৈরি করতে হবে। ইংলিশ বুটের মত অতটা স্থায়িত্ব নেই মোকাসিনের, তাই কয়েকদিন পরপর তৈরি করতে হয়। পায়ের আদল বা সাইজ অনুযায়ী দিব্যি বানিয়ে ফেলতে পারে উইল। ইন্ডিয়ানরা এ-কাজে আরও দক্ষ।

"মৃত নয়, আবার জীবিতও নয়" বলতে পিয়োটাহ্ আসলে কী বুঝিয়েছে? ভাবছে উইল। সরাসরি জানতে চাওয়া বোকামি হবে। কোন কোন বিষয় আছে, সরাসরি প্রশ্ন করা যায় না। অপেক্ষায় থাকল ও, আশা করছে হয়তো বাড়তি কিছু বলবে পিয়োটাহ্। তবে খুব একটা আশা করছে না, কারণ মূড না থাকলে এ-ব্যাপারে কথা বলবে না পিয়োটাহ্, এ-ক'দিনে জানা হয়ে গেছে ওর।

রাতটা বড় নীরব। আগুনের পাশে বসে মোকাসিন তৈরি করল

ওরা; কয়েকজোড়া করে, পরে সময় বা সুযোগ নাও মিলতে পারে। এখনও অপেক্ষায় আছে উইল, আশা করছে মুখ খুলবে পিয়োটাহ্।

তাই হলো শেষপর্যন্ত।

'সে-বছর শীত তাড়াতাড়ি এসেছিল,' হঠাৎ বলল পিয়োটাহ্। 'একটা ভালুকও দেখিনি। পাখিরা উড়ছিল নিচু দিয়ে, এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে পাখা ঝাপটাচ্ছিল। তুষারপাত এত ঘন ছিল যে অল্প সময়ের মধ্যে ঢেকে গেল জমি। পড়ে থাকা পুরু তুষারে আমার পায়ের ছাপ হলো ঠিক পাসনুতার ট্র্যাকের মত গভীর।'

'পাসনুতা?'

ঝট করে উইলের দিকে তাকাল পিয়োটাহ্, মোটেই বন্ধুত্বপূর্ণ বলা যাবে না ওর চাহনিকে। 'প্রকাণ্ড শরীর, লম্বা নাকঅলা প্রাণী। পঙ্কারা পাসনুতা বলে ডাকে ওদের।'

'নাম আছে, তা তো জানতাম না।'

'সবকিছুরই নাম আছে। পাসনুতা মানে হচ্ছে লম্বা নাক। অনেক ওজন এদের। তুষারে গভীর ছাপ তৈরি করে।'

'সেবার জলদি তুষার পড়েছিল···তারপর?' স্পর্শকাতর প্রসঙ্গটা ধামাচাপা দিল উইল।

'শীতের জন্য তৈরি ছিলাম না আমি। মাংস আর একটা চামড়া ছিল অবশ্য, কিন্তু চামড়াটা ভাল করেও শুকায়নি। কুঁড়ে তৈরি করার সময় পাইনি, এদিকে ঘন তুষার পড়া শুরু হলো। বাধ্য হয়ে পাহাড়ে চলে এলাম। পড়ে থাকা গাছ বা বড়সড় পাথর খুঁজতে শুরু করলাম, এমন একটা আশ্রয় দরকার ছিল যাতে ঠাণ্ডা বাতাসের হাত থেকে বাঁচতে পারি।'

'তারপর?'

'ছোটখাট একটা গুহা খুঁজে পেলাম।' দু'হাত ছড়িয়ে সাইজ দেখাল পিয়োটাহ্—ফুট দশের বেশি হবে না। 'ভাঙা পাথরের পিছনে। ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলো জ্বালাতে অবাক হলাম। বাইরে থেকে ছোট দেখালেও আসলে বেশ বড় ছিল গুহাটা, তিনটা কুঁড়ের সমান হবে। ভিতরটা ছিল শুকনো। কিছুই চোখে পড়ল না।

'মরা এক গাছের ডাল সংগ্রহ করে বাইরে রেখেছিলাম, ওগুলো নিয়ে আবার ঢুকলাম গুহায়। ভিতরে বাতাস টের পাওয়া যেত না, কিন্তু আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা ছিল একপাশে। বহু পুরানো। জায়গাটায় ছাই পড়ে ছিল, কিন্তু কোন কয়লা বা কাঠি ছিল না, যেন পাথরে আগুন জ্বালানো হত।' ইঙ্গিতে দেখাল সে—ছোট ছোট নুড়িপাথরের বৃত্ত, যার মাঝখানে আগুন ধরানো হত।

'আগুন জ্বালালাম,' বলে চলেছে কিকাপু। 'গরম হয়ে গেল গুহা। উঁহুঁ, একটু বেশিই গরম হলো···আমার মনে হয় জায়গাটা এমনিতে খুব ঠাণ্ডা থাকে।' এ-পর্যায়ে নীরব হয়ে গেল সে, অখণ্ড মনোযোগে পরের মোকাসিন তৈরি করছে। হাতের কাজ শেষ করে খেই ধরল, 'তো, আগুন জ্বলছে, মাঝে মধ্যে কাঠ যোগ করছি। আগুনটা ক্রমে উজ্জ্বল হচ্ছিল, খেয়াল করলাম গুহার দেয়ালে ছায়ারা নাচানাচি করছে। ভাল করে দেখতে···ভয় পেয়ে গেলাম।'

'ভয় পেয়েছিলে? কেন?'

ঝাড়া কয়েক মিনিট কিছুই বলল না পিয়োটাহ্। অধৈর্য হয়ে উঠল উইল, কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া কিছুই করার নেই ওর।

'দেয়ালে কেবলই ছায়া···অতিরিক্ত ছায়া,' মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল সে। 'আগুনের ছায়া তো ছিলই, বাড়তি ছায়াও ছিল। দীর্ঘ, সরু ছায়া। আগুনের ছায়ার মত নাচছিল না ওগুলো। ভিতরে ভিতরে ভয়ে কাঁপছি। ভয়ে গলা শুকিয়ে আসছিল। ঠাণ্ডায় তো মরতে পারি না। নিজেকে বোঝালাম, *আমি হচ্ছি পিয়োটাহ্। কিকাপু। কোন কিছুই ভয় পাই না।*'

থামল সে। 'নিজেকেই বললাম: *আর একটা কাঠিও যোগ কোরো না আগুনে। আগুন না থাকলে ছায়াও থাকবে না।* তাই করলাম। আগুন নিভে গেল। শুধু কয়লা থাকল। তাকিয়ে দেখি তখনও দেয়ালে ছায়া রয়ে গেছে, অল্প অল্প কাঁপছে ওগুলো।

'আগুন জ্বালালাম আবার। সাহস পেলাম মনে, এতক্ষণ যখন কিছু করেনি, বেতাল না করলে করবেও না। বুঝে ফেললাম আলো আর উষ্ণতা ওদেরও দরকার। গুহা অন্ধকার থাকলে কে জানে কী

করে বসে! সন্দেহও হলো মনে, হয়তো আগুনের ছায়াই ছিল ওগুলো। আবার এমনও হতে পারে যে আগুন ভালবাসে ওরা, কারণ তা হলে ছায়ারা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

'আবারও জীবন্ত হয়ে উঠল ছায়ারা। লম্বা, সরু ছায়াগুলো আগের মতই ধীর গতিতে নাচতে শুরু করল। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল আমার। ক্ষণিকের জন্যও চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সারারাত আগুন চাঙা রাখলাম, ছায়াদের আলো আর উষ্ণতা বিলিয়ে গেলাম। কিন্তু ভয়ে গলা বুজে আসছিল, বারবার ভাবছিলাম–কাঠি শেষ হয়ে গেলে কী করব?

'একবার উঠে পড়েছি, দেখি সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়ে গেছে সব ছায়া। ইঙ্গিতে দেখালাম যে ডালপালা শেষ হয়ে গেছে, আরও যোগাড় করতে যাচ্ছি। ঠাণ্ডার মধ্যে ডাল যোগাড় করে ফিরে এলাম গুহায়। আগুন জ্বালালাম আবার।

'তারপরই মনে পড়ল আমি তো ছায়াদের দাস হয়ে গেছি। সকাল হলে কি আমাকে যেতে দেবে ওরা? আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম, নজর রাখলাম কাঠি আর ডালপালার উপর। এভাবেই কেটে গেল রাতটা। ভোর হতে আগুনে কিছু কাঠি যোগ করে গুহা থেকে বেরিয়ে এলাম, এমন ভাব করলাম যেন আরও ডাল নিয়ে আসব। গুহা থেকে বেরিয়েই প্রাণপণে ছুটলাম।

'কোন্ পথে কোন্ দিকে খেয়াল করলাম না, ছুটলাম কেবল। তুষারে পা দেবে যাচ্ছিল, পরোয়া করলাম না। গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে ছুটতে থাকলাম। পা আর চলছিল না যখন, থামতে বাধ্য হলাম। এত আনন্দ লাগছিল। আমি মুক্ত! অভিশপ্ত ছায়াদের কাছ থেকে মুক্তি পেয়েছি!' উইলের দিকে তাকাল পিয়োটাহ্, ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'আর ফিরে যাচ্ছি না ওই গুহায়। এক রাতই যথেষ্ট।'

'চামড়াটার কী হলো, যেটা নিয়ে গুহায় গিয়েছিলে?'

শ্রাগ করল সে। 'হয়তো এখনও আছে ওখানে। ওটা আনতে গিয়ে ফাঁদে পড়তে চাই না আবার।'

'গুহাটা দেখাবে আমাকে?'

ফের শ্রাগ করল সে। 'দেখিয়ে দেব। বাইরে তোমার জন্য দু'দিন অপেক্ষা করব। এরমধ্যে যদি ফিরে না আসো, নিজের পথে চলে যাব আমি। খুব দ্রুত চলে যাব নিরাপদ দূরত্বে।'

বেশ কিছুক্ষণ যার যার কাজ করল ওরা, দক্ষ হাতে মোকাসিন তৈরি করছে। ' "মৃত নয়, আবার জীবিতও নয়" বলেছ তুমি,' একটু পর জানতে চাইল উইল। 'ছায়াদের কথা বলেছ?'

কিন্তু নীরব থাকল পিয়োটাহ্। প্রায় এক ঘণ্টা পর, মোকাসিন তৈরি শেষে মুখ খুলল সে। 'ভিতরে আরও একটা গুহা ছিল, আরও গভীর। ওটায় গিয়েছিলাম আমি।'

'অন্য একটা কামরা?'

' "কামরা" কী জানি না আমি। আরেকটা গুহা, পাহাড়ের আরও গভীরে। ওটায় ঢুকেছিলাম।'

'তারপর?'

'তিনজন ঘুমিয়ে ছিল। মুখ, হাতের কব্জি আর গোড়ালি থেকে পায়ের নীচের অংশ ছাড়া সারা শরীর ছিল চামড়া দিয়ে মুড়ে রাখা। কাঁচা চামড়া ব্যবহার করা হয়েছিল। চামড়া শুকানোর সঙ্গে সঙ্গে চেপে বসেছিল, সম্ভবত জীবিত অবস্থায় এক চুলও নড়ার সুযোগ পায়নি কেউ।'

'বাঁধা!?'

'মড়ার মত! আমার ধারণা, নড়াচড়া করতে পারেনি কেউ। ওদের মুখ যদি দেখতে···ভয়ঙ্কর! এত বুড়িয়ে গিয়েছিল, হাজার ভাঁজ পড়ে গেছে চামড়ায়···' মুখ কুঁচকে দেখাল পিয়োটাহ্। 'পাইনের মশাল নিয়ে ঢুকেছিলাম, ওটা তুলতে দেখতে পেলাম তিনটা লাশের চোখই জীবন্ত! ইংরেজদের মত নীল চোখ, কিন্তু বুনো নিষ্ঠুর চাহনিয় ভরা! প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করছিল সবার চোখ। ভয় পাওয়ায় উল্টো ঘুরে ছুটলাম। অন্য গুহায় এসে কিছুটা ভাল লাগল। মনে হলো জ্বলন্ত চোখের চেয়ে সঙ্গী হিসাবে ছায়ারা ঢের নিরাপদ।'

প্রায় অবিশ্বাস্য ও অবাস্তব গল্প, কিন্তু তারপরও অবিশ্বাস করছে

না উইল। পিয়োটাহ্ সম্পর্কে জেনেছে–মিথ্যে বলে না সে। যা দেখেছে তাই বলেছে, কিন্তু একই পরিস্থিতিতে হয়তো ভিন্ন কিছু দেখতে পাবে অন্যরা। ভুল দেখতে পারে না? মানুষ যা দেখতে চায় বা কল্পনা করে, অনেক সময় কি তাই দেখে না? পিয়োটাহ্ ওই ঘটনার সময় ভীত, আতঙ্কিত ছিল; সেক্ষেত্রে গল্পের কোন্ অংশটুকু বাস্তব আর কোন্ অংশ কিকাপুর কল্পনা?

ওর বাবার এশিয়ান বন্ধু সাকিমের কাছে অনেক কিছুই শিখেছে উইল, যার একটা হচ্ছে অন্যের দেওয়া তথ্য থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষমতা। যে-কোন তথ্য-প্রমাণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। আতঙ্কিত মানুষ প্রায়ই ভুল করে। যা চোখে দেখে, তার ব্যাখ্যা কল্পনা থেকে চলে আসে। কিন্তু মন কি সবসময় সঠিক ব্যাখ্যা দেয়? আসলে নিজস্ব শিক্ষা আর অভিজ্ঞতা থেকে ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে মন, বেশিরভাগ সময় সেটা যথেষ্ট নয় বলে প্রমাণিত হয়; কারণ চোখের দেখা এবং জানার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

পিয়োটাহ্ আর ওর জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে মতের অমিল হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গল্পটা শুনে তীব্র কৌতূহল বোধ করছে উইল। নীল চোখ? অস্বাভাবিক হলেও অসম্ভব নয়। চামড়ায় মোড়া তিনটা লাশের ব্যাখ্যা অন্যভাবেও দেওয়া যেতে পারে–গোর দেওয়ার বিকল্প একটা উপায়, সম্ভবত লাশগুলো মমি করা হয়ে থাকতে পারে।

পিয়োটাহ্কে বন্ধু বলেই মনে হচ্ছে এখন। বন্ধুত্ব বজায় রাখার অনেক উপকারিতা আছে। তাকে লজ্জা দেওয়ার মানে সুসম্পর্কের সমাপ্তি। সুতরাং ঘটনাটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কিকাপুর অহমে আঘাত করা ঠিক হবে না, সিদ্ধান্ত নিল উইল। পিয়োটাহ্ যতই ভয় পাক বা গুহায় যাই থাকুক, সেজন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

*ঔষধ* তৈরি করতে হবে।

পিয়োটাহ্কে আশ্বস্ত করতে হবে গুহার বৈরী পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য *ঔষধ* তৈরি করছে ও। এমন ভাব দেখাতে

হবে যেন ওর গল্প পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে, এবং সবচেয়ে কড়া ঔষধ ছাড়া গুহার দুষ্ট আত্মাদের দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না। কীভাবে কী করতে হবে, ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল উইল।

নাবিকদের মধ্যে বহু গল্প প্রচলিত রয়েছে যা সমভূমির লোকজনের কানে পৌঁছায় না; এসবের কিছু কিছু নেহাত কুসংস্কার, কিন্তু কিছু গল্প সুদূর অতীতে সংঘটিত কোন অভিযানের অস্পষ্ট স্মৃতিচারণ।

বহু প্রাচীন আর্কাইভ আগুনে পুড়ে, বিরোধী শক্তির অবরোধের মুখে কিংবা অবহেলা-অযত্নের কারণে পোকার আক্রমণে ধ্বংস বা নষ্ট হয়েছে। বিখ্যাত নাবিকদের মধ্যে কার্থাজিনিয়ানদের কথাই ধরা যাক, ফিনিশিয়ানদের বংশধর, সমুদ্র অভিযানে ওরা ছিল শ্রেষ্ঠ জাতি। শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী রোমানদের কারণে আর্কাইভে স্থান পেতে পারে এমন তথ্য বা জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে পারেনি কার্থাজিনিয়ানরা। বেহাত হতে দেখে কার্টহেজ নামে একটা জায়গা ধ্বংস করে দেয় রোমানরা, অথচ অন্যান্য সভ্যতা থেকে রত্ন ছাড়াও হাজার রকমের জিনিসপত্র আনায় ব্যস্ত থাকত ওদের জাহাজগুলো। হান্নু নামে এক ফিনিশিয়ান খ্রীষ্টের জন্মের কয়েকশো বছর আগেই জলপথে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করেন। আটলান্টিক অতিক্রম করা এরচেয়ে অনেক সহজ ছিল।

দু'একজন ছাড়া কার্থাজিনিয়ানদের পরিণতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি, কিন্তু ফিনিশিয়ানদের মতই বিখ্যাত ব্যবসায়ী এবং অভিযানপ্রিয় ছিল তারা। সমুদ্র অভিযানে আরবরাও বিখ্যাত জাতি। ফিনিশিয়ানদের সংগ্রহ করা বহু প্রাচীন নিদর্শন ওদের দখলে চলে যায়; অথচ তৎকালীন সময়ে বিখ্যাত তিন ব্যবসা বন্দর–টায়া, সিদঁ ও আলেকজান্দ্রিয়া ওদের অধীনে থাকার পরও ইউরোপ থেকে তেমন কোন নিদর্শন সংগ্রহ করতে পারেনি।

উইল এসব জেনেছে নাবিকদের মুখে আর সাকিমের কাছ থেকে, এর অতিরিক্ত জানা নেই ওর। মক্কা মুসলিমদের কাছে সর্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান, পৃথিবীর যে-প্রান্তেই থাকুক না কেন, যে-

কোন মুসলিমই মক্কায় যাওয়ার স্বপ্ন বুকে লালন করে। দূরদূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে বা সমুদ্রপথে দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে মক্কায় পৌঁছত মুসলিমরা, সঙ্গে থাকত বহু নিদর্শন–তার নিজের দেশের কিংবা ভ্রমণের সময় অতিক্রম করে আসা দেশের।

ঠিক এ-কারণে ওই তিনটা লাশের পরিচয় সম্পর্কে তেমন একটা ভাবছে না উইল। ওর বাল্যজীবনে, আটলান্টিকের তীর ধরে পায়ে হেঁটে বহু পথ ভ্রমণ করেছিলেন ব্রায়ান ক্যালকিন, নিজস্ব বোটে সমুদ্রও পাড়ি দিয়েছেন। তখনও স্বচক্ষে না দেখলেও ঘরে বসেই সমুদ্রের কথা শুনেছে উইল।

সমুদ্র সতত বহমান, বালি বা মাটিও স্থানান্তর করছে সারাক্ষণ। সাগরের বুক থেকে একবার জেগে উঠল প্রাচীন এক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। ভার্জিনিয়া ছিল ইংরেজদের কলোনি, মেফ্লাওয়ার তখনও আটলান্টিকের সীমানা অতিক্রম করেনি, এবং দেখে বোঝা গেল বহু পুরানো ধ্বংসাবশেষ। বালির বুকে দাঁড়ের অংশ আর ভাঙা কয়েক টুকরো কাঠ বেরিয়ে ছিল। প্রথমে মনে হলো পরিত্যক্ত বা প্রথম দিকের কোন জাহাজ। এমন কোন অংশ দেখা যাচ্ছিল না যে ওটার নির্মাণ রীতি সম্পর্কে জানা যাবে। ব্রায়ান ক্যালকিন খুঁটিয়ে দেখলেন। কার জাহাজ এটা, বালক উইলের প্রশ্নে শ্রাগ করলেন তিনি, উত্তরে বললেন: 'এই ধরনের জাহাজ কখনও দেখিনি আমি। খোঁজখবর নিতে হবে।'

এক ফালি কাঠে লাথি হাঁকালেন তিনি। 'হুঁম্‌ম্‌, পোক্ত জিনিস। গভীর সাগরে ভ্রমণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল এটা।'

সাগর বা জাহাজ সম্পর্কে কিছুই জানে না পিয়োটাহ্। নিজের বিশ্লেষণ তাকে জানানোর ঝামেলায় গেল না উইল। এ-বিষয়ে ওর জ্ঞান নিতান্ত কম, ঠিক সেজন্যই আরও জানার কৌতূহল বোধ করে। যদিও উইলের ধারণা, যে-পরিবেশে বা যেসব সুবিধা নিয়ে বড় হয়েছে ও, বেশিরভাগ বালকই তা পায়নি।

বিভিন্ন পেশার মানুষ কাজ করত ব্রায়ান ক্যালকিনের অধীনে। সাবেক সৈন্য, নাবিক, অভিযাত্রী। এক জাহাজে বাবার সহযাত্রী ছিল

সাকিম। একটা ব্যাপারে দারুণ মিল রয়েছে সবার–যোদ্ধা হিসাবে এরা ছিল বেশ অভিজ্ঞ।

সৈনিক জীবন তখনকার দিনে ছিল সম্মানজনক পেশা। ভারত উপমহাদেশ আর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে লড়াই করেছে ইংল্যান্ডের বহু সৈনিক। এদের একেকজন ছিল গল্পের ডিপো। সুযোগ পেলেই ওদের কাছ থেকে গল্প শুনত উইলরা চার ভাই। শোনার সুযোগ ওরই বেশি হয়েছে, কারণ শিকার আর মাছ ধরা নিয়ে ব্যস্ত থাকত নিয়াল বা অন্যরা।

পিয়োটাহ্ ঘুমিয়ে পড়ার পরও অনেকক্ষণ জেগে থাকল উইল। মায়ের কথা মনে পড়ছে ওর। বুকে খচ করে কাঁটার মত বিঁধল একটা আশঙ্কা: ইংল্যান্ডে আছেন মা···তিনি যদি মারা যান, মৃত্যুর খবর কীভাবে পাবে ও? বেঁচে থাকুক বা মারা যাক, খবর পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ।

প্যাট্রিসিয়া আর নোয়েলের কথাও মনে পড়ল। হার্ভে বা নিয়ালের চেয়ে বরং উইলের সঙ্গে এই দু'জনের অন্তরঙ্গতা বেশি ছিল।

ইংল্যান্ডে ওদের জীবনের সঙ্গে এখানকার জীবনে কত তফাৎ! কীভাবে কাটছে ওদের দিন, কখনও দেখা হবে না ওর। ভাইবোনদের দেখতে ইচ্ছে করছে, মাকে কাছে পেলে কত আনন্দই না হত এখন! কিন্তু উইল জানে ওর নিয়তি এখানেই বাঁধা, পশ্চিমের কোন পাহাড়ে হবে ওর বসতি।

কী পাবে ওখানে? এক নাতচি যুবতীকে খুঁজে বের করা ছাড়া আদৌ কিছু পাবে কি? মেয়েটা আসলে কী–রাজকন্যা, যাদুকরী না অন্য কিছু?

ইশাকোমি ইশিইয়া কী, এ-ব্যাপারে অবশ্য ততটা মাথাব্যথা নেই ওর। মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে হবে শুধু, ব্যস, নাতচি বুড়োর খবর দিয়ে চলে যেতে পারবে নিজের পথে। নিকঅনার কথা মনে পড়তে একটা সন্দেহের কাঁটা বিঁধল মনে: আসলেই কি সে চায় গ্রামে ফিরে যাক ইশাকোমি? নাকাপা আর তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা,

দুটোকেই ভয় পায় সে–অন্তত তাই মনে হয়েছে উইলের। ইশাকোমি যদি ফিরে না যায়, এখানে জীবনটা কেমন হবে ওর? এমন বুনো পরিবেশে কেউ কি সুখ খুঁজে পায়?

চোখের পাতা যখন বুজে এল, তখনও ভাবছে উইল। কতক্ষণ এভাবে কেটেছে জানা নেই, হয়তো কয়েক মুহূর্ত, আচমকা চোখ মেলে তাকাল।

বনের ভিতর নড়াচড়া করছে কিছু! শব্দ হচ্ছে, পাতার মর্মরধ্বনি নয়, কিন্তু তেমনই ক্ষীণ শব্দ, যেন ফিসফিস করছে কেউ।

পিয়োটাহ্‌কে জাগাতে একটা হাত বাড়াল উইল। অন্য হাতে ছুরি বেরিয়ে এসেছে।

## সাত

কম্বল ছেড়ে ভূতের মত, নিঃশব্দে গাছের আড়ালে সরে এল উইল। সবসময় যা করে, আজও তাই করেছে ও–শোয়ার আগে ঠিক করে নিয়েছে বিপদে পড়লে কোন্ পথে সরে পড়বে। এ-ধরনের বিচক্ষণতা না দেখালে প্রয়োজনের সময় সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়ে যায়, তা ছাড়া নিজের অবস্থান শত্রুকে জানিয়ে দেওয়ার ইচ্ছেও নেই ওর। পশ্চিমে ভুলের মাসুল বড় নির্মম।

পিয়োটাহ্‌কে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। বালক বয়স থেকে এভাবেই চলছে ওর, জানে কখন কী করতে হবে।

অপেক্ষায় থাকল উইল। পিয়োটাহ্ ঠিক কোথায় অবস্থান নিয়েছে, জানে না। আগুন জ্বলন্ত কয়লার রূপ পেয়েছে, তাই ক্যাম্পের চারপাশ আবছা অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে। ছেড়ে আসা কম্বল উঁচু দেখাচ্ছে, যেন এখনও ঘুমাচ্ছে দু'জনেই। এটাও

পরিকল্পিত, শত্রুপক্ষকে ভাঁওতা দেওয়ার জন্য।

চাঁদ নেই আকাশে। জ্বলজ্বল করছে হাজারো তারা। খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। সামান্য শব্দও শুনতে পেল না উইল, অবশ্য শুনতে পাওয়ার কথাও নয়। নিজেদের কাজ বোঝে ইন্ডিয়ানরা। বোকা নয় ওরা। যে-শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেছে উইলের, হয়তো সেটা পুরোপুরি স্বাভাবিক—রাতের শব্দ হতে পারে; কিংবা শত্রুদের কেউ বেখেয়ালে করে ফেলেছে।

আক্রমণের প্রথম দফায় ধনুক ব্যবহার করার সুযোগ নেই ওর। পরে, বেঁচে থাকলে ব্যবহার করা যাবে।

দমকা বাতাস ধেয়ে এল পাহাড় থেকে। এগোনোর জন্য এই সময়টা বেছে নেয় কোন কোন ইন্ডিয়ান, হালকা মোকাসিনের আওয়াজ বাতাসের শব্দে চাপা পড়ে যায়। ছুরি হাতে অপেক্ষা করছে উইল। অ্যাসপেনের কচি শাখায় দোল দিচ্ছে ঝিরঝিরে বাতাস। কাছাকাছি, অন্য কারও শরীরের উষ্ণতা টের পেয়ে পাশ ফিরে তাকাল ও; ডান দিকে অনুজ্জ্বল আলো চোখে পড়ল। আবছা কাঠামোটা দেখতে পেতে চট করে এর তাৎপর্য ধরা পড়ল উইলের মস্তিষ্কে—এক ইন্ডিয়ান শুয়ে আছে—বড়জোর দুই ফুট দূরে! লোকটার বাহুতে লাগানো আর্মলেট থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে।

ছুরি তৈরি ওর, ডান হাতের মুঠিতে ধরা। ওর সমান্তরালে শুয়ে আছে ইন্ডিয়ান, তারমানে: ছুরি দিয়ে ওকে আঘাত করতে হলে আগে উঠে দাঁড়াতে হবে, তারপর ডান হাতে ছুরি চালাবে। বিভিন্ন জাতের অন্তত হাজার ইন্ডিয়ান দেখেছে উইল, এদের মধ্যে একজনও বামহাতী ছিল না। ইতিকর্তব্য স্থির করে নিল ও—লোকটা উঠে দাঁড়ালে সঙ্গে সঙ্গে ছুরি চালাবে, তার আগে ওর উপস্থিতি টের পেতে দেওয়া যাবে না।

ব্যাটা নিশ্চই কমবয়সী, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা নেই তেমন, কারণ মারাত্মক একটা ভুল করেছে সে—শুধু নিজের পছন্দনীয় জায়গায় নজর রেখেছে, যেখানে হামলা করার পরিকল্পনা করেছে। চট করে, নিঃশব্দে হাঁটু গেড়ে বসল সে, হাতের বর্শা তাক করেছে—উইলের

পরিত্যক্ত কম্বলে।

কী থেকে কী হলো, কিছুই টের পেল না তরুণ ইন্ডিয়ান। পিছন থেকে, নিঃশব্দে বুকের খাঁচা ভেদ করল উইলের ছুরি, একেবারে বাঁট পর্যন্ত। সম্ভবত শেষ মুহূর্তে অবচেতন মনের তাগাদায় কিছু টের পেয়েছিল সে, পাশ ফিরেছে, এবং উইলও পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখাচোখি হলো ওদের–মাত্র একটা মুহূর্ত। বর্শাটা পড়ে গেল পাশে। চট করে ছুরি বের করে ফেলল ব্রেভ, জীবনের শেষ মুহূর্তেও ঈর্ষণীয় ক্ষিপ্রতা দেখাল। হাত বাড়িয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরল উইল, একটানে বের করে ফেলল ওর ছুরি। চিৎকার করতে চেয়েছিল ব্রেভ, কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরোল না। এবার বেল্টে বাঁধা টমাহকের* দিকে হাত বাড়াল সে, কিন্তু হাতে জোর পেল না। মুখ থুবড়ে সামনে পড়ল সে, উঠার চেষ্টা করল একবার, তারপর একেবারে নিথর হয়ে গেল।

ক্যাম্পের আগুনে শুকনো পাতা আর কয়েকটা ডাল যোগ করা হয়েছে। এক ব্রেভের লাশ পড়ে আছে আগুনের কাছাকাছি। কোথাও কিছু নড়ছে না। ফের অ্যাসপেনের পাতায় দোল দিয়ে গেল বাতাস, বাধ্য দাসের মত চলমান বাতাসের সঙ্গে এক মুহূর্ত নাচল আগুনের শিখা। দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল এবার, শুধু আগুনে কাঠ পোড়ার মৃদু শব্দ হচ্ছে।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা হাত, পড়ে থাকা ইন্ডিয়ানের পা চেপে ধরল। উইল নিজের ধনুক তুলে নিয়ে নিশানা করার আগেই তীক্ষ্ণ শব্দে বাতাসে চিড় ধরাল একটা তীর, ছুটে গিয়ে বিদ্ধ হলো অদৃশ্য ইন্ডিয়ানের হাতে। কেঁপে উঠল হাতটা, মুহূর্ত খানেক পর অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর দুঃসাহস দেখাল না কোন ব্রেভ।

সকালে উঠে ওরা দেখতে পেল দুই ইন্ডিয়ানের লাশ আগের জায়গায়ই পড়ে রয়েছে। পিয়োটাহ্‌র তীর যার হাতে বিদ্ধ হয়েছে,

---

* টমাহক (Tomahawk) : যুদ্ধের জন্য ইন্ডিয়ানদের কুড়াল বিশেষ

সেও উধাও হয়ে গেছে। তীরটা ধারে-কাছে কোথাও পাওয়া গেল না।

সমীহের দৃষ্টিতে উইলকে দেখল পিয়োটাহ্, তারপর উইলের হাতে খুন হওয়া ইন্ডিয়ানের দিকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইল, 'ওর স্ক্যাল্প নেবে না?'

'নাহ্।'

সামান্য দ্বিধাও করল না সে, দ্রুত স্ক্যাল্প দুটো সংগ্রহ করে ফেলল।

'ওরা আবার এলে কী করবে?'

'লড়াইয়ে এখনও পাকা হয়নি ওরা। গ্রামে ফিরে যাবে। ওই ব্যাটা,' আগুনের কাছে পড়ে থাকা ব্রেভের লাশ দেখাল পিয়োটাহ্। 'হচ্ছে চীফ। এখন লাশ। ওর ঔষধ একেবারে বাজে। নতুন চীফ বানাবে ওরা। তারপর হয়তো গ্রামেই থেকে যাবে, ভাববে ওদের ঔষধ খারাপ, যেহেতু দু'জন মারা গেছে।'

'ক'জন এসেছিল, বলতে পারবে?'

শ্রাগ করল সে। 'ছয় থেকে আটজন। এর বেশি নয়।'

কোন্ গোত্রের লোক এরা, উইল তো জানেই না, এমনকী পিয়োটাহ্ও বলতে পারল না। অসংখ্য গোত্রের ইন্ডিয়ান, কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই। কেউ কেউ হারিয়ে যাচ্ছে এখন। ব্রায়ান ক্যালকিন যখন ক্যারোলিনা অঞ্চলে পা রেখেছিলেন, যে-সব গোত্রের ইন্ডিয়ানের সঙ্গে লড়েছেন, তাদের কারও অস্তিত্ব নেই এখন। যুদ্ধ আর রোগ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে তাদের···নির্দিষ্ট একটা গোত্রের লোকজনের কী হলো সেই খবর কে রাখে!

ইন্ডিয়ানের লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল পিয়োটাহ্, লোকটার গলায় একটা মেডাল ঝুলছিল। দড়ি কেটে ওটা বাড়িয়ে দিল উইলের উদ্দেশে।

একটা রোমান কয়েন। নয়টা পেনি একত্র করলে যা দাঁড়াবে, ওই সাইজের রূপোর কয়েন। অ্যান্টোনিনিয়াস পায়াজের আমলের তারিখ সূচিত। তারিখ বা অলঙ্করণ অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তাই

পুরোপুরি অর্থোদ্ধার করতে ব্যর্থ হলো উইল, তবে অনুমান করল–খ্রীষ্টাব্দ ১৩৭।

রোমান কয়েন আগেও দেখেছে ও, কারণ বহু ইন্ডিয়ান এমন মুদ্রা নিয়ে পণ্য কিনতে আসত শূটিং ক্রীকে। অবশ্য একটা ছাড়া কোনটারই তারিখ এটার আগের নয়, তাও অল্প কয়েক বছরের পার্থক্য। কাছাকাছি সময়ের। এর ব্যাখ্যা হতে পারেঃ দুটোর মালিক ছিল একই লোক বা একই দলের লোক।

মুদ্রাটা দেখে বিস্মিত হয়নি উইল। যে-কোন অভিযানের হাজারো ঘটনা থাকে, যা কখনও লিপিবদ্ধ হয় না। কোন জাহাজের মাস্টার রেকর্ড রাখার বাড়তি ঝামেলায় যায় না; করে লাভটা কী, যেখানে প্রায় প্রত্যেকে আসল মালিককে ঠকানোর চেষ্টা করত?

ধীর গতিতে এগোচ্ছে ওরা। উইল ভাবছে যথেষ্ট দূরত্বে চলে এসেছে, ওর পরিবার যদি এখানে থাকে, প্রয়োজনীয় রসদ যোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়বে। নতুন কোন উৎস খুঁজে বের করতে হবে। গানপাউডার নিজেদেরই তৈরি করে নিতে হবে; যদিও শূটিং ক্রীকে বসতি স্থাপনের পর বেশ কয়েক বছর কাজটা করেছে ওরা। কিন্তু বুলেট তৈরি করার জন্য সীসা বা দস্তা দরকার হবে, ওটা তো নিজে তৈরি করা যায় না।

পিয়োটাহ্ একেবারে চুপ হয়ে গেছে। কথা প্রায় বলছেই না। উইল বুঝল আসলে গুহার কাছে যাওয়ার ইচ্ছে নেই তার। আরও একটা ব্যাপার, দু'একটা কথা যাও বলছে, সবই নিজের গ্রামের প্রসঙ্গে। শঙ্কিত না হয়ে পারল না উইল, সম্ভবত গ্রামে চলে যাবে পিয়োটাহ্। কথায় কথায় জানালঃ উত্তরে বেশিদূরে নয় গ্রামটা, তা ছাড়া বহুদিন ধরে গ্রামের বাইরে কাটাচ্ছে সে।

রাতে আলাদা, ছোট্ট করে আগুন জ্বালাল উইল। আগুনের পাশে বসে প্রার্থনা করল। পিয়োটাহ্ মনে করবে ছায়াদের গুহায় ঢোকার জন্য প্রস্তুতি হিসাবে ঔষধ বানাচ্ছে ও। পুরো ব্যাপারটাই আসলে ভাঁওতা, কিন্তু উইল চায় না পিয়োটাহ্ বুঝে ফেলুক যে আসলে তার ভয়কে কাজে লাগাচ্ছে। 'নিকৃষ্ট,' তাকে বলল ও। 'একেবারে নিকৃষ্ট

ধরনের আত্মা! দুষ্ট আত্মা!'

*

বড়সড় নদীর দক্ষিণে গুহার অবস্থান, তবে আরও আগেই নদী দু'ভাগ হয়ে গেছে। পথ দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু পা যেন চলছে না পিয়োটাহ্‌র। যত সময় গড়াচ্ছে, ততই গতি কমে আসছে ওর।

নদীর একপাশে পাহাড়ী চাতালে পরের রাতে ক্যাম্প করল ওরা। 'পিয়োটাহ্‌, তোমার বাড়ির কাছে চলে এসেছ,' তাকে বলল উইল। 'ইচ্ছে করলে বাড়ি যেতে পারো। কিন্তু আমার সঙ্গে যদি ফার সীয়িং ল্যান্ডে যাও, তা হলে বহুদিন বাড়ি যাওয়ার সুযোগ পাবে না।'

মনোযোগী হয়ে উঠল পিয়োটাহ্‌, গত দু'দিনে যা হয়নি।

'ইচ্ছে করলে বাড়ি থেকে ঘুরে আসতে পারো,' বলে গেল উইল। 'পরে পশ্চিমে যোগ দিতে পারবে আবার।' একটা কাঠি তুলে নিয়ে কাদা মাটিতে একটা রেখা আঁকল ও। 'এটা হচ্ছে গ্রেট রীভার, উত্তর-দক্ষিণে বইছে। এখানে,' আগের রেখার লম্বালম্বি পশ্চিম দিক থেকে আরেকটা রেখা টানল উইল। 'এটা আরেক নদী। প্রায় নাক বরাবর পশ্চিমে চলে গেছে, তবে কিছুটা দক্ষিণে বাঁক নিয়ে থাকতে পারে। দুই নদীর মোহনায় দেখা হবে আমাদের। ফিরে গিয়ে ক্যানুটা নিয়ে যাত্রা করব আমি, গ্রেট রীভার হয়ে এই জায়গায় চলে যাব।

'শুনেছি শাইনিং মাউন্টেনে এই নদীর জন্ম,' পশ্চিম থেকে আসা দ্বিতীয় নদীর দিকে ইঙ্গিত করল উইল। 'এটা ধরে পশ্চিমে যাব আমরা। সম্ভবত ইশাকোমিও এই পথে গেছে। ওরা কোন চিহ্ন ফেলে গেছে কি-না, খেয়াল রাখতে হবে।'

'উঁহুঁ, ফেলে গেলেও এতদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

'হয়তো। নিকঅনা একা কথা বলেছে আমার সঙ্গে। কী ধরনের চিহ্ন ফেলে যেতে পারে ইশাকোমি, আমাকে বলেছে সে।'

দীর্ঘক্ষণ ইতস্তত করল পিয়োটাহ্‌, শেষে জানতে চাইল, 'গুহার আত্মার মুখোমুখি হবে যখন, তুমি নিশ্চই পাশে চাও না আমাকে?'

'ইচ্ছে না থাকলে যাওয়ার দরকার নেই,' সতর্কতার সঙ্গে বলল উইল, চায় না বিগড়ে যাক কিকাপু। 'কিন্তু আমার ধারণা ঔষধটা সত্যি শক্তিশালী। কাজ হবেই। আমার জন্য এটা একটা পরীক্ষাও।' হঠাৎ উৎসাহ বোধ করল ও। 'প্রথম যখন নাম দেওয়া হয় তোমার, পূজা শেষে বেরিয়ে যাওনি তুমি? খাবার না খেয়ে দু'দিন কাটিয়ে দিয়েছ ঘরের বাইরে। স্বপ্ন দেখার সময় ওটা, তাই না? আমার ব্যাপারটাও ওরকম। আত্মারা বলছে গুহায় একা যেতে হবে আমার, অভিশপ্ত হোক আর যাই হোক, একাই মুখোমুখি হতে হবে ওদের। এটা আমার একার কাজ, অন্যদের জন্য হয়তো দারুণ বিপজ্জনক। গ্রেট রীভার নদীর মোহনায় যদি না আসি, তা হলে ধরে নিয়ো ব্যর্থ হয়েছি।'

ওকে ছেড়ে যেতে চায় না পিয়োটাহ্, কিন্তু দুটো কারণে দ্বিধান্বিত সে—গ্রামে যাওয়ার ইচ্ছে এবং অভিশপ্ত আত্মাদের মুখোমুখি হওয়ার ভীতি।

'যত ভয়ই লাগুক, তোমার সঙ্গে যাব আমি,' বলল সে। 'তুমি আমার বন্ধু।'

'আমার ঔষধ অবশ্য বেশিরভাগ সময় সঙ্গীদেরও রক্ষা করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বোধহয় শুধু আমাকে রক্ষা করবে। উঁহুঁ, গুহার ভিতরে আমি একা ঢুকব। তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করেছ। হয়তো তোমার দায়িত্ব ছিল আমাকে আত্মাদের খবর পৌঁছে দেওয়া। ওখানে যারা শুয়ে আছে, এমনও হতে পারে ওরা আমার পূর্বপুরুষ। আমাকে কোন পরামর্শ দেওয়ার আছে বলে তোমার মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছে। ওই ছায়া নিয়ে ভয় নেই আমার, যেহেতু আমাকে চেনে ওরা। ওদের কাছে যাব আমি। তুমি যাবে তোমার গ্রামে। দুই চাঁদের মধ্যে নদীর মোহনায় দেখা করবে আমার সঙ্গে। তুমি যাতে অনুসরণ করতে পারো, চিহ্ন রেখে যাব।'

রোমান মুদ্রাটা তুলে দেখাল উইল। 'এটাও একটা মেসেজ,' মুদ্রার দুই পিঠে দুটো মূর্তি দেখাল ও—একজন বয়স্ক, অন্যজন অপেক্ষাকৃত তরুণ। 'এরা ছিল দু'জন বিখ্যাত চীফ, এখান থেকে

বহু দূরে বাস করত। ওদের চিনি আমি, জানি ওদের কীর্তি সম্পর্কে।

'গুহায় যারা শুয়ে আছে, আমার জন্য ওদেরও মেসেজ থাকতে পারে। সুতরাং যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

সকালে সূর্য ওঠার পর আলাদা হয়ে গেল ওরা। একটা শব্দও খরচ করল না কেউ। কেউই জানে না নিকট ভবিষ্যতে বা ওদের ভাগ্যে কী আছে, নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত যাওয়ার পথে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। একটা ব্যাপার দু'জনেই জানে ওরা: বেঁচে থাকলে ঠিকই একে অন্যকে খুঁজে নিতে পারবে।

বিষণ্ন মনে পিয়োটাহ্‌কে চলে যেতে দেখল উইল। জীবনে খুব কমই বন্ধু পেয়েছে ও, জানেও না যে ভবিষ্যতে আরও একজন জুটবে কি-না।

এবার ওর পালা। পিয়োটাহ্‌কে এত কথা বলার কারণ গুহায় ঢুকে লাশগুলো খুঁটিয়ে দেখার তীব্র কৌতূহল, কিন্তু ছায়ার ব্যাপারটা উইল নিজেও বিশ্বাস করে না। স্রেফ পিয়োটাহ্‌র ভয় তাড়ানোর জন্য বলেছে। এমন নয় যে দুঃসাহসী ও, বরং গুহার ভিতরে ঢোকার চিন্তা কিছুটা হলেও দ্বিধা আর ভয়ের অনুভূতি এনে দিয়েছে মনে। কিন্তু কৌতূহলটাই বেশি। যখনই নতুন কোন জায়গায় গেছে, সবসময়ই ওর মনে হয়েছে অন্যের অনুগামী হয়েছে। এই সূত্রটা কোনভাবেই উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। নিজের চোখে দেখতে হবে, শুধু নিজের জন্য নয়, বরং পবিত্র উদ্দেশে–সবার জ্ঞান সমৃদ্ধ করার জন্য।

রহস্যময় পৃথিবীতে রহস্যের কামরায় উঁকি দেওয়ার জন্য খুব কম সময়ই দরজা খোলা পাওয়া যায়। যে একবার কোন কামরায় ঢুকতে পারে, তার কাছে অন্যদের সমস্ত জ্ঞান মূল্যহীন হয়ে যেতে পারে। কতদিন পরে আবারও ওই গুহা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠবে কেউ? ক'জনই বা জানতে পারবে? জানার অনেক কিছু পড়ে আছে ওখানে। জানতে হবে। মিশন পেয়ে গেছে ও।

তিন লাশের রহস্যের কিনারা করতে না পারলেও অন্তত ওগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে তো নিশ্চিত হতে পারবে, ভাবল উইল,

অন্যদের জানাতে পারবে।

গুহার প্রবেশমুখটা খুবই ছোট, সহজে চোখে পড়ে না। ভুল করে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়াই স্বাভাবিক, দেখলেও হয়তো গুরুত্ব দেবে না কেউ।

সে-রাতে নদীর দুই শাখার সংযমস্থলে ক্যাম্প করল উইল। কাল গুহায় ঢুকবে। দেখবে কী রহস্য লুকিয়ে আছে···

*

বৃষ্টির পূর্বাভাস নিয়ে সকাল হলো। গম্ভীর আকাশে ভারী মেঘের আনাগোনা, বাতাস ভেজা। সূর্য ঢেকে দিয়েছে কালো মেঘের দল। চিকোরির কফি তৈরি করছে উইল, হরিণের মাংস থেকে এক টুকরো ছিঁড়ে চিবাতে শুরু করল। ট্রেইলের দু'ধারে বুনো গাছপালা জন্মেছে। এখনও ফুল ফোটার সময় হয়নি, তবে দেরিও নেই—সপ্তাহ কয়েকের মধ্যে উজ্জ্বল নীল রঙের ফুল ফুটবে। উপত্যকা তখন হয়ে উঠবে অপূর্ব সৌন্দর্যের আধার!

অনুজ্জ্বল শিখা নিয়ে জ্বলছে আগুন, যেন গম্ভীর আকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়েছে। গুহার কথা মনে পড়তে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল উইল। আসলে কি যাওয়ার প্রয়োজন আছে? অযথা ঝুঁকি নেওয়ার দরকার কি? গুহা বা ওরকম জায়গা এমনিতে অপছন্দ ওর।

অজুহাতে কৌতূহল নিবৃত্ত হবে না, নিজেকে বোঝানোও সম্ভব হবে না, উপলব্ধি করল উইল। গুহায় কী আছে, দেখতেই হবে।

চিকোরির রস পান করার পর সতর্কতার সঙ্গে আগুন নিভিয়ে দিল ও, নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে পিঠে চাপাল প্যাকটা। ছুরি জায়গামত রেখে পিস্তল পরখ করল, তারপর ধনুক তুলে নিয়ে অস্পষ্ট ট্রেইল ধরে এগোল।

ধূসর পাথরের বিপরীতে গাছগুলোকে দেখাচ্ছে কালো পিলারের মত। অসংখ্য মস জন্মেছে, কোনটা ঝুলে পড়েছে, কোনটা গাছের গা বেয়ে উঠে গেছে। ঢালু ট্রেইল পিচ্ছিল হয়ে আছে। বৃষ্টি হলে খুব সতর্কতার সঙ্গে উঠতে হবে।

সামনে বেশ কয়েকটা গাছ একটার গায়ে হেলে পড়েছে অন্যটা।

অতীতের কোন প্রচণ্ড ঝড়ের পরিণতি। ঠিক পাশ দিয়ে গেছে ট্রেইল। কাছাকাছি ঝর্না আছে বোধহয়, পানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ লাইমস্টোনের দেয়ালে একটা ফাটল দেখতে পেল উইল।

সম্ভবত এটাই। চারপাশে দৃষ্টি বুলাল ও, কিন্তু গুহামুখ হতে পারে এমন কিছু চোখে পড়ল না। লম্বা লেজঅলা এক ঝাঁক টিয়া এক গাছ থেকে আরেক গাছে ছোটাছুটি করছে, খাবারের তালাশ করছে বোধহয়।

পিয়োটাহ্ যা বলেছে, গুহার বর্ণনা তার সঙ্গে মিলছে না। তবে তাতে কিছু যায়-আসে না, কারণ ওটা খুঁজে পেয়েছে ও।

প্রবেশমুখটা অন্ধকার, অশুভ দেখাচ্ছে। মশাল জ্বালানোর জন্য কয়েকটা ডাল যোগাড় করল উইল, তখনই মনে পড়ল সঙ্গের ছোট্ট প্যাকে সবসময় একটা প্রদীপ রাখে ও। ছোটখাট জায়গায় ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট ওটা। প্যাক থেকে প্রদীপ বের করে নিচু হয়ে গুহায় ঢুকে পড়ল উইল, ভিতরে ঢুকে প্রদীপ জ্বালাল। মাথা নিচু অবস্থায় কয়েক কদম এগোল, তারপর সিধে হয়ে দাঁড়াল।

পিয়োটাহ্ যেখানে আগুন জ্বালিয়েছিল, জায়গাটা ঠিক সামনে। ছাই, কয়লা আর আধপোড়া ডাল এমনভাবে পড়ে আছে যেন মাত্র কিছুক্ষণ আগে আগুন নেভানো হয়েছে। বাড়তি জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য পাশে পড়ে আছে কয়েকটা ডাল। খোলামেলা গুহাটা পরিচ্ছন্ন, ছাই বা ডালপালা ছাড়া আর কিছুই নেই।

প্রদীপের আলো দেয়াল পর্যন্ত পৌঁছেছে, মাঝে মধ্যে কাঁপছেও, তবে কোন ছায়া চোখে পড়ল না···নাকি দেখতে পাচ্ছে? মাথা নেড়ে সম্ভাবনাটা বাতিল করে দিল উইল, নিজের উপর রেগে গেছে।

কল্পনা! দৃষ্টিভ্রম। বাচ্চা নাকি ও যে ভূতের ভয়ে ভড়কে যাবে? কিন্তু পিয়োটাহ্ মোটেও ভীতু প্রকৃতির লোক নয়, সে কি এমনিতে ভয় পেয়েছিল? নাকি সত্যি কিছু আছে এখানে, যা দেখার ক্ষমতা নেই ওর?

কতটা জানে ও? ভূত বলতে কি কিছু আছে এখানে? আত্মা

আছে? কিন্তু ও-ই বা বলার কে? সারা জীবন ধরে এ-ধরনের গল্প শুধু শুনেই এসেছে। বাচ্চা বয়সে এসব গল্প শুনে শিহরিত হত, আনন্দ পেত, ভড়কে যেত। মা বা জেরেমি উইলকক্সের কাছে আবদার ধরত ভূতুড়ে গল্প শোনার জন্য। এবার বোধহয় গল্পের ভূতেরা তাড়া করতে এসেছে ওকে!

দুই কামরার মাঝখানে ছোট্ট প্রবেশপথের দিকে তাকাল উইল। জীবন্ত নীল চোখঅলা লাশগুলো কি ওই কামরায় আছে? আসলেই কি জীবন্ত ওরা? নাকি স্রেফ তিনটা লাশ? আদৌ কি আছে? শুয়ে থেকে ওর অপেক্ষায় আছে–সামনে গিয়ে দাঁড়াবে উইল?

*বোকামি কোরো না,* নিজেকে শুধাল ও। *বাচ্চা নও তুমি। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। অন্ধকার বা ছায়া দেখে ভয় পাওয়ার বয়স অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছ।*

ক্ষীণ একটা শব্দ কানে এল। কী ওটা? কেউ নড়াচড়া করেছে? নাকি বাইরের কোন শব্দ? ছুরি বের করে হাতে নিল উইল।

ভূতের বিরুদ্ধে কতটা কাজে আসবে ছুরি? আদৌ কি ভূত, নাকি অন্য কিছু আছে এখানে? কী ধরনের প্রাণী বলা যায় এদের? শুধু লাশ, নিজের চোখে দেখেছে পিয়োটাহ্।

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল উইল। কয়েক পা পিছিয়ে এল, কান দুটো সজাগ।

কিছুই শুনতে পেল না।

ফের দেয়ালের দিকে সরে গেল দৃষ্টি। কয়েকটা ছায়া তৈরি হয়েছে–প্রদীপের; লাইমস্টোনের দেয়ালে আলো প্রতিফলিত হওয়ায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে গুহা। ছায়ার খোঁজে থাকল ও, মনে সংশয়ের দ্বৈরথ চলছে–দেখতে না পেলেই খুশি হবে, কিন্তু থাকলে এড়ানোর ইচ্ছেও নেই।

লাশ তিনটা পাশের কামরায় পড়ে আছে, ওগুলো দেখার জন্য এখানে আসা।

কতদিন আগে এখানে এসেছিল পিয়োটাহ্? হঠাৎ উইলের মনে পড়ল প্রশ্নটার উত্তর জানা নেই ওর, জিজ্ঞেস করা হয়নি। ইদানীং?

কয়েকদিন আগে? নাকি বহু মাস বা বছর আগে?

এগোল ও। বিস্ময়ের সঙ্গে আবিষ্কার করল অদৃশ্য কেউও এগিয়েছে। ক্ষীণ পদশব্দ! মুহূর্তের জন্য থেমে গেল ওর হৃৎস্পন্দন, থমকে দাঁড়াল উইল। বুক ধড়ফড় শুরু হলো। আসলেই কি নড়াচড়া করেছে কেউ? নাকি স্রেফ কল্পনা করছে ও? মনে মনে ধরে নিয়েছিল এমন কিছু হতে পারে বলেই কি শুনতে ভুল করেছে ওর কান? এক কদম আগে বাড়ল ও। অন্য কেউও এক কদম পা বাড়াল!

প্রতিধ্বনি! আর কিছুই নয়। দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলছে ওর পায়ের শব্দ। গুহাটা পরিচ্ছন্ন ও খোলামেলা হওয়ার কারণে এমনটা ঘটছে। গুহার মেঝে এত পরিষ্কার যেন একটু আগে ঝাঁট দিয়ে গেছে কেউ।

পিয়োটাহ্‌র রেখে যাওয়া ডালগুলোর দিকে চলে গেল উইলের দৃষ্টি। গুছিয়ে রাখা, যেন পাশে সত্যি সত্যি আগুন জ্বলছে, তুলে নিয়ে আগুনে যোগ করা যাবে যখন-তখন।

এখন না থাকলেও আগুন জ্বলেছিল একসময়। পিয়োটাহ্‌র কাছে শুনেছে ও, ছাই আর ডালপালা তো নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে। এই আগুনই জাগিয়ে তুলেছিল ছায়াদের। আগুনটা কি জ্বালানো উচিত ওর? পরখ করে দেখলে কেমন হয়?

হাস্যকর। শীত লাগছে না। আগুনের উষ্ণতা বা আলো, কোনটাই দরকার নেই ওর। বাইরে থেকে বজ্রপাতের শব্দ কানে এল। হয়তো আগুন দরকার হবে। বৃষ্টি নামবে শিগ্‌গিরই।

কিন্তু গুহার ভিতরটা শুকনো ও উষ্ণ। নিজের অজান্তে ঢোক গিলল উইল ক্যালকিন। গরম তো হওয়ার কথা নয়! এ-ধরনের গুহার ভিতরটা সবসময় ঠাণ্ডা, প্রায় শীতল থাকে।

অথচ এই গুহার ভিতরটা গরম, যেন আগুন জ্বলছে ভিতরে।

অজান্তে ঘাড়ের পিছনে খাড়া হয়ে গেল উইলের চুলগুলো, অস্বস্তি বোধ হলো সারা শরীরে। ধূসর ছাইয়ের স্তূপের দিকে তাকাল ও। হঠাৎ, কোন কিছু চিন্তা না করেই ঝুঁকে ছাই স্পর্শ করল।

*গরম!*

# আট

আবারও ছাইগুলো পরখ করল উইল। কোমল, মিহি, ধূসর কাঠের ছাই। গরম যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এটাই তো স্বাভাবিক। এর মধ্যে রহস্য থাকার কথা কি? একটা ধাঁধার সমাধান করতে এসেছে উইল। তারও আগে, আশ্রয় নিতে এখানে এসেছিল পিয়োটাহ্, ওর পর অন্যদেরও আসতে অসুবিধে কী? আগেও লোকজন এসে থাকতে পারে। পিয়োটাহ্র ফেলে যাওয়া কম্বলটা নেই, তারমানে কিকাপুর পর অন্য কেউ এসেছিল গুহায়।

ভিতরের গুহার প্রবেশমুখের দিকে চলে গেল উইলের দৃষ্টি। এগোতে গিয়েও থেমে গেল। চার দেয়াল জুড়ে মাকড়সার জাল তৈরি হয়েছে। পিয়োটাহ্ চলে যাওয়ার পর গুহাটা যারাই ব্যবহার করুক, ভিতরের কামরায় যায়নি একবারের জন্যও।

হাতড়ে মাকড়সার জাল সরিয়ে দিল উইল, ভিতরের কামরায় পা রাখল, সামনে ধরে রেখেছে প্রদীপটা।

পাশাপাশি পড়ে আছে লাশ তিনটে, প্রতিটাই আলাদা আলাদা চামড়া দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে আবৃত। চামড়াগুলো খুবই পুরানো দেখাচ্ছে, এতটা যে মনে হচ্ছে স্পর্শ করলেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। দুটো লাশ মহিলার, একজন বেশ বয়স্কা, অন্যজন তরুণী বা যুবতী। মুখ চিপসে গেছে, হাত-পায়ের ত্বকও শুকিয়ে গেছে; হাড়ের সঙ্গে লেপ্টে গেছে প্রায়। কিন্তু তারপরও উইল নিশ্চিত যে একজনের চেয়ে অন্যজনের বয়স অনেক কম। তৃতীয়জন পুরুষ। দেখে মনে হচ্ছে মহিলাদের চেয়ে অনেক পরে এই অদ্ভুত উপায়ে গোর দেওয়া

হয়েছে। তার চামড়া অপেক্ষাকৃত সতেজ, মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন ঘুমের মধ্যে মারা গেছে লোকটা; যদিও চোখ দুটো খোলা এবং এ-মুহূর্তে সরাসরি উইলের দিকে তাকিয়ে, চাহনি এমন যে মনে হলো এখনই যেন কিছু একটা বলবে ওকে!

শিউরে উঠল উইল।

মহিলাদের লাশের পাশে ঝুড়িতে শস্যদানা রাখা। একটা জারও রয়েছে, সন্দেহ নেই পানি বা অন্য কোন তরল রয়েছে ওটায়।

কোন অস্ত্র বা অলঙ্কার নেই। কিন্তু উইলের ধারণা গোর দেওয়ার সময় দুটোই ছিল।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল ও, চারপাশে তাকাল। এই গুহাটাও পরিচ্ছন্ন, কোথাও এতটুকু দাগ বা আবর্জনা নেই। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ঝাঁট দেওয়া হয়েছে। লাশের পরিচয় বা কোথা থেকে এসেছে, এ-ধরনের কোন সূত্রের আশায় খুঁটিয়ে দেখে সময়ের অপচয় হলো শুধু। কিছুই নেই। তবে অতি উৎসাহী হয়ে লাশ তল্লাশি করার খায়েশ নেই ওর। বরং এত বছর ধরে যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকুক এরা।

শুধু বছর? সম্ভবত শতাব্দী। গুহার ভিতরটা ঠাণ্ডা, শীতল বলা চলে। শুকনো। বাইরের ঘরের উষ্ণতা এখানে আসছে না। পিছিয়ে এল উইল, মনে হলো ছয় জোড়া চোখ অনুসরণ করছে ওকে। গুহামুখের কাছে এসে দাঁড়াল ও, কী কারণে জানা নেই, প্রায় নিজের অজান্তে কথা বলল।

'যেমন ছিলে এতদিন, ওভাবেই রেখে যাচ্ছি তোমাদের। কিছু কি করার আছে আমার?'

তিন লাশের মধ্যে কারও ঠোঁট নড়ল না, এমনকী চোখও পিটপিট করল না। মাথা নাড়ল উইল। কী আশা করেছিল ও? বাচ্চাদের মত কুসংস্কারে বিশ্বাস করছিল? পুরুষের লাশের চোখে মিনতি, অসন্তুষ্টি চাহনি দৃষ্টি এড়াল না ওর।

'কোনভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম,' মৃদু স্বরে বলল ও।

সরু গুহামুখ দিয়ে ক্রল করে বাইরের গুহায় বেরিয়ে এল উইল, রেখে যাওয়া মালপত্র তুলে নিল। এবার যেতে হয়। যদিও যেতে ইচ্ছে করছে না ওর, হাত-পা শ্লথ হয়ে গেছে।

হঠাৎ একটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'খুঁজে বের করো!' বলল অচেনা কণ্ঠের মালিক। ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল উইল, ভুরু কুঁচকে গেছে। আসলে কি শুনতে পেয়েছে এমন কিছু? নাকি মনের ভুল?

কাকে খুঁজে বের করতে হবে?

ইশাকোমিকে? নাকি অন্য কাউকে? তিন লাশের কোন স্বজনকে? সত্যি কি কেউ কথা বলেছে? নাকি ওর কল্পনা? যাই হোক। এবার বিদায়ের পালা।

কাঁধে প্যাক চাপিয়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল ও।

মুহূর্ত খানেকের জন্য থেমে, স্থির দাঁড়িয়ে থাকল উইল, কান পাতল। প্রতিটি স্নায়ু বিপদের আশঙ্কায় সজাগ, টানটান; কারণ বিপদ সবসময় কাছাকাছিই থাকে। কোন শব্দ কানে এল না, নীল আকাশের নীচে ঘন সবুজ বনভূমি ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না, কিংবা অবচেতন মনেও কোন সাড়া মিলল না।

ট্রেইল খুঁজে হাঁটতে শুরু করল ও। সচরাচর যা করে, শুরুতে দেখে নেয় আগে কেউ বা কোন প্রাণী ট্রেইল ব্যবহার করেছে কি-না; এবারও তাই করেছে। দুটো হরিণ গেছে, একটা সাপ রাস্তা পেরিয়েছে এক জায়গায়। সতর্কতার সঙ্গে এগোল ও। এলাকাটা ওর জন্য নতুন, এর আগে খুব কম মানুষেরই পা পড়েছে এদিকে, এবং সম্ভবত গুহার ওই তিনজন ছাড়া কোন সাদা মানুষই আসেনি।

দু'স্তরে সক্রিয় ওর মস্তিষ্ক। সবসময়ই তাই করে উইল। একটা অংশ বিপদের জন্য সতর্ক, চারপাশের সবকিছু সম্পর্কে সংবেদনশীল ও সচেতন, কোন কিছুই এড়িয়ে যাচ্ছে না; অন্য অংশে চলছে নিজস্ব ভাবনা। আজ সকালে নিজের কাজে নিজেই বেকুব বনে গেছে ও।

কী কারণে পশ্চিমে এসেছে?, যৌক্তিক অজুহাত দেখিয়েছে নিজেকে—নতুন জমি খুঁজতে। নিঃসঙ্গ, অনাবিষ্কৃত, দুর্গম এক এলাকায় প্রথম সাদা মানুষ হতে চেয়েছে। শুধু কি এই? ব্যাখ্যাটা

এখন আর নিজেরই মনে ধরছে না। উঁহুঁ, আরও কিছু রয়েছে। অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করার জন্য? কৌতূহল নিবৃত্ত করে নিজেকে সন্তুষ্ট করতে? আসলে কি পালিয়ে বেড়াচ্ছে না ও?

ওর বাবা বা বড় ভাইরা পরিপূর্ণ ও সমর্থ মানুষ। যার যার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব আর প্রত্যাশা অনুযায়ী বড় হয়েছে ওরা, তাই একসঙ্গে থাকার সময় ওদের অনুসরণ করতে বাধ্য হত উইল, ওদের বিচারবুদ্ধির উপর আস্থা রাখতে হত, নিজ থেকে দায়িত্ব নিতে হত না ওকে। ওদের মতই একই দক্ষতা বা সামর্থ্য রয়েছে ওর, কিন্তু বড় ভাই বা বাবার ছায়ার মধ্যে ছিল ওর বসবাস। ঘর ছেড়ে এসে সেই বাঁধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। নির্ভরতা বিসর্জন দিয়েছে। সবকিছুর দায়িত্ব এখন ওর। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার এখন ওর একার।

এটা একটা ব্যাখ্যা হতে পারে, আংশিক। স্বজনদের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে নিজেকে আবিষ্কার করার জন্য।

কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। আরও কিছু রয়েছে। বাবার নির্দেশ ছাড়াও পশ্চিমে আসার জন্য গায়েবী ডাক শুনেছে ও। হয়তো এটাই বাড়তি কিছু। কৌতূহল তো আছেই। গ্রেট রীভার বা শাইনিং মাউন্টেনের ওপাশে কী আছে দেখতে চায়, জানতে চায় ফার সীয়িং ল্যান্ড কেমন। যা শুনেছে, হয়তো স্রেফ কল্পনা, কিংবা সত্যিই আছে কিছু। শোনা গল্পের সত্যতা যাচাই করতে ইচ্ছুক উইল।

বাবা বা সাকিম যখন নীলগিরির গল্প করত, প্রায়ই বিদ্রূপ করত নিয়াল। ওর তাচ্ছিল্য দেখে বিস্মিত হত অন্যরা। নিরেট বাস্তববাদী সে। এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না যা মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে না। ব্রায়ান ক্যালকিন বা জেনি উইলকক্সের দৈব ক্ষমতায় বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না নিয়ালের। আগে থেকে এরা কিছু বললে বা ঘোষণা করলে নিয়াল মৃদু স্বরে ভর্ৎসনা কিংবা অগ্রাহ্য করত। ওর একটা কথা নিরেট সত্যি–অদেখা, অজানা, অচেনা জিনিসের স্পন্দন টের পায় আমাদের সমস্ত অনুভূতি, যেমন– আবহাওয়ার পরিবর্তন, শত্রুর আগমন…এরকম আরও অনেক কিছু।

মানুষের সচেতনতা একাধিক স্তরে কাজ করে, একসঙ্গে–একটা স্তরে বর্তমান বা পারিপার্শ্বিকতার দিকে থাকে সমস্ত মনোযোগ, অথচ অন্য স্তরের সঙ্গে এর কোন সমন্বয় থাকে না; সেই স্তরে থাকে অবচেতন মনের অনুভূতি।

নিয়ালের কথায় যুক্তি আছে বলেই কেউ কখনও তর্ক করেনি ওরা।

ঠাণ্ডা নির্মল বাতাস। সূর্য এখনও দেখা দেয়নি। দ্রুত এগিয়ে চলল উইল, সঙ্গে শুকনো এবং ঝলসানো মাংসের বড়সড় বোঝা রয়েছে। হাঁটার ফাঁকে এক টুকরো ছিঁড়ে চিবাতে শুরু করল।

ওর উপস্থিতিতে বিরক্ত হয়ে কিচকিচ করে উঠল একটা স্কুইরেল। খেপে গিয়ে উড়ে গেল এক ঝাঁক টিয়া, ডালের উপর বসে থাকা একটা কাককে ঘিরে চক্কর কাটতে লাগল। চুপচাপ বসে মজা দেখছে কাকটা।

হঠাৎ ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল একটা হরিণী, থমকে দাঁড়াল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওটা, চোখ বিস্ফারিত। হরিণীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেছে উইল। বাতাস উল্টোদিকে বইছে, ওর গায়ের গন্ধ পেল না হরিণী, উইল নড়ছেও না; তাই ওর উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারল না ওটা। চাইলে এক তীরে সহজে শিকার করা যাবে ওটাকে, কিন্তু আগ্রহ বোধ করল না উইল। মাংস দরকার নেই ওর। যথেষ্ট আছে। মুহূর্ত কয়েক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপর ঝিরঝিরে বাতাসে ওর গায়ের গন্ধ পেতে এক লাফে উল্টো ছুট দিল হরিণী, চোখের পলকে ঢুকে গেল সবুজ বনানীর আড়ালে।

সেকেন্ড কয়েকের বিরতি শাপেবর হয়ে দেখা দিল ওর জন্য। ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, এসময় একটা ঝিলিক চোখে পড়ল উইলের। বেশি দূরে নয়। বনের লাগোয়া তৃণভূমি থেকে–যেখানে পালিয়েছে হরিণী।

বর্শার হাতলের ঝিলিক? নাকি অন্য কিছু? চট করে ঝোপের আড়ালে সরে এল উইল, সতর্ক যাতে কোন পাতা বা লতা সরে না

যায়, কিংবা ট্রেইলের কোথাও ওর সরে যাওয়ার চিহ্ন না পড়ে। কেউ অনুসরণ করছে! যদি অনুসরণ নাও করে, কাছাকাছি রয়েছে কেউ। এটা এমন এক এলাকা, আগন্তুক মানেই শত্রু।

নিখাদ সতর্কতার সঙ্গে, নিঃশব্দে এগোল উইল। সরে এল বনের ভিতর। ঘন গাছপালা, প্রতিটাই প্রকাণ্ড, নীচে তেমন কোন গুল্ম বা ঘাস জন্মেনি। ঘুরে পাহাড়ী ঢালের দিকে এগোল ও। একটা তত্ত্বের উপর বাজি ধরেছে। কেউ যখন অন্যকে অনুসরণ করে, সাধারণত ঢালের নীচের দিকে যায় সে, যেহেতু সেটা সহজ হয় এবং কম সময় লাগে।

মনে পড়ল, পিয়োটাহ্ ওর সঙ্গে তর্ক করেছে বেশ কয়েকবার, সে নিশ্চিত ছিল কেউ অনুসরণ করছিল ওদের। কিন্তু কে হতে পারে? নাকাপা হতে পারে। এছাড়া অন্য কার কী স্বার্থ আছে যে অনুসরণ করবে ওকে?

ছোট্ট, পাথুরে একটা ঝর্নার কাছে পৌঁছে গেল উইল। পানি বেশি নয়, কিন্তু তলায় পাথরের স্তর জমেছে। প্রথমে ঝর্নার মাঝখানে নেমে এল ও, তারপর ঝর্না বরাবর এক পাথর থেকে অন্য পাথর হয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল। দিনের মাঝামাঝি সময়ে, প্রকাণ্ড এক গাছের ছায়ায় চ্যাপ্টা একটা পাথরের উপর বসে পড়ল বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। মোষের মাংসের আরেক টুকরো জার্কি চিবাল।

বিরতির কারণে নিকঅনার দেওয়া মানচিত্র দেখার ফুরসত পেল। এর আগে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ ছিল না। প্রথমে যেটা চোখে পড়ল, পশ্চিমে যে-নদীর মোহনায় পিয়োটাহ্‌র সঙ্গে আবার মিলিত হবে বলে ঠিক করেছে, ঠিক সেটা ধরে গেছে ইশাকোমি। অন্তত তাই অনুমান করেছে নিকঅনা। স্বস্তি বোধ করল উইল, নাতচি রাজকন্যাকে খুঁজতে বাড়তি দুর্ভোগ পোহাতে হবে না। গ্রেট রীভারে এসে পতিত হয়েছে এমন আরও নদী আছে, কিন্তু ঠিক এটাই নির্দেশ করেছে নিকঅনা।

স্বভাবতই, ভাবল উইল, বড় নদী বলে ওটা ধরে আরও পশ্চিমে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। নিকঅনার অনুমান নির্ভুল হওয়ার

সম্ভাবনাই বেশি।

মানচিত্রের উপর যে খুব আস্থা বোধ করে উইল, তা নয়; কারণ পশ্চিমে জিনিসটা খুব কমই পাওয়া যায়। যে-কয়টা আছে, প্রায় সবই ত্রুটিপূর্ণ এবং অনুমান বা শোনা তথ্যের উপর ভিত্তি করে আঁকা। দেশটা সম্পর্কে ইন্ডিয়ানদের ধারণা অনেক বেশি, কয়েকটা আঁকিবুকি বা লাইনে অনেক তথ্য ব্যাখ্যা করতে সক্ষম ওরা।

প্রথমে ওই উপত্যকা খুঁজে বের করতে হবে, ভাবল উইল; যেটার কথা ব্রায়ান ক্যালকিন বলেছেন ওকে। সরাসরি এবং সহজ পথে এলে অনেক আগেই পৌঁছে যেত সেখানে, কারণ শূটিং ক্রীক থেকে ওটার দূরত্ব কয়েকদিনের; কিন্তু পিয়োটাহ্‌কে সঙ্গে নিয়ে ঘুরপথে এসেছে ও–দুটো কারণে: কেউ অনুসরণ করে থাকলে তাকে খসিয়ে ফেলতে এবং অভিশপ্ত ওই গুহায় যাওয়ার জন্য।

কোন ধরনের খনিজ পদার্থ খুঁজে পায়নি, কিন্তু সীসা বা দস্তার পাশাপাশি গন্ধকও লাগবে ওদের। বসতির ধারে-কাছে ওগুলোর উৎস থাকলে নিশ্চিন্ত হতে পারবে। ঠিক এ-কারণে এখন থেকে ধীর গতিতে এগোতে হবে, চারপাশের এলাকা খুঁটিয়ে দেখতে হবে; কাছাকাছি হয়তো পেয়ে যেতেও পারে। তবে উপত্যকার ধারে-কাছে পাওয়া না গেলেও চলবে, বেশি দূরে না হলেই হলো।

বছর কয়েক আগে, প্রমাণ সাইজের এক খণ্ড সীসা শূটিং ক্রীকে নিয়ে এসেছিল দুই ইন্ডিয়ান। পশ্চিমের ওই নদীর ধারে-কাছে কোথাও থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল সীসার টুকরোটা। জমির উপর স্তরীভূত প্রস্তরস্তর থেকে। এ-ধরনের আরও উৎস থাকতে পারে। ধীর গতিতে ভ্রমণের এটাও একটা কারণ, সীসার আকরিকের উপস্থিতি বা ধরন সম্পর্কে সূত্র পেতে চাইছে, যদিও এ-ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নয় ও।

একা থাকায় স্বস্তি বোধ করছে উইল। দায়িত্ব বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এখন সম্পূর্ণ ওর একার, কারও উপর নির্ভর করতে হবে না, কিংবা অন্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে না। একা ভ্রমণ করলে যতটা সতর্ক থাকা যায়, আরেকজনের সঙ্গে ভ্রমণ করলে তার

অর্ধেকও থাকা যায় না; কারণ তার মনোযোগের একটা অংশ সঙ্গীর দিকে থাকে। বেশ কয়েকবার থেমে পাথুরে জমি নিরীখ করল উইল, এ-ধরনের স্থানে আকরিকের প্রস্তরস্তর তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না।

কয়েকবার পিছনের ট্রেইল জরিপ করেছে, তবে দুশ্চিন্তা করার মত কিছু চোখে পড়েনি। ক্লান্ত লাগছে ওর, প্রায় সারাদিনই হাঁটার মধ্যে রয়েছে। জুতসই একটা জায়গা পছন্দ করে ক্যাম্প করতে হবে। যথেষ্ট আড়াল থাকতে হবে যাতে নিজে লুকিয়ে থেকে কেউ এলে আগেই তার উপস্থিতি টের পায়।

বিকালে পাহাড়ী খাঁজে ক্রীক থেকে উৎপন্ন হওয়া একটা শুকনো খাঁড়ি আবিষ্কার করল উইল। ওখানে রাত কাটানোর চিন্তা বাতিল করে দিল, কারণ ঢোকার কিংবা বেরোনোর একটাই পথ, আক্রান্ত হলে বা প্রয়োজনে বিকল্প পথে সরে যেতে পারবে না।

শেষে ঝর্নার লাগোয়া উইলো ঝোপের পিছনে, বিশাল কয়েকটা গাছের নীচে ক্যাম্প করল ও। উইলোর কাভারে থাকা অবস্থায় পানি সংগ্রহ করতে পারবে, আর গাছের শাখা-প্রশাখার কারণে আগুন থেকে ওঠা ধোঁয়া ঢাকা পড়ে যাবে। ক্যাম্প হিসাবে জায়গাটা দারুণ।

ক্যাম্পের জায়গা পেরিয়ে আরও পিছনে চলে গেল উইল, তারপর ঝর্না হয়ে ফিরে এল উইলো ঝোপের এপাশে। চারপাশে আরেকবার সতর্ক নজর চালাল, শেষে ফিরে এল ক্যাম্পে। বাতাস আর বৃষ্টির কারণে দুর্ভোগ পোহাতে হবে না, আগুন জ্বালালে চোখে পড়বে না দূর থেকে; পানির যোগান তো আছেই। সবচেয়ে বড় ব্যাপার, জায়গাটা লুকানো, পাশ দিয়ে গেলেও কারও সন্দেহ হবে না যে এমন আশ্রয় রয়েছে।

ছোট্ট করে আগুন জ্বালাল ও। গাছের বাকল দিয়ে থালা তৈরি করল, তারপর মোষের মাংসের সঙ্গে সংগ্রহ করা বিশেষ গুল্ম মিশিয়ে চমৎকার স্টু রান্না করল। আগুনে সেদ্ধ করে নিয়েছে এক ধরনের মূল। আর চিকোরির কফি। সব মিলিয়ে খাওয়াটা দারুণ হলো। সতর্কতার সঙ্গে আগুন নিভিয়ে ফেলল ও।

শিগ্‌গিরই রাত নামবে। লতাপাতা বিছিয়ে তার উপর অয়েলস্কিন বিছিয়ে দিল উইল, তৈরি হয়ে গেল বিছানা। শুয়ে গায়ের উপর টেনে নিল কম্বলটা। শরীর জুড়ে ক্লান্তি। দিনটা বড় দীর্ঘ মনে হয়েছে আজ। কাল, ভাগ্য ভাল হলে, উপত্যকাটা খুঁজে পাবে।

ইন্ডিয়ানদের মতে, উপত্যকাটা এত দীর্ঘ যে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে তিন-চারদিন লেগে যায়। ছত্রিশ থেকে আশি মাইল হতে পারে, নির্ভর করে ওই ইন্ডিয়ান একদিনে কতটা পথ হাঁটে, তার উপর।

রাতে গরম পড়ছে ইদানীং। বসন্তের শেষ দিকে শূটিং ক্রীক থেকে যাত্রা করেছিল ও, গ্রীষ্ম চলে এসেছে ইতোমধ্যে। যে-সব গাছে কোন পাতা ছিল না, নতুন পাতায় ভরে গেছে এখন। মনে হচ্ছে মাত্র কয়েকদিন আগে বাড়ি ছেড়েছে। আসলে প্রতিদিনই প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটছে, অপেক্ষাকৃত নিচু স্থানে চলে এসেছে বলে এখানকার আবহাওয়াও তুলনামূলক উষ্ণ।

পিয়োটাহ্ কোথায় আছে এখন? গ্রামে পৌঁছতে পেরেছে? নাকি এখনও পথে আছে?

ওকে অনুসরণ করছে কে, আদৌ যদি কেউ করে থাকে?

চিন্তাগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, টের পেল উইল। পানির কুলকুল শব্দ, পাতার মর্মরধ্বনি কিংবা মাঝে মধ্যে ক্রীকের পানিতে মাছের ঝলাৎ শব্দ ছাড়া চারপাশ সুনসান নীরব। স্থবির।

ঘুমিয়ে পড়ল ও।

চোখ মেলতে আকাশে হাজারো তারা চোখে পড়ল। উইল নিশ্চিত বেশিক্ষণ ঘুমায়নি, কিন্তু এখন পূর্ণ সজাগ ও। ধারে-কাছে নড়াচড়া করছে কোন পশু। ভালুক? চিতা? বেশ বড় প্রাণী।

নাক সিটকাল ওটা, চুকচুক করে পানি পান করার শব্দ হলো। একটু পর পানির কাছ থেকে সরে গেল ওটা, চলে গেল নিজের পথে।

মোষ...কয়েকটা। কান পেতে শব্দ শুনল উইল, মনে মনে ভাবছে এরা ওর গায়ের গন্ধ টের পেয়েছে কি-না, কারণ এ-মুহূর্তে

এক জায়গায় থেমে গেছে মোষগুলো। দৃশ্যটা কল্পনা করল ও—মাথা উঁচু করে, নাসারন্ধ্র ফুলিয়ে বিপদ আঁচ করতে চাইছে ওগুলো, বাতাসে গন্ধ শুঁকছে···

হঠাৎ পড়িমরি করে ছুট দিল মোষের দল। কোন কারণে ভড়কে গেছে।

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এল। অনেকক্ষণ পর, কারও নড়াচড়ার খসখস শব্দ হলো। নিচু স্বরে কথা বলল কেউ, ভাষাটা উইলের অপরিচিত। অন্য একজন উত্তর দিল। একটা শব্দের অর্থোদ্ধার করতে সক্ষম হলো উইল, যার অর্থ হচ্ছে মোষ। মিনিট খানেকের জন্য দু'জনে আলাপ করল; তারপর চলে গেল অন্য দিকে। উইল নিশ্চিত অন্তত একজনের কণ্ঠ আগেও শুনেছে।

ক'জন এরা? তিনজন···চারজনও হতে পারে। কান পেতে অপেক্ষায় থাকল উইল, কিন্তু আর কোন শব্দ শুনতে পেল না।

ফের ঘুমিয়ে পড়ল ও। ঘুম ভাঙল সকালে। স্থির শুয়ে থেকে সকালের শব্দ শুনল মনোযোগ দিয়ে। সবই স্বাভাবিক।

উঠে চারপাশে নজর চালাল ও, নিশ্চিন্ত হয়ে ঝর্নায় নেমে এল। আবারও শব্দ শোনার আশায় কান পাতল, তারপর আঁজলা ভরে পানি তুলে নিয়ে পান করল। ঝর্নার ওপাশের জমিতে মোষের ছাপ, দু'একটা উজানের দিকে চলে গেলেও মূল দলটা আতঙ্কিত হয়ে ভাটির দিকে চলে গেছে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে সতর্কতার সঙ্গে ফের চারপাশ নিরীখ করল উইল। ঝর্নার উজানের দিকে পঞ্চাশ গজ দূরে ট্র্যাক খুঁজে পেল। অন্তত পাঁচজন ব্রেভ। রাতের বেলায় ইন্ডিয়ানদের ভ্রমণ করার কথা নয়, যদি না কাউকে চমকে দেওয়ার পরিকল্পনা থাকে তাদের। ওর খোঁজে এসেছিল?

যে-কণ্ঠটা পরিচিত মনে হয়েছে, কোথায় শুনেছে মনে করতে পারছে না ও। অবশ্য ওর ভুলও হতে পারে।

ক্যাম্পে ফিরে চিন্তিত মনে জার্কি চিবাল ও। ইন্ডিয়ানরা ভাটির দিকে চলে গেছে, তারমানে এই নয় যে কাছাকাছি কোথাও ক্যাম্প

করেনি। বাতাসে গন্ধ শুঁকল ও, কিন্তু ধোঁয়ার গন্ধ পেল না।

উইলো ঝোপের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে ফের ঝর্নায় চলে এল উইল। উজান ধরে এগোল। হাতের বামে ছোট্ট বনভূমি দেখে সেখানে ঢুকে পড়ল। দ্রুত এগোল। কোথাও কোন ট্র্যাক নেই।

বনের পর বিস্তীর্ণ তৃণভূমির শুরু। এখানে ট্র্যাক রয়েছে–পাঁচজন ইন্ডিয়ানের। একই দল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্পষ্টভাবে পড়েছে, এমন এক সেট ছাপ খুঁটিয়ে দেখল ও। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে ভেবে মনে গেঁথে নিল সব ট্র্যাকের ধরন।

উজ্জ্বল রোদেলা সকাল। উঁচু একটা টিলায় উঠে ওপাশে তাকাল। চোখ জুড়িয়ে গেল ওর। মাইলের পর মাইল ঢেউ খেলানো সবুজ তৃণভূমি, বন, ঝর্না আর ক্রীকের সমারোহ। এত সুন্দর!

বিকাল নাগাদ মালভূমির সবচেয়ে উঁচু জায়গায় উঠে এল ও। ঘন বন জন্মেছে এখানে। দু'বার গাছে চিহ্ন দিয়েছে। উইল জানে কী ধরনের চিহ্ন খুঁজবে ওর স্বজনরা। গ্রেট রীভারের মূল ট্রেইলে আছে ও এখন। শূটিং ক্রীক থেকে সরাসরি এলে এ-পথেই যেত। একটা গাছের গুঁড়িতে, বেশ উঁচুতে যাতে দূর থেকে চোখে পড়ে, ছুরি দিয়ে বাকল কেটে ইংরেজি "A" অক্ষর খোদাই করল উইল। ওর মা-র নামের আদ্যক্ষর। কেউ দেখলেও ওদের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজে পাবে না।

তিন মাইল দূরে আবারও একই কাজ করল ও। দু'বারই অক্ষরের এক পাশে একটু বেশি কেটেছে দিক নির্দেশ করার জন্য। এক ধরনের অস্পষ্ট কোড এটা, তবে মিনিট কয়েক চিন্তা করলে ক্যালকিনদের যে-কেউ বুঝে ফেলবে।

আজ থেকে এক বছর, দুই বছর বা বিশ বছর পরেই হোক, একজন ক্যালকিন যদি ওকে অনুসরণ করে, নিঃসন্দেহে এই চিহ্ন থেকে দিক নির্দেশনা পেয়ে যাবে সে।

আরও কিছুদূর এসে তৃতীয় "A" খোদাই করল। অক্ষরের এক প্রান্ত বাড়াবে, তাকিয়ে আছে সামনের দিকে, গাছের গুঁড়ি ছাড়িয়ে চলে গেল ওর দৃষ্টি। বিশাল এক উপসাগর চোখে পড়ল। এক কদম

পাশে সরে এল উইল, থমকে দাঁড়িয়ে তাকাল।

সামনে দীর্ঘ এক উপত্যকা, দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছে, এখান থেকে সীমানা চোখে পড়ছে না। উত্তরে গুটিকয়েক পাহাড়ের পাদদেশে শেষ হয়েছে এক প্রান্ত। এটা নিশ্চই সিকুয়াচি, ভাবল উইল। তৃণভূমির বুক চিরে বয়ে গেছে প্রশস্ত ক্রীক। জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে আছে সবুজ বন। বড় সুন্দর জায়গা।

ঘণ্টাখানেক পর একটা টিলার উপর থেকে নীচে উপবৃত্তাকার জমি দেখতে পেল উইল, অন্তত দুই হাজার একরবিশিষ্ট তৃণভূমি। নীরব, শান্ত, বিচ্ছিন্ন এক স্বর্গ!

*এখানেই ফিরে আসব আমি,* ভাবল উইল, *এটাই হবে আমার বাড়ি।* বুনো ট্রেইল ধরে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল ও, আনন্দের আতিশয্যে খেয়ালই করল না মাটির উপর উঠে এসেছে গাছের আলগা মূল। পা হড়কে মুখ থুবড়ে পড়ল ও। তখনও জানে না কীভাবে পড়েছে।

দুটো মূলে আটকে গেছে পা। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ "মট্" শব্দ শুনতে পেল। স্থির পড়ে থাকল উইল, মুখ ভরে টেনে নিল তাজা বাতাস। নড়ার প্রয়াস পেল ও, ব্যথার তীব্র স্রোত ছড়িয়ে পড়ল পায়ে। দৃষ্টি নামিয়ে তাকাল পায়ের দিকে।

ডান পা-টা ভেঙে গেছে!

## নয়

মুহূর্ত কয়েক একেবারে নিথর পড়ে থাকল উইল, ফাঁকা মনে হচ্ছে সবকিছু। কিছুক্ষণ পর ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে শুরু করল।

একা ও। কারও কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে না। কেউ যদি

এদিকে আসেও, সে হবে শত্রু নয়তো সম্ভাবনাময় শত্রু। এমন অনেক পশুও থাকতে পারে যেটা হয়তো মানুষ দেখলেই পালাত, কিন্তু অসহায় একজনকে দেখলে সাহসী হয়ে উঠতে পারে। শিকার অসহায় বা আহত কি-না, চট করে টের পেয়ে যায় ক্যুগার বা নেকড়ে।

শুকনো লতাপাতা আর ঝোপের মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে পড়েছে ও। নড়ার ক্ষমতা নেই। যত ব্যথাই হোক, এখান থেকে সরে যেতে হবে। কিছু একটা করতে হবে।

যতটা দেখতে পাচ্ছে উইল, ভাঙা হাড়টা তেমন সরে যায়নি। নিজের চেষ্টায় এটা আগের অবস্থানে নিয়ে যেতে হবে। অভিজ্ঞতা না থাকলেও একবার ব্রায়ান ক্যালকিনকে এক ইন্ডিয়ানের ভাঙা হাড় পজিশনে নিয়ে আসতে দেখেছিল। পড়ে থাকা একটা ডাল গোড়ালির উপর ফেলে আংটার মত ব্যবহার করল ও, টান দিল এবার। খানিকটা ব্যথা বোধ হলেও সঠিক অবস্থানে চলে গেল হাড়টা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল উইল। ছেঁচড়ে পিছিয়ে এল, ছুরি দিয়ে কয়েকটা ছোট ছোট ডাল কেটে চলনসই একটা স্প্লিন্ট তৈরি করে ফেলল। তারপর হাঁটুর নীচে পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে ফেলল র-হাইড দিয়ে। খরগোশ বা অন্যান্য ছোট প্রাণী শিকার করতে ফাঁদ তৈরি করার জন্য সবসময়ই সঙ্গে র-হাইড রাখে ও।

এগোতে গিয়ে বেশ কয়েকবার থামতে হলো, প্রতিবার ঠায় পড়ে থাকল ও, ঘেমে সারা পুরো শরীর। নেহাত মনের জোর খাটিয়ে এগোতে হচ্ছে। সামান্য নড়াচড়ায়ও তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু পড়ে থাকলে তো চলবে না। এগোতে হবেই। সঙ্গে পানি নেই, খাবারও সামান্য বাকি আছে। তবে এ-মুহূর্তে নিরাপদ একটা আশ্রয়ই জরুরি হয়ে পড়েছে। সাশ্রয় করলে মোটামুটি কয়েকদিন চলে যাবে ওই খাবারে। ভাঙা হাড় সম্পর্কে সাকিম কখনও কিছু বলেছিল কি-না, মনে করার চেষ্টা করল উইল, কিন্তু যা করেছে, তার বেশি কিছু মনে করতে পারল না।

একটা ব্যাপার দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। আগামী কয়েক

সপ্তাহ কোথাও যেতে পারছে না ও। সময়মত পৌঁছতে পারবে না পশ্চিমের ওই নদীর মোহনায়, তাই পিয়োটাহ্‌র সঙ্গেও দেখা হবে না। আরও একটা ব্যাপার, কাছাকাছি কোন পানির উৎসের কাছে পৌঁছতে হলে কাজ চালানোর মত চলনসই একটা ক্রাচ তৈরি করতে হবে, কিন্তু ক্রাচ তৈরি করা যাবে এমন কিছু চোখে পড়ছে না।

লম্বা ধনুক আর দীর্ঘ ডাল ব্যবহার করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হলো উইল। খুবই সতর্কতার সঙ্গে, ধনুক ব্যবহার করে একটু একটু করে এগোল। সিকুয়াচির প্রান্তে থালাকৃতির সবুজ ছোপটা চোখে পড়ল, একটা ঝর্না। সম্ভবত এটাই পরে তৃণভূমিতে প্রবাহিত হয়েছে। এখনও বহু দূরে রয়েছে ঝর্নাটা, কিন্তু ওখানে পৌঁছতে পারলে বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য একটা চাহিদা অন্তত মিটবে, পানির অভাব হবে না।

*এমন বিরূপ পরিস্থিতিতে কী করতেন বাবা?* ভাবছে উইল। ঠিকই বেঁচে থাকতেন তিনি। সুতরাং ওকেও টিকে থাকতে হবে।

পাহাড়টা খাড়া, তবে ধীর গতিতে হলেও সতর্কতার সঙ্গে নামছে উইল। একসময় তলায় নেমে এল। ঘাস এখানে কাঁধ সমান, পাহাড়ের পাদদেশে ঝড়ে পড়ে যাওয়া একটা গাছ রয়েছে। পাতা ঝরে গেছে ওটার। বেশ কয়েকটা ডাল রয়েছে, তার একটা বেশ লম্বা এবং এক প্রান্তে দুটো শাখায় বিভক্ত হয়েছে। আপাতত ক্রাচ হিসাবে এটাই ব্যবহার করতে হবে। পরে যদি শ্রেয়তর কিছু মিলে তো মিলল, নইলে এতেই কাজ চলে যাবে। আশপাশে এমন কোন গাছ নেই যে মাটি থেকে নাগাল পাবে। তৃণভূমির কিনারে অবশ্য অনেক গাছ আছে, কিন্তু অতদূর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হবে না ওর পক্ষে।

পা বেশ ফুলে গেছে, এতটাই যে বাধ্য হয়ে বাকস্কিনের প্যান্টে ফাড়া দিতে হলো। সারাক্ষণ টনটন করছে, প্রতি পদক্ষেপে যন্ত্রণা আরও বেড়ে যাচ্ছে। দু'বার দুটো হরিণকে ভড়কে দিল ও, ধনুক তোলার আগেই পগার পার হয়ে গেল ওগুলো। সুস্থ থাকলেও বোধহয় শিকার করতে পারত না।

মাঝ আকাশে চলে এসেছে সূর্য। রোদে পিঠ তাতাচ্ছে। আধাআধি দূরত্বে এসেছে ও। ঝর্নার হয়তো বাঁক আছে, আড়াআড়ি গেলে কম হাঁটতে হত ওকে; কিন্তু লম্বা ঘাসের জন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তবে হঠাৎ ভাগ্যদেবীর সহায়তা পেল, একটা ট্রেইল পেয়ে গেল উইল। বুনো পশুরা পানি পান করার জন্য এ-পথটা ব্যবহার করে।

এতক্ষণ যে-পথে এসেছে, ট্রেইলটা তার কোণাকুণি গিয়ে ঝর্নার পাড়ে পৌঁছেছে। যেভাবে হোক, পানির কাছে যেতে পারলেই হলো, ভাবল ও।

গোধূলি-লগ্নে মাটির উপর বসে পড়ল ও। দুনিয়ার ক্লান্তি অনুভব করছে, বিধ্বস্ত শরীরে এগোনোর সামর্থ্য নেই। পরিশ্রমের কারণে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে আহত পা। বসার সঙ্গে সঙ্গে ঢলে পড়ল ও। ঘাসের উপর পড়ে থাকল—নিথর, নিস্পন্দ; ক্যাম্প করার আগ্রহ নেই। হাত বাড়িয়ে প্যাক থেকে এক টুকরো জার্কি বের করে চিবাতে শুরু করল। টুকরোটা খুবই শক্ত, অনেকক্ষণ ধরে চিবাতে হলো। জার্কি চিবানো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল উইল। রাতে কোন পশু যদি কাছাকাছি এসেও থাকে, টের পেল না; কিংবা টের পেলেও কিছু করার সচেতনতা থাকল না।

উজ্জ্বল সকালে ঘুম ভাঙল ওর। সূর্যের আলো পড়ছে মুখে। পা ফুলে তিনগুণ মোটা হয়ে গেছে। বাকস্কিনের প্যান্টের পা গুটিয়ে হাঁটুর উপর তুলে দিল উইল, খোলাই থাকল আহত পা। পায়ের উপর খাড়া হতে আবারও রীতিমত সংগ্রাম করতে হলো। দু'বার পড়ে গেল, প্রতিবার তীব্র ব্যথা সহ্য করেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত খাড়া হলো এবং প্রায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ধীর গতিতে এগিয়ে চলল ঝর্নার দিকে।

ডালের ক্রাচ ব্যবহার করতে করতে বগল ছড়ে গেছে। পায়ে লাগাতার যন্ত্রণা তো আছেই, কোমরেও ব্যথা বোধ করছে এখন। সারা শরীরে বসে পড়ার আকুতি, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না উইল, জানে বসে পড়লে আর উঠতে পারবে না। দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে

চলল ও।

মুখ শুকিয়ে কাঠ, ঢোকও গিলতে পারছে না। হাঁটা শুরু করার আগে ঘাস ছিঁড়ে চুষেছে, আশা করেছিল জমে থাকা কুয়াশা থাকবে, তবে আশাহত হতে হয়েছে। এত দুর্ভোগের পরও, হতাশার সঙ্গে ঘণ্টা কয়েক পর খেয়াল করল উইল, মাত্র কয়েকশো গজ এগিয়েছে। মরিয়া চেষ্টায়, শত ব্যথা উপেক্ষা করে এগিয়ে চলল আবার।

টের পাচ্ছে জ্বরে আক্রান্ত ও। পায়ে হয়তো সংক্রমণ হয়েছে, কারণ ভাঙা হাড় বেরিয়ে না এলেও চামড়ায় ক্ষত তৈরি করেছে। একটা গর্তে পড়ে পিছলে গেল ক্রাচ, পরমুহূর্তে ঘাসের উপর মুখ থুবড়ে পড়ল ও। এত তীব্র ব্যথা হলো যে সহ্য করার মত নয়।

হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল উইল। অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে টেনে তুলল নিজেকে। সুস্থ হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে বসল প্রথমে, শেষে দাঁড়াতে সক্ষম হলো। যন্ত্রণাবিকৃত মুখে এগিয়ে চলল আবার, ক্লান্তির চরমে যখন পৌঁছে গেছে, পড়ে যায় যায় অবস্থা, তখনই পানির কুলকুল ধ্বনি কানে এল। সামনে খাটো আকৃতির কিছু ঝোপ আর ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো গুল্ম, পরপরই পাহাড়ী ঢালে বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের বন।

ক্রীকটা ঝোপ আর গুল্মগুচ্ছের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়াতে উইল দেখতে পেল ক্রীকটা একটা গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে তৃণভূমিতে।

পানি এবং আশ্রয়ের সমাধান হয়ে গেল!

গুহার মুখে পড়ে রয়েছে একটা বড়সড় গাছ। বহুদিন আগে ঝড়ে পড়েছে বোধহয়। গুঁড়ির উপর বসে কাঁধ থেকে প্যাক নামাল উইল, পিস্তল, তীর-ধনুক গুঁড়ির পিছনে রেখে দিল। গাছের বেশ কয়েকটা শাখা ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে। দুটো ক্রাচ তৈরি করার মত যথেষ্ট মজবুত। কিন্তু তাড়াহুড়ো করল না উইল, স্রেফ পানির দিকে তাকিয়ে বসে থাকল, শ্রান্ত শরীরে অমানুষিক ধকলের আনন্দটুকু উপভোগ করছে। নড়াচড়া করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই।

প্রথমে পানির কাছে এল ও, আঁজলা ভরে পানি তুলে নিয়ে প্রাণ ভরে খেল। তারপর গুহার কাছে চলে এল। গাছের গুঁড়ি থেকে মাত্র তিন কদম। ভিতরে ঢুকে বসে পড়ল উইল, নিজের অজান্তে ঢুলতে শুরু করল।

সূর্য খরতাপ বিলাচ্ছে। দুপুর গড়িয়ে গেছে, দূরে গ্র্যানিটের পাহাড়ে ঠিকরে পড়ছে রোদ। অন্তস্তলে আত্মবিশ্বাস অনুভব করছে, পারবে ও। বিপদ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে। পানি আর আশ্রয় আছে এখন। একটা না একটা শিকার ঠিকই মিলবে। কত কাজ পড়ে রয়েছে, স্বপ্ন অপূর্ণ রয়ে গেছে!

রাবাকে এও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে কাঙ্ক্ষিতা একজন নারীকে খুঁজে নেবে।

সূর্যাস্ত হলো। অন্ধকার নামার আগেই পুরো গুহায় চোখ বুলাল উইল। মাঝারি আকারের ওটা। একপাশে পানি প্রবাহিত হচ্ছে, শুধু ওই জায়গাটা ছাড়া পুরোটা শুকনো। এককোণে এসে ঘুমিয়ে পড়ল ও।

সকালে গুহা থেকে বেরিয়ে গাছের গুঁড়ির কাছে এসে নিজের জিনিসপত্র গোছাল। শরীরে শক্তির অভাব অনুভব করছে। বিশ্রাম, শুশ্রূষা আর খাবার দরকার। একটু হিসাব করে খেলে যে পরিমাণ জার্কি আছে, তাতে একটা সপ্তাহ দিব্যি কেটে যাবে। ততদিনে শক্তির অনেকটা ফিরে পাবে। গাছের গুঁড়ির উপর বসে ইতিকর্তব্য স্থির করার প্রয়াস পেল উইল। আশপাশে নিশ্চই খাওয়ার মত গাছপালা রয়েছে। চারপাশে দৃষ্টি চালাল ও, দু-তিনটে লতা জাতীয় গাছ দেখতে পেল যেগুলো খাবার হিসাবে গ্রহণ করে ইন্ডিয়ানরা। একটা বীরুতের বীজ খাওয়া যাবে।

গুহার মুখটা এমন যে সহজে চোখে পড়বে না, কেউ সরাসরি এদিকে এলে তবেই চোখে পড়ে; তবে নড়াচড়া অনেক দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। মোটামুটি নিরাপদ আশ্রয়। ধারে-কাছে কোন ইন্ডিয়ান ক্যাম্পের নমুনা চোখে পড়েনি ওর।

ফের ঢুলতে শুরু করল উইল, একসময় ঘুমিয়েও পড়ল।

ঘুম ভাঙার পর টের পেল মাথা ভারী বোধ হচ্ছে। ক্লান্তি দূর হয়নি। বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে শরীর। গাছের ফাঁক গলে উঁকি দিল ও, উঠার শক্তি নেই। কাঁপা হাতে প্যাক থেকে এক টুকরো জার্কি বের করে মুখে পুরল। আচানক সচেতনতা থেকে পিছনে হাত বাড়িয়ে অস্ত্র দুটো সামনে এনে প্যাকের উপর রাখল যাতে ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে মাটির স্পর্শ না পায়। ওর জন্য এগুলো খুবই মূল্যবান সম্পদ, কার্যকারিতার দিক দিয়ে নয়, বরং ওর বাবার দেওয়া বলেই।

'তুমিই নাও এগুলো,' বলেছিলেন ব্রায়ান ক্যালকিন। 'যেহেতু আমাদের যে-কারও চেয়ে তুমি ওগুলো সামলাতে পারো। কোন একদিন হয়তো তোমার জীবন বাঁচাবে অস্ত্র দুটো।' ক্ষণিকের জন্য থামলেন তিনি, অস্ত্র দুটো নেড়েচেড়ে দেখলেন, পরখ করলেন। 'দক্ষ লোকের হাতে তৈরি জিনিস। বহু সময় আর শ্রম লেগেছে তৈরি করতে। যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয়ে থাকে, লোকটা তার ভবিষ্যৎ আর ভাগ্য বাজি রেখেছিল এই পিস্তলের পিছনে।'

রোদের উত্তাপ ভাল লাগছে। নড়তে ইচ্ছে করছে না ওর। ভারী, ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া পা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সমস্ত অসুবিধা উপেক্ষা করে, বাঁচতে হলে এগোতে হবে ওকে।

ধীরে ধীরে, একাগ্রতা আর অস্বাভাবিক আয়াসের ফলশ্রুতিতে উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলো ও, পানির কাছে চলে এল। পানি পান করার জন্য ঝুঁকতে হবে, সেক্ষেত্রে তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে আবার; কিন্তু ঝুঁকে পড়ার পর উইল টের পেল আগের মত যন্ত্রণাময় হলো না কাজটা। হঠাৎ খেয়াল করল পানির নীচে ওয়াটারক্রেস* জন্মেছে। হাত বাড়িয়ে কয়েকটা তুলে নিয়ে সোৎসাহে চিবাতে শুরু করল। ফিরে আসার পথে পিস্তল তুলে নিল ও, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঢুকে পড়ল গুহায়। আবার অজ্ঞান হয়ে গেলে কী ঘটবে, চিন্তাটা মাথায় আসতে পুরো শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল–কেউ চলে এলে প্রথমেই পিস্তল

---

* ওয়াটারক্রেস (Watercress) এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ

দুটো দখল করবে। উঁহুঁ, কোনক্রমেই হাতছাড়া করা যাবে না এগুলো।

গুহার এককোণে শুকনো কাঠের তলায় পিস্তল দুটো লুকিয়ে রাখল ও।

পরেরদিন কয়েকটা ফাঁদ পাতল উইল। খরগোশ আর স্কুইরেল চোখে পড়েছে। গাছ থেকে কিছু বীজ সংগ্রহ করেছে ও। পায়ের ফোলা এখনও কমেনি। গাছের বাকল দিয়ে থালা তৈরি করল, তারপর পানি সেদ্ধ বসাল। বাকস্কিনের প্যান্ট থেকে এক টুকরো কেটে নিয়ে ওটা দিয়ে গরম পানি সহযোগে পা ধুয়ে ফেলল। সংক্রমণের ক্ষেত্রে ক্ষত পরিষ্কার করে লাভ হবে কি-না নিশ্চিত নয় উইল, তবে একটু পর স্বস্তির সঙ্গে আবিষ্কার করল যন্ত্রণা কমে গেছে।

সে-রাতে ঘুমটা ভাল হলো ওর। সকালে আবার পানি গরম করে ফোলা পা পরিষ্কার করল। শেষে হাত-মুখ ধুয়ে ফেলল। এখন যা দরকার–কিছু মাংস। যদি…

একটা ফাঁদের কাছাকাছি ট্র্যাক চোখে পড়ল! মোকাসিনের ছাপ। সাইজ ওর পা-র চেয়ে বেশ বড়।

স্থির দাঁড়িয়ে থাকল উইল, শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল ভয়ের হিম স্রোত। তীর-ধনুক গুহায় রেখে এসেছে। শুধু ছুরি আছে সঙ্গে। ক্রাচ ব্যবহার করলে শুধু একটা হাতই ব্যবহার করার সুযোগ থাকে ওর–হয় পানি বহন করবে, কিংবা ধনুক। দুটো একসঙ্গে সম্ভব হয় না।

কেউ কি নজর রাখছে ওর উপর?

ঝুঁকে গাছের বাকলের তৈরি পাত্র পানিতে চুবিয়ে দিল উইল, পানি ভরে সিধে হলো। ক্রাচ ব্যবহার করে গাছের গুঁড়ির কাছে ফিরে এল ও, তারপর ছোট্ট করে আগুন জ্বালাল। তিনটা কাঠি দিয়ে মাচা তৈরি করে আগুনের উপর গাছের বাকল রাখার ব্যবস্থা করেছে। বাকল যাতে পুড়ে না যায়, সেজন্য আগুন ছোট রেখেছে।

সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। পিস্তল আনতে গুহায় যাওয়া উচিত?

সেক্ষেত্রে গোপন আশ্রয় চিনিয়ে দেওয়া হবে। উইল একরকম নিশ্চিত সামনে ঝোপঝাড় আর গাছপালা থাকায় গুহার অস্তিত্ব সহজে প্রকাশ পাবে না।

অস্ত্রগুলোর অভাব বোধ করছে, কিন্তু নিজেকে সংযত করল। কেউ হয়তো নজর রাখছে ওর উপর। তার উপস্থিতি সম্পর্কে ও যে সন্দিহান, সেটা প্রকাশ পেতে দেওয়া যাবে না।

ছোট্ট এক টুকরো জার্কি ধুয়ে পানিতে যোগ করল ও, সঙ্গে দিল বুনো ঔষধির মূল, ওয়াটারক্রেস আর পপলারের ভিতরের নরম বাকল। পেশাদার রাঁধুনি তৈরি স্টুর ধারে-কাছেও যাবে না এটা, কিন্তু খাদ্য উপাদান কম নেই এতে। সবচেয়ে বড় কথা, সম্ভাব্য সব সুবিধাই কাজে লাগাতে হবে ওর।

আগুনের পাশ থেকে গাছের গুঁড়ির কাছে চলে এল ও, গুঁড়ির পৃষ্ঠকে টেবিল হিসাবে ব্যবহার করবে; তৈরি, প্রয়োজন পড়া মাত্র গুঁড়ির পিছনে শরীর গড়িয়ে দেবে।

প্রতিটি নড়াচড়া আড়ষ্ট, যন্ত্রণাময়। ক্ষিপ্রতার প্রশ্নই আসে না, তাই গাছ আর ঝোপের কাভার যতটা সম্ভব ব্যবহার করে নিজেকে টার্গেট হিসাবে কঠিন করে তুলল উইল। আসলেই কেউ নজর রাখছে কি-না নিশ্চিত জানে না, কিন্তু শত্রু ধারে-কাছে কোথাও অপেক্ষমাণ ধরে নিয়েই হাতের কাজ সারতে হবে।

স্টু তৈরি হওয়ার পর ধীরে-সুস্থে পান করতে শুরু করল ও। ছুরি দিয়ে ছেঁচে কাঠের একটা চিলতে থেকে মোটামুটি চেহারার চামচ তৈরি করে ফেলেছে। বাকলের পাত্র আর চামচের কারণে তরল স্টু পান করতে সমস্যা হলো না। অভিজ্ঞতাটা ক্যালকিনদের জন্য নতুন নয়, কারণ শূটিং ক্রীকে এভাবে চামচ তৈরি করত ওরা।

খাওয়ার ফাঁকে নিজের অবস্থান আর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল ও। ভাঙা হাড় জোড়া নিতে বা ক্রাচ ছাড়া পায়ের উপর খাড়া হতে কতদিন লাগবে, জানা নেই ওর। তবে আশার কথা, পাহাড়ী এলাকায় যে-কোন ক্ষত দ্রুত শুকায়; খুব কমই সংক্রমিত হয় বা জটিলতার সৃষ্টি করে–নির্মল বাতাস, ধুলোবালির অভাব এবং

সাধারণ খাবারের কারণে বোধহয়। সাকিমের কাছ থেকে শুনেছিল এশিয়ার পাহাড়ী অঞ্চলে ক্ষত শুকাতে কোন সমস্যাই হয় না।

উইলের ধারণা, সুস্থ হতে অন্তত এক মাস লাগবে। ধারণাটা ভুলও হতে পারে। বেশি ধরে নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। তারমানে পর্যাপ্ত খাবার দরকার হবে ওর। মাংস লাগবে।

মোষের মাংস যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে খেয়েছে পিয়োটাহ্ আর ও, যতটা অবশিষ্ট ছিল, ঝলসানোর পর শুকিয়ে নিয়েছে। যা আছে, তাতে আরও কয়েক দিন চলে যাবে।

তবে প্রমাণ সাইজের কোন পশু শিকার করতে না পারলে না খেয়ে থাকতে হবে ওকে। এখন পর্যন্ত একটা ফাঁদেও কিছু আটকায়নি, আটকাবে এমন আশা করাও বোকামি হবে। যদি ফাঁদে কোন প্রাণী আটকা পড়ে, উপকার হবে; কিন্তু সীমিত চলাফেরার মধ্যে যে-সব জলজ উদ্ভিদ বা গুল্ম পাবে, তাতে এক মাস চলবে না। তার অনেক আগেই আশপাশের সমস্ত উদ্ভিদ ওর পেটস্থ হয়ে যাবে। খাবার যোগাড়ের ব্যাপারে ভুল ধারণা নেই ওর। নিজের সামর্থ্য বা সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পরিষ্কার জানে। আগেও এ-ধরনের পরিস্থিতিতে পড়েছে এবং জানে কোন্ কোন্ উদ্ভিদ খাবার হিসাবে গ্রহণ করে ইন্ডিয়ানরা। তারপরও বলা যায়, আশপাশে সারা তল্লাট খুঁজে ফিরতে হবে, অথচ যে-খাবার পাওয়া যাবে তাতেও একজনের পক্ষে একমাস বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না।

একা, নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে চেয়েছিল ও, তিক্ত মনে ভাবল উইল, শুধু নিজের উপর নির্ভর করতে চেয়েছিল; কিন্তু যেভাবে নিজের দায়িত্ব এখন নিতে হচ্ছে, এভাবে নেওয়ার প্রত্যাশা কেউই কররে না। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাও কেউ নিতে চাইবে না।

স্টুর স্বাদ উপভোগ করার ফাঁকে চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল উইল। খাবার হিসাবে গ্রহণ করা যাবে, এমন প্রতিটি উদ্ভিদের অবস্থান আগে থেকে জেনে নিতে চাইছে। সমস্যার কথা হচ্ছে, ক্রাচসহ খুব বেশি নড়াচড়া করতে পারবে না, নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। তবে এও ঠিক যে, নিজেকে সান্ত্বনা দিল ও,

কয়েকদিনের মধ্যে ক্রাচ ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠবে, খাবার খোঁজাখুঁজির কাজ তখন অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

নিজের অবস্থান বা উপস্থিতি লুকিয়ে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। খাবার খোঁজাখুঁজির পাশাপাশি একইসঙ্গে নিজেকে লুকিয়ে রাখা কঠিন কাজ হবে। থালাকৃতির নিচু জায়গার তলায় লম্বা ঘাস রয়েছে, হাঁটতে গেলে ঘাসও নড়বে। সঙ্গে সঙ্গে ওর উপস্থিতি প্রকাশ পেয়ে যাবে। গাছের নীচে, তৃণভূমির কিনারায় খাবার খোঁজা আরও কঠিন। জায়গাটা অপেক্ষাকৃত খোলা, সুবিধাজনক এমন কোন আড়াল নেই যে বিপদে পড়লে কাভার নিতে পারবে; দূর থেকে ওকে দেখা যাবে বলে অন্যের বর্শা বা অস্ত্রের টার্গেট হওয়ার ঝুঁকি থেকে যাবে।

কিন্তু আপাতত এটাই একমাত্র উপায়।

গুঁড়ির পিছনে বিছানা করল ও। আশায় থাকা ছাড়া উপায় নেই। আশপাশে যদি কোন শত্রু বা লোক থেকে থাকে, তারা হয়তো গুহার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে না। মনোযোগ দিয়ে শব্দ শুনল উইল, হাতের কাজ সারছে সেই সঙ্গে। কাজ শেষে শুয়ে পড়ল ও। নিবানিদ্রা ভালই হলো। জাগল একেবারে সন্ধের আগে।

*

চিকোরির মূল দিয়ে কফি তৈরি করছে উইল, মনে মনে ভাবছে গাছটা কত দ্রুত সারা পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ছে। উইল নিজেই ইন্ডিয়ানদের মুখে শুনেছে যে চিকোরি গাছ ছিল না এখানে, বুড়ো ইন্ডিয়ানরাও কখনও দেখেনি। গাছটা প্রথম দেখা যায় ফ্লোরিডায়।

ক্যারোলিনায় ঘাঁটি তৈরি করার চেষ্টা করেছিল স্পেনিশরা, অন্তত একটা পোস্ট খাড়া করতে সক্ষম হয়েছিল ওরা, ঘাঁটি প্রধান হিসাবে কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত ছিল হুয়ান পার্ডো। সম্ভবত দায়িত্ব পালনকালে সেখানে নতুন কিছু গাছ লাগিয়েছিল সে, যার একটা চিকোরি; তারপর পাখি, বাতাস বা বুনো পশুরা সারা পশ্চিমে চিকোরি গাছ জন্মানোয় ভূমিকা রেখেছে।

ছোট করে আগুন জ্বালিয়েছে ও, কাঠ শুকনো হওয়ায় ধোঁয়া উঠছে না তেমন। ঠিক গাছের নীচে আগুন ধরিয়েছে বলে ধোঁয়া

যাও-বা উঠছে, পাতা আর শাখাপ্রশাখায় বাধা পেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। আগুনটা এত ছোট যে ছোট্ট একটা কাপে দিব্যি এঁটে যাবে।

কফির স্বাদটা দারুণ। খাওয়া শেষে সযত্নে আগুন নিভিয়ে দিল ও।

হঠাৎ বাড়ি আর ওখানকার সুস্বাদু খাবারের কথা মনে পড়ল। মা-র কথা মনে পড়ল, ইংল্যান্ডে আছেন তিনি। হার্ভে এখন পরিবারের প্রধান। হার্ভে এ-অবস্থায় থাকলে ওর চেয়ে সহজভাবে সামলে নিত, কারণ সে যোগ্য এবং সমর্থ মানুষ।

আড়ষ্ট হয়ে গেছে ডান পা। পা নেড়ে আরামদায়ক অবস্থানে আনার প্রয়াস পেল উইল। ক্যালকিনরা যদি খবর পায় যে বিপদে পড়েছে ও, ছুটে আসবে সবাই। এটাই ক্যালকিনদের রীতি। কিন্তু জানতে পারবে না ওরা, খবর পৌঁছানোর কোন উপায় নেই। প্রাণ বাঁচানোর জন্য মাথা খাটাতে হবে ওকে, নইলে এখানেই মরতে হবে।

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল উইল, অস্ত্রগুলো হাতের নাগালে নিয়ে আসবে, তাতে যদি গুহার অবস্থান ফাঁস করে দিতে হয়, তাও সই। অবশ্যই…

হঠাৎ শত্রুকে দেখতে পেল ও। ঢালের উপর দাঁড়িয়ে আছে সে, বর্শা ছুঁড়ে মারবে এখনই। নাকাপা!

পিছনে আরও তিনজন আছে।

আবছা অন্ধকার, তবে নাকাপার অবয়ব চিনতে অসুবিধে হলো না উইলের। এটাও পরিষ্কার যে ওকে খুন করতে চাইছে সে। হাতে ছুরি আছে ওর, কিন্তু আগে ঘুরে দাঁড়াতে হবে, তারপর ছুরি মারার সুযোগ হবে। উঁহুঁ, সময় পাবে না।

বর্শাটা তুলল নাকাপা।

'না!' তিন সঙ্গীর একজন হাত তুলে বাধা দিল। 'নিকঅনা ওর ক্ষতি করতে নিষেধ করেছে! বলেছে কোনভাবেই এর ক্ষতি করা যাবে না!'

'দূর! আমি...'

সঙ্গে সঙ্গে নাকাপার উদ্দেশে বর্শা তুলল ইন্ডিয়ান যোদ্ধা। 'চাইলে ওর চামড়া ছিলে নিতে পারো, কিন্তু খুন করতে পারবে না।' আরও কী যেন বলল সে, তবে শুধু ওই কথাগুলোই বুঝতে সক্ষম হলো উইল।

তর্ক শুরু হলো, নাকাপার পক্ষ নিয়েছে অন্য দু'জন। একটাই কারণ: নিকঅনার এঁকে দেওয়া ম্যাপটা ওদের চাই।

এগিয়ে এসে উইলের প্যাকের কাছে চলে গেল এক ইন্ডিয়ান। খাবার আর চিকোরি বের করার জন্য ওটা নিয়ে এসেছিল উইল। মানচিত্রটা রয়েছে প্যাকে। দ্রুত প্যাকের সবকিছু ঢেলে দিল সে, ম্যাপটা দেখতে পেয়ে ছোঁ মেরে তুলে নিল। ঝাতাসে নেড়ে নাকাপাকে ওটা দেখাল সে, দ্রুত সরে পড়ার ইশারা করল।

পাল্টা ইশারা করল নাকাপা, যেন সত্যি চলে যেতে ইচ্ছুক, এক পা এগিয়েও থমকে দাঁড়াল। উইলের সামনে এসে দাঁড়াল সে, ঘৃণা ভরা চাহনি চোখে। হঠাৎ সরোষে লাথি মারল ওর আহত পায়ে। পায়ে তীব্র ব্যথার স্রোত অনুভব করল উইল, কিন্তু সামান্য মুখও বিকৃত করল না। স্রেফ তাকিয়ে থাকল ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত চাহনিতে।

'কাপুরুষ!' চেরোকি ভাষায় বলল ও। 'পা-টা ভাঙা না থাকলে...'

'তোমাকে খুন করতাম!' কথাটা শেষ করল নাকাপা।

ঝুঁকে মাটিতে রাখা জার্কির টুকরোগুলো তুলে নিল সে। অন্যান্য খাবার যা ছিল, মাড়িয়ে নষ্ট করে ফেলল, যাতে না খেয়ে থাকতে বাধ্য হয় উইল।

কী যেন বলল নাকাপার এক সঙ্গী। স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও উইল এটুকু বুঝল যে ওর পা সম্পর্কে কিছু বলেছে সে, নাকাপাকে পরামর্শ দিল মরার জন্য ওকে এখানে ফেলে যেতে।

'মরলে ও নিজেই মরুক। নিকঅনা বলেছে ওকে খুন করা যাবে না। চলে এসো। ব্যাটা এমনিতেও মরবে।'

গটগট করে হেঁটে চলে গেল নাকাপা, একবারের জন্যও পিছন

ফিরে তাকাল না।

একা রয়ে গেল উইল। একটা পা ভাঙা, খাবার নেই। এবার কী করবে?

হিমশীতল বাতাস। গুঁড়ির সঙ্গে মিশে শুয়ে পড়ল উইল, গায়ের উপর কম্বল চাপিয়ে দিল। আহত পা-টা টনটন করছে।

## দশ

নিচু মেঘ ঢেকে রেখেছে ভোরের আকাশ, একটা তারাও নেই। বাতাস ভেজা, বৃষ্টি হবে বোধহয়। পা ভারী ঠেকছে ওর, উঠতে গিয়ে ব্যথা অনুভব করল। অগত্যা বসে থাকল উইল, গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়েছে। মাথায় দপদপে ব্যথা হচ্ছে সারাক্ষণ। মুখ শুকনো, ফেটে গেছে ঠোঁটজোড়া।

এত সাশ্রয় করে কোন লাভ হলো না, মোষের মাংস এখন আর নেই। যত ঝুঁকিই থাক, এবার শিকার করতেই হবে। আজকের দিনটা শিকারের জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়, কারণ বেশিরভাগ প্রাণী বিশ্রামে চলে গেছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় আশ্রয় থেকে বেরোবে না ওরা, যদি না না-খেয়ে মরতে হয়। তবে সে-সম্ভাবনাও কম, কারণ তৃণভূমির সর্বত্র তাজা ঘাস আর বুনো ফুল রয়েছে।

চারপাশে অপরূপ সৌন্দর্য, কিন্তু মেঘে ঢাকা আকাশের কথাও ভুলতে পারছে না উইল। শরীর ভারী, আড়ষ্ট ও ক্লান্ত লাগছে। একটু বেশিই ঘুমিয়েছে।

ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে আরামদায়ক অবস্থায় বসল উইল। পায়ে যাতে টান না পড়ে, সেজন্য দারুণ সতর্ক। মাথা কাজ করছে না, কিন্তু চিন্তা করতে বাধ্য করল নিজেকে—পরিস্থিতির চুলচেরা বিশ্লেষণ

করা দরকার। হয়তো একটা উপায় বেরিয়েও যেতে পারে। প্রথমে আগুন জ্বালাতে হবে, তারপর চিকোরির কফি তৈরি করবে। একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকলে হতাশা ভুলতে পারবে। তা ছাড়া, গরম পানীয় ভাবনার জট খুলে দিতে পারে।

নীরব হয়ে আছে বনভূমি। কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে ঝর্না, কোন অস্বাভাবিকতা নেই কোথাও। আজ শিকারের জন্য বেরিয়ে লাভ হবে না, স্রেফ পণ্ডশ্রম হবে। এটা ঠিক যে, ভাগ্য ভাল হলে হয়তো বিশ্রামরত কোন হরিণকে চমকে দিতে পারে ও, কিন্তু ক্রাচ ফেলে ধনুক তুলে নেওয়ার আগেই পগার পার হয়ে যাবে হরিণ। অন্য যে-কোন প্রাণীর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটবে।

কফি পান করে ফাঁদগুলো পরখ করল উইল। একটা একটা করে দেখতে হবে, এবং হতাশ হওয়া যাবে না। শিকার মিলবে না, ধরে নিলেই চলে। কিন্তু বেঁচে থাকতে হবে ওকে। সেজন্য কিছু না কিছু তো মুখে দিতেই হবে।

*এত সহজে হাল ছাড়বে না,* নিজেকে শুধাল উইল, *আমি একজন ক্যালকিন। এরচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও টিকে ছিলেন আমার বাবা। ওঁর ছেলে হয়ে আমি কেন পারব না?* একটা মূল চেপে ধরে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ির উপর উঠে বসল ও, ক্রাচের খোঁজে তাকাল এদিক-ওদিক। ভেঙে গেছে ওটা!

কাজটা নাকাপার। গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঠেকিয়ে পা দিয়ে সামান্য চাপ দিয়েছে, তাতেই ভেঙে গেছে ওটা।

সতর্ক দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল উইল। বনভূমির ক্ষেত্রে সবসময় যা হয়, ঝরে পড়া পাতা, ভাঙা ডালপালা কিংবা খুলে আসা গাছের বাকলের ঝুলন্ত অংশ চোখে পড়বেই। ঝোপ বা গুল্ম জাতীয় গাছ তো আছেই। আরেকটা ক্রাচ তৈরি করতে হবে। এবং এখনই, নইলে নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যাবে ওর। তবে, সবার আগে আগুন জ্বালাতে হবে।

এবার দেখে-শুনে জিনিসপত্র সংগ্রহ করল ও। শুকনো বাকল, কাছাকাছি গাছের নিচু ডাল এবং শুকনো একটা বীরুৎ মিলিয়ে

আগুন ধরাল। স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে গিয়ে চকমকি পাথর আর ইস্পাত দিয়ে অন্তত দশবার চেষ্টা করতে হলো, আড়ষ্ট হাতের কারণে সুবিধা করতে পারছে না। শেষপর্যন্ত জমানো লতাপাতায় পড়ল স্ফুলিঙ্গ, ধোঁয়া তৈরি হয়েও চট করে নিভে গেল। আবারও চেষ্টা চালাল। শেষে, আরও কয়েকবার চেষ্টার পর যখন হাল ছেড়ে দেবে, তখনই জ্বলে উঠল শিখা। আগুনে আরও জ্বালানি যোগ করল ও।

গাছের গুঁড়ি জাপটে ধরে ওপাশে চলে এল উইল, আহত পা-কে সতর্কতার সঙ্গে টেনে নিয়ে এল পাশে। এবার ক্রল করে ঝর্নার দিকে এগোল। পানি পান করার পর একইভাবে ফিরে এল আগুনের কাছে। আগের মতই আগুনের কাঠি, তারউপর বাকলের পাত্র বসিয়ে চিকোরির কফি তৈরির আয়োজন করল।

ক্লান্ত বোধ করছে ও। আঘাত, খাবারের অভাব এবং শ্রান্তির কারণে প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে শরীরের সমস্ত শক্তি। কষ্টেসৃষ্টে উঠে বসল, গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে থাকল অনেকক্ষণ। আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

নিকঅনার আঁকা মানচিত্রটা বেহাত হয়ে গেছে। তবে এটাকে মারাত্মক কোন বিপর্যয় ভাবছে না উইল। মাটি বা বালিতে আঁকা স্কেচ ধরে গন্তব্যে পৌঁছানোর দক্ষতা ছোটবেলা থেকে অর্জন করেছে ও। মানচিত্রে এক ঝলকের জন্য দেখা ঝর্না, ওঅটরহোল, ট্রেইল বা পাহাড় ঠিকই খুঁজে বের করেছে। নিকঅনার দেওয়া ম্যাপের প্রতিটি খুঁটিনাটি মনে রয়েছে ওর, নিশ্চিত জানে কোথায় যেতে হবে কিংবা কী করতে হবে।

তবে, তারআগে এই গ্যাঁড়াকল থেকে উদ্ধার পেতে হবে।

সবচেয়ে দুশ্চিন্তার ব্যাপার হচ্ছে, পিয়োটাহ্‌র সঙ্গে দেখা হবে না। নির্ধারিত সময়ে বা জায়গামত ওকে না দেখে কী করবে সে? হয়তো সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের পথে চলে যাবে। বুনো এলাকায় যাতায়াত করা সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক–দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে যে-কোন মুহূর্তে। এসব ব্যাপার উইলের চেয়ে

পিয়োটাহ্‌ই বেশি জানে।

কিকাপু এই ইন্ডিয়ানকে কিছুটা হলেও পছন্দ ওর, যদিও এখনও একে অন্যের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারেনি ওরা। সম্ভবত উইলের সন্দেহটাই গভীর। কারণও রয়েছে। অভিজ্ঞতা থেকে ও জানে কোন ইন্ডিয়ানই সাদা মানুষ পছন্দ করে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে, ভিন্ন মানসিকতা বা বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়েছে দু'জন। দৃষ্টিভঙ্গি বা মতের পার্থক্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে পিয়োটাহ্‌ সত্যিকার সাহসী, সমর্থ মানুষ; সঙ্গী হিসাবে নির্ভরযোগ্য।

শক্তি বা সামর্থ্য আসলে আপেক্ষিক ব্যাপার। কেউ যখন একা বিরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তখনই তার সত্যিকার সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পথচলায় দু'জন সঙ্গী পরস্পরের উপর নির্ভর করে, দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেয়, নিরাপত্তার বিষয়েও একে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আরামদায়ক হলেও এতেই রয়েছে বিপদের বীজ। তবে একা ভ্রমণ করার মধ্যেও বিপদের সম্ভাবনা কম নেই, এমনকী সবচেয়ে সতর্ক মানুষটিও দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হতে পারে। উইলের ক্ষেত্রে ঠিক এমনই ঘটেছে।

কফি গরম হতে পাত্র থেকে ধীরে ধীরে পান করল ও। ক্ষুধায় নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে, আশপাশে এমন কিছু নেই যে খাবার হিসাবে গ্রহণ করবে। ছোটখাট একটা কাঠিকে ছড়ি হিসাবে ব্যবহার করে উঠে দাঁড়াল উইল, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোল ফাঁদগুলো পরখ করতে।

প্রথম দুটোয় কিছুই আটকায়নি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল ও। হাঁটার শক্তি পাচ্ছে না। ঘাসের গালিচায় চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। গম্ভীর আকাশ। বৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং গুহা থেকে বেশিদূরে যাওয়া উচিত হবে না। কিংবা শরীরে যত ক্লান্তিই থাকুক, এখানে শুয়ে থাকাও ঠিক হবে না। হাতে অনেক কাজ।

ঝর্না থেকে পেট পুরে পানি পান করল ও, তারপর আশপাশের শুকনো লতাপাতা আর ডাল সংগ্রহ করল, যতটা সম্ভব দু'হাতে ভরে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আয়াস লাগল। স্প্লিন্টের কারণে আড়ষ্ট হয়ে

গেছে ডান পা। ছড়ির সাহায্যে হাঁটতে গিয়ে কাজটা প্রায় অসম্ভব মনে হলো এবার।

ফের চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল ও। প্রতিটি গাছ খুঁটিয়ে দেখল, ক্রাচ তৈরির জন্য জুতসই কোন ডাল পাওয়া যায় কি-না। সৌভাগ্যক্রমে পেয়েও গেল একটা।

ডালটা বেশ লম্বা, সোজা এবং কাঁচা। স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল উইল। কাঁচা ডাল হওয়ায় কাটতে বা ছাঁচতে সুবিধা হবে। ছুরি দিয়ে ডালের গোড়ায় পোঁচ দিল উইল, তারপর ওটাকে দু'পাশ থেকে গভীর করে চলল। অর্ধেক কাটা হতে ভেঙে ফেলল ডালটা। চলে যাবে, এসময় বাঁকা একটা ডাল চোখে পড়ল, ক্রাচের উপরের অংশে, বগলের সঙ্গে ফিট করার জন্য জুতসই হবে। দুটো ডাল জোড়া দিতে র-হাইড লাগবে। ভাঙা ক্রাচ থেকে খুলে নিতে হবে।

কয়েকশো গজ দূরে ক্যাম্পে ফিরে আসতে পুরো এক ঘণ্টা লাগল ওর। গুঁড়ির পাশে বসে কাজ শুরু করল। মিনিট কয়েকের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল। এ-নিয়ে তিনটা হলো, তবে এটাই সবচেয়ে মজবুত এবং কার্যকরী হয়েছে। প্রথমটা ছিল বাঁকা একটা শুকনো ডাল–ভাগ্যক্রমে খুঁজে পেয়েছিল, দ্বিতীয়টা এরচেয়ে শ্রেয়তর ছিল। আরও বেশ কিছুদিন ক্রাচের উপর নির্ভর করতে হবে ওকে, সেক্ষেত্রে ক্রাচ তৈরিতে যে দক্ষ হয়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নেই!

নিজের হালকা চিন্তায় সামান্য হাসল উইল।

ফিরে আসার পথে সেক্রিফ্রেজ লেটুসের বাগান খুঁজে পেয়ে যে-ক'টা সম্ভব পাতা নিয়ে এসেছে, চিবাতে চিবাতে ক্যাম্পের পথ ধরল ও।

আগুন নিভে গেছে বটে, তবে কয়লাগুলো গরম আছে এখনও। জ্বালাতে তাই সমস্যা হলো না। আরও কয়েকটা লেটুস পাতা চিবানোর পর শুয়ে পড়ল উইল। ক্লান্ত লাগছে খুব, অতিরিক্ত হাঁটার কারণে পায়ে ব্যথা হচ্ছে সারাক্ষণ। লেটুস পাতায় যে পেটের দানব ঠাণ্ডা হয়েছে, তা বলা যাবে না, তবে খালি পেটে থাকার চেয়ে ঢের ভাল।

ক্রল করে গুহার দিকে এগোল ও, পিছনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পা দুটো। তীর-ধনুক বা পিস্তল, যেখানে রেখেছিল, সেখানেই রয়েছে। কোন হরিণ বা পশুকে অনুসরণ করতে না পারলেও, ওগুলো আসতে পারে এমন সম্ভাব্য জায়গায় আগে থেকে অপেক্ষায় থাকলে হয়তো একটাকে শিকার করতে সক্ষম হতে পারে। সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ, কিন্তু চান্সটা নিতেই হবে, যেহেতু মাংস দরকার। এখানে শুয়ে থাকলে কোন খাবারই জুটবে না।

পানি পান করতে ঝর্নায় এলে কাছাকাছি তৃণভূমি পেরিয়ে আসবে হরিণেরা। লম্বা ঘাস থাকলেও বাতাস বা বুনো পশুর চলাচলের কারণে কয়েক জায়গায় নিচু হয়ে গেছে।

সদ্য তৈরি ক্রাচ ব্যবহার করে প্রকাণ্ড এক গাছের নীচে চলে এল উইল, গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে অপেক্ষায় থাকল। আনুমানিক একশো গজ দূরে সম্ভাব্য জায়গা, যেখানে হরিণের দেখা মিলতে পারে। পিস্তলের সাইটে কয়েকবার নিশানা পরখ করে দেখেছে।

এবার অপেক্ষা। দেখা যাক, ভাগ্য কতটা সহায়তা করে ওকে।

সূর্য মাথার উপর চলে এসেছে। ঢুলতে শুরু করল উইল। সূর্যাস্তের আগে কোন হরিণের আসার সম্ভাবনা কম, তবে ক্ষীণ হলেও একটা সম্ভাবনা থাকেই। মাঝে মধ্যে ঘাস খেতে খেতে পানির দিকে এগোতে থাকে হরিণ। এক ফাঁকে পানি পান করে, খানিকটা ঘোরাফেরা করার পর ঘাস খেতে খেতে ফিরে যায় নিজের আশ্রয়ে।

একবার ওর মনে হলো পাতার খসখস শব্দ কানে এসেছে, কোন প্রাণী ঘাস ঠেলে এগিয়ে আসছে বোধহয়; কিন্তু চোখ মেলে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। বিরক্তি বোধ করল উইল। ছুরি বাঁধা দড়ি ঢিলে করে দিল।

দারুণ ক্ষুধার্ত ও। অবস্থা আসলে তারচেয়েও খারাপ–রীতিমত ভুখা যাচ্ছে। পা ভাঙার আগের কয়েকদিন যথেষ্ট খাবার জোটেনি, আর এর পরে প্রায় অনাহারে কাটছে।

সামনে অস্পষ্ট বুনো ট্রেইল। সম্ভবত এই ট্রেইল ধরে হরিণ বা অন্যান্য প্রাণী পানি পান করতে আসে। কোন শিকার মিললে

এখানেই মিলবে। সিধে হলো উইল, আরেকটু পিছনে ঢালের উপর উঠে এল। আগের মতই গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে বসল। বনভূমি থেকে কোন প্রাণী বেরিয়ে এলে এখান থেকে চোখে পড়বে। তূণটা নাগালের মধ্যে রেখে একটা তীর বের করল ও, আরেকটা মাটির উপর নামিয়ে রাখল যাতে প্রথমটা মিস্ করলে বা প্রয়োজনে চট করে তুলে নিতে পারে।

বর্তমান অবস্থান থেকে বড়সড় এ-ধরনের ধনুক ব্যবহার করা বেশ কঠিন হবে। কিন্তু এছাড়া উপায়ও নেই। সময় হয়নি এখনও। তাই আবারও ঢুলতে শুরু করল উইল। কতক্ষণ এভাবে কেটে গেল বলতে পারবে না, হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল।

কাছাকাছি কিছু একটা নড়াচড়া করছে!

নিখাদ সতর্কতার সঙ্গে চারপাশে দৃষ্টি চালাল ও। কিছুই চোখে পড়ল না, কোন শব্দ শুনতে পেল না।

একটু ডান দিকে নড়াচড়ার শব্দ হলো আবার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও, প্রকাণ্ড একটা বাঘের হলুদ ভয়ঙ্কর চোখজোড়ার উপর পড়ল ওর দৃষ্টি।

*চিতা!*

বসে আছে ওটা, দৃষ্টি উইলের উপর। বড়জোর ত্রিশ ফুট দূরে, ওঁর ডান দিকে; এবং ওটার মতিগতি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। চিতাটা ওর বামে থাকলে তীর ছুঁড়তে সুবিধা হত, কিন্তু এখন ডানে ঘুরতে হবে ওকে। আহত ডান পাকে ছেঁচড়ে সরাতে হবে, তারপর পুরো শরীর ঘুরিয়ে মুখোমুখি হতে হবে চিতার। উঁহুঁ, তার আগেই আক্রমণ করবে ওটা।

লেজ নড়ছে ওটার। কাঁধের সবল পেশি কেঁপে উঠল, স্পষ্ট দেখতে পেল উইল। অবস্থা বেগতিক! ঝটিতি ঘুরল ও, ব্যথার ছুরি বিঁধল যেন পায়ে। ধনুকে তীর লাগিয়েছে, এসময় লাফ দিল চিতাটা।

পড়ে গেল উইল।

গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে ছিল ও। এত আচমকা ঘুরেছে যে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। হাত থেকে ছুটে গেল ধনুক। পড়ে

যাওয়া শাপেবর হলো ওর জন্য। কারণ ওকে ছাড়িয়ে গেল চিতা। মাটিতে পড়েই চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়াল ওটা, হুঙ্কার ছাড়ল।

পড়ে যাওয়ার পরপরই ছুরি বের করে ফেলেছে উইল। চিতাটা লাফ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপরদিকে ছুরি চালাল। একেবারে বাঁট পর্যন্ত ঢুকে গেল ছুরির ফলা, চিতার গতির কারণে নিমেষে চিরে গেল পেট।

নখরের ছোবল অনুভব করল উইল। ওর মাথা বরাবর থাবা মারল ওটা। ফের ছুরি চালাল ও। আবারও। এদিকে সমানে থাবা চালাচ্ছে চিতা। ফালা ফালা হয়ে গেল উইলের শার্ট, বুকে-পেটে আঁচড়ের দাগ ফুটল, রক্তাক্ত হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার ফুরসত নেই। মুখের উপর চিতাটার গরম নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে উইল। মাথার চামড়ায় চিতার দাঁতের কামড় অনুভব করে শিউরে উঠল। মরিয়া চেষ্টায় গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে পশুটার পাঁজরে ঘুসি হাঁকাল।

শরীর গড়িয়ে দিল উইল। চিতাটা সামনে বাড়তে আবারও গড়ান খেল। চট করে উঠে বসল। পায়ের ব্যথা গ্রাহ্য করছে না। সেই সময় নেই এখন। আগে তো জীবন, তারপর পা। চিতার ধাক্কায় ফের চিৎপটান হলো ও, ওর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলার জন্য মুখ নামিয়ে আনল ওটা। এদিকে হাত বাড়িয়েছে উইল, চিতার গলার নরম চামড়া ধরে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল ওটাকে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শুরু হলো এবার। মরিয়া চেষ্টায় ওটাকে দূরে ঠেলে দিতে চাইছে উইল। একইসঙ্গে ছুরি চালাল আবার।

আমূল বিদ্ধ হলো ছুরির ফলা। ঝটিতি হাত ঘুরাল উইল। ফলে হাতের গাঁটের উল্টোপিঠে চিতার গলায় চাপ পড়ল। থাবা মারল ওটা, উইলের হাতে পড়ল। বাকস্কিনের জ্যাকেট ছিঁড়ে গেল, বাহুমূল থেকে এক চাক মাংস তুলে নিয়ে গেল ওটা। অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করল উইল। বুঝতে পারছে হাল ছাড়া যাবে না, তা হলে নিশ্চিত মৃত্যু। মরিয়া চেষ্টায় ছুরি চালাতে থাকল ও।

পিছনের এক পায়ে ভর রেখেছে ওটা, অন্য পায়ে সমানে মাটি

খামচাচ্ছে। আতঙ্কে বোধশক্তি লোপ পেয়েছে বোধহয়, উইলের প্রতি হামলা করার আগ্রহ দেখা গেল না। দুর্বল হয়ে এসেছে ওটা।

আবার ছুরি চালাল উইল। শক্তি যেন শেষ হওয়ার নয় ওটার। আরও দু'বার ছুরি চালাল। তারপর গায়ের জোরে নিজের উপর থেকে ঠেলে ফেলে দিল চিতাকে।

পড়ে থাকল ওটা। রক্তাক্ত, বিধ্বস্ত শরীর। সমস্ত আক্রোশ আর ঘৃণা উগরে দিচ্ছে দৃষ্টিতে।

চারপাশের ঘাস আর মাটি রক্তে সয়লাব হয়ে গেছে। চিতার রক্তের সঙ্গে উইলের রক্তও মিশে গেছে। ফের ছুরি চালাল ও, কয়েকবার–প্রতিবার বাঁট পর্যন্ত বিঁধল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চিতা, নড়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। সারা দেহে একটা ঝাঁকি খেল শুধু, তারপর হুড়মুড় করে ভারী দেহটা আছড়ে পড়ল মাটিতে। চাহনিতে ঘৃণা নিয়েই মারা গেল ওটা।

ওর নিজের অবস্থাও সুবিধার নয়, টের পেল উইল। দুই পা চিতার থাবায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে কয়েক জায়গায়। রক্ত ঝরছে। চামড়া সহ মাংসপেশি ছিঁড়ে গেছে দু'জায়গায়। বাহুতে কামড় পড়েছে। কখন ব্যাপারটা ঘটেছে, মনে করতে ব্যর্থ হলো উইল। বাহুমূল এবং কাঁধও চিতার হিংস্র থাবা থেকে রেহাই পায়নি। চাঁদির চামড়া ছিলে গেছে, আঁচড় লেগেছে চোখের পাশে।

কিন্তু বেঁচে তো আছে, সচেতন এবং সতর্ক, সন্তুষ্টির সঙ্গে ভাবল ও।

তবে ভবিষ্যতে দুর্ভোগের চূড়ান্ত সহ্য করতে হবে। এমনিতে যা হত, তারচেয়ে কয়েকগুণ বেশি ভোগান্তি রয়েছে কপালে। বুনো পশুর নখরে বিষ থাকে, অন্য প্রাণীর মাংস লেগে থাকে বলে পচে বিষাক্ত পদার্থে পরিণত হয়। গোসল করা দরকার। ঝর্নায় গিয়ে নিজেকে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

তীর-ধনুক তুলে নিয়ে ক্রল করতে শুরু করল উইল, কয়েক ফুট এগিয়েও থেমে গেল। মাংসের জন্য এসেছিল, অথচ মাংস ফেলে যাচ্ছে! এক ক্যাটাওবার কাছে শুনেছিল চিতার মাংস হচ্ছে সবচেয়ে

সুস্বাদু। হার্ভের কাছেও তাই শুনেছিল। বনে থাকার সময় একবার বাধ্য হয়ে চিতার মাংস খেয়েছিল সে।

ফিরে এসে চিতার চামড়া ছাড়াল উইল, তারপর প্রমাণ সাইজের একটা চাক কেটে তীর-ধনুক তুলে নিয়ে ফিরে চলল ক্যাম্পের দিকে।

ক্রল করে ঝর্নার কাছে পৌঁছল ও। কিনারায় এসে পড়ে থাকল কিছুক্ষণ, ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শ উপভোগ করল ও। নিজেও জানে না কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ফের যখন চোখ মেলে তাকাল, দেখল আকাশে হাজারো তারার মেলা বসেছে। খামচে ঝর্নার তলা থেকে কাদামাটি তুলে নিল ও, ক্ষতের উপর কাদার প্রলেপ লাগাল।

একে এমন শক্তিশালী প্রাণীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তায় রক্ত হারিয়েছে, স্বভাবতই ক্লান্ত ও। এতটা দুর্বল বোধ করছে যে এখানেই শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। ঝর্না ত্যাগ করার আগে ক্ষতে আরও কাদামাটির প্রলেপ লাগাল। কোথায় যেন শুনেছে যে জিনিসটা খুব কাজের, কিন্তু কার্যকরী হওয়ার কারণ মনে পড়ছে না। কাজ হলো কি না-হলো, তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না উইল, রক্তক্ষরণ বন্ধ হলেই চলবে।

কষ্টেসৃষ্টে, অনেকক্ষণ পর গুহায় পৌঁছল ও। বিছানায় শুয়ে গায়ের উপর কম্বল টেনে দিল। জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা, শরীর কাঁপছে থরথর করে। পরের কোন কিছুই মনে পড়ল না ওর—হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, কিংবা অজ্ঞান হয়ে গেছে; কিন্তু ফের যখন চোখ মেলে তাকাল, নিষ্প্রভ আগুনে কয়েকটা কাঠি যোগ করে আবারও ঘুমিয়ে পড়ল।

উজ্জ্বল সকালে ঘুম ভাঙল ওর। কয়লা থেকে ধোঁয়া উঠছে। ফুঁ দিয়ে আগুন উস্কে দিল ও, শিখায় রূপ নিল ধোঁয়া। গাছের বাকলের পাত্রে পানি ভরে বসিয়ে দিল আগুনের উপর। এক টুকরো মাংস কেটে পানিতে ছেড়ে দিল। সঙ্গে মিশাল ক্রলিং করে ফিরতি পথে আসার সময় সংগ্রহ করা নানান সব্জি আর লতাপাতা।

বেশ কিছুক্ষণ পর চোখ মেলে তাকাল ও। স্টু তৈরি হয়ে গেছে। কাঠের চামচ দিয়ে কয়েক চুমুক খাওয়ার পরপরই আবার

গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

অনেক দুঃস্বপ্ন দেখল–একের পর এক চিতা আক্রমণ করছে ওকে, বুনো মোষ তাড়া করছে, মোষের পায়ের তলায় পিষ্ট হচ্ছে ও। আর দেখল পিয়োটাহ্‌কে। বর্শা হাতে ওকে খুন করতে এসেছে সে। জ্বরের প্রকোপ এসব। ঘোরের মধ্যেই মাঝে মধ্যে ক্রল করে ঝর্নার কাছে চলে গেল ও, পানি পান করল। একবার কফিও তৈরি করেছে, কিন্তু খাওয়ার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

খিদে পাওয়ায় তাজা মাংসই খেয়েছে। শরীরে দুনিয়ার ক্লান্তি। ঘুমের চাহিদা যেন শেষ হওয়ার নয়। গভীর, দীর্ঘ ঘুম–মড়ার মত ঘুমাল।

ঘুম কিংবা ঘোরের মধ্যেই টের পেল নরম হাতে কেউ ওর ক্ষতের যত্ন নিচ্ছে। উইলের মনে হলো বাড়িতে আছে ও, স্বজনরা পরম মমতায় শুশ্রূষা করছে।

একসময় সচেতনতা ফিরে পেতে চোখ মেলে তাকাল উইল। পূর্ণ সজাগ ও এখন। জ্বর নেই, কিংবা ঘোরও নেই। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। আগুনের পাশে বসে আছে এক ইন্ডিয়ান, আয়েশ ভরে মাংস খাচ্ছে।

পিয়োটাহ্।

## এগারো

'এক পা আসলে কোন কাজে আসে না,' উইলের উদ্দেশে এটাই পিয়োটাহ্‌র প্রথম কথা। মাংসের দিকে মনোযোগ দিল সে।

'পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছি,' জানাল উইল।

'তোমার কথা বলছি না,' আঙুল তুলে ঝোপ দেখাল সে,

যেখানে চিতার সঙ্গে লড়েছে উইল। 'ওই বিড়ালটা,' শুরু করেও থেমে গেল সে, মাংস চিবাল অনেকক্ষণ। 'হরিণ বাদ দিয়ে তোমাকে শিকার করতে চেয়েছিল।'

'বলতে চাইছ চিতাটার একটা পা অকেজো ছিল?' কসরত করে উঠে বসল উইল।

হাত নেড়ে ওকে নড়তে নিষেধ করল কিকাপু। 'চুপচাপ বসে থাকো। অনেক জখম। আমিই যত্ন নেব।'

আলতো হাতে জখমগুলো স্পর্শ করল উইল। চিতার নখরের আঘাতে যেখানে মাংস ছিঁড়ে গিয়েছিল বা উঠে এসেছে, পুলটিশ বাঁধা হয়েছে। *ঘুমের মধ্যে তা হলে স্বপ্ন দেখিনি আমি,* ভাবল উইল, *ঠিকই দেখেছি পিয়োটাহ্‌কে।* যতটা সম্ভব ওর শুশ্রূষা করেছে সে। 'তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম,' বলল ও। 'তুমি তা হলে ডাক্তার?'

হাসল সে, তারপর ভুরু কোঁচকাল। 'উঁহুঁ, ডাক্তার নই আমি। দরকারী কিছু বিষয় জানি, এই যা।' পাইনের একটা ডাল দেখাল সে, দুই আঙুলের চেয়ে চওড়া হবে। বুনো চেরির বাকল সহ পুলটিশ তৈরি করেছে।

'তোমাকে না দেখে ধরে নিলাম খারাপ কিছু ঘটেছে নিশ্চই। সেজন্যই দেখতে এলাম সন্দেহটা ঠিক কি-না।' আঙুল তুলে চিতাটাকে দেখাল পিয়োটাহ্‌। 'ওটাকে পেলাম প্রথমে। মৃত, কিন্তু এক চাক মাংস কেটে নিয়েছে কেউ। বুঝলাম, তুমি হতে পারো। আশপাশে খুঁজতে গিয়ে পেয়ে গেলাম তোমাকে।'

একটা হরিণ শিকার করেছে পিয়োটাহ্‌। ওটার মাংস, হাড়ের মজ্জা আর কিছু বীরুৎ সহযোগে শুরুয়া তৈরি করেছে। ধীরে ধীরে পান করল উইল, উপভোগ করছে। খাওয়ার পর ক্লান্তি বোধ করায় শুয়ে পড়ল আবার। শরীরে বিশ্রাম নেওয়ার আকুতি।

'নাকাপা এসেছিল?' জানতে চাইল পিয়োটাহ্‌।

পুরো ঘটনা শোনার পর শ্রাগ করল সে। 'ট্র্যাক দেখেছি। গ্রেট রীভারের দিকে গেছে ওরা।' নীরবে মাংস চিবাতে শুরু করল সে, তারপর ফিরে তাকাল উইলের দিকে। শেষে তীর-ধনুক ওর হাতের

কাছে রেখে, নিজের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়েও পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

*

রাত। তবে গভীর রাত কি-না বোঝা যাচ্ছে না। ঘুম আসছে না চোখে, ঘুমানোর ইচ্ছেও নেই উইলের। ওর খোঁজে এসেছে পিয়োটাহ্। এটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। এ-যাত্রা কি রক্ষা হবে? সম্ভবত। জখমের চিকিৎসায় বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের আশ্চর্য রকমের কার্যকারিতা রয়েছে, জানে উইল। হয়তো পিয়োটাহ্ না এলেও বাঁচত ও। কিন্তু কিকাপুর উপস্থিতিতে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেছে–ওর বন্ধু সে।

গভীর মনোযোগে রাতের শব্দ শুনল উইল। ঘাসের জমিনে বাতাসের শনশন, ঝর্নার কুলকুল ধ্বনি–সবই স্বাভাবিক। চোখ বুজল ও। কয়েকটা বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

সুস্থ হওয়ার পর দ্রুত এগোতে হবে। নাকাপা হয়তো ওদের আগেই ইশাকোমিকে খুঁজে পাবে। সমর্থ, একগুঁয়ে মানুষ সে। কোন মেয়েই ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না, এমনকী ইশাকোমিও নয়। যদিও নিকঅনার কাছে শুনেছে সাধারণ মেয়ে নয় ইশাকোমি। তারপরও, যত দ্রুত সম্ভব খুঁজে বের করতে হবে ওকে। নিকঅনার দেওয়া সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে, এবং প্রয়োজনে নাকাপার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে ইশাকোমিকে। তারপর নিজের কাজে যেতে পারবে উইল।

সম্পূর্ণ নতুন এলাকায় যাচ্ছে ওরা, যা দেখার টানে এতদূর ছুটে এসেছে উইল। সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীতে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছে ওর, টুঁ মারবে গিরিখাত আর নাম না-জানা উপত্যকায়, পাহাড়ী ঝর্না অনুসরণ করে চলে যাবে বহুদূর। উঁচু মেসার পাইনের সুবাসিত বাতাস টেনে নেবে বুক ভরে, পাহাড় ডিঙিয়ে ঝর্নার উৎপত্তিস্থল নিজের চোখে দেখবে…

দ্রুত সুস্থ হতে হবে ওকে। এখানে পড়ে থেকে লাভ হবে না। শুরুয়ার বাকিটুকুও গিলে ফেলল উইল। শক্তি ফিরে পেতে হবে।

হেঁটে মাইলের পর মাইল পাড়ি দিতে হবে, ক্যানুর প্যাডাল চালাতে হবে।

নাকাপার কি ক্যানু আছে? হয়তো নেই। সেক্ষেত্রে এটা একটা সুবিধা।

ঘাসের বুকে ঢেউ তুলেছে বাতাস। তিরতির করে কাঁপছে গাছের পাতা। চোখ বুজল উইল। সময়কে কাজে লাগানো উচিত।

সযত্নে আহত পা-টা নাড়ল ও। ক্যানু চালাতে পারবে বোধহয়। পা ছড়িয়ে বসে থাকলে চলবে, তবে হাঁটু গেড়ে বসা যাবে না।

ক'দিন গেল? দিনক্ষণের হিসাব রাখেনি উইল, অনুমানও করতে পারছে না। দীর্ঘ সময় ঘোরে আক্রান্ত ছিল, কিন্তু এভাবে ক'দিন ঘুমিয়েছে? একটানা অনেকক্ষণ অজ্ঞান ছিল? তাতে অবশ্য কিছু যায়-আসে না। এবার যাত্রা করার পালা। দিনে যদি মাত্র এক মাইলও এগোতে পারে, তাই সই।

ক'দিন ধরে ওর সেবা করছে পিয়োটাহ্? উঁহুঁ, এ-ব্যাপারেও কোন ধারণা নেই। পিয়োটাহ্কে জিজ্ঞেস করেও লাভ হলো না, উত্তরে স্রেফ কাঁধ উঁচু করল সে।

যাত্রা করার চিন্তা করলেও আরও দু'দিন বিশ্রাম নিল উইল। ফুরিয়ে যাওয়া শক্তি ফিরে আসছে শরীরে। তবে সময়টাকে কাজে লাগিয়েছে ও। ক্যাম্পের ধারে-কাছে ঘুরে বেড়িয়েছে, আরেকটা ক্রাচ তৈরি করেছে, কীভাবে বা কোন্ পথে এগোবে—পরিকল্পনা করেছে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ও, কোন একদিন ফিরে আসবে এখানে। থালাকৃতির এই উপত্যকায়।

উপত্যকা ধরে চলে যাওয়া একটা ট্রেইল রয়েছে। পিয়োটাহ্র বিশ্বাস গুহার ঝর্নাটা আর সিকুয়াচি উপত্যকার ওই নদীর জন্ম একই জায়গা থেকে। উপত্যকাটা ভাল করে দেখা হয়নি ওর, তবে এটুকু বুঝেছে যে অমন একটা জায়গায় থাকতে খারাপ লাগবে না কারও। থাকার মতই জায়গা। এখানে বসতি করতে পারলে খুশি হবে ক্যালকিনরা।

গুহার কাছাকাছি এক গাছে "A" খোদাই করল উইল। বাড়তি

একটা তীর যোগ করেছে, ফুঁড়ে চলে গেছে "A"-কে, তীরের শলাকা নীচের দিক নির্দেশ করছে।

প্রথম দিন মাত্র পাঁচ মাইল এগোল ওরা। কিন্তু দ্বিতীয়দিন ক্যানুর কাছে পৌঁছে গেল।

টেনাসি নামের নদীটা দক্ষিণে চলে গেছে, বড়সড় বাঁক নিয়ে ঠিক উল্টোদিকে এগিয়েছে আবার, শেষে ওহাইয়ো নদীতে গিয়ে পড়েছে। সামনে বিপজ্জনক একটা জলপ্রপাত আছে, সতর্ক করল পিয়োটাহ্। বহু ক্যানু গায়েব হয়ে গেছে ওখানে, জলের তোড়ে ভেসে গেছে, ডুবে মারা গেছে বহু ইন্ডিয়ান। ক্লিফের উপর থেকে জলপ্রপাতটা দেখত পিয়োটাহ্, ক্যানুর আসা-যাওয়া দেখত। জায়গাটাকে "গহ্বর" বলে কোন কোন ইন্ডিয়ান, কেউ কেউ বলে "যেখানে পরস্পরের দিকে তাকায় পাহাড়েরা"। উজানের দিকে নদী আধ-মাইল চওড়া, তবে কোথাও কোথাও ষাট-সত্তর গজের মত সরু। তেমন একটা জায়গায় ওহাইয়ো নদীতে প্রবেশ করল ওরা।

'যেতে পারব তো?' জানতে চাইল উইল।

শ্রাগ করল পিয়োটাহ্। 'ক্যানুর দিক সবসময় দক্ষিণে রাখতে হবে। ওভাবে অনেকেই পার হয়েছে।'

জলপ্রপাতটা সত্যি ভয়ঙ্কর। স্রোতের টানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ক্যানু, ঘুরপাক খেতে থাকে, তারপর একসময় তলিয়ে যায় পানিতে। পরে দূরে কোথাও ভেসে ওঠে, তবে ক্যানু নয় বরং ওটার কাঠের টুকরো পাওয়া যায়।

নদীর সরু অংশে ক্যানু ভিড়াল ওরা। উইলোর আড়ালে ছোট্ট এক টুকরো জায়গা রয়েছে। গাছের শুকনো মূল চিকোরির সঙ্গে মিশিয়ে কফি তৈরি করল উইল। দু'জনের জন্য যথেষ্ট হবে। এর আগে চিকোরির তৈরি কফি খায়নি পিয়োটাহ্, তবে স্বাদটা ভালই লাগছে তার।

বীরুতের ওই মূলটা চোখে পড়ছে না তেমন, যত এগোচ্ছে ততই কমে যাচ্ছে। উইলের ধারণা গ্রেট রীভারের ওপাশে জিনিসটা জন্মায় না। সেক্ষেত্রে যত বেশি সম্ভব, সংগ্রহ করে রাখাই ভাল।

উইলোর আড়ালে বিশ্রাম নিল ওরা। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চুপ হয়ে গেল পরিবেশ। শুধু পানির স্রোতের গর্জন শোনা যাচ্ছে, সমস্ত আক্রোশ নিয়ে পাথুরে দেয়ালের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। দারুণ বিপজ্জনক জায়গা। ভাঙা পা নিয়ে পেরোতে হবে বলে ঝুঁকির পরিমাণ আরও বেড়ে গেছে। এমন জোরাল স্রোতের বিপরীতে যদি সাঁতরাতে বাধ্য হয়…

ঝুঁকি তো নিতেই হবে। পশ্চিমে যেতে হলে নদীপথেই এগোতে হবে।

পরদিন বিকালে আবারও ক্যাম্প করল ওরা। জলপ্রপাতের প্রায় কাছে চলে এসেছে। পাহাড়ী একটা টিলার উপর উঠে এসে পশ্চিমে অজানা অঞ্চলের দিকে তাকিয়ে থাকল উইল। কত রহস্যই না জানি অপেক্ষা করছে ওখানে! আসলে কী আছে? সত্যি কি অপূর্ব তৃণভূমি রয়েছে? ডি সোটো বা তার লোকজন ছাড়া আর কোন সাদা মানুষ যায়নি ওখানে, হয়তো উইলই প্রথম। এমনকী ডি সোটোও পুরো এলাকা ঘুরে দেখেনি। আরও দূরে, ফার সীয়িং ল্যান্ডে কি কেউ গেছে?

জায়গাটাকে এড়িয়ে চলে বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান। পানির অভাব বা যাত্রার প্রতিকূলতাই সব নয়। হঠাৎ হঠাৎ অচেনা ঘোড়সওয়াররা চলে আসে ওখানে, ইন্ডিয়ানদের বন্দি করে নিয়ে যায় গোপন রহস্যময় কোন জায়গায়।

ওখানে কি মোষ আছে? মোষকে কি পোষ মানানো সম্ভব? তা হলে ঘোড়ার মতই রাইড করা যাবে। ধারণাটা হাস্যকর এবং অসম্ভব মনে হলেও উইলের মন থেকে সরে গেল না। অসম্ভব হবে কেন? কমবয়সী কোন মোষকে যদি বন্দি করা যায়, শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে মানুষের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হতেও পারে। খাবার খাওয়ালে, যত্ন নিলে হয়তো পোষ মানবে।

তবে সময় লাগবে।

সকালে আবার যাত্রা করল ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যে স্রোতের শক্তিমত্তা টের পেল। হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠল নদী, ঘোলাটে পানিতে

যেন অসুরের শক্তি ভর করেছে। নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় সামনের দিকে ছুটে চলল ক্যানু। কোথাও কোন আলোড়ন বা ফেনা চোখে পড়ছে না, স্রেফ পানির নিজস্ব প্রবাহ টেনে নিয়ে চলেছে ওদের। বো-তে ছিল পিয়োটাহ্, ঘাড় ফিরিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে উইলের দিকে তাকাল পলকের জন্য, তারপর ক্যানুর দিকে মনোযোগ দিল।

ক্যানুর গতি বেড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ পাথুরে একটা জায়গায় এসে পড়ল ওরা। সামনে-পিছনে অসংখ্য বোল্ডার আর প্রকাণ্ড পাথর জেগে আছে পানির বুকে। কোনরকমে পাথরের ফাঁক গলে এগোল ক্যানু, সংঘর্ষ ঠেকাল। সামনে কী আছে, দেখার আগেই উইল টের পেল পানির তীব্র স্রোত বাতাসে ছুঁড়ে দিয়েছে ওদের। ক্যানুটা শূন্যে রয়েছে। ওদের সঙ্গে টনকে টন পানি প্রচণ্ড গতিতে আছড়ে পড়ছে চল্লিশ ফুট নীচে পাথুরে এক খাঁড়িতে।

ক্যানু চালাতে রীতিমত ওস্তাদ লোক পিয়োটাহ্। এক পা ভাঙা হলেও সাগর বা নদীতে ক্যানু চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে উইলের। প্রচণ্ড গতিতে নেমে যাচ্ছে ক্যানু। দু'হাতে শক্ত করে কিনারা চেপে ধরল উইল, ভয়ানক গতিতে নীচের পানিতে আছড়ে পড়ল ক্যানু। মনে হলো ভেঙে যাবে ওটা, কিন্তু পানিই বাঁচাল ওদের—স্রোতের তোড় টেনে নিল ছোট্ট ডিঙিকে। প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে ক্যানু। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ওরা, উপর থেকে আছড়ে পড়া পানি ছিটকে যাচ্ছে চতুর্দিকে, পাথরকুচির মত খোঁচা লাগছে মুখে। মাঝে মধ্যে প্যাডাল চালাল ওরা, যতটা সম্ভব দক্ষিণমুখী করতে চাইছে ক্যানু।

সামনে ঘূর্ণিজল, তীব্র গতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে স্রোত। কয়েক চক্কর কাটার পর স্রোতের টান থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো ওরা। দক্ষিণে, ভাটির দিকে ছুটে চলল ক্যানু, যেন তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনে কখনও এত তীব্র গতিতে ছোটেনি উইল।

মিনিট কয়েক পর স্বাভাবিক স্রোতের মধ্যে প্রবেশ করল ওরা। উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তায় সারা শরীর ঘেমে গেছে, টের পেল উইল, পিয়োটাহ্‌র দিকে তাকাল। ওর দিকে পিছন ফিরে আছে কিকাপু,

শুধু পিঠ দেখা যাচ্ছে, তাই সে ভয় পেয়েছে কি-না, বোঝা সম্ভব হলো না।

গভীর এক ক্যানিয়নে ঢুকে পড়েছে ওরা। যতটা চোখে পড়ছে বা এসেছে, ক্যাম্প করার মত জায়গা নেই। রাতটা বোধহয় ক্যানুতে কাটাতে হবে। হরিণের মাংস চিবানোর ফাঁকে ধীর গতিতে প্যাডাল চালাচ্ছে ওরা। তবে শেষপর্যন্ত ছোট্ট একটা দ্বীপ দেখতে পেল সন্ধ্যার সময়। তীরে ক্যানু ভেড়াল ওরা, ক্লান্ত বোধ করছে দু'জনেই।

খাবার তৈরি করার ঝামেলায় গেল না কেউ, একটা বাক্যও বিনিময় করল না। যার যার বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। মড়ার মত ঘুমাল। সূর্য যখন মাঝ-আকাশের কাছাকাছি চলে গেছে, তখন ঘুম ভাঙল।

পরের কয়েকদিন ছোটার মধ্যে কেটে গেল ওদের। মাছ ধরেছে বা তীরে গিয়ে শিকার করেছে। রাত কেটেছে তীরে। দু'বার অচেনা গোত্রের ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ছোটখাট লড়াই হয়েছে। তবে উইলের লম্বা ধনুকের কারণে সুবিধা করতে পারেনি রেডস্কিনরা; ওটার পাল্লা তাদের ধনুকের চেয়ে অনেক বেশি। প্রথমবার, তীরের রেঞ্জের মধ্যে আসার আগেই আহত হয়েছিল একজন। পরেরবার ইন্ডিয়ানরা কয়েকটা তীর ছুঁড়েছে ওদের উদ্দেশে, কোনটাই লক্ষ্যে আঘাত করেনি। ক্যানুটা ইন্ডিয়ানদের চেয়ে গতিসম্পন্ন এবং হালকা হওয়ায় নিরাপদ দূরত্বে চলে এল।

বুনো প্রাণী চোখে পড়েছে–অসংখ্য হরিণ ছাড়াও মাঝে মধ্যে মোষের ছোটখাট দল দেখেছে। মাইলের পর মাইল পেরিয়ে এসেছে, কিন্তু মানুষ বা তাদের উপস্থিতির কোন নমুনা দেখতে পায়নি। কয়েকবার ভালুককে নদীর কিনারে মাছ ধরতে দেখেছে। কোনটাই ভ্রূক্ষেপ করেনি ওদের, তবে একটা ভাল করে দেখার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল; ওরা বিপজ্জনক নয়, বুঝতে পেরে মাছ ধরায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আবার।

উত্তরে বাঁক নিল নদী, এর কিছুক্ষণ পর ওহাইয়ো নদীতে পড়ল

ওরা। নদীটা টেনাসির চেয়ে অনেক প্রশস্ত। দুই নদীর সংযোগস্থলে একটা ইন্ডিয়ান গ্রাম রয়েছে, তবে রাতের বেলা গ্রামটাকে পাশ কাটিয়ে এল ওরা, তাই বিপদ হলো না কোন। দূর থেকে ঘেউ ঘেউ করল কয়েকটা কুকুর, দু'একজন উৎসুক ইন্ডিয়ান কুঁড়ে থেকে বেরিয়েও এল। অনেক দূর দিয়ে গ্রাম পেরোচ্ছে ওরা, তাই দেখতে পেল না ওদের। আরও কয়েক মাইল এগিয়ে বালির তীরে ক্যানু থামাল। বেশ কিছু উইলো রয়েছে এখানে। মশা তাড়ানোর জন্য ছোট্ট করে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া তৈরি করল। সকালে আবার ক্যানুতে উঠে পড়ল। সামনে গ্রেট রীভার। কোন কোন ইন্ডিয়ান ওটাকে বলে মিসিসিপি।

উইলের পায়ের অবস্থা আগের চেয়ে ভাল এখন। কয়েকদিনের মধ্যে ক্রাচ ছাড়াই হাঁটতে পারবে। যখনই সুযোগ পাচ্ছে, ক্রাচ ছাড়া হাঁটার অভ্যাস করছে, পায়ের মাংসপেশির আড়ষ্টতা কেটে যাবে তা হলে।

ভাঙা হাড় সম্পর্কে ধারণা নেই বলে ঠিক জানেও না কখন ক্রাচ বাদ দিতে হবে।

মিসিসিপিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নদী মনে হলো। এঁকেবেঁকে চলে গেছে ওটা, পানিতে ময়লা, আবর্জনা ছাড়াও বড়সড় গাছের ডাল কিংবা আস্ত গাছও রয়েছে–তীর থেকে উপড়ে নিয়ে এসেছে। একবার একটা বোর্ড চোখে পড়ল, দু'জনেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল–বুঝতে পারছে না কীভাবে এল ওটা। দক্ষিণে পশ্চিমমুখী সেই নদী, যেটা এঁকে দেখিয়েছে নিকঅনা, এবং ওখানেই পিয়োটাহ্‌র সঙ্গে উইলের মিলিত হওয়ার কথা ছিল। কয়েকদিনের পথ নিশ্চই, তবে সঠিক দূরত্ব অনুমান করা মুশকিল হলো উইলের পক্ষে।

পিয়োটাহ্ অবশ্য আগেও গেছে ওখানে। ওর জন্য অপেক্ষা করেছিল। ওর দেখা না পেয়ে ফিরে গিয়েছিল সে।

নদীর তীরে, বালিময় একটা জায়গায় ক্যাম্প করল ওরা। ছোট্ট খাঁড়ি আর নদীর মাঝখানে জায়গাটা। দৈত্যাকার কয়েকটা গাছ থাকায় আড়াল নিয়ে চিন্তা করতে হলো না। মাটির নীচ থেকে

বেরিয়ে এসেছে প্রকাণ্ড মূল, শাখাপ্রশাখা গজিয়েছে ওগুলো থেকে। গাছগুলো বোধহয় উজানের দিক থেকে ভেসে এসেছে। আবর্জনা আর কাদামাটি জমে গিয়ে কয়েক একরের বালিময় দ্বীপের আকৃতি পেয়েছে। পরবর্তীতে উইলো এবং অন্য কয়েকটা গাছ জন্মেছে। সন্দেহ নেই অনেকদিন টিকে থাকবে দ্বীপটা। নদীতে কখনও প্লাবন এলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়বে ভাটির দিকে।

বিশাল মূলের পিছনে আগুন জ্বালিয়েছে ওরা। মাছ সিদ্ধ হচ্ছে।

'তোমার সঙ্গে ওই ইংরেজের পরিচয় হলো কীভাবে?' পিয়োটাহ্‌র উদ্দেশে জানতে চাইল উইল।

সরাসরি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না কিকাপুর কাছ থেকে, এ-ক'দিনে জেনে গেছে ও। তবে এবার পেল। শ্রাগ করে হাতের মাছ কেটে কাঁটা বের করে ফেলল সে। 'খুব ভালমানুষ ছিল সে। সারাক্ষণই বকরবকর করত।'

'কার সঙ্গে?'

'আমার সঙ্গে। শুধু আমার সঙ্গেই কথা বলত। বলত আমি নাকি ওর ভাই।' থেমে মাছ চিবাল পিয়োটাহ্‌। 'তোমার মতই একটা ক্যানু নিয়ে আমাদের গ্রামে এসেছিল ও। তোমার চেয়ে খাটো, কিন্তু দারুণ শক্তিশালী মানুষ।' মিনিট কয়েকের নীরবতা শেষে সে যোগ করল, 'সবসময়ই কাশত সে। এত কাশতে কাউকে দেখিনি আমি। মনে হলো অসুস্থ, তাই জিজ্ঞেস করলাম ওকে।'

আগুনে কাঠ পুড়ছে, পটপট শব্দ হচ্ছে মাঝে মধ্যে। কয়েকটা কাঠি যোগ করল উইল।

'উত্তরে আমাকে বলল ভাল নেই সে। শুধু অসুস্থই নয়, বরং কিছুদিনের মধ্যে মারা যাবে।

'সঙ্গে আনা একটা প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে থাকত সে,' ইঙ্গিতে আয়তাকার একটা আকৃতি দেখাল পিয়োটাহ্‌। 'সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল ওটার পাতা। প্রতি পাতায় ছোট ছোট হরফে কী যেন লেখা ছিল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের মনে হেসে উঠত সে,

কিংবা কখনও কথা বলত প্যাকেটের ভাষায়। জানতে চেয়েছিলাম ওটা কী। বলল এটা হচ্ছে বই। বইটা নাকি ওর সঙ্গে কথা বলছে। কান পেতে শুনলাম আমি, কিন্তু কোন কথাই শুনতে পেলাম না।'

'বইয়ে কথা লেখা থাকে,' ব্যাখ্যা করল উইল। 'সকালে যখন ট্রেইল দেখো তুমি, বুঝে ফেলো রাতে কে বা কোন্ প্রাণী গেছে। এক হিসাবে ট্রেইলটা কথা বলে তোমার সঙ্গে। বইয়ের ব্যাপারটাও তেমন।'

'তাই নাকি? হতে পারে,' চিন্তিত দৃষ্টিতে উইলের দিকে তাকাল পিয়োটাহ্। 'তোমার কাছে বই আছে?'

'আমার বাড়িতে অনেক আছে। সঙ্গে থাকলে ভালই হত।' আঙুল দিয়ে নিজের মাথায় টোকা দিল উইল। 'তবে এখানে অনেক বই আছে। কয়েকদিন আগে দেখা ট্রেইলের কথা যেমন মনে থাকে তোমার, তেমনি বই পড়লেও অনেক খবর মাথায় থাকে। প্রায়ই মনে পড়ে কোন্ বইয়ের সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলেছি।'

'কী বলে তোমার বই?'

'অনেক বিষয়ে। বিভিন্ন ভাবে। তোমরা যেমন বুড়োদের কাছ থেকে তাদের শিকার বা যুদ্ধের গল্প শোনো, আমাদের বইয়েও ওরকম গল্প লেখা থাকে। শুধু আমাদের দাদাদের গল্প নয়, বরং তাদের দাদাদের গল্পও লেখা থাকে।

'পূর্বপুরুষদের কাহিনী লিখে রাখি আমরা, যুদ্ধের গল্প লিখি। তবে সেরা বই হচ্ছে ওগুলো, যাতে আমাদের পূর্বপুরুষদের সাহসিকতা আর বিচক্ষণতার গল্প রয়েছে।'

'ইংরেজ লোকটার বইয়েও কি ওরকম লেখা ছিল?'

'ওর বইয়ে কী লেখা ছিল, বলতে পারছি না। কিন্তু তুমিই বলেছ বইটা পড়ত সে। বইয়ের সঙ্গে যখন কথা বলত সে, কোন কথা মনে পড়ছে তোমার?'

'পড়ত বললে ভুল হবে। আসলে গান গাইত। ওর বইটা বোধহয় ডাক্তারী গানের। একবার বলল: "ওনলি ইন আ ওয়ে"...আরেকটা কথা মনে আছে, "স্নো অভ ইয়েস্টারইয়ার"-এর

সঙ্গে কথা বলত সে।'

'ফ্রাঙ্কুইস ভিলন।'

'কী?'

'ওই লাইন লিখেছেন এক ফরাসি কবি। বহু বছর আগে।'

'ফরাসি? কিন্তু ও তো বলেছিল ফরাসিরা ওর জাতশত্রু!'

'সম্ভবত ঠিকই বলেছে। কিন্তু শত্রু হলেই যে তার কবিতা পছন্দ করা যাবে না, তা তো নয়। তোমরা কি অন্য গোত্রের গান গাও না?'

না বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল পিয়োটাহ্, শ্রাগ করল। 'গাইলেও কিছু পরিবর্তন করে নিই আমরা। তবে একসময় ওগুলো তো আমাদের গানই ছিল···অন্তত আমার ধারণা।'

'পা-টা বোধহয় ভাল হয়ে গেছে। কাল ক্রাচ ছাড়া হাঁটব।'

'হাঁটলেই ভাল হবে। সামনে বহু ঝামেলা রয়েছে। আমার মনে হচ্ছে লড়াই করতে হবে আমাদের।'

ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। রাতে একবার জেগে গেল উইল। আগুন নিভে গেলেও জ্বলজ্বল করছে কয়লা। আকাশে তারা চোখে পড়ল না। বাতাসে বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিস্তৃত এক অঞ্চলে শুধু ওরা দু'জন···নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হলো উইলের।

অস্বস্তিকর, অদ্ভুত একটা অনুভূতি—নিঃসঙ্গ, একা!

কাঁধের উপর কম্বল টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুলো উইল, কান পেতে নদীর কুলকুল ধ্বনি শুনল।

বহুদিন এমন গভীরভাবে ঘুমানোর সুযোগ হবে না, ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না উইল ক্যালকিন।

# বারো

পিস্তল দুটো প্যাক থেকে বের করে কোমরে রেখেছে উইল। ব্যবহার করার ইচ্ছে নেই, কিন্তু দরকার পড়তে পারে। হয়তো এমন পরিস্থিতিতে পড়বে যে ব্যবহার করা ছাড়া উপায় থাকবে না। তীর-ধনুক তো হাতের নাগালে রয়েছেই।

নদীর বাঁকের যেন শেষ নেই। তীরে ঘন গাছপালা। মরা গাছপালা বা উপড়ে আসা গাছের মূল কিংবা শ্বাসমূল বাকলের তৈরি ক্যানুর জন্য দারুণ বিপজ্জনক। সামান্য অসতর্ক হলে সংঘর্ষ ঘটে যেতে পারে। প্রতি বাঁকে আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে হিংস্র ইন্ডিয়ানরা। কিংবা পানিতে এমন কোন জিনিস–পাথর বা গাছ–থাকতে পারে যেটার সঙ্গে ধাক্কা খেলে উল্টে যাবে ক্যানু।

বিপদের যত সম্ভাবনাই থাকুক, চারপাশে অতুলনীয় সৌন্দর্যও রয়েছে। নিঃসঙ্গ ভ্রমণটা খারাপ লাগছে না। সাইপ্রেস বা স্পেনিশ মস আছে যেখানে, ঘন ছায়া তৈরি হয়েছে। ওঅটর ওক, হিকারি, টুপেলো গাম, আরও কত নাম না-জানা গাছ। প্রতিযোগিতায় মত্ত ওরা, কে কার চেয়ে বড় হতে পারে কিংবা নদীর কতটা কাছাকাছি জন্মাতে পারে। পানির উপর নেচে বেড়াচ্ছে হামিংবার্ড, ঘোলাটে পালকে ঝিলিক মারছে সূর্যের আলো।

এক ঝাঁক বুনো হাসকে চমকে দিল ওরা। উড়ে গেল ওগুলো। তবে তার আগেই পিয়েটাহ্‌র তীরে ধরাশায়ী হয়েছে একটা। কিছুদিন ধরে এভাবেই কাটছে ওদের–নদীর উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। মাছ ধরছে, বুনো পায়রা বা রাজহাঁস শিকার করছে। প্রায়ই ভালুক চোখে পড়ছে, কিন্তু কোনটাই আক্রমণ করতে এল না,

বরং যেন ওদের সম্পর্কে কৌতূহলী।

নদীপথে চলার জীবনটা ভালই লাগছে উইলের।

'মানুষ নেই,' মন্তব্য করল পিয়োটাহ্।

'কখনও কখনও না থাকাই ভাল।'

ঘাড়ের উপর দিয়ে ওর দিকে ফিরে তাকাল পিয়োটাহ্, চোখে অর্থপূর্ণ চাহনি। হয়তো এ-কারণেই একা ভ্রমণ করতে অভ্যস্ত সে। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে? বেশিদিন নয়, জানা আছে উইলের, হয়তো শুরুটা ওরা করবে, তবে অচিরেই চলে আসবে লোকজন। ততদিন পর্যন্ত, যেখানে খুশি যেতে পারবে ওরা, মোটামুটি নিরাপদে ঘুরে বেড়াতে পারবে।

'ইংরেজ লোকটা কি অনেকদিন ছিল তোমার সঙ্গে?'

'ও যখন এসেছিল, আমি তখন এইটুকু,' পানির উপর একটা হাত তুলে দেখাল সে। 'আমি যখন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, তখন মারা গেছে সে।'

বিস্মিত হলো উইল। আশা করেনি এতদিন ধরে কিকাপুদের সঙ্গে ছিল ইংরেজ লোকটা। এটা একটা রহস্য বটে। শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, রুচিবান মানুষ কেন চেনা-জানা পরিবেশ বাদ দিয়ে বুনো ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে কাটিয়ে দেবে শেষ জীবনটা? আর কীভাবেই বা ইন্ডিয়ানদের গ্রামে গেল সে?

'সত্যিকার বন্ধু জুটানো সৌভাগ্যের ব্যাপার।'

উত্তর দিল না কিকাপু, তবে কিছুক্ষণ পর বলল, 'উঁহুঁ, বন্ধু থাকা আসলে খারাপ। অন্তত আমার জন্য।'

'বন্ধু থাকা খারাপ? কিন্তু...'

'আমি তখন খুব ছোট। গল্প বলত সে। গল্প শুনতে ভাল লাগত। পেঁচা, কয়োট বা নেকড়ের গল্প নয়। লোহার বর্ম পরা যোদ্ধাদের গল্প, ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত ওরা। আচ্ছা, ঘোড়া কী?'

বোঝাই যাচ্ছে কখনও ঘোড়া দেখেনি পিয়োটাহ্। 'একটা পশু। এল্কের চেয়ে লম্বা, তবে শিং নেই। ওটার পিঠে চড়তে পারে মানুষ।'

'পিঠে চড়ে?'

'ঘোড়ার পিঠে দু'পাশে পা ছড়িয়ে বসতে হয়। হাঁটা লাগে না, এমনিতে ভ্রমণ করা যায় মাইলকে মাইল।'

'একটা লম্বা লেজ আছে, দুটো কান···তাই না?' দুটো আঙুল তুলে জানতে চাইল পিয়োট্যাহ্।

'হ্যাঁ।'

'তা হলে দেখেছি ওটাকে। খুব দ্রুত ছুটতে পারে।'

'ঘোড়া দেখেছ তুমি? কিন্তু সেটা তো···!' সময়মত নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল উইল। হাতি সম্পর্কে একবার তর্ক করেছিল ও, পিয়োটাহ্র কথায় সন্দেহ প্রকাশ করতে খেপে গিয়েছিল সে। 'কোথায় দেখেছ?'

'অনেকগুলো দেখেছি,' দক্ষিণ দিকে ইশারা করল সে। 'কমবয়সী একটাকে মেরে খেয়েছিলাম।' সন্দিহান দৃষ্টিতে উইলের দিকে তাকাল পিয়োটাহ্, বুঝতে চাইছে ও বিশ্বাস করছে কি-না। 'খুব খুব শক্ত ছিল ওটার।'

বিহ্বল বোধ করছে উইল। ঘোড়া আছে এই অঞ্চলে? ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি।

কেন নয়? ডি সোটোর গল্প মনে পড়ল ওর। সোটোর মৃত্যুর পর বোট তৈরি করে চলে গিয়েছিল ওর লোকেরা। ঘোড়াগুলোকে কী করেছিল তারা? যদি ছেড়ে দিয়ে থাকে, নিশ্চই বুনো হয়ে গেছে। রাইড করার জন্য স্ট্যালিয়ন পছন্দ করে স্পেনিশরা, তবে প্যাক হর্স হিসাবে মেয়ার বা মিউল ব্যবহার করে।

ঘোড়া···খবর বটে একটা! কয়েকটাকে ধরে যদি পোষ মানানো যায়···

যদি রাইড করা যায়, ফার সীয়িং ল্যান্ডের সীমাহীন বিস্তৃতিকে অত দীর্ঘ মনে হবে না কারও কাছে···

মিসিসিপির বুক চিরে এগিয়ে চলল ক্যানু। রাতের বেলায় পশ্চিম তীর ঘেঁষে এগোল ওরা। একবার দূরে ক্ষীণ ধোঁয়া দেখতে পেয়েছে, কিন্তু ক্যানু থামায়নি। এখানে কোন বন্ধু থাকা অসম্ভব। সন্ধ্যার পর কাদাময় তীরে ক্যানু ভিড়াল ওরা। একটা মোকাসিন

মেরে ফেলল। সাপটা বিশাল।

পিয়োটাহ্‌র ব্যাপারে ক্রমে দ্বিধান্বিত হয়ে উঠছে উইল। চেরোকিদের কাছে শুনেছে কিকাপুরা জন্মগতভাবে অভিযান-প্রিয়, কিন্তু পিয়োটাহ্‌র মধ্যে আরও কী যেন আছে। বালক বয়সে শিক্ষিত একজন মানুষের দীক্ষায় বদলে গেছে সে? তাবৎ কিকাপুদের চেয়ে ভিন্ন ধাতে গড়ে উঠেছে? স্বজনদের মধ্যে থাকতে পারে না সে, সেজন্যই একাকী ঘুরে বেড়ায়? একই ব্যাপার বোধহয় ওর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, আনমনে ভাবল উইল।

চিন্তাটা বিহ্বল করে তুলল ওকে। অপ্রত্যাশিত, নতুন কিন্তু অদ্ভুত উপলব্ধি। হয়তো ঠিকই—পরিবারের মধ্যে বেমানান এক সদস্য ও। সাকিমের দীক্ষা কি ভিন্ন রুচি ও মানসিকতার মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছে ওকে?

নতুন পৃথিবীতে ওর চেয়ে বরং হার্ভে আর নিয়ালকেই বেশি মানায়, সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে ওরা। উইল করে না। হয়তো নিয়ালই বেশি যোগ্য, যেহেতু কথা বলে কম। আশপাশে যা কিছু ঘটে, তাই মেনে নেয় সে, এবং সেভাবেই নিজের কাজ করে যায়। যে-ভুবনে বাস, সেটা নিয়ে সন্তুষ্ট নিয়াল, কখনও পরিবর্তন করার চেষ্টা করে না। চলার পথে যদি কখনও কোন গাছ পড়ে, ওটা কেটে ফেলবে নিয়াল। কোন ইন্ডিয়ান যদি ওকে খুন করার চেষ্টা করে, তা হলে ইন্ডিয়ানকে খুন করে নিজের পথে চলে যাবে। হার্ভেও ওরকম, তবে একটু বেশি ভাবুক, কৌশলী ও বিচক্ষণ। আগে থেকে ভবিষ্যৎ আঁচ করতে পারে সে, এবং সেভাবেই নিজেকে তৈরি করে।

এক হিসাবে সাকিম দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী। পারিপার্শ্বিকতাকে ছাড়িয়ে যেত তার চিন্তা-ভাবনা। নিদারুণ কৌতূহল বোধ করত যে-কোন ব্যাপারে। অসংখ্য প্রশ্ন আসত তার মাথায়, উত্তর খুঁজত ওগুলোর। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার অধীর আগ্রহ বোধ করত। একই স্বভাব উইলের মধ্যেও তৈরি হয়েছে।

অস্থিরমতির মানুষ পিয়োটাহ্। ইংরেজ লোকটা এমন কিছুর বীজ বপন করেছে ওর মধ্যে যে নিজের লোকদের ছেড়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছে সে। উইল খেয়াল করেছে পিয়োটাহ্‌র দৃষ্টিভঙ্গি বা চিন্তাধারা মোটেই অন্য ইন্ডিয়ানদের মত নয়।

অস্বাভাবিক মানুষ ওরা–পিয়োটাহ্ আর ও, ভাবল উইল। তবে এই বৈপরীত্যের গভীরতা ওর মধ্যে বেশি। ইন্ডিয়ানরা নিজ গোত্রের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে, গোত্রের নিয়মই হলো প্রতিটি সদস্য বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকবে। এভাবেই কাটছিল রেড্‌স্কিনদের। তারপর এখানে-সেখানে তাদের সঙ্গে পরিচয় হলো ইংরেজ, স্কট বা ফ্রেঞ্চদের–অস্ত্রের পাশাপাশি নতুন নতুন ধারণার সঙ্গে রিচিত হলো ওরা। পিয়োটাহ্ আসলে পরিবর্তনের শিকার। কিকাপুর ভাবনার পুকুরে একটা ঢিল ছুঁড়ে মেরেছে ইংরেজ লোকটা, না জানি কখন বা কোথায় গিয়ে শেষ হয় ঢেউগুলো!

'সামনে বড় গ্রাম,' সামনের দিক দেখাল পিয়োটাহ্। 'কোয়াপুদের গ্রাম।' হাত চালিয়ে সামনে-পিছনের এলাকা বোঝাল সে। 'ওসেজরাও থাকে অবশ্য। ইয়া লম্বা ওরা। আমার চেয়ে দেড় গুণ লম্বা।'

সাড়ে ছয় বা সাত ফুট? নিঃসন্দেহে দারুণ লম্বা। পিয়োটাহ্‌র ইশারায় উইল বুঝল খানিকটা কুঁজো হয়ে হাঁটে ওসেজরা। কাঁধ তেমন প্রশস্ত নয় ওদের।

'ব্যাটারা খারাপ। যুদ্ধ হবে ওদের সঙ্গে।'

গ্রামটা পুব তীরে, তাই পশ্চিম তীর ঘেঁষে এগোল ওরা। আরকান্সাস নদীর মুখ চোখে পড়বে যে-কোন সময়। উত্তর-পুব দিক থেকে এসে মিসিসিপির সঙ্গে মিলিত হয়েছে ওটা। বড়সড় হলেও মিসিসিপির আঁকাবাঁকা গতিপথের কারণে দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে।

পিয়োটাহ্‌র মতে কোয়াপুরা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ওসেজদের সঙ্গে সংঘবদ্ধ। তবে নদীর কাছাকাছি অবস্থান বলে কোয়াপুদের ঈর্ষা করে ওসেজরা।

সন্ধ্যার পর একটা হরিণ শিকার করল ওরা।

হঠাৎ করে রাত নেমে এল। গাছের ছায়ার প্রতিটি মিলেমিশে একটা ছায়ায় রূপ পেয়েছে, দিনের শব্দ শেষ হয়ে রাতের শব্দ শুরু

হলো। শুরুতে নিয়মিত ছন্দ ছাড়াই, তবে একসময় ছন্দময় হয়ে উঠল। ব্যাঙের দল ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করছে, পানিতে ঝপাৎ করে পড়ল বড়সড় দীর্ঘকায় একটা প্রাণী।

'অ্যালিগেটর,' বলল পিয়োটাহ্। 'বিশাল।'

অ্যালিগেটর এখানে? হতে পারে। ক্যারোলিনায় প্রায়ই দেখা যায় এদের। স্পেনিশদের সঙ্গে ঘোড়ার ব্যবসা করতে দক্ষিণে গিয়েছিল নিয়াল, সেখানে প্রচুর অ্যালিগেটর দেখেছে।

ছোটখাট ক্যানুর আশপাশে প্রকাণ্ড অ্যালিগেটরের উপস্থিতির চিন্তাটা রীতিমত অস্বস্তিকর।

নীরব থাকার ইশারা করল কিকাপু, দারুণ সতর্কতার সঙ্গে প্যাডাল চালাচ্ছে। অন্ধকারে, চকচকে পানি চিরে এগিয়ে চলল ক্যানু। নদীর তীর থেকে পচা লতাপাতা আর গাছের গন্ধ ভেসে আসছে। একবার পানির উপর নুয়ে পড়া একটা গাছ পেরোল ওরা। পেরিয়ে যাওয়ার সময় উইল খেয়াল করল গাছের গুঁড়ির উপর বসে আছে দৈত্যাকার এক ভালুক, ওদের কাছ থেকে মাত্র এক-দেড় হাত দূরে। ওদের মতই বিহ্বল হয়ে পড়েছে ওটা, চমক কাটিয়ে ওঠার আগেই ক্যানু সরে গেল কয়েক হাত দূরে। পিছন থেকে বিস্ময়মিশ্রিত হুঙ্কার ছাড়ল ওটা। ততক্ষণে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেছে উইলরা।

বনের স্বাভাবিক শব্দ আর প্যাডাল চালানোর হালকা আওয়াজ ছাড়া সবকিছু নীরব। দূরে, নদীর ওপাড়ে ড্রামের শব্দ শোনা যাচ্ছে, মাঝে মধ্যে চলছে সম্মিলিত চিৎকার। সামনে বড়সড় একটা দ্বীপ চোখে পড়ল।

'দেরি নেই আর,' বিড়বিড় করল পিয়োটাহ্।

কয়েকটা মিনিট কেটে গেল। পশ্চিম তীরের দিকে তাকাল উইল, খুঁটিয়ে দেখল, কিন্তু গাছের অবস্থান বরাবর অন্ধকার একটা পর্দা ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। বাতাস স্থির, আর্দ্র। নদীতে বেশ স্রোত।

অ্যালিগেটরটাকে দেখার আগেই উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া

গেল। ক্যানুটাকে ডানপাশ থেকে মাঝ নদীর দিকে ঠেলছে ওটা।

'চলে এসেছে,' বলল পিয়োটাহ্।

তুলনামূলক স্রোতের দিকে ক্যানুর বো ঘুরাল সে, গায়ের জোরে প্যাডাল চালাচ্ছে। উইলও প্যাডাল চালাচ্ছে, স্রোতের টান সাহায্য করছে ওদের। জোড়া প্যাডাল আর স্রোতের কাছে পরাস্ত হলো অ্যালিগেটর, ওটাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল ক্যানু।

দারুণ সুন্দর এলাকা। বুনো প্রকৃতিতে যে এত সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, না দেখলে বোঝা কঠিন। একবার চার ব্রেভের একটা ক্যানু তাড়া করল ওদের, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে রেডস্কিনরা টের পেয়ে গেল মান্ধাতার আমলের ক্যানু দিয়ে উইলদের হালকা এবং গতিশীল ক্যানুর সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারবে না। কিছুটা পথ আসার পর হাল ছেড়ে দিল ওরা।

উইলের জখমগুলো শুকিয়ে গেছে। চিতার দাঁতের ক্ষতের জায়গায় দাগ রয়ে গেছে অবশ্য। ওগুলো হয়তো মিশে যাবে একসময়, কিন্তু কোমরে বা উরুতে আঁচড়ের দাগগুলো আজীবনই থেকে যাবে।

ঠিকই বলেছে পিয়োটাহ্। চিতাটার এক পা খোঁড়া ছিল। এক পায়ের কারণে হরিণ বা অন্য কোন প্রাণী শিকার করতে পারছিল না। অপেক্ষাকৃত শ্লথ, নিরীহ প্রাণীর উপর নির্ভর করছিল ওটা। সে-হিসাবে উইলকে উপযুক্ত শিকার মনে করেছিল। ওর ভাগ্য ভাল যে লাফ দেওয়ার আগেই চিতাটাকে দেখতে পেয়েছিল।

সব ক্ষতই শুকিয়ে যায়, কিন্তু দাগ থাকে। আজীবন। মুখে অবশ্য কোন দাগ নেই । থাকলেও কিছু আসত-যেত না। আনমনে হেসে উঠল উইল। যেখানে যাচ্ছে, ওর চেহারার বিচার করবে না কেউ। মা বা ওদের হাউসকীপ জেনি উইলকক্স থাকলে না হয় একটা কথা ছিল।

মিসিসিপির মতই আঁকাবাঁকা গতিপথ আরকান্সাসের। দু'তীরে ঘন বনভূমি। দীর্ঘ ঋজু গাছের সারি।

দক্ষিণে কোথাও বিশাল এক উপসাগর রয়েছে, মিসিসিপি তার

সমস্ত প্রবাহ ঢেলে দিয়েছে ওটায়। কোন একসময় হয়তো জাহাজ তৈরি হবে, তা হলে কাঠ, ফার বা অন্যান্য দ্রব্য নদী হয়ে উপসাগরে, তারপর অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

দুনিয়ার সব বড় বড় সভ্যতা নদী কেন্দ্রিক–নীল, টাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস, ভারতবর্ষের নদীসমূহ, টিবের, সীন, টেমস···মিসিসিপিকে ঘিরে কোন একদিন হয়তো এমন এক সভ্যতার সৃষ্টি হবে।

সর্বক্ষণ সচেতন, সতর্ক থাকছে উইল–চারপাশে নজর রাখছে। শুধু বিপদের আভাস পাওয়ার জন্য বললে ভুল হবে, বরং কৌতূহল নিবৃত্ত করার ইচ্ছেও রয়েছে। বহুদিনের অভ্যাস এটা। শূটিং ক্রীকে থাকার সময়ই তৈরি হয়েছে। শিকার থেকে বাড়িতে ফিরে এলে বাবা সবসময় ওদের তিন ভাইকে জিজ্ঞেস করতেন, কী দেখেছে। শুধু বুনো পশু বা ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে নয়, বরং নানান জাতের পাথর, গাছ, খনিজ পদার্থের সম্ভাব্য উৎস হতে পারে···এমন সব বিষয়ে ছিল ব্রায়ান ক্যালকিনের কৌতূহল। তিনি জানতেন বুনো পশ্চিমে শত বিপদের মধ্যে টিকে থাকতে হলে পারিপার্শ্বিকতার সুবিধা নিতে হবে, সেজন্য জানা থাকতে হবে কোথায় কী রয়েছে, একজন মানুষ প্রকৃতি বা পরিবেশ থেকে কী কী পেতে পারে।

শূটিং ক্রীকের ধারে-কাছে সালফার, লোহা এবং সীসার উৎসের সন্ধান পেয়েছিল ওরা। রত্ন সম্পর্কে সবসময়ই সজাগ থাকত সবাই। এর কোনটা ছিল একেবারে নিখাদ, স্রেফ একটা রত্নের বিনিময়ে হয়তো ছোটখাট জাহাজের সব মালামাল কেনা সম্ভব।

বাড়তি সতর্ক থাকার মত পরিস্থিতি এখন। যে-কোন ইন্ডিয়ানই সম্ভাব্য শত্রু হতে পারে, একইসঙ্গে ইশাকোমি এবং ওর দলের চিহ্নও খোঁজ করতে হবে।

ক্যাম্প করার মত কয়েক জায়গায় থেমেছে ওরা, কিন্তু এমন কোন চিহ্ন খুঁজে পায়নি। কীভাবে এগিয়েছে ইশাকোমি–ক্যানুয়ে, না পায়ে হেঁটে? নাতচিরা মূলত পানির মানুষ, সেক্ষেত্রে সম্ভবত নদীপথেই এগিয়েছে ওরা।

নেহাত সৌভাগ্যক্রমে ইশাকোমির দলের প্রথম চিহ্ন খুঁজে পেল ওরা। সারাদিন স্রোত ঠেলে এগোতে হয়েছে ওদের, ক্লান্ত বোধ করছে দু'জনেই। বাম দিক থেকে একটা ক্রীক এসে মিলিত হয়েছে নদীর সঙ্গে, ক্যানু ঘুরিয়ে ক্রীকের মুখের দিকে এগোল উইল, কাদাময় তীরে নামল। আগেই নেমে গেছে পিয়োটাহ্, চারপাশে রেকি করবে। প্যাডাল চালিয়ে, তারপর টেনে ক্যানুটাকে আরও উপরে তুলে আনল উইল, যাতে রাতে জোয়ারের সময় ভেসে না যায়। নিশ্চিত হওয়ার জন্য র-হাইড দিয়ে কিছুর সঙ্গে বেঁধে রাখতে হবে।

কাদার মধ্যে গাছের মূল বেরিয়ে আছে মনে হলো ওর, র-হাইড হাতে এগিয়ে গেল। কিন্তু কাছে যেতে ওটাকে ধাতব একটা জিনিস মনে হলো। ঝুঁকে তুলে আনার প্রয়াস পেল উইল। উঁহুঁ, আসছে না। দ্রুত হাতে কাদা সরিয়ে ওটার চারপাশ খুঁড়ে ফেলল। ভিতর থেকে যা বেরিয়ে এল—একটা বর্ম!

সময় লাগবে সবটা বের করতে। কৌতূহলের কাছে পরাজিত হলো সব ক্লান্তি। দ্রুত খুঁড়ে চলল উইল। জিনিসটা তুলে এনে পানিতে চুবাল কাদা সরানোর জন্য। ধুয়ে ফেলার পর দেখা গেল আয়তাকার একটা জিনিস। ভিতরের চিঠির সুরক্ষার জন্য বাইরে ধাতব আবরণ দেওয়া হয়েছে। স্পেনিশ সৈন্যরা ব্যবহার করে জিনিসটা। ডি সোটোর কোন সৈনিকের ছিল এটা? সম্ভব। তবে নাও হতে পারে। মিসিসিপি এলাকায় অন্তত একশো বছর আগে এসেছিল ডি সোটো, কিন্তু এরপরও স্পেনিশ সৈন্যরা এসেছে এদিকে।

ক্যাম্পে পৌঁছল উইল। ইতোমধ্যে আগুন ধরিয়ে ফেলেছে পিয়োটাহ্। হাত তুলে কাছাকাছি পুরানো একটা ক্যাম্প দেখাল। কিছু কয়লা পড়ে রয়েছে। ইন্ডিয়ানদের তৈরি। আগুনের কাছ থেকে একটু দূরে, বনের কিনারে ডালপালা দিয়ে অস্থায়ী আশ্রয় তৈরি করা হয়েছে।

'নাতচিদের,' বলল সে।

আশ্রয়টা একজনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। একেবারে ছোট। বিছানার জন্য লতা-পাতা ব্যবহার করা হয়েছে। কয়েক সপ্তাহের পুরানো, অনুমান করল উইল, মাসখানেকের বেশিও হতে পারে। পাতা বা লতা শুকিয়ে মরে গেছে প্রায়।

একজনের শোওয়ার ব্যবস্থা। ইশাকোমির জন্য?

আশপাশে কোথাও কোন ট্র্যাক বা চিহ্ন নেই। নাতচি ব্রেভরা নিশ্চই ধারে-কাছে ক্যাম্প করেছিল।

রাতে আগুনের পাশে বসে বর্মটা আরও পরিষ্কার করল উইল। মরিচা চাঁছার পর বালি দিয়ে ঘষে ওটার ঔজ্জ্বল্য পুনরুদ্ধার করল। পিয়োটাহ্‌কে বলল এটার ব্যবহার।

আগুনটা ছোট রেখেছে ওরা, যাতে দূর থেকে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। ইশাকোমির ক্যাম্পে বর্মটা পেয়ে মোটেই বিস্মিত হয়নি উইল। দৈবাৎ হলেও স্বাভাবিক। ইশাকোমির আগে অন্যরাও নিশ্চই থেমেছে এখানে, এবং ভবিষ্যতেও থামবে। জুতসই একটা ক্যাম্প সবার জন্যই ভাল।

অস্থায়ী আশ্রয়ের দিকে চলে গেল উইলের দৃষ্টি, মনে মনে ভাবল কীভাবে এগিয়েছে ইশাকোমি। আদৌ কি বেঁচে আছে এখনও? যে-জায়গার উদ্দেশে অভিযানে বেরিয়েছে, খুঁজে পেয়েছে?

গোত্রের মধ্যে ওর অবস্থান সবচেয়ে উঁচুতে, অভিজাত মহিলা হিসাবে ওকে দেখবে যোদ্ধারা, কিন্তু এ-ধরনের যাত্রায় অভিজাত আর সাধারণের মধ্যে খুব কমই পার্থক্য থাকে। ইন্ডিয়ানরা তুলনার বিচার করে না কখনও, অন্তত তাই জানে সাদা মানুষ, তবে নাতচিদের অনেক গল্প শুনেছে উইল।

সবার জন্য নতুন বসতি খুঁজতে গেছে ইশাকোমি, নিজের সঙ্গে নাতচি রাজকন্যার মিল আবিষ্কার করল উইল। সিকুয়াচি উপত্যকা খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত একই অন্বেষায় ছিল ও।

মনে মনে মেয়েটির সাফল্য কামনা করল ও।

নাকাপার কথা মনে পড়ল এবার…নিশ্চই আবার দেখা হবে তার সঙ্গে! এ-ব্যাপারে নিশ্চিত উইল। ফের যখন মুখোমুখি হবে, পূর্ণ

সুস্থ থাকবে ও, নিজের পায়ের উপর খাড়া থাকবে। থাকবে সশস্ত্র।

উইল মনে মনে প্রার্থনা করল ব্যাপারটা যেন তাড়াতাড়ি ঘটে।

## তেরো

নদীর পানিতে সূর্যের আলো, কিন্তু বনে এখনও আলো-ছায়ার লুকোচুরি চলছে। বড় বড় গাছ ঝুঁকে পড়েছে নদীর উপর, চলার পথে মাথায় লাগছে ওগুলোর পাতা। নীরবে এগিয়ে চলল ওরা, ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন, জানে যে অনাগত বিপদ হয়তো নদীর সামনের বাঁকে অপেক্ষায় রয়েছে।

উইলের বিশ্বাস, নাকাপা সামনে কোথাও আছে। ভাগ্য ভাল যে সে জানে না পিছু পিছু আসছে ওরা। কতক্ষণ এই সৌভাগ্য থাকবে, বলা কঠিন।

চারপাশ নীরব, শান্ত নিরুপদ্রব পরিবেশ। নদীর পানিতে ঢেউ তুলেছে বাতাস, ঢেউয়ের চূড়ায় হাজার মণিমুক্তো তৈরি করেছে সূর্যের আলো। তীরের লাগোয়া গাছের ডাল থেকে ছুটে এল একটা মাছরাঙা, ঝুপ করে পানি থেকে একটা মাছ তুলে নিয়ে চম্পট দিল। প্যাডাল ছেড়ে ধনুক তুলে নিল পিয়োটাহ্, তীর লাগাল। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল মাছরাঙাটা, চমকে গেছে কোন কারণে। চট করে পাশ ফিরে তাকাল। সামনে, নদীর বাঁকের মুখটা নুয়ে পড়া গাছের কারণে দেখা যাচ্ছে না। যতটা নিঃশব্দে সম্ভব বৈঠা চালাচ্ছে উইল, পিয়োটাহ্‌কে সুযোগ দিল নিশ্চিন্তে কাজ সারার।

গাছের কারণে সামনে কী আছে, দেখা যাচ্ছে না, আটকে রেখেছে ওদের দৃষ্টিপথ। বৈঠার পুরোটা চালাল উইল, এগোল ক্যানু; তবে তৈরি রয়েছে ও, প্রয়োজনে গাছের আড়ালে সরিয়ে নেবে

ক্যানু।

পুড়ন্ত কুঁড়ে থেকে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকা নিহত বা আহতদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে রক্তাক্ত এক ইন্ডিয়ান। পড়ে থাকা মানুষগুলোর একজনেরও মাথার চামড়া নেই। চারপাশে ভাঙা-হাঁড়ি-পাত্র, কেতলি। লুটপাটের পর ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে গ্রামটা, লোকজনকে পাইকারি হারে খুন করা হয়েছে।

এ-ধরনের করুণ দৃশ্য উইলের জন্য নতুন। একই অভিজ্ঞতা ফের অর্জন করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই ওর।

উইলরা তীরে ক্যানু ভেড়াতে স্খলিত পায়ে এগিয়ে এল যোদ্ধা, কয়েক কদম এসে ধপাস করে পড়ে গেল। দ্রুত তার কাছে চলে গেল উইল। লোকটার মাথার চামড়া তুলে নেওয়া হয়েছে, রক্তাক্ত হয়ে আছে পুরো মাথা। শত্রুরা বোধহয় ভেবেছিল মারা গেছে সে, কিংবা গ্রাহ্য করেনি। লোকটার বুক আর পেটে ভয়ঙ্কর একটা ক্ষত–প্রায় বিশ ইঞ্চি লম্বা, বুক থেকে তলপেট পর্যন্ত। একই ধরনের, তবে ছোট ছোট জখম রয়েছে দুই উরুতে। সমানে রক্তপাত হচ্ছে, এতক্ষণ যে কীভাবে টিকে ছিল সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার। চোখ খোলা লোকটার, সচেতন; চাহনিতে দুনিয়ার হতাশা।

দ্রুত তাকে একপাশে সরিয়ে আনল ওরা। আগুন জ্বালিয়ে পানি গরম বসিয়েছে পিয়োটাহ্। ভাঙা পাত্রের বড়সড় একটা টুকরো ব্যবহার করছে পাত্র হিসাবে।

জখম পরিষ্কার করার পর শরীর আর উরুর ক্ষত তিনটে সেলাই করা হলো। সঙ্গে সবসময় তন্তু জাতীয় এক ধরনের সুতো রাখে উইল, সেটাই কাজে লাগল। সেলাই করার সময় স্থির শুয়ে থাকল ইন্ডিয়ান, পুরোমাত্রায় সচেতন, কিন্তু টুঁ শব্দও করল না।

অন্য কেউ বেঁচে নেই। সাধ্যমত আগুন নেভানোর চেষ্টা করল উইল, ভয়ঙ্কর ঘটনাটার কারণ অনুমান করার প্রয়াস পেল মনে মনে। মূল্যবান কোন কিছুই নেই–লুট হয়ে গেছে কিংবা ধ্বংস করা হয়েছে। হামলার সময় ঘুমিয়ে ছিল গ্রামবাসী, এমন কিছু হতে পারে

প্রত্যাশা করেনি। কোন অস্ত্র ফেলে যায়নি লুটেরারা। যেটা নেয়নি, মৃতদের শরীরে গেঁথে রেখে গেছে।

ক্রীক থেকে পানি নিয়ে এল উইল। বুভুক্ষের মত পান করল আহত ইন্ডিয়ান। উইল কাপ সরিয়ে নিতে ওর দিকে তাকাল সে, ক্ষীণ স্বরে বলল কী যেন। 'বলছে ও কোয়াপু,' অনুবাদ করল পিয়োটাহ্। 'নাম আকিচেতা।'

পিয়োটাহ্র দিকে ইশারা করল উইল। 'ও কিকাপু।'

'আমি কী জানে ও,' বলল পিয়োটাহ্। 'তোমাকে চেনে না।'

কী বলা উচিত? ইংরেজ বলবে নিজেকে? উঁহুঁ, কোয়াপুকে বোঝানো কঠিন হবে। ওর সত্যিকার পরিচয় কী? এখানে জন্মেছে, তাই আমেরিকান। কিন্তু আসলে এর মানে কী? কোয়াপু বা কিকাপুরাও তো জন্মেছে এখানে।

'আমি ক্যালকিন,' শেষে বলল ও। 'ব্রায়ান ক্যালকিনের এক ছেলে।'

'তাই?' ফিসফিস করল আহত কোয়াপু। 'ক্যাল-কিন!'

নামটা জানে সে। বোঝা গেল শুধু আশপাশে নয়, বরং পশ্চিমের সুদূর এই অংশেও ব্রায়ান ক্যালকিনের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। এটা ঠিক যে এখানে ত্রিশ বছর ধরে বাস করেছেন তিনি, বেশিরভাগ সময় শূটিং ক্রীকে। বহু গোত্রের ইন্ডিয়ানের সঙ্গে ব্যবসা করেছে ক্যালকিনরা, সম্ভবত এ-কারণেই ব্রায়ান ক্যালকিনের ব্যাপক পরিচিতি।

সব লাশ একপাশে সরিয়ে ফেলল ওরা। নদীর তীরে ক্যাম্প করল এরপর। আহত কোয়াপুর জন্য শুরুয়া তৈরি করল, ধরেই নিয়েছে টিকে থাকবে না সে। যার যার সীমাবদ্ধ জ্ঞান থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে ওরা। ক্ষত পরিষ্কার রাখতে হবে, সুস্থতার প্রশ্নে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, সাকিমের কাছ থেকে শিখেছে উইল; সেটাই করেছে ওরা। সাকিম এও মন্তব্য করেছিল যে পৃথিবীর অন্য যে-কোন জায়গার তুলনায় আমেরিকাতে ক্ষত দ্রুত শুকায়। লোকজন কম বলে, নাকি শুষ্ক পরিষ্কার বাতাসের কারণে? কিংবা

সাধারণ খাবারের বদৌলতে? সঠিক কারণটা জানা নেই উইলের, এমনকী সাকিমও বলতে পারেনি।

কারা আক্রমণ করেছে গ্রামে?

টেনসাদের কাজ, কোয়াপুর কাছ থেকে জানতে পারল ওরা। দক্ষিণে থাকে এই গোত্রের ইন্ডিয়ানরা। ওদের নেতৃত্ব দিয়েছে অন্য গোত্রের এক ইন্ডিয়ান এবং যোদ্ধাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল নাতচি।

'একটা মেয়ের খোঁজ করছে ওরা,' জানাল আকিচেতা। 'এক দেবীকে খুঁজছে।'

"দেবী"র ব্যাপারটা জানে উইল। চেরোকিদের কাছে শুনেছিল। নিজস্ব প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা আর দুর্দান্ত সাহস দিয়ে নিজেকে গোত্রের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় আসনে অধিষ্ঠিত করে দেবী, নিঃসঙ্কোচে তাকে মেনে চলে অন্যরা। তার উপস্থিতির কারণে যে-কোন যুদ্ধের ভাগ্য বদলে যেতে পারে। কোন চীফের নির্দেশও বাতিল হয়ে যেতে পারে। এমন নারীর সংখ্যা খুবই কম।

'নাতচি মেয়েটা?' জানতে চাইল উইল।

'হ্যাঁ। আমাদের গ্রামে এসেছিল ও···বহুদিন আগে।'

কথা চালাতে বেশ সমস্যাই হচ্ছে। কিছু কিছু চেরোকি শব্দ জানে আকিচেতা, কিন্তু কাজ চালানোর জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। সাধারণত এক গোত্রের ইন্ডিয়ান অন্য গোত্রের ভাষা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞাত, তবে ব্যতিক্রমও রয়েছে। দত্তক সন্তান বা অপহৃতা মহিলাদের সন্তানদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দেখা যায়। যুদ্ধে নিহত বা হারিয়ে যাওয়া সন্তানের বিকল্প হিসাবে বন্দি বাচ্চাদের গ্রহণ করার রীতি রয়েছে ইন্ডিয়ানদের মধ্যে।

'মেয়েটাকে চায় বিশালদেহী ওই নাতচি যোদ্ধা। সে-ই দলের নেতা। টেনসাদের বলছিল অনেক স্ক্যাল্পের মালিক ও, তারমানে ওর ঔষধ খুব শক্তিশালী। ওর সঙ্গে গেলে জয় অনিবার্য।'

*নাকাপা···*

ইশাকোমি নেই জানার পরও কেন এই গ্রামে হামলা করল সে? স্রেফ নিজের সুনাম বাড়াতে, নাকি সমর্থক যোগাড় করতে?

নিজের ভাবনা পিয়োটাহ্‌কে জানাল উইল। একমত হলো কিকাপু। 'ও এখন বড় যোদ্ধা। অনেক স্ক্যাল্প সংগ্রহ করেছে। তারমানে ওর ঔষধ খুব শক্তিশালী।'

তরুণ বা কমবয়সী খ্যাতিপাগল অনেক যোদ্ধা আকৃষ্ট হয় এ-ধরনের প্রতিশ্রুতিতে। কোয়াপুদের হারিয়ে দেওয়ার পর নাকাপা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকবে না তরুণ টেনসাদের মনে। নিজ গোত্রের না হলেও নির্দ্বিধায় তার যে-কোন নির্দেশ তামিল করবে। এ-ধরনের ঘটনা অতীতে বহুবার ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে।

টেনসাদের দলে ভিড়ানোর কারণ যুক্তিসঙ্গত। পশ্চিমে যাত্রা করার সময় বড়জোর দু-তিনজন নাতচি ছিল নাকাপার সঙ্গে। বিপজ্জনক এলাকা পাড়ি দিয়ে, সর্বোপরি ইশাকোমির মুখোমুখি হতে হলে বড়সড় একটা দল প্রয়োজন হবে তার।

কে জানে, টেনসাদের পটাতে কতটা বাগাড়ম্বর করেছে নাকাপা! মূলোর লোভ দেখিয়ে বহু গোত্রের তরুণদের দলে ভিড়াতে পারবে সে। স্ক্যাল্পের আকর্ষণই যথেষ্ট। যে যত বেশি স্ক্যাল্পের মালিক, সে তত বড় যোদ্ধা। হামলা করার আগে নিশ্চই পুরো গ্রাম খুঁটিয়ে দেখেছিল নাকাপা, বুঝতে অসুবিধে হয়নি যে বেশিরভাগ যুবক গ্রামের বাইরে আছে বলে সহজ জয় পাবে সে। এও নিশ্চই বুঝেছিল, এখানে নেই ইশাকোমি।

ইন্ডিয়ানদের মধ্যে যুদ্ধের এ-উন্মাদনা এশিয়ান বা ইউরোপীয়দের মতই। উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা কিংবা অহঙ্কার সব সভ্যতায় ছিল। এক নাতচি পুরুষ আর কারানকাওয়া মহিলার ঔরসজাত সন্তান নাকাপা। কারানকাওয়াদের বরাবরই ঘৃণা করে এসেছে নাতচিরা। সন্দেহ নেই বিরূপ পরিবেশে মানুষ হয়েছে নাকাপা, নিজের সামর্থ্য বা শক্তিমত্তা প্রমাণ করার চেষ্টায় থাকত সবসময়। একজন সানকে বিয়ে করতে পারলে সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব, কারণ তাতে একজন সানের মর্যাদার অধিকারী হবে সে। এ-ধরনের ঘটনার অতীত কোন ইতিহাস নেই, কিন্তু কারানকাওয়া মা নিশ্চই ওকে বুঝিয়েছে যে ওর পক্ষে সবই

সম্ভব। এও নিশ্চই বলে থাকবে যে যোদ্ধা হিসাবে কারানকাওয়ারা প্রথম সারির, প্রায় সব গোত্রের ইন্ডিয়ানই ভয় পায় ওদের।

ঘুমিয়ে পড়েছে কোয়াপু ইন্ডিয়ান, কিংবা অজ্ঞান হয়ে গেছে। তবে এ-নিয়ে দুশ্চিন্তা করল না উইল। নিয়মিত বিরতিতে শ্বাস নিচ্ছে, এটাই হচ্ছে স্বস্তির ব্যাপার। কে জানে, হয়তো বেঁচে যাবে লোকটা, অসম্ভবকে সম্ভব করবে।

তৃতীয়দিন গ্রামে ফিরল কোয়াপুরা। ততক্ষণে উজানের দিকে সরে গেছে উইলরা। দূর থেকে তাদের হৈচৈ শুনতে পেল উইল। ক্যানু নিয়ে এগোল। কিছুটা হলেও উদ্বিগ্ন ভিতরে ভিতরে, কোয়াপুদের মতি-গতি আগে থেকে অনুমান করা কঠিন, বিশেষ করে এরা যেহেতু ধ্বংসপ্রায় গ্রামে ফিরে স্বজনদের মৃত দেখতে পেয়েছে।

ওকে দেখে তীরের দিকে ছুটে এল সবাই। ইঙ্গিতে তাদের অনুসরণ করতে বলল উইল। সামান্য ইতস্তত করার পর সশস্ত্র সাহসী কয়েকজন নদীর তীর ধরে এগোল ক্যানুর পাশাপাশি।

ক্যাম্পে গিয়ে আকিচেতাকে সজাগ পেল উইল। তার কাছ থেকে সব ঘটনা জানতে পারল কোয়াপুরা। আকিচেতা এও জানাল যে নাতচি ওই রাজকন্যার খোঁজে ওরাও এসেছে।

পশ্চিমের নদী সম্পর্কে জানতে চাইল উইল।

'বসন্তের সময় ভরা থাকে,' আঙুল দিয়ে মাটিতে নদীর গতিপথ এঁকে দেখাল আকিচেতা। পাহাড় বোঝাতে আঁকাবাঁকা লাইন আঁকল, দেখিয়ে দিল কোথায় পাহাড়ী খাঁজ থেকে নদীর জন্ম হয়েছে। ওরা যেখানে আছে সে-জায়গা আর নদীর উৎপত্তিস্থলের মাঝামাঝি একটা জায়গা রয়েছে যেখানে গ্রীষ্মে নদীর পানি কমে যায়। 'ক্যানু লাগবে না,' বলল সে, ইশারায় বোঝাল যে পানির গভীরতা কয়েক ইঞ্চিতে নেমে আসে।

'পাহাড় এখান থেকে কতদূর?'

শ্রাগ করল সে।

হাতের দশ আঙুল তুলে দেখাল উইল।

'উঁহুঁ, আরও বেশি!'

'স্পেনিশরা আছে ওদিকে?'

মাথা নাড়ল আকিচেতা। 'কনেজেরোরা থাকে ওখানে!' পাহাড়ের সামনে বিশাল এলাকা দেখাল সে, ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল যে ওখানে গেলে স্ক্যাল্প তুলে নেবে কনেজেরোরা। 'সাবধান! চোখ-কান খোলা রেখো।'

নামটা উইলের কাছে অপরিচিত। পরে অবশ্য পিয়োটাহ্‌র কাছ থেকে জানতে পারল কনেজেরোরা এলাকার সবচেয়ে হিংস্র ও দুর্ধর্ষ গোত্র। পাহাড়ের কাছাকাছি ওদের বাস। বসন্তের সময় মোষ শিকারে ব্যস্ত থাকে, গ্রীষ্মের সময়টা পাহাড়ী এলাকায় কাটিয়ে দেয়। শীতের সময় আড়াল এবং পর্যাপ্ত জ্বালানি আছে এমন জায়গায় কুঁড়ে সরিয়ে নেয় ওরা।

কোয়াপুরা যথেষ্ট সমীহ করছে পিয়োটাহ্‌কে, খেয়াল করল উইল, কিন্তু কিকাপু স্রেফ অগ্রাহ্য করছে তাদের।

উইলের ক্ষতগুলো সম্পর্কে জানতে চাইল কয়েকজন। রঙ চড়িয়ে ঘটনাটা খুলে বলল পিয়োটাহ্। তবে দরকার ছিল না, এক পা ভাঙা অবস্থায় শুধু ছুরি নিয়ে একটা চিতাকে খুন করা কারও জন্যেই সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু পিয়োটাহ্ যেন ওকে মহামানব বানিয়ে ছাড়বে–ওর বলা গল্পে চিতার সাইজ যেমন বড় হয়ে গেছে, তেমনি খোঁড়া পাও ঠিক হয়ে গেছে।

হঠাৎ চিতার নখরে তৈরি একটা হার বের করল পিয়োটাহ্। এই প্রথম জিনিসটা কাউকে দেখাচ্ছে ও। সম্ভবত উইল যখন ঘুমিয়েছিল, চিতার শরীর থেকে সবক'টা নখর কেটে নিয়েছিল, তারপর র-হাইডের স্ট্রিংয়ে আটকে নিয়েছে। চিতার সঙ্গে লড়াইয়ের সময় যতটা মনে হয়েছিল, তারচেয়ে বড় এবং ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে ওগুলো। পিয়োটাহ্‌র গল্পে মনোযোগ নেই উইলের, বরং নখরগুলোর সাইজ অনুমানে ব্যস্ত ও।

আকিচেতা আগে থেকে সমীহ করছিল উইলকে, এবার রীতিমত শিষ্য বনে গেল। নখরের হারটা ওর দিকে এগিয়ে দিল কিকাপু, ইশারা করল গলায় পরার জন্য। চিতার খোঁড়া পা-র ব্যাপারটা বেমালুম চেপে

গেছে সে। এমন আকর্ষণীয় রোমহর্ষক গল্পের আনন্দ মাটি করতে চাইল না উইল; মুখ বুজে থাকল। সত্য বলে কী লাভ হবে, তারচেয়ে এই ভাল নয়–কোয়াপুদের কাছে ওর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে?

ঘটনার খুঁটিনাটি উইলের নিজেরও মনে নেই। আচমকা আক্রমণ, গাছ আর ঝোপঝাড়ে প্রবল আলোড়ন তুলে মানুষ এবং পশুতে বুনো হিংস্র লড়াই, মুখের উপর চিতাটার গরম নিঃশ্বাস, রোমহর্ষক গর্জন, চাঁদির চামড়ায় ওটার দাঁতের কামড়, আর মরিয়া চেষ্টায় ওর ছুরি চালানো…শুধু এসবই মনে আছে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে পশুর মতই আরেক পশুর সঙ্গে লড়াই করেছে। নিঃসন্দেহে প্রকাণ্ড ছিল চিতাটা। ওটা যখন গায়ের উপর চড়াও হয়েছিল, মনে পড়ল উইলের, ঠেলেও সরাতে পারেনি।

ভাঙা হাড় প্রায় নিখুঁতভাবে জোড়া লেগেছে, তবে এখনও খানিকটা খুঁড়িয়ে হাঁটে ও। তবে এর কারণ কিছুদিনের অনভ্যাস বা বৈকল্যও হতে পারে। যাই হোক, ব্যাপারটা সংশোধন করার চেষ্টা করছে ও।

কোয়াপুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উজান ধরে এগোল ওরা। নদীতে স্রোত আছে এখনও, তবে আগের মত নদীর উপর হামলে পড়া গাছপালা বা পথ আটকানোর মত পাথর নেই। ভাসমান গাছ চোখে পড়ছে খুবই কম। একবার প্রায় ডজনখানেক গাছ পড়ল। ওগুলোকে এড়াতে মরিয়া হয়ে বৈঠা চালাল দু'জন। একেবারে শেষ মুহূর্তে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলো।

কোন গ্রাম চোখে না পড়লেও গ্রাম থেকে উদ্‌গত ধোঁয়া চোখে পড়ছে কখনও কখনও। নদীতে কোন ক্যানু দেখতে পায়নি। তীরে গাছ রয়েছে, তবে গাছপালার ফাঁকফোকরে দূরে তৃণভূমি আর পাহাড় চোখে পড়ছে।

একটা চোকচেরি ঝোপের কাছে ক্যানু ভিড়াল ওরা। চোকচেরির দীর্ঘ সরু শাখা দিয়ে তীর তৈরি করবে। অনেক ইন্ডিয়ান তীরের জন্য চোকচেরির উপর নির্ভর করে, যদিও কোন কোন গোত্র রীড বা অন্য গাছ থেকে তীর তৈরি করে; তবে ব্যাপারটা নির্ভর করে হাতের

কাছে কী রয়েছে এবং সেটা কত হালকা, তার উপর। পিয়োটাহ্‌র তীরগুলো প্রায় আটাশ ইঞ্চি লম্বা, উইলেরগুলো এরচেয়ে একটু বেশি হবে। কিকাপুর ধনুক চার ফুট দীর্ঘ, অথচ নিদারুণ দক্ষতা আর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ওটা ব্যবহার করে সে।

প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকছে ওরা, প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলছে ভেবে-চিন্তে, যেহেতু ইন্ডিয়ানদের খুব প্রিয় কৌশল হচ্ছে অ্যাম্বুশ। সামনে কী বা কারা আছে, সেটাও জানা আছে ওদের। গত এক সপ্তাহে খাবারের অভাব হয়নি ওদের। মাছ, মুরগী, রাজহাঁস, বুনো টার্কি এবং মাঝে মধ্যে হরিণ শিকার করেছে। কাছাকাছি অ্যালিগেটর থাকার কথা, তবে এ-পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

তীর তৈরি করার পর দ্বিতীয়দিন তীরের এক জায়গায় কয়েকটা ক্যানু ভিড়ানোর দাগ চোখে পড়ল ওদের। বেশিদিন আগের নয়। ক্যানু থামিয়ে তীরে উঠল ওরা, পরিত্যক্ত একটা ক্যাম্প খুঁজে পেল।

তিনটা বড় ক্যানু ভিড়েছিল এখানে। দলে ছিল প্রায় ডজনখানেক যোদ্ধা। এক জায়গায় নাকাপার মোকাসিনের ছাপ আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো পিয়োটাহ্‌। মাটিতে পড়া সমস্ত চিহ্ন জরিপ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছল—নাকাপা এবং ওর দু-তিনজন নাতচি শিষ্য ছাড়াও অন্তত দশজন টেনসা রাত কাটিয়েছে এখানে। উইলদের চেয়ে কয়েকদিন এগিয়ে আছে তারা। ইশাকোমিকে সতর্ক করতে হলে নাকাপাদের আগেই মেয়েটির কাছে পৌঁছতে হবে ওদের, অথচ নিজেদের উপস্থিতি প্রকাশ করা যাবে না।

প্রতিদিনই মোষ চোখে পড়ছে, দশ-বারোটার দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে প্রতি দলের মধ্যে দূরত্ব একেবারে কম। তাই দৃষ্টিসীমায় একসঙ্গে কয়েক দল মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটার মত মোষ চোখে পড়ছে।

মজুদ করা খাবার কমে গেছে বলে শিকার করা জরুরি হয়ে পড়ল। শুধু খাবারের জন্যই নয়, মোষের উষ্ণ রোবও দরকার। সামনে শীত আসছে। রাতে ঠাণ্ডা পড়ছে বেশ। তবে সংখ্যায় যত বেশিই থাক, মোষ শিকার করতে পারছে না, যখনই কাছাকাছি

গেছে, ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে মোষের দল। এর কারণ একটাই হতে পারে, নাকাপা এবং ওর দলবল উত্ত্যক্ত করে গেছে এদের।

কয়েকটা অ্যান্টিলোপ শিকার করেছে ওরা। এদের চামড়া কার্যকরী হলেও প্রচণ্ড শীতে তেমন কাজে আসবে না। নদীতে পানির গভীরতা কমছে, বাঁকের সংখ্যাও বাড়ছে। পানির তলায় নুড়িপাথর আর গুচ্ছাকারে জন্মানো ঝোপ চোখে পড়ছে। মাঝে মধ্যে ঝোপ এত ঘন হয়ে জন্মেছে যে নদীর প্রবাহ তাতে ব্যাহত হয়েছে। তীরে বনভূমির ঘনত্ব বেড়ে গেছে।

ইন্ডিয়ানদের ধাত বা রীতি-নীতি সম্পর্কে জানে উইল। কিন্তু জানার কি শেষ আছে? দীর্ঘ নদীভ্রমণে প্রশ্ন করে পিয়োটাহ্‌কে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে ও। প্রথম দিকে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর না দিলেও ইদানীং দিচ্ছে কিকাপু। দেখা গেল সাদাদের সম্পর্কেও কৌতূহলী সে। কারও মাথা যে টাক হতে পারে, ব্যাপারটা অজানা ছিল পিয়োটাহ্‌র। ব্যাপারটা তাকে বোঝাতে রীতিমত গলদ্ঘর্ম হলো উইল। সাদাদের মধ্যে টাক দেখেছে, উইলের ব্যাখ্যা শোনার পর মনে পড়ল তার, কিন্তু কোন টেকো ইন্ডিয়ানকে দেখেনি। উইলও দেখেনি; কিংবা বাত থেকে বৈকল্যের শিকার বা ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতঅলা কোন ইন্ডিয়ানও দেখেনি।

উইলো আর কটনউডের সারির আড়ালে এক টুকরো খোলা জমি দেখে ক্যানু থামানোর সিদ্ধান্ত নিল ওরা। নদীর গভীরতা কমে গেছে, পানি প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে; সামনে একেবারে সরু হয়ে গেছে প্রবাহ, দূর থেকে দেঁখা যাচ্ছে। ক্যানুটাকে বেশ উপরে নিয়ে এল ওরা, তারপর বেশ কিছু লতাপাতা আর গাছের শাখা দিয়ে ঢেকে ফেলল। সূর্যালোক থেকে রক্ষা পাবে ওটা, একইসঙ্গে ওটার উপস্থিতিও ঢাকা পড়ে যাবে।

পর্যাপ্ত খাবার না থাকায় ওদের সঙ্গের প্যাক বেশ ছোট। গত কয়েকদিন মাছ ধরতে পারেনি, কিংবা কোন প্রাণীও শিকার করতে পারেনি। তবে সে-রাতে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো।

নদীর তলা ধরে এগোল ওরা, যতটা সম্ভব গাছ বা ঝোপের

আড়ালে আড়ালে এগোচ্ছে। হঠাৎ ছোট্ট ঝর্নার কাছে পৌঁছল। দূর থেকে দেখল মাদী একটা মোষ বাচ্চাকে নিয়ে পানি পান করছে। দূরত্ব বেশি বলে শিকারের ভার উইলের উপর ছেড়ে দিল পিয়োটাহ্। এক তীরে কাজ সেরে ফেলল উইল। দৌড়ে পালাল শাবকটা। এদিকে মোষের চামড়া ছাড়িয়ে মাংস সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা।

তীরে ছোট্ট একটা গর্ত খুঁজে পেয়ে আগুন জ্বালাল। মাংসের ফালি করতে গিয়ে টের পেল কাজটা কত কঠিন। শেষে মোষের তাজা মাংসই খেতে শুরু করল। ইতোমধ্যে কিছু কিছু ইন্ডিয়ান রীতিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে উইল, যার একটা হচ্ছে নিকট ভবিষ্যতে খাবারের ঘাটতি হবে জানতে পারলে পেট পুরে খাওয়া।

সকালে যখন ঝর্নায় গোসল করতে গেল ও, মোষের শাবকটাকে দেখতে পেল। পানি খেতে এসেছে। দূর থেকে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল ওটা, বুঝতে পারছে না ছুটে পালাবে কি-না। কাছে না গিয়ে ওটার সঙ্গে কথা বলল উইল, তারপর পাথরের উপর এক দানা লবণ রেখে পিছিয়ে এল। ক্যাম্পে ফিঁরে আসার সময় দেখল যে-জায়গায় দাঁড়িয়েছিল ও, জায়গাটা শুঁকে দেখছে শাবকটা। একটু পর ঝর্নার কাছে ফিরে এল উইল, দেখল লবণ শেষ করে পাথরটা চাটছে মোষের বাচ্চা।

## চোদ্দ

নদী থেকে সিকি মাইল দূরে একটা রীজের চূড়ায় উঠে এল ওরা দূরে বৃষ্টি হচ্ছে, দ্রুত এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। আশপাশে কোন আশ্রয় নেই। নিঃসঙ্গ একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে একপাশে।

বিপজ্জনক আশ্রয় বলা যায় ওটাকে, কারণ নিঃসঙ্গ গাছের উপরই পড়ে বজ্রপাত।

ঢাল ধরে নামতে শুরু করল দু'জন, গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে নদীর তলার দিকে এগোচ্ছে। মিনিট কয়েকের মধ্যে শুকনো তলার ক্ষীণ প্রবাহ বদলে গিয়ে পূর্ণ হয়ে উঠল, পাহাড় থেকে নেমে আসছে বন্যার পানি।

বাবার দেওয়া অয়েলস্কিন গায়ে চাপিয়েছে উইল। যতটা না নিজেকে রক্ষা করতে, তারচেয়ে বরং অস্ত্র আর গানপাউডার শুকনো রাখার জন্য।

দানবীয় উন্মত্ততায় আঘাত হানল ঝড়। জোরাল বাতাস ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে ওদের, পায়ের নীচে পিচ্ছিল ভেজা ঘাস, কিন্তু এগিয়ে চলল ওরা। পাহাড় ছেড়ে নদীর তীরে বনভূমির দিকে এগোল। উদ্দেশ্য একটাই: জ্বালানি কাঠ পেতে পারে ওখানে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল উইল, দেখতে পেল বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মোষের বাছুরটা। 'আয় ব্যাটা!' চেঁচিয়ে ওটাকে ডাকল ও। 'আমাদের সঙ্গে আয়!'

কিন্তু নড়ার লক্ষণ দেখা গেল না ওটার মধ্যে, প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ফের ওটাকে ডাকল উইল। এবার কয়েক কদম এগোল ওটা, দ্বিধা করল আবারও। এদিকে গাছের নীচে নিরাপদ আড়ালে পৌঁছে গেছে উইলরা।

চারপাশে সবকিছু ভেজা, পিচ্ছিল; তবে এ-জায়গাটা ব্যতিক্রম। কয়েক গাছের ডালপালা মিলে এত ঘন আচ্ছাদন তৈরি করেছে যে নীচে এক ফোঁটা পানিও পৌঁছতে পারেনি। আচ্ছাদনের নীচে পড়ে আছে কয়েকটা শুকনো গাছ, পরস্পরের সঙ্গে জালের মত বুনুনি তৈরি করেছে। জায়গাটা সিকুয়াচি উপত্যকার কথা মনে করিয়ে দিল উইলকে, যেখানে পা ভেঙেছিল। তাই সতর্কতার সঙ্গে নড়াচড়া করল ও। কিছু কিছু মরা গাছ থেকে বাকলের বিশাল চ্যাপ্টা খণ্ড ঝুলছে, ওগুলো ভিজে যায়নি এখনও। কয়েকটা যোগাড় করে ছোট্ট করে আগুন জ্বালাল ওরা।

গাছের সঙ্গে আড়াআড়ি ডাল ও বাকলের টুকরো যোগ করে আশ্রয়টাকে আরও নিরাপদ করে তুলল ওরা। এবার আর বৃষ্টি পড়বে না। বাইরে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, বইছে জোরাল বাতাস।

মোষের চামড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পিয়োটাহ্। চামড়ার সঙ্গে লেগে থাকা মাংস চেঁছে তুলে ফেলল, তারপর গাছের সঙ্গে বেঁধে টানটান অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখল। এতে বিস্তার বেড়ে যাবে চামড়ার। কিছুদিন আগে শিকার করা হরিণের চামড়া থেকে একজোড়া মোকাসিন তৈরি করে ফেলল উইল।

চারপাশে তাকাল ও, মোষের বাচ্চাটাকে দেখতে পেল পঞ্চাশ ফুট দূরে। মৃদু স্বরে কথা বলল ওটার সঙ্গে। মুখ তুলে তাকাল পিয়োটাহ্, বিড়বিড় করে বলল কী যেন। উইল তার দিকে তাকাতে ইশারায় বিদ্রূপ করল ওকে–বোঝাতে চাইল ওকে নিজের মা মনে করছে মোষের বাচ্চাটা।

'আপাতত আমাদের সঙ্গে আছে বটে, তবে মোষের একটা দল পেলে ওদের সঙ্গে ভিড়ে যাবে ওটা,' বলল উইল।

মাঝে মধ্যে বৃষ্টির বড়সড় দু'একটা ফোঁটা পড়ছে। আশ্রয়টাকে একেবারে নিশ্ছিদ্র করতে আরও কিছু গাছের বাকল উপরের আচ্ছাদনে যোগ করল ওরা। কাজ চালানোর মত অস্থায়ী ক্যাম্প, তবে প্রয়োজনের খাতিরে যথেষ্ট; সহজে এটার অস্তিত্ব টের পাবে না কেউ।

আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে সামনের দিকে এগোল উইল, এক জায়গায় কয়েকটা এল্ম দেখতে পেল, দ্রাক্ষালতার ভারে প্রায় নুয়ে পড়েছে। একটা ভালুক পেট ভরে খেয়ে গেলেও যথেষ্ট আঙুর রয়ে গেছে এখনও। যতগুলো সম্ভব আঙুর সংগ্রহ করে ক্যাম্পে ফিরে এল উইল। তৃপ্তি ভরে খেল ওরা, তাজা মাংস খেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় রুচির পরিবর্তনে সন্তুষ্ট। আঙুরের কয়েকটা ছড়া বাছুরটার জন্য নিয়ে এসেছে উইল, দুটো এগিয়ে দিল, কিন্তু সভয়ে পিছিয়ে গেল ওটা। গাছের ডালের সঙ্গে ছড়া দুটো রেখে চলে এল উইল। একটু পর দেখল আঙুরের কাছে চলে গেছে শাবক, পরখ করছে। উইলের

ধারণা আঙুরের সদ্ব্যবহার করবে ওটা, কিন্তু নিজের চোখে দেখা হলো না, কারণ ক্যাম্পে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে একটা ডাল ভাঙার তীক্ষ্ণ শব্দ হলো।

ঝুঁকে ছুরি তুলে নিল উইল। তীর হলে ভাল হত, কিন্তু ধনুকটা দশ-বারো ফুট দূরে আছে। সময় নেই। তা ছাড়া, এত ঘন গাছপালার মধ্যে তীর-ধনুক তেমন কাজে আসবে না। ছুরি হাতে অপেক্ষায় থাকল ও।

ক্যাম্পের আগুন নিভু নিভু হয়ে এসেছে। লাপাত্তা হয়ে গেছে পিয়োটাহ্, তবে ধারে-কাছে কোথাও যে ঘাপটি মেরে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সঙ্গে বর্শা নিয়ে গেছে।

সবকিছু নীরব। শান্ত। অনেকক্ষণ কেটে গেল এভাবে, তারপর কারও নড়াচড়ার ক্ষীণ শব্দ শুনতে পেল উইল। কাছে। মানুষের পদশব্দ। ক্লিক জাতীয় একটা শব্দ হলো এবার, যেন আঁটি বাঁধার জন্য কয়েকটা কাঠি একত্র করা হয়েছে। এক কদম বামে সরে গেল উইল, গাছপালার ফাঁক গলে মাথা বাড়িয়ে উঁকি দিল।

বিশ হাত দূরে ছোট্ট খোলা জায়গা। বুড়ো এক ইন্ডিয়ান জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করছে। যেন অন্য কারও উপস্থিতি টের পেয়েছে, অস্বস্তি আর আড়ষ্টতা নিয়ে সিধে হলো সে। চারপাশে দৃষ্টি চালাল উইল, চোখের কোণ দিয়ে লক্ষ্য রেখেছে বুড়ো ইন্ডিয়ানের দিকে। আরও কয়েকটা শুকনো ডাল কুড়াল সে, সবগুলো একত্র করল। তারপর এগোতে গিয়েও থেমে গেল, পিছন ফিরে তাকাল।

এক চুল নড়েনি উইল, ওকে ছাড়িয়ে গেল লোকটার দৃষ্টি। কাউকে দেখতে না পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো, তারপর ফিরে চলল সে।

মিনিট পেরোনোর আগেই সন্তর্পণে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল উইল, নিঃশব্দে অনুসরণ করল বুড়ো ইন্ডিয়ানকে। বেশিদূর যেতে হলো না, যেহেতু লোকটার ক্যাম্প কাছাকাছি। বৃষ্টির কারণে বনভূমিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে এরা।

ক্যাম্পে তিনজন মহিলা, কয়েকটা বাচ্চা ছাড়াও প্রায় সাত-আটজন পুরুষ রয়েছে। পুরুষদের একজন ছাড়া সবাই বয়স্ক। ওই

একজন অবশ্য উঠতি বয়সের একটা ছেলে, পনেরো হবে। এই বয়সে যুবকদের সঙ্গে তার বাইরে থাকারই কথা।

পিয়োটাহ্‌ও অনুসরণ করে চলে এসেছে। "পওনি!'

এই গোত্রের কথাও কখনও শোনেনি উইল। এটাই স্বাভাবিক। সারা দেশে এত গোত্রের ইন্ডিয়ান রয়েছে যে এমনকী ইন্ডিয়ানরাও সব গোত্র সম্পর্কে অবগত নয়।

'কথা বলব ওদের সঙ্গে,' বলে এগিয়ে গেল পিয়োটাহ্‌, গলা ছেড়ে ডাকল জাত ভাইদের। ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পওনিরা, পিয়োটাহ্‌কে ডান হাত তোলা, তালু দেখানো অবস্থায় দেখে নিশ্চিন্ত হলো।

তবে কয়েকজন তৈরি রয়েছে, হাতে অস্ত্র। এবার আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল উইল। ওকে দেখে বিস্ময়ে বিড়বিড় করল পওনিরা। সূর্য আর বাতাসের কারণে এ-ক'দিনে ওর মুখ বা গায়ের চামড়ার রঙ প্রায় পিয়োটাহ্‌র মত হয়ে গেছে, তবে এরপরও পার্থক্যটা ধরতে সক্ষম হয়েছে পওনিরা। অন্তত এটুকু বুঝেছে যে ইন্ডিয়ান নয়, কিংবা ওদের চেনা-জানা কোন গোত্রের লোক নয়।

বিচিত্র ভাষায় কথা বলল পিয়োটাহ্‌। পওনিরা বুঝলেও এক বর্ণও বুঝতে পারল না উইল। দু'জনেই ক্যাম্পে প্রবেশ করল ওরা। অনর্গল বলে যাচ্ছে কিকাপু, নিজের উপর পওনিদের সমীহ ভরা দৃষ্টি টের পেল উইল। নিশ্চই ওর কথা বলছে পিয়োটাহ্‌। কী বলছে, একমাত্র সে-ই জানে।

একটু পর জানা গেল এদের মধ্যে মাত্র একজনই জীবনে কখনও সাদা মানুষ দেখেছে। পওনিরা আসলে অন্য এলাকার অধিবাসী, এই এলাকায় এসেছে কিছুদিন হলো। ওদের বাস কোথায়, সেটা জানা উইলের কাছে মোটেও গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না। আসল ব্যাপার হচ্ছে ইশাকোমিকে দেখতে পেয়েছে এরা।

নাকাপাকেও দেখেছে ওরা, আড়াল থেকে। প্রায় আধ-মাইল দূর দিয়ে ওদের পেরিয়ে গেছে নাতচি আর টেনসাদের মিলিত দলটা।

পওনিদের সঙ্গে আলাপ চালিয়ে গেল পিয়োটাহ্‌। কিছুই বুঝতে

পারল না উইল, তবে মাঝে মধ্যে অনুবাদ করে এটা-সেটা জানাচ্ছে সে। গ্রামে ফিরে যাচ্ছে পওনিরা। কনেজেরোদের তাড়া খেয়ে ফিরতে বাধ্য হয়েছে।

নৃশংস কনেজেরোরা নির্বিচারে খুন করছে সবাইকে। শুধু ইন্ডিয়ানই নয়, কিছু স্পেনিশও খুন হয়েছে ওদের হাতে। নিজস্ব এলাকা থেকে একটু বেশিই চলে এসেছিল স্পেনিশরা। এই এলাকায় কনেজেরোরা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, নৃশংস ও হিংস্র গোত্র।

'ইশাকোমির ব্যাপারে কী জানতে পারলে?' জিজ্ঞেস করল উইল।

'পাহাড়ের কাছাকাছি চলে গেছে ওরা। পওনিদের ধারণা খুন হয়ে যাবে ওরা।'

'টেনসারা?'

'ওদের ধারণা কনেজেরোদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে টেনসাদের। তবে নিশ্চিত জানে না ওরা।'

আলাপ চলতে থাকল। উইলের অনুরোধে এলাকা, নদী, পাহাড় বা শিকার সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করল পিয়োটাহ্।

বিস্তর মোষ আর অ্যান্টিলোপ রয়েছে এখানে। বিশাল আকৃতির ওয়াপিতি বা এল্ক ছাড়াও কয়েক প্রজাতির হরিণ আছে। কয়েক জাতের অ্যাপাচি ছাড়া অন্য গোত্রের ইন্ডিয়ানদের দেখা যায় না, মরশুমের সময় নদীর তীরে কর্ন ফলায় এরা।

বৃষ্টি বন্ধ হতে পওনিদের ছেড়ে রওনা দিল পিয়োটাহ্ আর উইল। পাহাড়ী ঢাল কর্দমাক্ত হয়ে আছে, নদীতেও তীব্র স্রোত। পশ্চিমে ছুটে যাচ্ছে মেঘের দল। শিগ্‌গিরই পাহাড়ের দেখা পেয়ে যাবে, ওদের বলেছে পওনিরা।

নদীর তীরে গাছের সংখ্যা কমে গেছে। খোলা প্রেয়ারিতে অসংখ্য মোষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে চলল ওরা, বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন। যতটা সম্ভব ঝামেলা এড়িয়ে চলতে আগ্রহী।

নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। সামনে বিস্তীর্ণ

তৃণভূমি, রীজ বা টিলার পাদদেশে ক্বদাচিৎ দু'একটা গাছ চোখে পড়ছে। কোন ইন্ডিয়ান বা তাদের ট্র্যাক দেখতে পেল না। কয়েকবার কালো ভালুক দেখেছে, একবার ওদের আগমন টের পেয়ে সদ্য শিকার করা খরগোশ ছেড়ে চট করে আড়ালে লুকিয়ে পড়ল একটা বুনো বেড়াল, কিন্তু উইলরা দূরে চলে যেতে শিকারের কাছে ফিরে এল।

দুই জায়গায় বিশাল ভালুকের ছাপ দেখতে পেয়েছে, তবে খাটো আকৃতির কালো ভালুকের ছাপ প্রায়ই চোখে পড়ছে।

পশ্চিম দিগন্তে মেঘের সারির অবয়ব নিয়ে ওদের দৃষ্টিসীমায় ধরা দিল নীলগিরি। নীল মেঘের সংঘবদ্ধ সারি যেন! খানিকটা এগোনোর পর পরিষ্কার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাবার কথা মনে পড়ল উইলের। নীলগিরিতে অন্বেষণ করার ইচ্ছে ছিল ব্রায়ান ক্যালকিনের। স্বপ্নে নীলগিরি দেখেছেন তিনি, এবং পাহাড় ছাড়িয়ে ওপাশেও গেছেন, কিন্তু চোখের সামনে এই অপূর্ব পর্বতশ্রেণী দেখলে কী ভাবতেন?

আচমকা, ভোজবাজির মত বেরিয়ে এল ইন্ডিয়ানরা। একেবারে খোলা জায়গায়, বড়জোর একশো গজ দূরে! উইলোর সারি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল পিয়োটাহ্ আর উইল, শেষ মুহূর্তে নিবৃত্ত হলো। বুক ধড়ফড় করছে উইলের, অন্তত বিশজন ইন্ডিয়ান রয়েছে দলে। নিঃসন্দেহে ওঅর পার্টি।

ওদের দেখতে পায়নি ব্রেভরা। এমন একটা পথে এগোচ্ছে যে একটু পর দূরে চলে যাবে।

'কনেজেরো!' ফিসফিস করল পিয়োটাহ্।

ঝর্নার কাছে থামল দলটা, পানি পান করল। চারপাশের এলাকা রেকি করতে নিচু একটা পাহাড়ে উঠে গেল একজন। আর কয়েক কদম এগিয়ে থাকলে নির্ঘাত এই ব্রেভের চোখে ধরা পড়ে যেত ওরা।

সে-রাতে আগুন জ্বালাল না ওরা, এবং অ্যাসপেন সারির গভীরে বিছানা করল। পরদিন আনুমানিক আট মাইল এগোল। ওঅর পার্টির ট্রেইল অনুসরণ করল বেশিরভাগ সময়, যাতে তাদের

ট্র্যাকের সঙ্গে মিশে যায় ওদের ট্র্যাক, পরে কেউ অনুসরণ করতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলবে।

সতর্কতার সঙ্গে এগোচ্ছে ওরা, খোলা কোন জায়গা পেরোনোর আগে দেখে নিচ্ছে সামনে বা আশপাশে কী রয়েছে। নদী এখানে গভীর, পানি শুষে নেওয়ার জন্য তীরে বালি নেই বলে উপচে পড়া প্রবাহ বইছে।

এখন কোথায় আছে ইশাকোমি? নাকাপা কি খুঁজে পেয়েছে ওকে? যদি পেয়ে থাকে, কিছুই করার নেই ওদের। চিন্তাটা অস্থির করে তুলল উইলকে, শরীর ক্লান্ত হলেও চোখের পাতা একত্র করতে পারছে না। শেষে বিছানা ছেড়ে ক্যাম্পের বাইরে বেরিয়ে এল ও, সন্তর্পণে লাগোয়া এক ব্লাফে উঠে এল। দূরে কারও ক্যাম্পের আগুনের ক্ষীণ আলো চোখে পড়ছে, পাথুরে দেয়ালে প্রতিফলিত হচ্ছে। মাইল খানেক বা তারও বেশি হতে পারে; তবে নিশ্চিত করে বলা কঠিন, কারণ শুষ্ক পরিষ্কার বাতাসে দূরত্ব পরিমাপ করা সত্যি কঠিন।

অনেকক্ষণ ব্লাফের উপর কাটিয়ে দিল উইল, রাতের আকাশের সৌন্দর্য পান করল বিস্ময়মিশ্রিত মুগ্ধতা নিয়ে। যাত্রার প্রায় শেষ প্রান্তে চলে এসেছে ওরা, সামনে রয়েছে বিস্তীর্ণ নির্জন এলাকা; কিন্তু মাঝপথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী। যতটা ভেবেছিল উইল, তারচেয়ে অনেক উঁচু এবং দুর্গম। একেবারে দূরের পাহাড়ের চূড়ায় শুভ্র বরফের আচ্ছাদন।

বাফেলো রোব আর শীতের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়ের চিন্তাটা মাথায় উঁকি দিল আবার। এমনকী হেমন্তের সময়ও ঠাণ্ডা বাতাস বয়, একটু বৃষ্টিপাত হলে ঠাণ্ডা বেড়ে যায়। শীত দূরে থাক, হেমন্তের ঠাণ্ডা ঠেকানোর মত কাপড়ও নেই ওদের সঙ্গে।

পাথুরে একটা ফোর্ড ধরে নদী পেরোল ওরা, কোমর পর্যন্ত শরীর ভিজে গেল। ওপাড়ে গিয়ে ট্র্যাক খোঁজ করল, ইদানীংকার কোন ছাপ না পেয়ে একটু ঘুরপথে রওনা দিল আবার, নিচু জমি আর কাভার ব্যবহার করে এগোচ্ছে। কনেজেরোদের ওঅর পার্টি

যেহেতু ধীর গতিতে এগোচ্ছে, উইলের ধারণা এতক্ষণে তাদের পেরিয়ে এসেছে ওরা। মরশুম শেষ দিকে হলেও প্রচুর বুনো ফুল চোখে পড়ছে, বেশিরভাগের রঙ হলুদ।

কটনউডে ঘেরা একটা জায়গায় ক্যাম্প করার পর হঠাৎ মুখ খুলল পিয়োটাহ্। 'ইংরেজ লোকটা আমাকে বলেছিল ও নাকি বিরাট এক শহরে থাকত,' দু'হাত ছড়িয়ে দেখাল সে। 'অনেক বাড়ি ছিল ওখানে। আমাদের লোকেরা ভাবত মিথ্যে বলেছে ও। আমিও কিছুটা সন্দিহান। আসলে কি মিথ্যে বলেছে?'

'ঠিকই বলেছে। আমি নিজের চোখে দেখিনি, তবে আমার বাবা ওখানে ছিলেন। আমাদের সঙ্গে শূটিং ক্রীকে থাকে, এমন কয়েকজনও ছিল ওই শহরে। শহরটা দেখেছে এরা সবাই, অন্তত একজন ওখানে থাকত। শহরটার নাম লন্ডন।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে···লন্ডন! তা হলে ওর সব কথাই সত্যি?'

'অন্তত এটুকু ঠিকই বলেছে সে।'

সন্তুষ্ট দেখাচ্ছে পিয়োটাহ্কে। 'হ্যাঁ, আমিও বিশ্বাস করি মিথ্যে বলেনি সে। ও যা বলেছে, সবই সত্যি।' কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ফের বলল, 'সবাই যখন বলল যে মিথ্যে বলছে, এরপর থেকে কারও সঙ্গে কথা বলত না ও। শুধু আমার সঙ্গে গল্প করত।'

'বুঝেছি,' একটু থেমে খেই ধরল উইল, মনে মনে শব্দগুলো গুছিয়ে নিল। 'অনেক জাতই আছে এখানে। নাতচিদের পছন্দ করে না কিকাপুরা, ওদের অস্তিত্বও স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু কিকাপু বা নাতচিদের মতই বহু গোত্রের ইন্ডিয়ান রয়েছে। ইউরোপের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে বিভিন্ন জাতের মানুষ, তবে প্রায় সবার জীবনযাত্রা একই ধরনের।'

'শিকার করে ওরা?'

'শুধু শখের বশে। এমনিতে শিকার করার দরকার হয় না ওদের।'

'মাংসের জন্য শিকার করা লাগে না ওদের!?'

'শিকার করার মত যথেষ্ট প্রাণী নেই ওখানে। গ্রামগুলো অনেক

বড়। বুনো প্রাণীর জন্য টিকে থাকা ওখানে অসম্ভব। মাঠে কর্নের চাষ করে ওরা। গরু বা ভেড়া চরায়।'

'গরু?'

'মোষের মত প্রাণী। কেউ কেউ অনেক গরুর মালিক। বিশাল করালে গরু রাখে ওরা। মাংস দরকার হলে একটাকে জবাই করে।'

কথাগুলো নিজের মনে উল্টেপাল্টে দেখছে পিয়োটাহ্। 'মোষ শিকার করে না ওরা?'

'মোষ নেই ওখানে। শুধু গরু আছে।'

'তাই? গরু দেখেছি আমি। এক স্পেনিশের সঙ্গে। "শহর"-এর কথা বলছিল সে। শহর কি বড় কোন গ্রাম?'

সময় নিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল উইল। বলল বিভিন্ন পেশার মানুষ কাজ করে একটা শহরে, নানান পেশার কথা বললে হয়তো সহজে বুঝতে পারবে পিয়োটাহ্। 'দর্জিরা কাপড় তৈরি করে ওখানে। অস্ত্র তৈরি করার জন্য আলাদা লোক রয়েছে। সব ধরনের অস্ত্র তৈরি করে ওরা—ছুরি, বন্দুক বা বর্ম। শহরে এমন বাড়িও আছে যেখানে রাত কাটাতে পারে অপরিচিতরা, খাওয়ার জন্যও নির্দিষ্ট জায়গা আছে।'

এসব আগেও শুনেছে পিয়োটাহ্। তবে দারুণ কৌতূহলী সে। অজ্ঞ হলেও মোটেও বোকা নয়। ইংরেজ লোকটা কেন পিয়োটাহ্র প্রতি আগ্রহ বোধ করেছিল, স্পষ্ট বুঝতে পারছে উইল। নিঃসন্দেহে দারুণ নিঃসঙ্গ বোধ করত সে, তরুণ এক ইন্ডিয়ানকে দীক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিয়েছিল। সময় কাটানোর পাশাপাশি আনন্দও পেয়েছে কাজটা করে। একজন ইন্ডিয়ানের কল্পনার পরিধি নেহাত সীমিত, অথচ এই সীমাবদ্ধতাকে দূর করতে সক্ষম হয়েছে ইংরেজ লোকটা।

সামনে পাহাড়শ্রেণী, যেন হামলে পড়ছে ওদের উপর। মাটির বুকে বইছে খরস্রোতা নদী। প্রায় ষাট-সত্তর গজ প্রশস্ত। বৃষ্টির সমস্ত পানি পাহাড় থেকে নেমে এসেছে নদীতে, বরফগলা পানি তো আছেই। যতই এগোল ওরা, মোষের সংখ্যা কেবলই কমছে। খুঁটিয়ে

ট্রেইল জরিপ করছে উইল, আশা করছে ইশাকোমির গতিপথ সম্পর্কে কোন সূত্র পাবে।

ফেলে আসা পথে মাঝে মধ্যে দু'একটা চিহ্ন পেয়েছিল। পরিত্যক্ত একটা ক্যাম্প ছাড়াও নদী পেরিয়েছে, এমন জায়গা খুঁজে পেয়েছে। ইতোমধ্যে ইশাকোমির পায়ের ছাপ সম্পর্কে অবগত হয়েছে উইল, অপেক্ষাকৃত ছোট এবং কোমল আকারের কারণে অনুমান করে নিয়েছে ওটা কার পায়ের ছাপ হতে পারে। হালকা ছাপ পড়েছে মাটিতে। এর কারণ একটাই, ভারী কোন জিনিস বইতে হচ্ছে না ইশাকোমিকে। সাধারণ ইন্ডিয়ান মেয়েরা ভারী জিনিস বইতে অভ্যস্ত।

নাতচি রাজকন্যাকে খুঁজে পেলে, নিকঅনার খবর পৌঁছে দিতে পারলেই ছুটি ওর। সে দেবী না কী, তাতে কিছু যায়-আসে না ওর। জানার আগ্রহও নেই। দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে স্বস্তি পেত উইল, নিজের কাজে মনোযোগী হতে পারত। কাজ মানে অভিযান, আবিষ্কার, নতুন জিনিস দেখা, অজানাকে জানা। সামনে শীত। তার আগেই পর্যাপ্ত মাংস আর গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। নষ্ট করার মত সময় নেই ওদের হাতে।

নাকাপার ব্যাপারটা ভিন্ন। জীবনে কখনও কোন লোককে খুন করার ইচ্ছে হয়নি ওর। কিন্তু নাকাপার ক্ষেত্রে এ-কথা বলতে পারছে না। হিংস্র এই নাতচির ক্ষেত্রে হয়তো অভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে ফেলতে পারে।

মোষের খোঁজে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ওরা। পরেরদিন দেখতে পেল একটাকে। বিশাল ওটা। দারুণ রোব তৈরি করা যাবে ওটার চামড়া দিয়ে। একটু পর দেখা গেল বড়টাকে অনুসরণ করছে আরও তিনটা।

ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে মোষগুলো। তীর ছুঁড়ল উইল। মদ্দাটার ঠিক সামনে আছে ওরা, তবে ওদের দেখতে পায়নি ওটা; সবে একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে খোলা জায়গায়, এসময় ওটার হৃৎপিণ্ডে ঢুকে গেল তীর।

দুলে উঠল বিশাল শরীর, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। হতচকিত। মদ্দার পিছনে একটা মাদী মোষের উদ্দেশে নিজের প্রথম তীর পাঠিয়ে দিল পিয়োটাহ্। তারপর, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অসামান্য ক্ষিপ্রতায় আরও দু'বার তীর ছুঁড়ল। হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাদীটা। এদিকে মাথা নাড়ছে মদ্দাটা, নাক্ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে। এক কদম আগে বাড়ল ওটা, তারপর ধপাস করে আছড়ে পড়ল মাটিতে।

পিছনে বুনো চিৎকার শুনতে পেল উইল, ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল কলজে। ওদের পেয়ে গেছে কনেজেরোরা। পাঁচজন। দ্বিতীয় তীরটা ধনুকে আগেই লাগিয়েছিল উইল, উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজন পড়লে মদ্দাটাকে গাঁথবে আবার; একই জায়গায় ক্ষিপ্র গতিতে ঘুরে দাঁড়াল ও। বিশালদেহী এক কনেজেরোকে দেখা মাত্র ছুঁড়ে দিল তীরটা। স্রেফ এক পা আগে বাড়তে পারল কনেজেরো, মুহূর্তে কণ্ঠনালী চিরে গেল তীর।

ছুরি আর বর্শা নিয়ে অন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর। উইলের উপর চড়াও হলো ঘর্মাক্ত শরীরের এক কনেজেরো। তীর-ধনুক ফেলে ছুরি তুলে নিল ও, চালাল স্রেফ সহজাত প্রবৃত্তি বশে। চাপ চাপ রক্ত ছিটকে এসে ভরে গেল উইলের মুখ-হাত। মৃত কনেজেরোর শরীর থেকে এক টানে ছুরিটা বের করে ফেলল ও।

## পনেরো

মাথার উপর গম্ভীর আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে ধূসর মেঘের সারি। বাতাস ঝরঝরে, সোঁদা। তারমানে বৃষ্টি হতে পারে। বিষণ্ন দৃষ্টিতে পায়ের কাছে পড়ে থাকা লাশের দিকে তাকাল উইল।

হামলাটা ছিল অপ্রত্যাশিত, আচমকা। কনেজেরোরা ভেবেছিল চমকের সুযোগ নিয়ে কুপোকাত করে ফেলবে দু'জনকে, যেহেতু মোষের দিকে নজর ছিল ওদের। লাফ দেওয়ার আগে এক কনেজেরোর মোকাসিনের তলায় একটা নুড়িপাথর গড়ানোর হালকা শব্দ আর বুনো চিৎকার শুনতে পেয়েছিল, এই ছিল বিপদসঙ্কেত। তবে উইল বা পিয়োটাহ্‌র জন্য সামান্য এই সঙ্কেতই যথেষ্ট। ক্ষিপ্র চিতার মত ঘুরে দাঁড়িয়েছে পিয়োটাহ্, প্রায় চোখের নিমেষে, কিছু বুঝে ওঠার আগেই পরপারে চলে গেল এক কনেজেরো।

বাকি দু'জন পালিয়েছে।

পাশ ফিরে উইলের দিকে তাকাল পিয়োটাহ্। হাতের রক্তাক্ত ছুরি ঘাসের সঙ্গে মুছল উইল, তারপর পড়ে থাকা মোষের দিকে এগোল।

'ফিরে আসবে ওরা,' বলল কিকাপু।

'আসুক। রোব লাগবে আমাদের। সময় থাকতে হাতের কাজ সেরে নেওয়া যাক।'

হাজার পাউন্ডেরও বেশি ওজনের মোষের শরীর থেকে চামড়া আলাদা করা চাট্টিখানি কথা নয়। উইলের ধারণা এটার ওজন অন্তত পনেরোশো পাউন্ড হবে। কঠিন কাজটা সারতে বিস্তর সময় লাগবে। বুঝতে পারছে এখনই এ-জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু মাংস বা রোবের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। দ্রুত হাত চালাল ওরা, চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে।

তিনজন ব্রেভ মারা গেছে। হিংস্র কনেজেরোরা এটা সহজে মেনে নেবে না। ঠিকই ওদের খোঁজে পুরো এলাকা চষে ফেলবে।

মোষ দুটোর চামড়া আলাদা করে ফেলল ওরা। মদ্দাটার শুধু জিহ্বা কিন্তু মাদীটার সেরা মাংস কেটে নিল। চামড়া দুটো কাঁধে ঝুলিয়ে যাত্রা করল, এগোতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেল কাঁচা চামড়ার ওজন কেমন। চাইলেও দ্রুত এগোতে পারছে না, স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক শ্লথ হয়ে গেছে হাঁটার গতি। নদী থেকে ক্রমে দূরে সরে গেল ওরা, দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহাড়ের দিকে

এগোচ্ছে। ঢেউ খেলানো বন্ধুর জমি। ছোট ছোট ঝর্না ছড়িয়ে আছে। কোনটা শুকনো খটখটে, কোনটায় সরু ধারায় পানির প্রবাহ বইছে। মদ্দার চামড়াটা বইছে উইল, কিছুক্ষণের মধ্যে আড়ষ্ট হয়ে গেল কাঁধ।

কয়েকবারই থেমে পিছনের ট্রেইল জরিপ করেছে। কনেজেরোরা যে ধাওয়া করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে সময়টাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার; সেটা নির্ভর করে এখান থেকে মূল ক্যাম্পে ফিরে যেতে পালিয়ে যাওয়া দু'জনের কত সময় লাগে এবং ক্যাম্পে উপস্থিত কনেজেরোদের সংখ্যার উপর। পাহাড় এখনও কয়েক ঘণ্টার পথ। ক্যানিয়নের যে-জায়গা থেকে নদীর উৎপত্তি হয়েছে, জায়গাটা এখান থেকে উত্তরে।

কাঁধে ভারী বোঝা নিয়ে এগিয়ে চলল ওরা। চামড়া দুটো ছাঁচার পর পরিষ্কার করতে পারলে হালকা হয়ে যেত, কিন্তু অত সময় নেই এখন।

পাহাড়ের সবচেয়ে কাছের অংশ শূকরের পশ্চাদ্ভাগের আকৃতি পেয়েছে, একটু উত্তরে রয়েছে হাড্ডিসার কয়েকটা শৃঙ্গ। মাঝখানের জায়গাটাকে গন্তব্য স্থির করে এগিয়ে চলল ওরা। আনুমানিক পাঁচ মাইল আসার পর একটা ক্রীকের কাছে পৌঁছল। তেষ্টা মিটানোর পর চারপাশের এলাকা জরিপ করল উইল।

'ওদের সঙ্গে ঘোড়া থাকতে পারে,' আশঙ্কা প্রকাশ করল ও।

'ঘোড়া?' বেকুবের মত ওর দিকে তাকিয়ে থাকল পিয়োটাহ্।

'স্পেনিশদের কাছ থেকে ঘোড়া চুরি করে থাকতে পারে ওরা,' দক্ষিণ দিকে ইশারা করল উইল। 'ওদিকে থাকে স্পেনিশরা।'

ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে স্পেনিশদের সম্পর্কে অনেক গল্প শুনেছে উইল। পিয়োটাহ্ও শুনে থাকবে নিশ্চই। এই অভিযানের আগেও একবার গ্রেট রীভার পর্যন্ত এসেছিল উইল, ওপাশের তৃণভূমিতে পা রেখেছিল। স্পেনিশদের এলাকা আরও পশ্চিমে, চেরোকিদের কাছে শুনেছে ও, ফার সীয়িং ল্যান্ড ছাড়িয়ে।

'সত্যি যদি ঘোড়া থাকে ওদের, দ্রুত এখানে পৌঁছে যাবে,'

বলল ও। মনে মনে ভাবছে সঙ্গে একটা ঘোড়া থাকলে চামড়াগুলো কষ্ট করে বহন করতে হত না। যথেষ্ট শক্তিশালী এবং সমর্থ ও, কিন্তু পনেরোশো পাউন্ড ওজনের মোষের কাঁচা চামড়া বহন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বটে।

ঝুলন্ত একটা ক্লিফের পিছনে নিচু এক জায়গায় ক্যাম্প করল ওরা। একপাশে প্রাচীন নদী পাহাড়ের শরীরে গুহা তৈরি করেছে। আগুন জ্বালিয়ে মাংস সেদ্ধ বসাল উইল, এদিকে ফেলে আসা ট্র্যাক যতটা সম্ভব মুছে দেওয়ার জন্য বেরিয়ে গেল পিয়োটাহ্।

খাওয়ার পর ঘণ্টাখানেকের মত ঘুমাল ওরা, তারপর আকাশে চাঁদ উঠতে যাত্রা করল আবার। যথেষ্ট দূরত্বে সরে এলেও উইলের আশঙ্কা এখানে ঘুমালে সকালে উঠে দেখতে পাবে ওদের ঘিরে ফেলেছে হিংস্র কনেজেরোরা।

আগে আগে এগোচ্ছে পিয়োটাহ্।

মাঝে মধ্যে থামছে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য, বিশ্রামের ফাঁকে চারপাশে নজর বুলিয়ে নিচ্ছে। এখন পর্যন্ত কনেজেরোদের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না। 'হয়তো ওদের ক্যাম্প আরও দূরে, যতটা দূরে ভেবেছি আমরা,' মৃদু স্বরে সম্ভাবনা বাতলাল পিয়োটাহ্।

হতে পারে। উইলের কাছে মনে হয়েছে ওদের ক্যাম্প কাছাকাছি। হয়তো ওঅর পার্টির সদস্য এরা, শিকারের জন্য ক্যাম্প ছেড়ে বেশ দূরে চলে এসেছিল।

অ্যান্টিলোপ চোখে পড়লেও মোষের দেখা মিলছে না। মাঝে মধ্যে নেকড়েদের উঁকি মারতে দেখছে ওরা, কাঁচা চামড়ার গন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে ওগুলো। সকালে, সূর্য যখন উঠল, পাহাড় থেকে নেমে আসা অস্পষ্ট বুনো ট্রেইলের কাছে পৌঁছল ওরা। ট্রেইল ধরে এগোল এবার।

ঢালু পাথুরে জমি ধরে চাতালে উঠে এল। কয়েক একর সমান খোলা জায়গা রয়েছে চাতালে, পিছনে আছে ছোটখাট একটা গর্ত। আগুন জ্বালানো যাবে ওখানে। ধোঁয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। সমান জমির উপর চামড়া বিছিয়ে মাংস ছাড়ানোর কাজ শুরু করল

ওরা। ক্লিফের কিনারে প্রচুর ঝোপ রয়েছে, তাই দূর থেকে সহজে চোখে পড়বে না ওদের।

চাতাল থেকে আশপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা চোখে পড়ছে। গুটিকয়েক সাদা মানুষ এখানে আসতে পেরেছে, স্থানীয় ইন্ডিয়ান ছাড়া অন্যরাও বোধহয় কখনও আসেনি। পাহাড়ে কয়েক গোত্রের ইন্ডিয়ান বাস করে, শুনেছে উইল, কিন্তু কথাটা সত্যি না মিথ্যে জানে না।

'অ্যাপাচি মানেই খারাপ!' মন্তব্য করল পিয়োটাহ্। 'ওদের সব জাতই খারাপ!'

'সবাই?'

শ্রাগ করল সে। পিয়োটাহ্র কাছে শুধু ওর গোত্রের মানুষই স্বীকৃত, অন্যরা গুরুত্বহীন। এদের কারও কারও অস্তিত্ব বা অবস্থান সহ্য করে নেয় সে, কিন্তু বেশিরভাগই ওর কাছে উপেক্ষা বা অবজ্ঞার পাত্র।

এ-ব্যাপারে উইলের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক উদার। যে যেমন, তাকে সেভাবে দেখতে হবে, বাবার কাছ থেকে ওরা সব ভাই এ-শিক্ষাই পেয়েছে। কারও অস্তিত্বই মূল্যহীন নয়। এও শিখেছে যে চট করে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই, সে ইন্ডিয়ান আর সাদাই হোক, আগে বিশ্বাস অর্জন করতে হয়।

চামড়া ছাড়ানোয় বিরতি দিয়ে শুরুয়া তৈরি করে খেল ওরা। খাওয়ার ফাঁকে সামনের এলাকা নিরীখ করল। কী খুঁজতে হবে, জানা আছে ওদের। সামান্য নড়াচড়া যে-কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেয়ানা ইন্ডিয়ানরা এটা জানে বলে একেবারে কাছে না এলে আড়াল ছেড়ে বেরোয় না; তাই সম্ভাব্য কাভার হতে পারে এমন জায়গা খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছে। বেশিরভাগ সময় দূরের জমির দিকে তাকিয়ে থাকল, আশা করল চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়বে। সতর্ক মানুষের ক্ষেত্রে সচরাচর এটাই ঘটে। সরাসরি দৃষ্টিতে লুকিয়ে থাকা মানুষের নড়াচড়া চোখে পড়ে না।

নড়াচড়া চোখে পড়ল অবশ্য। নেকড়ে, কয়োট আর একবার প্রকাণ্ড একটা ভালুক দেখতে পেল। কিন্তু কোন ইন্ডিয়ানকে

দেখেনি।

ঘুমিয়ে পড়ল পিয়োটাহ্। চামড়া ছাড়ানো নিয়ে ব্যস্ত থাকল উইল। প্রেয়ারির দিকে ফিরে দিব্যি কাজ চালিয়ে গেল ও, মাঝে মধ্যে চোখ তুলে নজর চালাচ্ছে বিস্তীর্ণ জমিতে। সতর্ক যাতে ওর নড়াচড়ার মধ্যে নির্দিষ্ট কোন প্যাটার্ন না থাকে। এই ভুল অনেকেই করে, নির্দিষ্ট সময়-পরপর তাকায়, মাঝখানের সময়টাকে কাজে লাগিয়ে চুপিসারে এগিয়ে আসে শত্রু।

ইশাকোমিকে খুঁজে বের করতে হবে এবার। হয়তো সামনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কোথাও আছে মেয়েটা, কিংবা পাহাড়েও থাকতে পারে। প্রতিশ্রুতি দিলে সেটা রক্ষা করে উইল, অন্তত সাধ্যমত চেষ্টা করে। নিকঅনাকে দেওয়া কথার বরখেলাপ করবে না ও।

ইশাকোমিকে খুঁজে পেলে, গ্রেট সানের অসুস্থতার সংবাদ জানানোর পাশাপাশি নাকাপা সম্পর্কে মেয়েটিকে সতর্ক করে দিলে দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে ওর; তারপর নিজের কাজে যেতে পারবে।

দক্ষিণে যমজ শৃঙ্গ আকাশ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরেও অসংখ্য ছোট ছোট শৃঙ্গ রয়েছে। ফার সীয়িং ল্যান্ডের সমাপ্তি হয়েছে পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে। এখান থেকে উৎপন্ন সব ঝর্না বা নদী গিয়ে মিসিসিপিতে পতিত হয়েছে।

মাঝে মধ্যে চামড়া ছাড়ানোর কাজ স্থগিত রেখে পরিষ্কার করল উইল, যাতে অনেকক্ষণ ধরে সামনের এলাকায় নজর রাখতে পারে। মনটা শূটিং ক্রীকে চলে গেল ওর। এখনও কি টিকে আছে ওদের বাড়িটা? নাকি পুড়িয়ে দিয়েছে সেনেকারা? সেনেকা বা টুসকারোরা যে আবারও আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাবার অনুপস্থিতিতে কি ইন্ডিয়ানদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে অন্যরা? নোয়েল বা প্যাট্রিসিয়ার ভাগ্যে কী ঘটেছে? এতদিনে ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে যাওয়ার কথা ওদের। নোয়েল আইন পড়বে, আর লন্ডনের জাঁকজমকপূর্ণ জীবনে অভ্যস্ত হবে প্যাট্রিসিয়া। জীবনে শহর দেখেনি উইল, তাই ওই জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণও বোধ করে না।

এ-নিয়ে আফসোস নেই ওর। ও যা দেখেছে, সে-সব দেখার

সৌভাগ্য ক'জনের হয়েছে? ক'জন জয় করেছে এই অঞ্চলকে, মোষ শিকার করেছে, কিংবা সুউচ্চ পাহাড়ে পা ফেলেছে? এখানেই ওর নিয়তি অপেক্ষা করছে, শুরু থেকে জানে উইল। এটাই ওর বাড়ি। বসতি।

অন্যরাও আসবে, নিশ্চিত জানে ও। ব্রায়ান ক্যালকিনের মত রোমাঞ্চপ্রিয় মানুষ, যাদের রক্তে অজানাকে জানার তীব্র নেশা কাজ করে। একে একে বিস্তীর্ণ এই অঞ্চলের প্রতিটি উপত্যকা, তৃণভূমি বা প্রেয়ারি চেনা-জানা হয়ে যাবে সবার। রেকর্ডভুক্ত হবে।

ইন্ডিয়ানদের কী হবে? বিষণ্ন মনে শ্বাস করল উইল। এটাই পৃথিবীর নিয়ম। ইন্ডিয়ানদের যে জীবনযাত্রা, তাতে বেঁচে থাকার জন্য একজন কয়েক একর জমি ব্যবহার করে; কিন্তু জমিতে ঘাস দেখে সন্তুষ্ট হবে না অন্য মানুষ, তারা ফসল ফলাতে চাইবে। ফলের বাগান করবে। গরু বা ভেড়া পালবে। আরও মানুষের প্রয়োজন মেটাবে তারা। আরও মানুষ আসবে তখন। ভূমিহীন বহু মানুষ রয়েছে ইউরোপে, এক টুকরো জমির মালিক হওয়ার জন্য সব ধরনের ঝুঁকি নেবে—এ-ধরনের হতভাগ্য মানুষের অভাব হবে না…

*কিছু একটা নড়ছে!*

জিনিসটা বহু দূরে রয়েছে এখনও। চাতালের উপর থেকে কয়েক মাইল দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে উইল, যেহেতু সামনের জমি ঢালের আকারে বহু দূরে নদীর তীরবর্তী সমতলে গিয়ে মিশেছে; আরকান্সাস এবং মিসিসিপির মাঝখানে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বড়সড় একটা অংশ ওর দৃষ্টিসীমায় রয়েছে এখন।

ফের চোখে পড়ল। সামান্য নড়াচড়া, নির্দিষ্ট কোন প্যাটার্নের সঙ্গে মিলছে না। বাবার টেলিস্কোপটা থাকলে হত, আনমনে ভাবল উইল। যেখানে নড়াচড়া চোখে পড়েছে, তার আশপাশে তিনটা ল্যান্ডমার্ক ঠিক করল ও, পরেরবার জরিপ করার সময় যাতে খোঁজাখুঁজি করতে না হয়। দৃষ্টি নামিয়ে চামড়ার দিকে মনোযোগ দিল।

কিছুক্ষণ পর আবার তাকাল উইল, নির্দিষ্ট ল্যান্ডমার্কে স্থির হলো

দৃষ্টি, তারপর ওগুলোর চারপাশ খুঁটিয়ে দেখল। মিনিটখানেকের মধ্যে পেয়ে গেল দলটাকে। ছোট্ট দল, ঠিক ক'জন আছে এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। ওদের মত একই পথ ধরে এগিয়ে আসছে, আরও মাইল খানেক এগোলে ওদের গতিপথ অতিক্রম করে যাবে।

পিছনে নড়াচড়া টের পেল উইল। ঘুরে তাকাল ও। কপালে হাত ঠেকিয়ে রোদ থেকে চোখ আড়াল করল পিয়োটাহ্, চোখ কুঁচকে তাকাল। 'কিছু দেখেছ নাকি?' জানতে চাইল সে।

ল্যান্ডমার্ক তিনটে তাকে দেখিয়ে দিল উইল। চট করে দলটাকে স্পট করতে সক্ষম হলো পিয়োটাহ্, এমনকী উইলের চেয়েও কম সময় নিল। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে, ইচ্ছে করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল, তারপর আবার তাকাল।

'ক'জন?' জানতে চাইল উইল।

'দশজন বোধহয়···ইশাকোমির দল।'

'ইশাকোমি? কীভাবে জানলে?'

শ্রাগ করল সে। 'ওর দলে দশজনের চেয়ে কিছু বেশি ছিল। এদের কয়েকজন মেয়ে। ধীর গতিতে এগোচ্ছে ওরা, নিচু জমি ব্যবহার করছে।'

উঠে দাঁড়িয়ে ফের তাকাল উইল। মুহূর্তখানেক পর দলটাকে স্পট করতে পারল। পাহাড়ের দিকে আসছে ওরা।

'ফিরে আসছে ওরা,' জানাল পিয়োটাহ্। 'একটা ঘাপলা হয়েছে নিশ্চই।'

'ফিরে আসছে মানে?'

'দেখছ না ছড়িয়ে পড়েছে? এর কারণ একটাই, পরিচিত ক্যাম্পে বা বাড়িতে ফিরে আসছে। কেন পাহাড়ের দিকে ফিরে আসবে? নিশ্চই পথে একটা ঝামেলা হয়েছে।'

যুক্তিটা মানতে চাইছে না উইলের মন। কিন্তু সত্যিও হতে পারে। এতদূর যাওয়ার পর কেন পাহাড়ে ফিরে আসবে ওরা? যদি না···

'এমনও হতে পারে হয়তো এই প্রথম এখানে আসছে ওরা,'

তর্ক করল উইল।

শ্রাগ করল পিয়োটাহ্।

মাথার উপর নিচু মেঘের সারি, তবে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম। ফের যখন তাকাল ওরা, কিছুই দেখতে পেল না, যেন ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে দলটা। কারণটা বোঝা গেল একটু পর, শুকনো নদীর-তলা ধরে এগোচ্ছে দলটা—পরিচয় তাদের যাই হোক—বিপদের যথেষ্ট আশঙ্কা না থাকলে এ-ধরনের বিপজ্জনক কাজ করবে না কেউ, যেখানে পাহাড়ী এলাকায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা এবং বৃষ্টি হলে পাহাড়ী স্রোতে নদী শুধু পূর্ণই হয় না, খরস্রোতাও হয়ে ওঠে।

কোন ওঅর পার্টির মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল? নাকি…নাকাপার সামনে গিয়ে পড়েছিল ওরা?

এবার উইলের পালা। পাহারার দায়িত্ব পিয়োটাহ্র উপর ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ও। ঠিক করেছিল রাতে আবারও যাত্রা করবে, পাহাড়ের গভীরে চলে যাবে। কিন্তু দলটা যদি ইশাকোমির হয়ে থাকে, তা হলে আগ বাড়িয়ে দেখা করতে হবে ওদের সঙ্গে।

উইল যখন জাগল, ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। মোষের চামড়া দুটো গুটিয়ে ফেলেছে পিয়োটাহ্। সবকিছু গুছিয়ে, মালপত্র কাঁধে চাপিয়ে নীচে নেমে এল ওরা। আবিষ্কার করল ট্রেইলে শুধু একটা হরিণের ছাপ রয়েছে।

থামল ওরা। দৃষ্টি তুলে সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাল উইল, গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে শুধু যদি ইশাকোমি…

'কনেজেরোরা আমাদের খোঁজে এসে ওদের পেয়ে যাবে,' মনের আশঙ্কাটা প্রকাশ করল উইল।

'সেটাই স্বাভাবিক।'

'অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের। রাতেও হয়তো হাঁটবে ওরা…'

'হ্যাঁ,' একমত হলো পিয়োটাহ্। গোড়ালির উপর ভর রেখে বসে পড়ল সে। 'মেয়েমানুষ মানেই ঝামেলা। আর এই মেয়ে হচ্ছে

দশগুণ বাড়া। যে-ই ওর সঙ্গে থাকবে, নির্ঘাত বিপদে পড়বে তারচেয়ে বরং পাহাড়ে চলে যাওয়া উচিত। নদীটা খুঁজে বের করতে হবে। ওই মেয়েকে দরকার নেই আমাদের।'

'নিকঅনাকে কথা দিয়েছি আমি।'

অনেকদিন হলো চিকোরির কফি খাওয়া হয় না। ইচ্ছে করছে উইলের, যদিও আগুন জ্বালানো দারুণ বিপজ্জনক হতে পারে।

'ভাবছি কফি খাব,' পিয়োটাহ্‌কে বলল উইল।

শ্রাগ করে আগুন জ্বালানোর আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পিয়োটাহ্।

পানি ফুটতে শুরু করার পর চিকোরির মূল ছেঁচে পানিতে ছেড়ে দিল উইল। সঙ্গত কারণেই একটু কম খরচ করছে ও, হয়তো নিকট ভবিষ্যতে চিকোরির মূল নাও পেতে পারে। এমনও হতে পারে এই এলাকায় হয়তো চিকোরি জন্মায়ই না।

চিকোরির কফি পিয়োটাহ্‌রও পছন্দ। মনোযোগ দিয়ে উইলের কাজ দেখছে সে, আগুনে জ্বালানি যোগ করল। একেবারে ছোট করে আগুন জ্বালিয়েছে, সহজে চোখে পড়বে না। তবে তারপরও ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। চিকোরির ঘ্রাণে ভারী হয়ে উঠল বাতাস।

শূটিং ক্রীকেও কফির গুঁড়োর সঙ্গে চিকোরির মূল ব্যবহার করত ওরা। কফি পশ্চিমে দুর্লভ বস্তু, স্বভাবতই চিকোরির উপর নির্ভর করতে হয়।

বাবার কাছে উইল শুনেছে লন্ডনে এমন দোকানও রয়েছে যেখানে কফি বা চা পান করতে আসে লোকজন, চুটিয়ে আড্ডা দেয়। কফির টেবিলে ব্যবসার কাজও সেরে ফেলে কেউ কেউ। আবার দুনিয়ায় এমন মানুষও আছে যাদের ধারণায় কফি পান করা পাপেরই নামান্তর। সাকিমের কাছে শুনেছিল কফি পান করা নিয়ে একবার বাগদাদে দাঙ্গা বেধে গিয়েছিল।

কফিটা দারুণ হয়েছে। সময় নিয়ে, আয়েশ ভরে একটু একটু করে পান করল উইল, সচেতন যে আগামী কয়েকদিনে হয়তো কফি গেলার সুযোগ নাও পেতে পারে।

তবে চিকোরির খোঁজে নজর রাখা উচিত। কে বলতে পারে যে এখানেও জন্মেনি ওটা? চিকোরির বীজ একেবারে হালকা, সহজে বাতাসে উড়ে যেতে পারে কিংবা পাখিরা বাহক হিসাবে নিয়ে যেতে পারে অন্য কোথাও। গাছটাও যে-কোন পরিবেশে চট করে জন্মে যায়।

কাউকে দেখার আগেই পদশব্দ শুনতে পেল ওরা। চট করে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল পিয়োটাহ্, হাতে তীর তৈরি। ছুরি বের করে অপেক্ষায় থাকল উইল।

অন্ধকার থেকে আলোয় এসে দাঁড়াল মেয়েটি। দারুণ লম্বা, উইলের সমান হবে প্রায়। ছিপছিপে দেহ। মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল মেয়েটি, তারপর বলল, 'আমি ইশাকোমি, নাতচিদের সান।'

'আমি উইল ক্যালকিন। ব্রায়ান ক্যালকিনের ছেলে।'

## ষোলো

'ব্রায়ান ক্যালকিন আবার কে?' তীক্ষ্ণ, শীতল মেয়েটির কণ্ঠ

'ব্রায়ান ক্যালকিন হচ্ছেন আমার বাবা। শূটিং ক্রীকের লোক একসময় ইংল্যান্ডের অধিবাসী ছিলেন।'

উইলকে বাতিল করে দিয়ে পিয়োটাহ্‌র দিকে ফিরল ইশাকোমি। 'তুমি কিকাপু? এখানে কী করছ?'

'পাহাড়ের খোঁজে এসেছি। তোমার জন্য নিকঅনার কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে এসেছে ও,' উইলকে দেখাল পিয়োটাহ্।

ঘুরে উইলের দিকে ফিরল মেয়েটি, যেন প্রয়োজন ত্যক্ত করে তুলেছে ওকে। 'নিকঅনার কাছ থেকে? তুমি?'

'নিকঅনা আমাদের অনুরোধ করেছে তোমাকে যেন খুঁজে বের

করি। অসুস্থ হয়ে পড়েছে তোমাদের গ্রেট সান।'

'আমাকে ফিরে যেতে বলেছে ও?'

'মুখে তাই বলেছে, কিন্তু আমার ধারণা ও আসলে চাইছিল সিদ্ধান্তটা তুমি নিজে নেবে। নিকঅনা নয়, বাবা হিসাবে তোমাকে অনুরোধ করেছে সে।'

'ও আমার বাবা নয়!'

'আমি কিন্তু বলিনি যে সে তোমার বাবা। বলেছি বাবা হিসাবে। তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে। আরও একটা খবর আছে,' যোগ করল উইল। 'নাকাপা নামে এক লোক তোমাকে অনুসরণ করছে।'

'নাকাপা?' স্পষ্ট তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল নাতচি রাজকন্যার কণ্ঠে।

'তোমাকে বিয়ে করে...' স্মিত হাসল উইল। 'সান হতে চায় ও। হয়তো শুধু সানই নয়, গ্রেট সান বনে যাবে।'

শীতল, উদ্ধত চাহনিতে উইলকে বিদ্ধ করল ইশাকোমি। 'চাইলেই সান হতে পারে না কেউ। হলে জন্মগতভাবে হবে, নইলে কখনোই নয়।'

'মনে হয় না তাতে কিছু আসে-যায় ওর। নাকাপা নিজের মতে বিশ্বাসী। তোমাকে বিয়ে করে সব ক্ষমতা হাতে নেবে ও।' শ্রাগ করল উইল। 'যাক্‌গে, এটা আমার ব্যাপার নয়। তোমাদের রীতি-নীতি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানি না আমি।'

'সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি!' ঘুরে পিয়োটার দিকে মনোযোগ দিল মেয়েটি। 'এসব জানো তুমি?'

'নিকঅনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের। বেশিরভাগ সময় অবশ্য ওর সঙ্গে কথা বলেছে সে,' ফের উইলের দিকে ইশারা করল কিকাপু। 'দায়িত্ব পালন করেছি আমরা। এবার যেতে পারো তুমি।'

'*আমি* যাব? *আমাকে* চলে যেতে বলছ তুমি? যেখানে খুশি যেতে পারি আমি, যতক্ষণ ইচ্ছে থাকতে পারি।'

'তা হলে বসে পড়ো,' আহ্বান জানাল উইল। চিকোরি ভরা কফির পাত্রের দিকে তাকাল মেয়েটি। 'বেশি কিছু নেই আমাদের সঙ্গে, তবে...'

'এটা তো *মায়োকাপ এন্টচাবিল!* দূর থেকে তা হলে এটার ঘ্রাণ পেয়েছিলাম!' এখন মোটেও উদ্ধত মনে হচ্ছে না ইশাকোমিকে, বরং যেন প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা এক তরুণী।

' "কালো মূলে"র কথা বলছে ও,' ব্যাখ্যা করল পিয়োটাহ্। 'চিকোরিকে ওই নামেই চেনে ওরা।'

গাছের বাকলের তৈরি কাপে কফি ঢেলে ইশাকোমিকে পরিবেশন করল উইল। সাগ্রহে ওটা নিল মেয়েটি। অন্ধকার থেকে এগিয়ে এল এক মহিলা, আগুনের কাছাকাছি মাটিতে একটা মাদুর বিছিয়ে দিল। মাদুরের উপর বসে কফিতে চুমুক দিল ইশাকোমি। ধীরে ধীরে ওর সব সঙ্গী ক্যাম্পে প্রবেশ করল।

ইশাকোমির উল্টোদিকে বসেছে উইল। 'নাকাপা ধারে-কাছে আছে,' মেয়েটির কফি পান শেষ হওয়ার পর সতর্ক কণ্ঠে বলল ও। 'তোমাদের কয়েকজন আছে ওর সঙ্গে, তবে বেশিরভাগই টেনসা। তোমাকে খুঁজছে ওরা।'

'দূর! ফালতু লোক নাকাপা।'

'বিপজ্জনক লোক ও। শক্তিশালীও।'

'ভয় পাও ওকে?'

'আমি? ওকে ভয় পাওয়ার কী আছে? আমাকে নয়, তোমাকে খুঁজছে ও। ওকে ভয় পেলে তোমারই পাওয়ার কথা। পিয়োটাহ্কে নিয়ে চলে যাব আমি। তোমার সঙ্গে তো যোদ্ধারা আছেই।'

কিন্তু ইশাকোমির যোদ্ধাদের সামর্থ্য অনুমান করতে কষ্ট হওয়ার কথা নয় কারও। তিনজন বুড়ো, যৌবন অনেক আগেই পেরিয়েছে, জ্ঞান আর প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছে, লড়াই করার সামর্থ্য বা শক্তি, কোনটাই নেই তাদের। টেনসাদের বিরুদ্ধে আধঘণ্টাও টিকতে পারবে না এরা। কমবয়সী কয়েকজন আছে বটে, সমর্থও এরা, কিন্তু সংখ্যায় নিতান্ত কম।

অস্বস্তি বোধ করছে উইল, নড়েচড়ে বসল। বেহুদা ঝামেলায় জড়াতে চাইছে নিজেকে। এসব ওর ব্যাপার নয়। এখান থেকে দূরে সরে যেতে পারলে স্বস্তি পেত। পিয়োটাহ্র ইচ্ছেও সেরকম।

এক নাতচি আগুনে আরও কাঠ যোগ করল।

'শুধু নাকাপার দলই নয়, কনেজেরোরাও রয়েছে,' বলল উইল। 'দেখেছ নাকি ওদের?'

'এমন কারও কথা তো শুনিনি।'

'খুব হিংস্র ওরা। সংখ্যায়ও প্রচুর।'

'ভয় পাচ্ছ তুমি?'

এবার বিরক্ত হলো উইল। 'ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের। তিনজন মারা গেছে। দু'জন পালিয়ে সঙ্গীদের আনতে গেছে। একটা পরামর্শ দেব? তুমি বরং শীতটা নিরাপদে কাটিয়ে দিতে পারবে এমন একটা আশ্রয় খুঁজে নাও। শিগ্‌গিরই তুষার পড়বে। শীত আসার আগে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না।'

'ক্যানু আছে আমাদের। নদীর পানিতে স্রোত থাকলে পৌঁছে যেতে পারব বোধহয়।'

উইলকে উপেক্ষা করে পিয়োটাহ্‌র সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল ইশাকোমি। তবে মাঝে মধ্যে উইলের দিকে চকিত চাহনি হানছে, রত্নখচিত স্ক্যাবার্ডে স্থির হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি। দৃশ্যত, পিস্তল দুটো কৌতূহলী করে তুলেছে ওকে, কিন্তু মেয়েটির কৌতূহল মেটানোর সামান্য আগ্রহও বোধ করছে না উইল।

একটা ব্যাপার স্বীকার করতেই হবে, ইশাকোমি অপূর্ব সুন্দরী। দুনিয়ার যে-কোন প্রান্তে, যে-কোন সমাজে আসরের মধ্যমণি হবে এই মেয়ে। সৌন্দর্য ছাড়াও ওর রয়েছে মোহনীয় দেহভঙ্গিমা, বুদ্ধিমত্তা এবং চট করে যে-কোন ব্যাপার বোঝার ক্ষমতা। উইলের সন্দেহ ইশাকোমি হয়তো পুরোপুরি নাতচি নয়। মেয়েটির বাহ্যিক অভিব্যক্তিতে এমন ধারণা হলেও এটা স্রেফ সন্দেহই।

কথাবার্তা চলছে স্পেনিশে, মাঝে মধ্যে ইংরেজি বা চেরোকি শব্দ চলে আসছে। বিস্ময়ের সঙ্গে উইল আবিষ্কার করল ইংরেজিতে ইশাকোমির দখল মোটেও কম নয়। এর কারণ হতে পারে নাতচিদের সঙ্গে সময়ে সময়ে ইংরেজ আর স্পেনিশদের বসবাস। বিপদের সময় ইন্ডিয়ান গ্রামে থাকা নিরাপদ বলে ডি সোটোর কিছু

লোক নাতচি গ্রামে কাটিয়েছে, গল্প শুনেছে উইল।

প্রথম যখন ইন্ডিয়ান গ্রামে ইউরোপীয়দের থাকার কথা শুনেছিল ও, মোটেও বিস্মিত হয়নি। ডি সোটো এই এলাকায় পা রেখে প্রথমেই জেনেছিল হুয়ান কর্টেয নামে এক লোক আগে থেকে বাস করছে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে। চার্লসফোর্টের ফরাসিরা যখন ওদের বসতি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, গুয়ালাম রুফিন নামে এক তরুণ সবার সঙ্গে যেতে রাজি হয়নি, বরং ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে থেকে গেছে। পরবর্তীতে আরও কয়েক জায়গায় বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেছে ফরাসিরা, ওদের ঠেকাতে প্রায়ই আক্রমণ করত স্পেনিশরা। স্পেনিশদের আক্রমণে কোণঠাসা হয়ে অনেক ফরাসি ইন্ডিয়ান গ্রামে চলে যেত, কেউ কেউ আজীবনই থেকে গেছে।

'নাকাপা আর টেনসারা তোমার খোঁজ করছে। কনেজেরোরা তো আছেই। নদীর কাছে গিয়ে ক্যানু খুঁজে নিরাপদে ফিরে যেতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'তো?'

'পাহাড়ে চলে যাও। একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করার পর রওনা দিতে পারো। ততদিনে হয়তো গ্রামে ফিরে যাবে কনেজেরোরা। কিন্তু এখন হন্যে হয়ে তোমাকে খুঁজছে ওরা। চিহ্ন রেখে না গেলে তোমাকে খুঁজে পাবে না কেউ।' যে-ট্রেইল ধরে ওদের অনুসরণ করেছে ইশাকোমির দল, ইশারায় ওটা দেখাল উইল। 'পাহাড়ে চলে গেছে ট্রেইলটা। এটা ধরে এগোব আমরা।'

চুপ করে ভাবছে ইশাকোমি, উইলের প্রস্তাব বিবেচনা করছে।

'নিকঅনা বিশ্বাস করে ওকে,' বলল পিয়োটাহ্। 'সে বলেছে...'

'ওর মনে কী ছিল, জানা নেই আমাদের। কী বলেছে, শুধু সেটাই জানি,' ক্ষণিকের জন্য থামল ইশাকোমি। 'বেশ, তোমার পরামর্শ মতই কাজ করব আমরা। তিনদিন অপেক্ষা করব।'

উঠে মহিলাদের কাছে চলে গেল ইশাকোমি। নাতচি মহিলারা ওর জন্য বিছানা তৈরি করেছে। ইশাকোমি শুয়ে পড়ার পর ওর দু'পাশে একজন করে শুয়ে পড়ল, তবে একেকজন অন্তত দশ ফুট

দূরে।

উইলের দিকে ফিরে শ্রাগ করল পিয়োটাহ্, তারপর নিজের বেডরোলে গিয়ে শুয়ে পড়ল। আগুন থেকে অপেক্ষাকৃত লম্বা কাঠগুলো সরিয়ে ফেলল উইল, ধীরে ধীরে নিভে গেল আগুন, কয়লায় রূপ পেল। উঠে নিজের জায়গায় এসে শুয়ে পড়ল ও। চারপাশ সুনসান নীরব। আকাশে ভারী মেঘের আনাগোনা। বাতাস স্থির হয়ে আছে। একবার বহু দূরে ক্ষণিকের জন্য আগুনের ঝলক চোখে পড়ল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

ভোরে, ঘুম থেকে উঠেই আগেভাগে রওনা দিল উইল। একটু এগোতে পরিত্যক্ত একটা ক্যাম্প খুঁজে পেল, ততক্ষণে পিছনে রওনা দিয়েছে অন্যরা। যেখানে আগুন জ্বালানো হয়েছিল, কয়লা পড়ে আছে: তারই কিছু সংগ্রহ করে নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে এল ও। ওদের কয়লার উপর ছড়িয়ে দিল। তারপর এক মুঠি বালি তুলে নিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে কয়লার উপর পড়তে দিল। সামান্য কৌশলের কারণে, পরে কেউ এখানে এলে ধাপ্পার শিকার হবে, মনে হবে এই ক্যাম্প অন্তত কয়েক মাসের পুরানো।

ল্যান্ডমার্ক হিসাবে শূকরের পশ্চাদ্দেশের আকৃতির পাহাড়, হগব্যাক মাউন্টেনকে স্থির করেছে উইল। ওটার দিকে চলে যাওয়া ঝর্নার তীর ধরে দ্রুত এগোল ওরা। কিছুটা ঢালু পথ। উইলের ধারণা ঝর্না গেছে যখন, সামনে খোলা মুখ থাকতে বাধ্য, যেটা দিয়ে পাহাড়ের গভীরে চলে যাওয়া যাবে।

সত্যি সত্যি তাই পাওয়া গেল। পাথরের বুক চিরে চলে গেছে ঝর্না, তীর ঘেঁষা বুনো ট্রেইলটা সরু হয়ে এসেছে এখানে। পিয়োটাহ্ আগে আগে এগোচ্ছে এখন। পাহাড়ী ঢাল ধরে এবার চূড়ার উপত্যকায় পৌঁছল। ট্রেইলের উপর নজর রাখা যাবে এমন এক জায়গায় ক্যাম্প করল নাতচিরা, বিশ্রাম নেবে। পঞ্চাশ গজ দূরে কয়েকটা বড়সড় গাছের নীচে নিজেদের ক্যাম্প করল পিয়োটাহ্ আর উইল, বিশ্রামের ফাঁকে মোষের চামড়ার কাজ শেষ করে ফেলল।

সকালে ঘুম থেকে জেগে প্রথমে চারপাশের এলাকা রেকি করল

উইল। উপত্যকাটা প্রায় হাজার একর হবে। চারপাশে এবড়োখেবড়ো পাহাড় আর ক্লিফের সারি। কিনারায় যথেষ্ট গাছপালা রয়েছে, যার বেশিরভাগই পাইন।

চারপাশের এলাকা জরিপ করতে প্রায় ঘণ্টা কয়েক সময় লাগল। উপত্যকার পাশে বেশ কয়েকটা গুহা রয়েছে, একটাকে স্রেফ মৃত্যুফাঁদ বলা উচিত। ভিতরটা পুরোপুরি অন্ধকার। একটা পাথর ছুঁড়ে মেরেছে ও, অনেকক্ষণ পর ওটার তলায় পৌঁছানোর শব্দ শুনে মনে হয়েছে অন্তত কয়েকশো ফুট গভীর।

এখানে-সেখানে বুনো ফুল জন্মেছে। চেনা কিছু গাছ চোখে পড়ল—পার্সলে, মিন্ট, চোকচেরি···এমনি আরও ডজন খানেক গাছ। কাজে লাগতে পারে এগুলো। শীতের ব্যাপারে ইতোমধ্যে মনে মনে একটা পরিকল্পনা খাড়া করে ফেলেছে উইল। নাতচিরা থাকুক বা না-থাকুক, এখানেই শীতটা কাটিয়ে দেবে ওরা দু'জন।

শীতে বুনো পশুদেরও এখানে আশ্রয় নেওয়ার কথা। নিজেদের উপস্থিতি ঢালাওভাবে প্রকাশ না করলে যথেষ্ট শিকার মিলবে। আশ্রয় তৈরি করা অসম্ভব হবে না, কিন্তু পাহাড়ী গুহা থাকতে বাড়তি পরিশ্রমে সময় নষ্ট করতে অনিচ্ছুক উইল।

উপত্যকা আর চারপাশের পাহাড় জরিপ করছে, এসময় একটা মিডৌলার্কের সুরেলা কণ্ঠ কানে এল ওর। দারুণ লাগছে শুনতে। চলার পথে কয়েকবার কোয়েলের পালকে ত্যক্ত করেছে ও। জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে এমন যথেষ্ট গাছ চোখে পড়েছে। উইল মোটামুটি নিশ্চিন্তবিরূপ পরিস্থিতিতে এই পাহাড়ই আশ্রয় দিতে পারে ওদের।

ক্যাম্পে ফিরে এসে দেখল আগুনের চারপাশে ভিড় করেছে নাতচিরা। পিয়োটাহ্ও আগুন জ্বালিয়েছে। মাংস সেদ্ধ করছে সে। কিছু জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে তার সঙ্গে যোগ দিল উইল।

'শীত আসছে,' বলল ও।

মাংস থেকে পাতলা একটা টুকরো ছেঁচে মুখে পুরল সে।

'কয়েকটা গুহা আছে কাছে। অনেক হরিণ দেখলাম। কোয়েলও

আছে।' মাংসের টুকরো কেটে নিল উইল। 'তবে ভালুকের ছাপও দেখেছি। সব মিলিয়ে জায়গাটা মন্দ নয়।'

'ওরা কী করবে?'

শ্রাগ করল ও। 'সিদ্ধান্ত ওরাই নেবে। আমার মনে হয় চলে যাবে।'

'উঁহুঁ, থাকবে। তোমার উপর চোখ পড়েছে ইশাকোমির।'

বলে কী! 'আমার উপর? প্রশ্নই আসে না। আমাকে তো রীতিমত অবজ্ঞা করছে ও।'

আগুনের পাশে বসে নাতচিদের সমস্যা নিয়ে ভাবল উইল। এখান থেকে আরকান্সাস নদী পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে, হয়তো নদীর মোহনা পর্যন্ত যেতে পারবে ওরা। খরা কেটে গেছে। নদী এখন পরিপূর্ণ, খরস্রোতা প্রায়। গ্রেট রীভার পর্যন্ত যাওয়া প্রায় অসম্ভবই হবে। নদী ছাড়ার সময় নিশ্চই ক্যানু লুকিয়ে রেখে এসেছে নাতচিরা, ফিরে গিয়ে পেয়েও যাবে, যদি না ইতোমধ্যে কনেজেরোরা ওগুলো আবিষ্কার করে থাকে।

আশঙ্কার ব্যাপার, এ-উপত্যকাটা চেনা হতে পারে কনেজেরোদের, কিংবা ওদের ট্র্যাক খুঁজে পেতে পারে তারা। আশপাশে এমন কোন চিহ্ন চোখে পড়েনি যে বোঝা যাবে ইদানীং শিকার করতে বা ঘুরতে এদিকে এসেছিল কেউ; সেক্ষেত্রে বলা যায় যে উপত্যকা সম্পর্কে জানে না কনেজেরোরা। তাই শীতটা এখানে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। তবে আরও খাবার লাগবে ওদের। একটু রয়ে-সয়ে শিকার করলে চলে যাবে। একটা ভালুক যদি শিকার করতে পারে, সোনায় সোহাগা হয়, যেহেতু ভালুকের শরীরে প্রচুর চর্বি থাকে। বুনো পশুদের মধ্যে কেবল ভালুকের শরীরে যথেষ্ট চর্বি রয়েছে।

কমবয়সী এক নাতচি ওদের ক্যাম্পে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। 'তোমরা কি থাকছ?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ।'

অস্বস্তি ফুটে উঠল তার মুখে। 'তুষার পড়বে?'

'বিস্তর,' বলল উইল। 'ঠাণ্ডাও পড়বে খুব।'

আগুনে একটা কাঠি ঠেলে দিল ইশাকোমির তরুণ যোদ্ধা। 'নাভচিরা সহজে ঠাণ্ডায় কাবু হয় না।'

কিছু বলল না পিয়োটাহ্। পাশ ফিরে নাভচির দিকে তাকাল উইল, বলল: 'মিসিসিপির ওপাশে থাকো তোমরা, তুষার বা ঠাণ্ডা সম্পর্কে তোমাদের অভিজ্ঞতা নেহাত কম। কী করা উচিত, সেটা আমাদের চেয়ে তোমাদেরই ভাল জানার কথা।'

মিনিট কয়েক নীরব থাকল পিয়োটাহ্, শেষে বলল, 'তুষার কী জিনিস, জানো?' আগুন থেকে একটা কাঠি তুলে নিল সে। 'আগুন ধরানোর জন্য কাঠ পাবে না, সবকিছু ঢাকা পড়ে যাবে তুষারে। কোন শিকার মিলবে না। চারপাশে শুধু তুষার আর তুষার থাকবে। দিনের পর দিন ঘরে বন্দি থাকতে হবে।'

'সেক্ষেত্রে এখনই শিকার শুরু করা উচিত,' বলল উইল। 'প্রচুর মাংস লাগবে আমাদের। দু'একটা মোটাসোটা ভালুক হলে ভাল হয়। আশপাশে বীজ আছে, এমন যা কিছু পাওয়া যায়, তুষার পড়ার আগেই সংগ্রহ করতে হবে।'

নীরবতা নেমে এল ক্যাম্পে।

'পিয়োটাহ্? কী কী সমস্যা হতে পারে, ভাল করেই জানো তুমি। বলো তো ওকে।'

প্রবলভাবে মাথা নাড়ল সে। 'উঁহুঁ, তুমি বলো। তুমি আমাদের নেতা।'

'বুড়ো আর মহিলারা কাঠ কুড়াবে,' পরিকল্পনা বাতলে দিল উইল। 'সমর্থ যারা, আমরা শিকার করব। তবে শিকার করব এখান থেকে যতটা দূরে সম্ভব। আশপাশে শিকার করলে সব প্রাণী ভয়ে দূরে চলে যাবে।'

সময় আছে হাতে, তাই ধীরে-সুস্থে কাজ শুরু করল ওরা। জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে, এমন অনেক গাছ রয়েছে—কোনটা বজ্রপাতে মারা গেছে, কোনটা ঝড়ে বা অন্য কোন কারণে পড়ে গেছে; বেশিরভাগ অবশ্য ভাঙা ডালপালা। শীতের সময় ছাড়া বুনো

এলাকায় জ্বালানি কাঠের অভাব হয় না কখনও। সবাই মিলে গুহার কাছাকাছি পর্যাপ্ত কাঠ জমাচ্ছে ওরা।

এখনও খুঁড়িয়ে হাঁটছে উইল। ওর সন্দেহ, একটু আগে-ভাগে ক্রাচ ত্যাগ করেছে। খুঁড়িয়ে হাঁটা ছাড়াও পায়ে ব্যথা বোধ করছে। শরীরের অন্য ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেছে অবশ্য, তবে স্মৃতি হিসাবে মাথা বা উরুর দাগগুলো থেকে যাবে আজীবন। শক্তি পুরোপুরি ফিরে পায়নি ও, একটানা কাজ করতে পারছে না, বরং নির্দিষ্ট সময় পরপর বিশ্রাম নিতে হচ্ছে।

'ইশাকোমির ধারণা তুমি দুর্বল,' বলল পিয়োটাহ্। 'আমি ওকে বলেছি আসলে তুমি শক্তিশালী, বিশাল একটা চিতাকে মেরেছ।'

'যা ইচ্ছে ধারণা করুক ও,' তিক্ত স্বরে জবাব দিল উইল। 'কিছু যায়-আসে না আমার।'

কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজের উপর অসন্তুষ্ট উইল। শীত আসছে, যা করছে তারচেয়ে বেশি কাজ করা উচিত ওর। গুহায় আশ্রয় নেবে বলে ঠিক করেছে ওরা, পর্যাপ্ত কাঠও জমিয়েছে। গুহার কাছাকাছি এলাকা ছেড়ে বরং দূর থেকে কাঠ সংগ্রহ করেছে। শীত যখন আসবে, কাছের কাঠ কাজে লাগবে তখন।

দুই নাতচি ব্রেভকে নিয়ে প্রেয়ারির দিকে চলে গেল পিয়োটাহ্। কয়েকটা মোষের মাংস আর চামড়া নিয়ে ফিরে এল ওরা। পিয়োটাহ্ ফিরে আসার পরদিন সন্ধ্যায় একটা বিশাল ভালুক শিকার করল উইল, তিনটা তীর ব্যয় করতে হলো সেজন্য। সযত্নে চামড়া ছাড়াল ও, চর্বিবহুল মাংস যাতে নষ্ট না হয়।

পরদিন আবারও নীচের এলাকায় শিকার করতে গেল পিয়োটাহ্, কিন্তু স্রেফ একটা অ্যান্টিলোপ নিয়ে ফিরে এল।

'অবস্থা ভাল ঠেকছে না,' বলল সে। 'চারপাশে তল্লাশি চালিয়ে দেখলাম। আমরা যেখানে মোষ শিকার করেছি, ওখানে অনেক ট্র্যাক দেখলাম। নাকাপা বোধহয়। আমার ধারণা খুব কাছে আছে সে।'

সাধারণত মুখখিস্তি করে না উইল, কিন্তু তাই করল ও–নিচু শব্দে, নিজের উদ্দেশে। ও ধরে নিয়েছিল ওদের খুঁজে না পেয়ে শীত

এড়াতে নদীর দিকে চলে যাবে নাকাপা। তা তো হয়ইনি, বরং ওদের খুঁজে পেয়েছে সে। কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে আছে।

পা নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটছে না ওর। প্রথমে মনে করেছিল মাসখানেক লাগবে। হেমন্ত চলে গেছে, অথচ পুরোপুরি ঠিক হয়নি পা-টা। আজীবনের জন্য খোঁড়া হয়ে গেল নাকি? ধারণাটা মেনে নিতে পারছে না উইল। তবে বহু সাহসী মানুষের কথা জানে যারা খোঁড়া পা নিয়ে দিব্যি টিকে ছিল বছরের পর বছর, সাফল্যের সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করে গেছে। মারাত্মক ভাবে জখম হওয়া লোককেও দিব্যি সুস্থ হয়ে উঠতে দেখেছে।

এখানে নিঃসঙ্গ, একা ও।

পিয়োটাহ্ ওর বন্ধু বটে, কিন্তু নিজের বোঝা তার উপর চাপানো যাবে না। হাজার মাইলের মধ্যে ওর কোন স্বজন নেই, আর কোন বন্ধুও নেই।

ইচ্ছে করেই ক্যাম্প থেকে দূরে যেতে শুরু করল উইল। শিকারের দায়িত্ব নিল, যাতে প্রচুর হাঁটতে বা দৌড়াতে বাধ্য হয়। ক্লান্তি লাগলে থেমে বিশ্রাম নিল, কিন্তু তারপর আবারও শিকার, কাঠ বা বীজ সংগ্রহের কাজ চালিয়ে গেল। উপরন্তু, ট্র্যাক খোঁজার দায়িত্বও নিল নিজের কাঁধে।

ঝর্নার লাগোয়া বুনো ট্রেইলটা ধরে শত্রুদের আসার সম্ভাবনা বেশি বটে, তবে পাহাড়ের ওদিক থেকেও আসতে পারে। যেখানেই যাচ্ছে, সতর্কতার সঙ্গে নিজের ট্র্যাক মুছে দিচ্ছে উইল, কিন্তু অন্য কারও ট্র্যাক আছে কি-না খোঁজ করতে ভুলছে না।

নাতচি মহিলারা চামড়া থেকে রোব তৈরি ছাড়াও বীজ বা গুল্ম সংগ্রহ করছে, কিন্তু ইশাকোমিকে কোন কাজ করতে দেখেনি উইল।

এমন নয় যে মেয়েটি কী করছে, জানার আগ্রহ আছে ওর বা দেখতে চাইছে। নিজের কাজ রয়েছে ওর, নিঃসন্দেহে ইশাকোমিরও নিজস্ব কাজ আছে। তবে এ-পর্যন্ত নাতচি রাজকন্যাকে আর দেখেনি, এ-নিয়ে খানিকটা দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকলেও গ্রাহ্য করল না তেমন। কখনও ইশাকোমির গুহার দিকেও তাকায়নি। পিয়োটাহ্

আর নিজের জন্য আলাদা একটা গুহা পছন্দ করেছে ও। এটাই যথেষ্ট এবং এতে সন্তুষ্ট উইল।

তুষার পড়তে শুরু করল হঠাৎ।

সে-রাতে শীত ঠেকানোর জন্য রোবকে অপর্যাপ্ত মনে হলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে গুহার মুখে চলে এল উইল, ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস কামড় বসাল শরীরে, তাকিয়ে দেখল সব পাহাড় তুষার জমে সাদা হয়ে গেছে।

বোঝা গেল শীত চলে এসেছে। সেদিনই জানা গেল লোকজন নিয়ে নীচে নদীর দিকে যাচ্ছে না ইশাকোমি। সুযোগ চলে গেছে।

হিমশীতল বাতাস বইছে। কুঁড়ের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ পরিবেশের টানে বাড়ি ফিরে যাবে ইন্ডিয়ানরা। শিগ্‌গিরই নদীর পানি জমে বরফ হয়ে যাবে, কোন ক্যানুই চলবে না তখন। বোকামি করেছে ইশাকোমি, এতদিন অপেক্ষা করা ঠিক হয়নি। তবে এটা ওর ব্যাপার নয়। কিন্তু কিছুটা স্বস্তিও বোধ করছে—ইশাকোমি···নাতচিরা যেহেতু থাকছে। যত যাই হোক, নীচের হিমশীতল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ করছে শীতে অনভ্যস্ত নাতচিরা, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে উইলের।

তুষার পড়ার আগে শিকারে গিয়েছিল পিয়োটাহ্, দু'দিন পর ফিরে এল সে। ওর সঙ্গে এক বন্দি—একটা অ্যাপাচি মেয়ে।

## সতেরো

মেয়েটা কমবয়সী, সুন্দরীও। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার, বন্দি হওয়ায় খুব একটা অখুশি মনে হচ্ছে না মেয়েটাকে।

'একে পেলে কোথায়?'

'লুকিয়ে ছিল,' জানাল পিয়োটাহ্।

'তোমার ভয়ে লুকিয়ে ছিল?'

'না। আমাকে দেখতে পায়নি ও। ও হচ্ছে অ্যাকো অ্যাপাচি। গ্রাম থেকে ওকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল কনেজেরোরা। সুযোগ বুঝে পালিয়ে এসেছে ও, বনে লুকিয়ে ছিল। ওকে দেখে ডেকে বললাম আমার সঙ্গে চলে এসো। দেখতেই পাচ্ছ, চলে এসেছে।'

'গ্রামে ফিরে যেতে চায় না ও?' প্রশ্নটা করার সময়ই উইল উপলব্ধি করল ধারণাটা একেবারে অসার। একটুও দুঃখিত বা অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে না মেয়েটিকে, বরং এখানে আসতে পেরে যেন কৃতজ্ঞ। 'ওকে নিয়ে কী করবে, এটা তোমার ব্যাপার,' দ্রুত বলল ও। 'তুমিই সামলাবে ওকে। দেখো, ও যাতে পালিয়ে গিয়ে স্বজনদের এখানে না নিয়ে আসে।'

'পালাবে না ও,' পিয়োটাহ্র সংক্ষিপ্ত উত্তর।

কথাটা বিশ্বাস করল উইল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গুহার বাইরে বেরিয়ে এল। বাতাস শীতল। গুহার আশপাশে তুষার জমতে আরও কয়েকদিন লাগবে, অন্তত তাই আশা করছে ও। তবে শীত ঠেকাতে প্রস্তুতি মন্দ হয়নি। আশ্রয়, মাংস এবং মোষের রোব আছে ওদের। ক্রীকের লাগোয়া ঝোপে কী যেন নড়ে উঠল, চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল উইল। দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল ও।

ফের নড়ল ওটা, তারপর বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে।

একটা মোষের বাছুর। যেটাকে ওরা ফেলে এসেছিল নদীর কাছে!

'বাছুরটা চলে এসেছে!' পিয়োটাহ্কে জানাল উইল। 'নাতচিদের বলে দিয়ো এটাকে যেন মেরে না ফেলে।'

'বলে দেব।'

সেদিন কয়েকবারই বাছুরটার কাছে গেল উইল, মৃদু স্বরে কথা বলল; একবার হাত বাড়াল আদর করার জন্য, কিন্তু মুখ সরিয়ে নিল ওটা, তবে একেবারে দূরে সরে গেল না। বাছুরটা নিঃসঙ্গ, একাকী

বোধ করছে, উপলব্ধি করল উইল। পরের কয়েকদিনে খেয়াল করল ও যেদিকে যাচ্ছে, ধারে-কাছে থাকছে ওটা, যদিও একেবারে কাছে আসছে না।

এরমধ্যে একদিন পিয়োটাহ্‌র বন্দিনী অ্যাকো মেয়েটি রুটি তৈরি করল, তারই কিছু অংশ বাছুরটাকে দিল উইল। প্রথমে গন্ধ শুঁকল ওটা, তারপর প্রায় বুভুক্ষের মত রুটি কামড়ে ধরে চট করে গিলে ফেলল।

এভাবেই বাছুরটার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল ওর।

সারারাত ধরে তুষার পড়তে থাকল—বিরতিহীন। ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে। ক্রমে নীচের জমি ঢেকে গেল শুভ্র, ঘন তুষারে। পাহাড়ের উপর থেকে দেখে মনে হলো যেন রূপোর সাগর। সকাল হলেও দেখা গেল তুষার পড়া থামেনি। বেশিরভাগ সময় আগুনের পাশে কেটে গেল ওদের। বিকালের দিকে গুহা থেকে বেরিয়ে এল উইল, প্রায় টেনে-হিঁচড়ে বাছুরটাকে গুহায় ঢোকাল। কিন্তু বড়জোর মিনিট কয়েক থাকল ওটা, উইল একদিকে সরে আসতে চট করে বেরিয়ে গেল।

'তুষার পছন্দ করে ওটা,' বলল পিয়োটাহ্‌। 'অনেক পশুই পছন্দ করে।'

'নাতচিদের বলে দিয়ো উপত্যকার শুরুর দিকে যেন শিকার না করে,' পরামর্শ দিল উইল। 'তা হলে কারও ট্র্যাক থাকবে না।'

ধীরে ধীরে দিন কাটতে লাগল। বেশিরভাগ সময় গল্প করে কাটছে ওদের।

দক্ষিণ-পশ্চিমে শিকার করতে এসেছিল অ্যাপাচিরা, অ্যাকো মেয়েটির কাছে জানতে পারল উইল। তবে জায়গাটার সঠিক অবস্থান জানা নেই ওর, এটুকু জানে যে ওখানে প্রচুর শিকার আছে। মেয়েটির ভাষায় শিকারের জায়গাটা "ওখানে", আর সে আছে "এখানে"। দুটো জায়গার মধ্যে কতটা দূরত্ব, বোঝাতে পারল না মেয়েটা। তবে তাতে এমন কিছু যায়-আসেও না, কারণ অ্যাপাচিদের কোথায় না দেখা যায়? মেয়েটার দাদার কুঁড়ে এখান

থেকে বহু দূরে, আর ওর বাবার কুঁড়ে তারচেয়েও কয়েকগুণ দূরে।

মাঝে মধ্যে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলছে উইল। পিয়োটাহ্‌র অসম্মতি নেই জেনে দ্বিধা চলে গেল মেয়েটার। জানা হয়ে গেল ওর গল্প: ভবঘুরে টাইপের অন্য উপজাতিদের মতই, চলার মধ্যে কেটে যায় ওদের। কোথাও হয়তো স্থির হলো কয়েক মাস বা বছরের জন্য, তারপর পরিস্থিতি প্রতিকূল হয়ে উঠলে চলে যায় অন্য জায়গায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় অন্য গোত্রের সঙ্গে সংঘাত এড়াতে বা খরা কিংবা শিকারের অভাবের কারণে বসতি ছেড়ে চলে যেতে হয়। ব্রেভরা রেইড করতে চলে যায়, এদিকে ওদের গ্রামেও অন্যরা রেইড করে।

ইশাকোমির সঙ্গে দেখা হচ্ছে না বললেই চলে। গুহা থেকে বেরই হয় না মেয়েটা, যদিও মাঝে মধ্যে বাইরে এলে ইশাকোমিকে ওদের গুহার দিকে তাকাতে দেখেছে দু'একবার। নিকঅনার দেওয়া দায়িত্ব পালন করেছে ওরা। তবে তারপরও পিয়োটাহ্ এবং অ্যাকো মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছে ইশাকোমি।

নাকাপা বা কনেজেরোদের পাত্তাও নেই। সচেতনভাবে উপত্যকার মুখের দিকে যাচ্ছে না কেউ। গেলেই পায়ের ছাপ পড়বে, এবং উপত্যকায় ওদের উপস্থিতি প্রকাশ পেয়ে যাবে। শুধু জ্বালানির চিন্তা করে আগুন ছোট রাখছে না ওরা, বরং চাইছে যতটা সম্ভব ধোঁয়া কম তৈরি হোক। তবে উইলের সন্দেহ নাকাপা ঠিকই চলে আসবে।

তুষার একটু আগে-ভাগে পড়লেও অ্যাসপেনের পাতা ঝরে যায়নি, বরং পাহাড়ী ঢালে ঘন অ্যাসপেনের সোনালি পাতার কারণে পাহাড়কে দেখাচ্ছে সোনালি বহতা নদীর মত। একদিন ক্রীকের ধারে দাঁড়িয়ে অতুলনীয় এই সৌন্দর্য দেখছে উইল, হঠাৎ পাশে দেখতে পেল ইশাকোমিকে।

মেয়েটির পরনে বুটিদার সাদা ম্যাকস্কিন, পালকের কাজ করা। কোন সন্দেহ নেই, মেয়েটি অপরূপা। 'অপূর্ব সুন্দর তুমি!' অজান্তে বলে ফেলল উইল, পরক্ষণে নিজেকে চড়াতে ইচ্ছে করল ওর।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ইশাকোমি, শীতল নির্লিপ্ত চাহনিতে দেখল ওকে। 'অপূর্ব সুন্দর মানে কী?'

একেবারে বেকুব বনে গেল উইল। সৌন্দর্যকে ব্যাখ্যা করবে কীভাবে? 'অ্যাসপেন গাছগুলো দেখেছ? সুন্দর না?' শেষে বলল ও। 'সূর্যোদয়ের দৃশ্যও সুন্দর।'

'আমাকে অ্যাসপেন মনে করছ নাকি?'

'হ্যাঁ, তুলনা করলাম,' মনে মনে নিজেকে গাল দিচ্ছে উইল, এমন বেকুবের মত কাজটা করল কীভাবে? 'সুন্দরকে সুন্দরই বলা উচিত।'

ফের ওকে শীতল চাহনিতে বিদ্ধ করল ইশাকোমি। 'আমাকে পটানোর চেষ্টা করছ?'

এবার শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল উইলের। অজান্তে ঢোক গিলল ও, কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর বলল, 'ঠিক তা নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে...'

'তাতে কিছু যায়-আসে না!' ওর মুখের কথা কেড়ে নিল ইশাকোমি, কণ্ঠ তীক্ষ্ণ, চাঁছাছোলা। 'আমি একজন সান। তুমি কিচ্ছু না, স্রেফ আগন্তুক।'

'তোমার কাছে কিছু না হতে পারি, কিন্তু আমার কাছে আমি কিছু।'

শ্রাগ করল ইশাকোমি, তবে দাঁড়িয়ে থাকল একই জায়গায়।

'তুমি যদি ফিরে না যাও, আর এদিকে যদি গ্রেট সান মারা যায়, কী হবে তা হলে?' জানতে চাইল ও।

মিনিট কয়েক নীরব থাকল ইশাকোমি, উইলের মনে হলো আসলে কী ঘটতে পারে, ভাবছে মেয়েটি। 'আমি ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য একজন দায়িত্ব নেবে,' শেষে বলল নাতচি রাজকন্যা।

'মেয়েরা চীফ হতে পারে?'

'নিয়ম আছে।'

'প্রায়ই কি হয় সেটা?'

'না...আমি যতদূর জানি, মাত্র একজন মেয়ে নাতচি চীফ হয়েছে।'

'তুষার পড়ছে, পথও অনেক বেশি। তুষার-ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে, নইলে হয়তো তোমাকে নিয়ে যেতাম...'

'আমাকে কারও নিয়ে যাওয়ার দরকার হয় না। আমার যখন ইচ্ছে হবে, চলে যাব।' হাত ছড়িয়ে চারপাশে দেখাল ইশাকোমি। 'এ-জায়গাটা ভাল।'

অ্যাসপেনের শাখায় কাঁপন তুলে বয়ে গেল হালকা ঝিরঝিরে বাতাস, নেচে উঠল সোনালি নদী—মনে হলো তরল সোনার প্রবাহ! কয়েকটা পাতা ঝরে পড়ল, শুভ্র তুষারের উপর স্বর্ণের বৃষ্টি হলো যেন। অপূর্ব সৌন্দর্য, তন্ময় হয়ে দেখল উইল। পাশে অসামান্য সুন্দরী এক নারীর উপস্থিতি মুহূর্তে বিস্মৃত হলো ও। ক্রাব ওকের টকটকে লাল পাতা সহজে ঝরে পড়ার নয়, ঠিক ঠিক টিকে আছে ওগুলো। ধীর লয়ে বয়ে চলেছে ঝর্না, কিনারায় জমে যাওয়া বরফের স্তর ক্রমে পানিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

'যে-জায়গার খোঁজে এসেছিলে, খুঁজে পেয়েছ?' হঠাৎ জানতে চাইল উইল।

ইতস্তত করল ইশাকোমি। 'না। তবে পাহাড় থেকে নদী যেখানে বেরিয়ে এসেছে, জায়গাটা বের করতে পেরেছি।' চারপাশে তাকাল ও। 'এ জায়গাটাও মন্দ নয়।' এবার উইলের দিকে ফিরল মেয়েটি। 'এটা তোমার?'

'আমি আর পিয়োটাহ্ এটাকে খুঁজে পেয়েছি। ইচ্ছে করলে এখানে থাকতে পারো তোমরা।'

'মালিক যদি না হও, তা হলে জিনিসটা অন্যকে দেবে কেমন করে,' চিবুক উঁচু হয়ে গেল ইশাকোমির। 'সমস্ত জমির মালিকানা হচ্ছে গ্রেট সানের, যেখানে ইচ্ছে বসতি করতে পারে সে।'

'তোমাদের গ্রামের জায়গাটাও ভাল। ওটা ছেড়ে আসতে কষ্ট হওয়ারই কথা।'

শ্রাগ করল মেয়েটি। 'মনে হয় না গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও যাব আমরা। গ্রেট সান চেয়েছে বলেই নতুন জায়গার খোঁজে এসেছি আমি। আমার বিশ্বাস গ্রামে থাকলেও বিপদ হবে না আমাদের।'

'ব্যবসায়ীরা এসেছিল তোমাদের গ্রামে?'

'ব্যবসায়ী নয়। বোট নিয়ে কয়েকজন এসেছিল। কিছু জিনিসপত্র বিনিময় করল ওরা। তারপর চলে গেল।' শ্রাগ করল ইশাকোমি। 'এটা এমন কোন ব্যাপার নয়।'

'ধীরে ধীরে সময় বদলে যাচ্ছে,' মিনিট কয়েক নীরব থাকার পর বলল উইল। 'সাদা মানুষ আসছে, স্রেফ ভ্রমণ করার জন্য আসবে না ওরা। কেউ কেউ থেকে যাবে। গ্রেট সানের কর্তৃত্ব বা মালিকানার উপর বিশ্বাস নেই ওদের, তাই স্বীকারও করবে না। ইন্ডিয়ানদের জীবনযাত্রার ধরন বদলে যাবে তখন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যবসা করতে চাইবে। এভাবেই বদলে যাবে।'

'উঁহুঁ, এমন কিছু করবে না কেউ। আমাদের চিন্তা-ভাবনাই ঠিক। সব নাতচি জানে এটা।'

নিতান্ত অনাগ্রহের সঙ্গে বলে গেল উইল: 'ভার্জিনিয়া আর ক্যারোলিনা নামে দুটো জায়গায় থাকে ইংরেজরা। ফ্লোরিডায় থাকে স্পেনিশরা। ওদের আশপাশে যারা আছে, সবার মধ্যে কোন না কোন পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। প্রতিবেশীরা প্রায়ই ইংরেজ বা স্পেনিশদের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে, যা ওদের নেই তাই নিয়ে ব্যবসা করতে চাইছে বলে এই সংঘাত।

'সাদা মানুষের প্রতিবেশী যে-কোন ইন্ডিয়ানই চাইবে সাদা মানুষের মত সুযোগ-সুবিধা বা পণ্য ভোগ করতে, এদের অনেকেই অতীতের প্রথা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে চাইবে না।'

'উঁহুঁ, নাতচিদের মধ্যে অমন কোন পরিবর্তন ঘটবে না,' একগুঁয়ে স্বরে বলল ইশাকোমি।

মুহূর্ত খানেক ইতস্তত করল উইল, শেষে বলেই ফেলল কথাটা। 'আমার ধারণা, যারা সময়ের সঙ্গে নিজেদের পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে না, তারা টিকেও থাকতে পারবে না। নতুন ধারণার জন্ম না হলে সবকিছু পুরানোই থেকে যায়, উন্নতি হয় না কখনও। নতুন নতুন মানুষ নতুন আইডিয়া নিয়ে আসে...'

'বহুবার অপরিচিত মানুষ এসেছে আমাদের গ্রামে। কই, কোন

পরিবর্তন তো হয়নি।'

'তোমার এক লোকের কাছে ইস্পাতের ছুরি দেখলাম। ওটা সাদাদের ছুরি। এটা একটা পরিবর্তন। তোমার সঙ্গের এক মহিলাকে দেখেছি ইস্পাতের সুঁই দিয়ে সেলাই করছে। এটাও পরিবর্তন। অন্যরাও কি এ-ধরনের ছুরি বা সুঁই পেলে খুশি হবে না?'

'প্রয়োজন মনে করলে তো!'

'আকাঙ্ক্ষা আর চাহিদার সঙ্গে কিন্তু খুব একটা সম্পর্ক থাকে না। দরকার নেই, এমন অনেক জিনিসও পেতে চায় মানুষ। একজন মানুষ কতটা সুখী সেটা নির্ভর করে তার চাহিদার বিপরীতে প্রাপ্তির উপর, কী তার প্রয়োজন নেই তার উপর কখনোই নির্ভর করে না।

'বহু বছর ধরে ইন্ডিয়ানরা প্রায় একই ধরনের জীবনযাপন করেছে। নতুন কোন ধারণার জন্ম হয়নি। চারপাশে কী আছে, জানো তোমরা। তোমাদের কাছে যেসব অস্ত্র, একই অস্ত্র অন্য গোত্রের ইন্ডিয়ানদের কাছেও আছে। একই জিনিস। এখন ধরো, কোন গোত্র সাদাদের মত বন্দুক বা পিস্তল পেল। এটাকে কি পরিবর্তন বলবে না? সব গোত্রই এ-ধরনের অস্ত্র পেতে চাইবে, নইলে টিকে থাকতে পারবে না। উত্তরে ইরোকুইজদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে ইংরেজ আর পর্তুগীজরা...'

'ইরোকুইজদের চিনি না আমি।'

'ইদানীংকার খবর হচ্ছে কয়েকটা গোত্র একাট্টা হয়ে যাচ্ছে, একসঙ্গে লড়াই করবে ওরা। যেমন সেনেকারা। প্রতিবেশী অন্য গোত্রের ইন্ডিয়ানদের নিশ্চিহ্ন করতে উঠেপড়ে লেগেছে ওরা।

'তোমাদের প্রতিবেশী ক্রিকদের ব্যাপারে কী বলবে? ওদের কারও কারও কাছে বন্দুক রয়েছে। এটাও শোনা যায় যে আগের মত মোটেও বন্ধুত্বপূর্ণ নেই ওদের আচরণ।'

নীরবতা নেমে এল। একেবারে চুপ হয়ে গেছে ইশাকোমি। উইল বুঝতে পারছে ওর বলা কথাগুলো ভাবছে মেয়েটি। পছন্দ না করলেও ভাবতে বাধ্য হয়েছে।

ঝিরঝিরে বাতাসে অ্যাসপেনের পাতা খসে পড়ল আবারও,

কয়েকটা এসে পড়ল ইশাকোমির মাথার উপর, ঘন কালো চুলের উপর সোনালি মুকুট তৈরি করল। চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল উইল।

কোন মেয়ের সৌন্দর্য নিয়ে ভাবার সময় নয় এটা। বহু কাজ পড়ে রয়েছে হাতে।

'বড় নদীর তীরে তোমাদের গ্রাম,' শেষে নীরবতা ভাঙল উইল। 'ব্যবসায়ী মাত্র বড় নদী ধরে এগোয়, কারণ বড় নদীর সঙ্গে সাগরের যোগাযোগ থাকে, যাতায়াতে তাই সুবিধা হয়। একসময় তোমাদের গ্রামেও আসবে ওরা, একজন দু'জন নয়, বহু ব্যবসায়ী আসবে। হয়তো দেখা যাবে ওদের সংখ্যা নাতচিদের চেয়েও বেশি। শুধু পণ্য নয়, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও নিয়ে আসবে ওরা। কেউ কেউ এখানে থেকেও যাবে।

'গ্রেট সান সম্পর্কে জানে না ওরা, কিংবা জানলেও গ্রাহ্য করবে না কেউ। ওদের সবার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে, ওদের নেতাও আছে। স্বার্থ ছাড়া এখানে আসছে না কেউ। পছন্দের জমিতে টিকে থাকতে হলে কখনও ওদের সঙ্গে সন্ধি করতে হবে, কখনও হয়তো লড়তেও হতে পারে।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না ইশাকোমি, মুহূর্ত কয়েক পর গম্ভীর স্বরে বলল, 'যা বলেছ, একটা কথাও বিশ্বাস হয়নি আমার। আগুনে যোদ্ধাদের নিয়ে ডি সোটো এসেছিল, কিন্তু কই, এমন কিছু তো হয়নি! ডি সোটো আসার পরপরই গ্রেট সান বলেছিল ওরা চলে যাবে এবং সবাই ভুলে যাবে ওদের কথা। তাই তো হয়েছে।

'গ্রামে গুজব পৌঁছল লোহার বর্ম পরা আগুনে যোদ্ধারা ফার সীয়িং ল্যান্ডে ঘাঁটি গেড়েছে। কিন্তু এরাও থাকেনি, এখান থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে।'

'আরও লোক আসবে। প্রথমে হয়তো সোনা বা রত্নের ধান্ধা করবে ওরা, কিন্তু একসময় জমি চাইবে। এই পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে তোমাদের।'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'কোন কিছুই বদলাবে না। এ-পর্যন্ত বদলেছে নাকি?'

তো, আর কী বলার আছে ওর? নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আঁকড়ে ধরে আছে ইশাকোমি। বছরের পর বছর, এভাবেই সীমিত গণ্ডির মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রেখেছে ইন্ডিয়ানরা, কোন ধরনের পরিবর্তন হতে দেয়নি। একশো বছর আগে যে-সব প্রথার প্রচলন ছিল, তাই রয়ে গেছে এখনও।

-ইশাকোমিকে বোঝানোর কোন একটা উপায় নিশ্চই আছে, ভাবছে উইল, কিন্তু ওর মাথায় আসছে না। 'ইশাকোমি, এখন তোমরা যেখানে আছ, আজীবন কিন্তু এখানে ছিলে না। পুরানো কবর, প্রাচীন যন্ত্রপাতি বা তীরের মাথা কি চোখে পড়েছে তোমার? মনে হয় না।'

'তাতে কী?'

'তোমাদের পূর্বপুরুষরা, এখন যারা কবরে শুয়ে আছে, তারাও ভাবেনি সময়ের পরিবর্তন হবে। গাছের পাতা কি কখনও শীতের আগমনী সংবাদ পায়? একটা পাতা কখনও ভাবে না যে ওটার সঙ্গে আরও হাজারো পাতা ঝরবে। তোমাদের পূর্বপুরুষরা বেঁচে থাকলে ভবিষ্যৎ বা পরিবর্তনের জন্য নিজেদের তৈরি করে নিত।

'তোমাদের মধ্যে বিচক্ষণ কয়েকজন মানুষ নতুন একটা জায়গা জরুরি মনে করেছে বলেই তুমি এখানে এসেছ। কিন্তু নতুন জায়গা বা নতুন বাড়ি সমস্যার সমাধান নয়, যেহেতু সাদারা দলে দলে আসবে, কোন জায়গাই বাদ থাকবে না।

'আমার কথাই ধরো। আমি কেন এসেছি? নতুন জায়গা দেখতে-জানতে-বুঝতে এসেছি। গ্রেট রীভার ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে আসতে চেয়েছিলাম। আর এখন সামনের এই পাহাড় ছাড়িয়ে আরও দূরে যেতে চাই। নির্জন বুনো প্রকৃতির সৌন্দর্য খুঁজে বেড়াতে এসেছি, অন্তত তাই মনে করি আমি।

'আমার বাবাও এরকম ছিলেন। ইংল্যান্ড ছেড়ে এজন্যই পশ্চিমে এসেছিলেন তিনি। শূটিং ক্রীকে বসতি করার পরও তিনি চাইতেন নীলগিরি ছাড়িয়ে আরও পশ্চিমে চলে যাবেন, নতুন একটা জায়গায় বাড়ি করবেন। আমি নিশ্চিত জানি না, সম্ভবত অজানাকে দেখার,

অচেনাকে চেনার এই তীব্র নেশা আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে, সেজন্যই বাড়ি ছেড়ে দূরদূরান্তে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে আমাদের।

'ভবিষ্যতে কী ঘটবে তাও জানি আমি। এখানে বসতি করলেই যে নিশ্চিত হতে পারব, তা নয়। হয়তো অন্য কোথাও চলে যেতে হবে আবার। প্রত্যাশার কখনও শেষ থাকে না। কেউ যখন সবচেয়ে দীর্ঘ নদী পেরোয়, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতে আরোহণ করে কিংবা বৃহত্তম মরুভূমি পাড়ি দেয়, তার জন্য নতুন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় আকাশের তারা।'

'তারা!?'

'আমার এক শিক্ষক ছিল, ওর নাম সাকিম। ওর কাছেই শুনেছি ভারত এবং চীনের জ্ঞানীদের ধারণা আকাশের প্রতিটি তারাই আসলে একেকটা সূর্য, ওগুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আমাদের মত অন্তত একটা করে পৃথিবী। কে জানে, ওদের এই ধারণা কতটা সত্য বা মিথ্যে! কি মনে হয় তোমার, মানুষের মনে এরকম কল্পনার লাগাম কেউ পরাতে পারবে? কোন একদিন হয়তো তারার দেশে যাওয়ার উপায় আবিষ্কার করবে মানুষ, অদ্ভুত কিংবা অবিশ্বাস্য এসব প্রশ্নের জবাবও মিলবে তখন।'

নিতান্ত বিস্ময় আর বিহ্বলতা নিয়ে উইলকে দেখছে ইশাকোমি। 'আজব কথা বলছ তুমি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কেন এমন অদ্ভুত ভাবনা মাথায় নিয়ে বসে আছ?'

'এটাই মানুষের ধর্ম। মানুষ ভাববে, কল্পনা করবে। এ-ক্ষমতা দিয়েছেন বলে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ আমরা। মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা না থাকলে কোন কিছু জানতে পারতাম না আমরা, নতুন কোন কিছুর জন্ম হত না পৃথিবীতে।' নীরব হয়ে গেল উইল, মনে মনে ভাবছে যুগের পর যুগ ধরে একই জায়গায় থমকে আছে ইন্ডিয়ানদের পৃথিবী, পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি; স্বভাবতই, সহজলভ্য সীমিত সুবিধা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছে ওরা। অথচ সাদা মানুষের পৃথিবী কত বৈচিত্র্যময়। সমুদ্রপথে ইউরোপের মানুষ আসছে নতুন নতুন ধারণা নিয়ে, স্বভাবতই বদলে যাচ্ছে স্থানীয় অধিবাসীরা। এমনকী এখান থেকে এশিয়া বা ইউরোপে চলে যাচ্ছে কেউ কেউ, এরা ফিরে

আসছে নতুন মানুষ হয়ে, নতুন ধারণা নিয়ে। এভাবেই সামাজিক বৈষম্য বা সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু সবচেয়ে মুখ্য ব্যাপার যেটা—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন অনুভব করেছে মানুষ।

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, যার যার নিজস্ব ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত। পায়ের কাছাকাছি ধীর গতিতে বয়ে চলেছে ঝর্নাধারা। আকাশে নিচু মেঘের সারি পাহাড়ের ধারে-কাছে ভিড় করেছে। সামনে আকাশ আড়াল করে দাঁড়ানো সুউচ্চ পর্বতশ্রেণীর জমকাল শরীর। হালকা তুষার পড়তে শুরু করল, দৃষ্টিপথে স্বচ্ছ ঘোলাটে একটা পর্দা তৈরি করেছে।

'ফিরে গেলেই ভাল করতে,' বলল উইল।

ঝট করে পাশ ফিরল ইশাকোমি, সরাসরি ওর চোখে চোখ রাখল, কিন্তু কিছুই বলল না। পাশাপাশি, ফিরতি পথ ধরল ওরা, ক্যাম্পে এসে যার যার গুহায় চলে গেল।

রুটিনমাফিক চলে গেল কয়েকটা দিন। শিকার আর চারপাশের এলাকা স্কাউটিং করে কাটাল উইল। পশ্চিমে, আরও উঁচুতে একটা উপত্যকা আবিষ্কার করেছে; ঠিক করেছে প্রয়োজন হলে ওখানে সরে পড়বে। আশ্রয় নেওয়ার মত জায়গা খুঁজে সেখানে কিছু জ্বালানি কাঠ রেখে এসেছে। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে ও, এমনকী কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত হলেও। নতুন উপত্যকাটা আবিষ্কার করায় বিপদে পড়লে সরাসরি চলে যেতে পারবে ওখানে, অযথা আশ্রয় খুঁজতে গিয়ে হয়রান হতে হবে না। ফেরার পথে বেশ কয়েকটা ল্যান্ডমার্ক এবং ট্রেইলমার্ক দেখে নিয়েছে ও, যাতে রাতের বেলায়ও ওখানে যেতে অসুবিধা না হয়।

ফিরে এসে পিয়োটাহ্‌কে উপরের উপত্যকার কথা জানাল উইল। 'জায়গাটা ভাল,' শেষে মন্তব্য করল ও। 'বিপদে পড়লে কোথায় যাব, অন্তত এ-নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

নাকাপা ধারে-কাছে কোথাও রয়েছে, একরকম নিশ্চিত। লোকটা একগুঁয়ে প্রকৃতির এবং অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এত সহজে

হাল ছেড়ে দেবে না। কনেজেরোরাও রয়েছে আশপাশে। যে-হারে তুষার পড়ছে, শত্রুরা ওদের আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না—এমন আশা করতেই পারে।

সেদিনই ফার শিকারের জন্য ফাঁদ পাতল উইল। কখনও যদি শূটিং ক্রীক বা সাদা মানুষের সভ্যতায় ফিরে যায়, টাকার প্রয়োজন হবে, ফারই ওর জন্য সম্ভাব্য উৎস হতে পারে। তবে জিনিসটা ওদের নিজেদেরও দরকার। উইলের আশঙ্কা এবার তীব্র শীত পড়বে।

প্রতিদিন শিকার করতে বেরোচ্ছে পিয়োটাহ্, কোনদিনই খালি হাতে ফিরে না। বেশিরভাগ সময় একা যায় ও, তবে মাঝে মধ্যে কোন নাতচিকে সঙ্গে নেয়।

'আমাদের খোঁজ করছে ওরা,' একরাতে হঠাৎ জানাল কিকাপু।

ঝট করে তার দিকে ফিরল উইল। 'কারা?'

শ্রাগ করল পিয়োটাহ্। 'অন্তত একটা দল। কনেজেরো বা নাকাপার দল, কিংবা দুই পক্ষই হতে পারে।'

'ট্র্যাক দেখেছ নাকি? উপত্যকায়?'

'উঁহুঁ, উপত্যকার বাইরে। পাহাড়ে গিয়েছিলাম। বনে লুকিয়ে আছি, এসময় পাঁচজনকে দেখলাম। ট্র্যাক খুঁজছিল ওরা।'

সম্ভবত নাকাপা, অন্তত তাই মনে হচ্ছে উইলের। ওরা এলাকা ছেড়ে চলে গেছে, কনেজেরোদের পক্ষে এমন কিছু ভাবা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সন্দেহপ্রবণ বলে নাকাপা এ-ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত হয়ে নেবে। তা ছাড়া, ওদের ব্যাপারে এমন কোন আগ্রহ নেই কনেজেরোদের, যা নাকাপার রয়েছে।

অবশ্য, এমন কিছু যে ঘটতে পারে, আশঙ্কা করেছিল উইল। নাকাপা ওদের খুঁজবে, আগেই ধারণা করেছিল।

তুষারপাতের পঞ্চমদিন সকালে গুহার মুখে এসে দাঁড়াল উইল। খুঁটিয়ে দেখল চারপাশ। সুনসান নীরব, শান্ত চারদিক। কোথাও কিছু নড়ছে না। টানা তুষার পড়ছে। পাতার উপর তুষার জমে গাছের শাখা এত ভারী হয়ে গেছে যে নুয়ে পড়েছে প্রায়; যেদিকে তাকাচ্ছে, শুধু তুষার চোখে পড়ছে। শুভ্র এক পৃথিবী। ঘুরে দাঁড়িয়ে গুহার

ভিতরে চলে এল ও। ঘুমাচ্ছে পিয়োটাহ্।

হঠাৎ ওর মনে হলো একটা বই সঙ্গে থাকলে খুব ভাল হত। সময় কেটে যেত। কতদিন বই পড়া হয় না! অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস হয়, এভাবে চলতে থাকলে পড়তে ভুলে যাবে নাকি? ধারণাটা দুশ্চিন্তায় ফেলে দিল ওকে।

একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা দরকার, তাই খাবারের সাপ্লাই পরখ করল। প্রচুর মাংস আছে, অনেকদিন চলে যাবে। কিন্তু তারপরও, সুযোগ পেলে শিকার করতে হবে। পিয়োটাহ্ দাবি করেছিল এই এলাকায় হাতি রয়েছে, একটা "পাসনুতা" শিকার করতে পারলে খাবার নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হত না, দিব্যি পুরো শীত কাটিয়ে দিতে পারবে।

চিন্তাটা আমোদের জন্ম দিল ওর মনে। উইলের জানা মতে হাতি উষ্ণ অঞ্চলের প্রাণী, সাধারণত আফ্রিকা বা এশিয়ায় দেখা যায়। শীতে এখানে কোন হাতি বেঁচে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। তবে বুনো পশু সম্পর্ক ওর জ্ঞান নিতান্তই অল্প। কিন্তু যে-কোন বিচারেই হোক, এখানে হাতি থাকা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

ফের গুহামুখে চলে এল ও, এমন জায়গায় দাঁড়াল যাতে উপত্যকার বেশিরভাগ অংশ দেখতে পায়। তবে তুষারের কারণে উপত্যকায় ঢোকার প্রবেশ পথটা চোখে পড়ছে না।

উপরের উপত্যকায় চলে যাওয়া উচিত? বুঝতে পারছে না উইল। ওখানে শীত বেশি পড়বে, জ্বালানিতে কুলাবে না। এখানকার জমা করা কাঠ বা ডালপালা উপরের আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। তবে মাংস নিতে পারবে।

ডানে ফিরতে দেখতে পেল গুহার মুখে দাঁড়িয়ে আছে ইশাকোমি। হাত বাড়িয়ে একটা তুষারকণা ধরতে চাইল মেয়েটি। ধরল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল ওটা। 'আরে, মিলিয়ে গেছে!' নিদারুণ বিস্ময়ে অভিভূত ইশাকোমি।

'মাঝে মধ্যে তুষার খুব দ্রুত গলে যায়।'

উইলের দিকে ফিরল মেয়েটি। 'তুমি এর আগেও তুষার

দেখেছ?'

'হ্যাঁ। কয়েকবার।'

'ক'দিন থাকবে এমন?'

'হয়তো কয়েক মাস। পাঁচ-ছয় চাঁদ। কখনও কখনও এরচেয়ে বেশি সময়ও তুষার পড়ে।'

'উঁহুঁ, এ-জায়গায় থাকতে পারবে না আমার লোকেরা। এত ঠাণ্ডা! রাজিই হবে না কেউ।'

'থাকতে শুরু করলে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, নিয়মকানুন শিখে নেবে। শিকারের অভাব হবে না এখানে।' পশ্চিমে পাহাড়সারি দেখাল উইল। 'এত সুন্দর পাহাড়, কিছুক্ষণ থাকলে দুনিয়ার সবকিছু ভুলে থাকা যায়।'

'বাড়ি ফিরে যাব আমি।'

'আমি আরও পশ্চিম যাব। কিংবা এখানেও থেকে যেতে পারি, তৃণভূমির কিনারে।' অদ্ভুত হলেও, ঠিক সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্তটা পাকা করে ফেলল উইল। এখানেই থাকবে। পছন্দসই একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে বসতি করবে।

সিদ্ধান্তটা ওর জন্য খানিকটা বিস্ময়করই। ঘুরে বেড়ানোর যার এত নেশা, সে হঠাৎ থিতু হতে চাইছে? উঁহুঁ, দু'দিনের মধ্যে ধারণাটা বাতিল হয়ে যাবে, মনে মনে ভাবলেও নিশ্চিত হতে পারল না উইল।

'এখানে থাকবে?' চারপাশে দৃষ্টি বুলাল ইশাকোমি। 'কিন্তু তুমি তো একা! কেউ থাকবে না তোমার সঙ্গে!'

শ্রাগ করল উইল। 'বেশিরভাগ সময় একাকী কেটেছে আমার। অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

'কিন্তু একজন মেয়েমানুষ লাগবে তোমার!'

'সময় হলে খুঁজে নেব একজনকে,' স্মিত হেসে বলল ও। 'এমনও হতে পারে হয়তো কোন কনেজেরো মেয়েকে পছন্দ করব। কিংবা পিয়োটাহ্‌র মত কোন অ্যাকোকে সঙ্গিনী বানাব।'

শীতল নির্লিপ্ততা ইশাকোমির চাহনিতে, মুহূর্ত খানেক পর দৃষ্টি

ফিরিয়ে নিল মেয়েটি।

'চামড়া তৈরির জন্য ঘরে মেয়েমানুষ রাখে ইন্ডিয়ানরা,' বলল উইল। 'কারণ শিকার করে এলে অনেক কাজ পড়ে যায়। কিন্তু এসব কাজ আমি নিজেই করতে পারি। আগেও করেছি। এই ট্রিপে নিজের হাতে মোকাসিন তৈরি করেছি, যখন দরকার হয়েছে মোজা আর জ্যাকেট বুনেছি। এসবের জন্য মেয়েমানুষের দরকার নেই আমার। কাউকে যদি বিয়ে করি, তো সেটা হবে ভালবাসার জন্য।'

'ভালবাসা? সেটা আবার কী?'

জিনিসটা উইল নিজেও ভাল বোঝে না। তবে এ-নিয়ে ভাবে না, তাও নয়। সংসারের জোয়াল কাঁধে নিতে অনিচ্ছুক মানুষ হিসাবে একটু বেশিই ভেবেছে। 'ভালবাসা হচ্ছে দু'জন নারী-পুরুষের মধ্যে পবিত্র একটা সম্পর্ক, স্রেফ শারীরিক সম্পর্কের চেয়েও বেশি কিছু। দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়া, একই স্বার্থে বা উদ্দেশ্যে কাজ করা, সবকিছু ভাগাভাগি করা...ভালবাসা হয়তো এই...'

হঠাৎ গুহার মুখে বেরিয়ে এল পিয়োটাহ্। 'কেউ আসছে!' নিচু স্বরে বলল সে।

একটু পাশে সরে এল উইল, যাতে গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে ভাল করে দেখতে পায়। লোক দুটোকে দেখতে অসুবিধা হলো না। ক্রীকের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা, দৃষ্টি ওদের দিকে।

•

# আঠারো

একেবারে স্থির দাঁড়িয়ে আছে ওরা, জানে যে সামান্য নড়াচড়া করলে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে লোক দুটোর। আশা করছে গুহার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ধোঁয়াও দেখতে পাবে না দুই আগন্তুক। মিনিট

কয়েক খুঁটিয়ে চারপাশ জরিপ করল তারা, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে, ঝর্না পেরিয়ে ফিরতি পথ ধরল।

'কনেজেরো,' বলল পিয়োটাহ্।

কিছু বলল না ইশাকোমি বা উইল। তাকিয়ে আছে দুই কনেজেরোর গমনপথের দিকে। ধড়ফড় করছে উইলের হৃৎপিণ্ড, ধীর হয়ে এসেছে গতি। গুহায় ফেলে আসা অস্ত্রের কথা মনে পড়ল ওর। সবসময় সঙ্গে রাখা উচিত, কখন দরকার হয়ে পড়ে বলা যায় না। পিস্তল দুটোর গুরুত্ব অপরিসীম, হয়তো ওগুলোর কারণে ওদের সবার জীবন বেঁচে যাবে।

স্পেনিশদের সঙ্গে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে কনেজেরোদের, সেক্ষেত্রে পিস্তল বা বন্দুক দেখেছে ওরা; তবে উইলের পিস্তল দুটোর নিশানা নিপুণ, ওর দেখা যে-কোন অস্ত্রের চেয়ে নিখুঁত। বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল বলে মাস্টারপীস বলা চলে। হয়তো ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে অস্ত্র দুটোর উপর, কিংবা ইশাকোমির ভবিষ্যৎও।

কনেজেরোরা দৃষ্টিসীমা থেকে উধাও হয়ে গেলেও নড়ল না কেউ। এমনও হতে পারে আড়ালে থেকে ওদের উপর লক্ষ্য রাখছে তারা, কিংবা ফিরে তাকাতেও পারে। 'ঈশ্বর সহায়! কোন ট্র্যাক ছিল না!' মৃদু স্বরে বলল উইল।

ওর দিকে ফিরল ইশাকোমি। 'ঈশ্বর কী?'

মিনিট খানেকের জন্য বিমূঢ় বোধ করল উইল। এমন প্রশ্নের জবাবে কী বলা যায়? যাজক বা পাদ্রী নয় ও, কিংবা ধর্ম বিষয়ের ছাত্রও নয়। ওর জ্ঞান এত সীমিত, এত অল্প!

'ঈশ্বর হচ্ছেন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। দুনিয়ার সবকিছুতে তাঁর অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি...'

'তিনিও কি সান?'

'তাঁকে হয়তো এভাবেও পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আমার ধারণা ঈশ্বর মামুলি একজন সানের চেয়েও বেশি কিছু।'

'সানদের মামুলি বলছ তুমি?' শীতল হয়ে গেল ইশাকোমির চাহনি। 'মাটির বুকে যা কিছু আছে, সবকিছুতে প্রাণের সঞ্চার করে

সূর্য।' যুগপৎ ভর্ৎসনা আর চ্যালেঞ্জ নিয়ে উইলকে দেখছে ও। 'সূর্য হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষ।'

ধর্ম নিয়ে কখনও তর্ক করে না উইল। এটা সবচেয়ে স্পর্শকাতর প্রসঙ্গ। চট করে খেপে যায় লোকজন। তা ছাড়া, এ-বিষয়ে পর্যাপ্ত জানা নেই বলে পারতপক্ষে আলোচনা বা তর্ক এড়িয়ে চলে ও। ধর্ম সম্পর্কে প্রায় সবারই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক,' শান্ত স্বরে বলল উইল। 'ঈশ্বর সম্পর্কে বহু ব্যাখ্যা আবিষ্কার করেছে মানুষ, সম্ভবত সবক'টায় কিছু না কিছু সত্য রয়েছে। আমি জ্ঞানী নই, তবে জ্ঞানীদের মত ভাবতে পছন্দ করি।'

'জ্ঞানী! সেটা আবার কী?'

'জ্ঞানী হচ্ছে ওই লোক যিনি সবকিছুর সৃষ্টিরহস্য বোঝার চেষ্টা করেন, সমাজের নিয়ম-কানুন বিশ্লেষণ করেন, ব্যাখ্যা করেন কীভাবে মানুষের উদ্ভব হলো বা কীভাবে এই পর্যায়ে এল। আমার জীবনে মাত্র একজনকেই দেখেছি, সাকিম নামে আমার শিক্ষক। ওর কথা বলেছি তোমাকে।'

'সে কি ইংরেজ?'

'না।' গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসল উইল, ছোট্ট একটা ডাল দিয়ে তুষারের বুকে ইউরোপ, এশিয়া আর আফ্রিকার মানচিত্র আঁকল। 'এই যে, এখানে হচ্ছে ইংল্যান্ড। সাকিমের বাড়ি ছিল এখানে,' সমরখন্দের কাছাকাছি মধ্য এশিয়ার একটা অঞ্চল নির্দিষ্ট করল ও। 'অনেক আগে ওই এলাকা থেকে বহু জ্ঞানী লোক বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, এদেরই উত্তরসুরি ছিল সাকিম।'

'কেন এসেছিল ওরা?'

শ্রাগ করল ও। 'সভ্যতা হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে অকৃত্রিম বন্ধু। মানুষ জন্মায়, বড় হয়, তারপর বয়স হয়ে গেলে মারা যায়। এভাবে চলে আসছে পৃথিবী। একের পর এক প্রাণের জন্ম হচ্ছে। একজন আসছে তো আরেকজন চলে যাচ্ছে।'

'আমরা কোথায় আছি?' ইশাকোমির কৌতূহলী প্রশ্ন।

পিছিয়ে এল উইল, আটলান্টিক মহাসাগর এঁকে উত্তর

আমেরিকার এক অংশ দেখাল ইশাকোমিকে। 'এখানে। নাতচিরা থাকে ওখানে,' উপসাগরের কাছাকাছি একটা নদী দেখিয়ে বলল ও।

দীর্ঘক্ষণ মাটিতে আঁকা মানচিত্র দেখল ইশাকোমি। পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা বাতাস শীতল কামড় বসাচ্ছে শরীরে। পায়ের ভর বদল করে বসল উইল।

'সত্যি কি এরকম?'

একবার মানচিত্রটা দেখল পিয়োটাহ্, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। আগ্রহ বোধ করছে না সে, কারণ ওর চেনা-জানা জমি, নদী, পাহাড় বা উপত্যকার সঙ্গে এই মানচিত্রের কোন মিল নেই।

'এসব একটুও বিশ্বাস করি না আমি,' হঠাৎ পায়ের আঙুল দিয়ে মানচিত্রটা মুছে ফেলল ইশাকোমি। 'এমন অদ্ভুত কথা কখনও শুনিনি। কই, নিকঅনাও তো এমন কিছু বলেনি।'

'ওকে জিজ্ঞেস কোরো।'

একসঙ্গে গুহার ভিতরে চলে এল ওরা, কেউই আর কিছু বলছে না। দুই গুহার মাঝামাঝি করিডরের মত জায়গায় এসে থামল ইশাকোমি। 'তুমি তা হলে ইংল্যান্ড থেকে এসেছ?'

'উঁহুঁ, আমার বাবা এসেছিলেন।'

'আগুনে যোদ্ধারাও কি ওখান থেকে এসেছিল?'

'ঠিক ওখান থেকে না হলেও কাছাকাছি এলাকায় ওদের বাড়ি। জাতি হিসাবে ইংল্যান্ডের শত্রু এরা। লক্ষ লক্ষ সৈন্য, অনেক জাহাজ আছে ওদের। দক্ষিণের যত দেশ আছে, সবই জয় করে নিয়েছিল ওরা। অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছে, দাস বানিয়েছে। অন্যদের ঈশ্বরকে ধ্বংস করেছে।'

'আমাদের ঈশ্বর—সূর্যকে ধ্বংস করতে পারবে না ওরা।'

'তা পারবে না,' স্মিত হাসল উইল। 'করবেও না, কারণ আমাদের মত ওদেরও সূর্যের উত্তাপের প্রয়োজন আছে।'

ইশাকোমির প্রশ্ন যেন শেষ হওয়ার নয়। 'আচ্ছা, তুষারে আবার ওরকম ট্র্যাক আঁকতে পারবে? আরেকবার দেখব।'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি। তুষারে না এঁকে বরং একটা গাছের

বাকলে বা হরিণের চামড়ায় আঁকলে জিনিসটা থাকবে অনেকদিন।'

'আমি নিজে বিশ্বাস করি না, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো–এটা দেখতে ভাল লাগছে আমার। এরকম কোন জাতি থাকলে নিকঅনা ঠিকই বলত আমাদের, তাই না?'

'আমেরিকায় আসার আগে নাতচিদের নাম শোনেননি আমার বাবা। প্লাইমাউথের কাছাকাছি থাকে যেসব ইংরেজ, ওরাও কখনও নাতচিদের কথা শোনেনি। এমনকী এই অঞ্চলের অনেক গোত্রও নাতচিদের সম্পর্কে জানে না, অথচ নাতচিরা গুরুত্বপূর্ণ গোত্র। কেউ সবাইকে চিনবে বা সব জমি সম্পর্কে জানবে, এমন কোন কথা নেই। বরং সেটাই অসম্ভব ব্যাপার।

'আমার পরিবারের মধ্যে আমিই প্রথম এতদূর এলাম। হয়তো ওদের কেউ জানতেও পারবে না যে এখানে এসেছি কিংবা তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ইশাকোমি, শেষে চোখ তুলে তাকাল উইলের চোখে। 'আমার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া, এটা কি কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার?'

'অন্তত আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ,' নিজের জবাব শুনে নিজেই অবাক হলো উইল। 'হয়তো ওদের কাছে অতটা গুরুত্ব নেই।'

দৃষ্টি সরিয়ে নিল ইশাকোমি। 'আমি একজন সান।'

'আমি সান নই।'

মাথা নাড়ল ইশাকোমি। 'উঁহুঁ, আমার ধারণা তুমিও একজন সান। অন্য কোন জায়গার, অন্য কোন গোত্রের।'

'বড়জোর একজন স্টিঙ্কার্ড হতে পারি আমি, সান নই,' সহাস্যে আপত্তি করল উইল। 'তবে নাম বা উপাধির ব্যাপারে তেমন মাথাব্যথা নেই আমার।'

'তোমার দেশে কি সানরা আছে?'

'সান নামে নেই, তবে ওরকম মর্যাদার মানুষরা রাজপরিবারের সদস্য। এরপর আছে দুটো শ্রেণী–অভিজাত এবং সম্মানিত।'

'তুমি কোন্ শ্রেণীর?'

'আরও একটা শ্রেণী আছে আমাদের। এরা হচ্ছে জোতদার, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ যারা রাজার স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করে। আমার বাবা এদের একজন ছিলেন। এমনও শুনেছি যে আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ সম্মানিত ছিলেন, কিন্তু বাবা কখনোই এ-ব্যাপারে তেমন আমল দেননি। ওঁর বিবেচনায় মানুষের পরিচয় তার নিজের অবস্থানে, পূর্বপুরুষের পরিচয়ে নয়।'

যার যার গুহায় ফিরে গেল ওরা। সেদিন আর কেউই গুহা থেকে বেরোল না। কনেজেরোরা ফিরে আসতে পারে, এমন সম্ভাবনা যে একেবারে নেই, তা বলা যাবে না। বেরিয়ে গিয়ে বাইরে ট্র্যাক ফেলে আসার ইচ্ছে নেই বলেই গুহার মধ্যে দিনের বাকি সময়টা কাটিয়ে দিল সবাই। তবে একেবারে বসে নেই উইল, মনে মনে একটা পরিকল্পনা খাড়া করে ফেলেছে। আবার ঘন তুষার পড়লে পাহাড়ের আরও গভীরে, উপরের উপত্যকায় চলে যাবে। যাওয়ার পথে পায়ের ছাপ পড়বে, ঘন তুষার পড়লে ঢেকে যাবে সব; তা হলে আর এ-নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

তবে, আপাতত এই গুহায় থাকতে হবে।

বেশ কিছু হরিণের চামড়া সংগ্রহ করেছে নাতচিরা। কয়েকটা ভালমত শুকানো হয়েছে, তবে অন্যগুলো এখনও নরম রয়ে গেছে। এক নাতচির কাছ থেকে শুকনো একটা চামড়া সংগ্রহ করল উইল। পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে ওটা কিনতে চেয়েছিল, কিন্তু লোকটা যখন শুনল মানচিত্র এঁকে ওটা ইশাকোমিকে উপহার দিতে চাইছে উইল, এমনিতেই দিয়ে দিল।

স্মৃতি থেকে মানচিত্র আঁকা সহজ কাজ নয়। সাকিমের শেখানো জ্ঞানের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারে চেষ্টার ত্রুটি রাখল না উইল। ইশাকোমি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী, প্রথম দেখায়ই বুঝেছে উইল, কিন্তু নতুন একটা জিনিস সম্পর্কে শিখতে হলে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান বা পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকা লাগে। নাতচিদের ভৌগোলিক জ্ঞান ওদের চারপাশে দুই-তিনশো মাইল জমি আর কানে শোনা কিছু তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

ইশাকোমি তার ব্যতিক্রম না হলেও কয়েকটা ব্যাপারে অন্যদের

চেয়ে এগিয়ে আছে। মেক্সিকো উপসাগর দেখেছে বটে, তবে অভিজ্ঞতাটা বিপুল জলরাশির সামান্য অংশ দেখার বেশি কিছু নয়। নাতচিদের কেউ কেউ কিউবা বা জ্যামাইকায়ও গেছে। বহু আগে ইয়োকাটানদের সঙ্গে ব্যবসা করত ওরা, স্পেনিশদের সঙ্গেও গোপনে ব্যবসা করেছে কেউ কেউ। তবে এসব একশো বছর আগের কথা। ইয়োকাটানে যাওয়া নাতচিদের মধ্যে একমাত্র নিকঅনাই জীবিত আছে। ওখানে গিয়ে স্পেনিশদের দেখতে পেয়ে পালিয়ে এসেছিল নাতচিদের দলটা।

যতদূর মনে-করতে পারছে উইল, শেষবার আটলান্টিক অতিক্রম করতে ওর বাবার লেগেছিল বাষট্টি দিন। সুবিশাল, বিস্তৃত এই জলরাশি কল্পনা করা সম্ভব হবে না ইশাকোমির পক্ষে। বহু দেশ, বড় শহর আর নানা জাতের বোট সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল উইল।

খাবার এবং জ্বালানি রয়েছে গুহায়, তাই বাইরে গিয়ে অযথা হাঁটাহাঁটি করার মানে যেমন নেই, তেমনি অন্য কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার ইচ্ছেও নেই ওদের।

দিন-রাত, সর্বক্ষণই পাহারায় থাকছে একজন। বেশিরভাগ সময় উইলই কাজটা করছে। মাঝে মধ্যে পিয়োটাহ্ বা কোন নাতচি দায়িত্ব নিচ্ছে। এ-পর্যন্ত বাইরে কোনরকম নড়াচড়া চোখে পড়েনি। তুষার পড়ছে বটে, তবে একেবারে হালকা। গুহার ভিতর আগুন জ্বালিয়ে মানচিত্র আঁকার কাজ শুরু করল উইল।

বালক বয়সে সাকিমের কাছে মানচিত্র আঁকার কৌশল শিখেছে ওরা চার ভাই। পৃথিবী সম্পর্কে নিজের জ্ঞান অকপটে ওদের শেখানোর চেষ্টা করেছে সাকিম। মুসলমান ছিল সে। মক্কা হচ্ছে ওদের সবচেয়ে পবিত্র জায়গা। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মক্কায় মিলিত হয় নানান এলাকার মুসলিমরা, যার যার অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান বিনিময় করে অন্যদের সঙ্গে। সেই প্রাচীন কাল থেকে, বই ছাড়া এটাই ছিল কোন কিছু শেখার সবচেয়ে স্বীকৃত পদ্ধতি।

পৃথিবীর উল্টোপিঠে যে আরও দেশ রয়েছে, গত শতাব্দীর আগে

জানত না ইউরোপের লোকজন। অথচ মুসলিমরা বহু আগে থেকে ভ্রমণে পারঙ্গম–জীবনে একবার হলেও মক্কায় মিলিত হয় তারা। লক্ষ লক্ষ লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে মক্কা শহর।

থেমে আগুনে কাঠ যোগ করল উইল। খেয়াল করেনি অনেক রাত হয়ে গেছে, অঘোরে ঘুমাচ্ছে সবাই। ইশাকোমি এবং অন্য মহিলাদের সুবিধা হবে বলে ইদানীং নাতচি পুরুষরা ওদের গুহায় ঘুমাচ্ছে।

নীরব রাত্রি। মাঝে মধ্যে আগুনে কাঠ পোড়ার শব্দ হচ্ছে, স্যাঁতস্যাঁতে কাঠের স্পর্শে চাপা হিসহিস শব্দে জ্বলছে আগুন।

মানচিত্র আঁকছে কেন ও? হঠাৎ মনে এল প্রশ্নটা। উপরন্তু, এমন একজনের জন্য যার পক্ষে কখনও এসব দেখার সুযোগ হবে না। আদৌ কতটা আগ্রহ আছে ইশাকোমির?

মানচিত্র আঁকা হয়ে গেলেও, সারা দুনিয়ার বিশালত্ব কীভাবে বোঝাবে ইশাকোমিকে? সবচেয়ে বড় কথা, সেটা কি ঠিক হবে? নিজের ভুবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসনের অধিকারী মেয়েটি, এখন যদি জানতে পারে ওই ভুবনটা সারা পৃথিবীর তুলনায় নেহাত একটা বালুকণার মত তুচ্ছ, নিশ্চই ভাল লাগবে না ওর?

তারচেয়ে কি চামড়াটা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়াই ভাল নয়? কী হবে এত কিছু জেনে? বাকি জীবনটা ইন্ডিয়ান গ্রামে কাটিয়ে দেবে ইশাকোমি, এই জ্ঞান অন্যের দূরে থাক, ওর নিজেরও কাজে লাগবে না। সেক্ষেত্রে দুনিয়ার ভৌগোলিক বৈচিত্র্য জেনে কী হবে?

পুড়িয়ে ফেলার চিন্তাটা বাতিল করে দিল উইল। কাজটা করে আনন্দ পাচ্ছে। ধরা যাক, কোন একদিন বাবা হলো ও। যে-দুনিয়ায় বসবাস, বাচ্চাকে সেই দুনিয়া সম্পর্কে জানাতে এমন একটা মানচিত্র কাজে লাগবে না তখন?

নিজের উপর বিরক্ত বোধ করল ও। ফালতু ভাবনা জুড়ে বসেছে মাথায়! বাচ্চা দূরে থাক, কোন স্ত্রীর দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার ইচ্ছেও আপাতত নেই ওর। বসন্ত এলে পাহাড়ের আরও গভীরে চলে যাবে। পশ্চিমে বিস্তৃত অঞ্চল পড়ে আছে, নিজের চোখে দেখতে

হবে ওর।

মানচিত্রে মনোযোগ দিল ও। কাস্পিয়ান সাগর এবং ব্ল্যাক সী আঁকল। সাকিমের জন্মভূমি ছিল কাস্পিয়ান সাগরের কাছাকাছি একটা এলাকায়, বাগদাদ যাওয়ার আগে তাসখন্দ ও সমরখন্দ ভ্রমণ করেছে সে।

মানচিত্রের কাজ মুলতবি রেখে শুয়ে পড়ল উইল। অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকল, ঘুম আসছে না। নানান চিন্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথায়। সারা পৃথিবীর বিশালত্ব কীভাবে বোঝাবে ইশাকোমিকে?

কীভাবে বোঝাবে যে ইশাকোমির চেনা ভুবনটা আর কখনোই চেনা মনে হবে না? পাহাড়ে যদি কোন জায়গা খুঁজে পায়, সেটা ওর জন্য হবে অস্থায়ী আশ্রয়। সময়ের দাবিতে যে পরিবর্তন ঘটে, সেটাকে এড়ানো যায় না। হয় তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়, নইলে পরাজয় মেনে নিতে হয়।

সাদাদের এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে দেখেছে উইল। পুরানো প্রথা ঝেড়ে ফেলে নতুন রীতিকে আঁকড়ে ধরেছে মানুষ; জীবনে যে-কাজ করেনি কখনও, টিকে থাকার তাগিদে তাই করেছে।

ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ঘুম ভাঙল প্রচণ্ড শীতে, এতটা শীত এ-ক'দিনে অনুভব করেনি। কম্বল আর মোষের রোব ছেড়ে ক্রল করে আগুনের কাছে চলে গেল ও, জ্বালানি-কাঠ যোগ করে গুহামুখের কাছে এসে বাইরে দৃষ্টি চালাল। শুভ্র পৃথিবীর কোথাও কিছু নড়ছে না। আকাশ ঘোলাটে ধূসর রঙ পেয়েছে। ঝর্নার দিকে তাকাতে উজ্জ্বল চকচকে একটা চওড়া পথ দেখতে পেল।

মেয়েদের গুহায় কোন নড়াচড়া নেই। হেঁটে গুহার মুখে চলে এল উইল, পায়ের নীচে মুড়মুড় করছে জমে থাকা তুষার। ইশাকোমির গুহায় ঢুকল। আগুন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, তবে একেবারে নিভে যায়নি। কয়লা নেড়েচেড়ে আগুন ধরাল উইল, কয়েকটা কাঠ যোগ করে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল। আগুনের

উষ্ণতা সত্ত্বেও মৃদু মৃদু কাঁপছে, ঠাণ্ডায় মুখ আড়ষ্ট, প্রায় জমে গেছে পিঠ। ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠল গুহার ভিতরটা। হরিণের চামড়ার ভাঁজ খুলে কাজ শুরু করল ও। আঙুল ঠাণ্ডা, আড়ষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। কাজটা শেষ করার তাগাদা বা আগ্রহ অনুভব করলেও মনে সংশয়ের ক্ষীণ প্রবাহ ঠিকই রয়ে গেছে।

মানচিত্রে দেওয়া তথ্য কতটা তাৎপর্যপূর্ণ মনে হবে ইশাকোমির কাছে? আদৌ বিশ্বাস করবে? বেশিরভাগ ইন্ডিয়ান সাদাদের গল্প বিশ্বাস করে না। ইশাকোমিও হয়তো ব্যতিক্রম নয়।

ধরা যাক, বিশ্বাস করল। ব্যক্তিগতভাবে কতটা উপকৃত হবে মেয়েটি? নাতচিদের কোন উপকারে আসবে এসব তথ্য? ইশাকোমির নিজস্ব বিশ্বাস কি তাতে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে না?

সান হিসাবে নাতচিদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদার আসনের অধিকারিণী ইশাকোমি। ইন্ডিয়ান সমাজে সমীহ, গুরুত্ব এবং মর্যাদার দাবিদার ও। কিন্তু ওই সমাজের বাইরে ইন্ডিয়ান দৃষ্টিভঙ্গির কোন মূল্য নেই জানতে পারলে কী প্রতিক্রিয়া হবে ওর?

অজান্তে হাত থেমে গেল উইলের, দ্বিধা কাটাতে পারছে না। শেষে ওটা সরিয়ে রাখল একপাশে। আগুনে কাঠ যোগ করে তাকিয়ে থাকল পলকহীন দৃষ্টিতে। মানচিত্রের কথা ভুলে গিয়ে বরং ইশাকোমিকে নিজের বিশ্বাস নিয়ে থাকতে দেওয়া উচিত? কিন্তু পরে, জমির লোভে তাড়া খাওয়া ভীমরুলের মত যখন ছুটে আসবে ফরাসি, স্পেনিশ, ইংরেজ বা পর্তুগীজরা—তখন কী চরম মূল্য দিতে হবে না মেয়েটিকে? কিংবা নাতচিদের? আগে বা পরে, এরা আসবেই। কোনভাবেই ঠেকানো যাবে না। সেজন্য প্রস্তুতি নেওয়াই কি ভাল নয়? উইলের কাছে মনে হয়েছে ইশাকোমি যথেষ্ট বিচক্ষণ, নাতচিদের মঙ্গলের জন্য নিশ্চই একটা উপায় খুঁজে নেবে। নাকি আসলে ততটা বিচক্ষণ বা বুদ্ধিমতী নয় মেয়েটি, বরং উইল চাইছে সময় থাকতে বোধোদয় হোক নাতচি রাজকন্যার, তাই মানচিত্র দিয়ে চোখ খুলে দিতে চাইছে?

বিমূঢ় বোধ করল উইল। কিন্তু কেন এমন প্রত্যাশা করবে ও?

ওর কাছে এমন কোন গুরুত্ব নেই ইশাকোমির। শীত কেটে গেলে যার যার পথে রওনা দেবে দু'জন। ওর জন্য রয়েছে পশ্চিমের পথ, আর ইশাকোমির জন্য আছে নাতচি গ্রামে ফিরে যাওয়ার তাড়না।

যদি গ্রামে ফিরে যায়ও, মানচিত্রটা থাকলে ইশাকোমি উপলব্ধি করতে পারবে কী অনিশ্চয়তা রয়েছে নিকট ভবিষ্যতে, হয়তো আগাম প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হবে।

ফের গুহামুখে চলে এল উইল, বাইরের শুভ্র নির্জন পৃথিবীতে চোখ রাখল। এমনকী গাছগুলোও ঢাকা পড়ে গেছে ঘন তুষারে। চোখের সামনে যা কিছু রয়েছে, ভারী তুষারে জমাট বেধে গেছে।

পর্যাপ্ত জ্বালানি না থাকলেও ওদের জানা আছে কোথায় গেলে আরও পাওয়া যাবে। যে-মাংস আছে, নিশ্চিন্তে চলে যাবে অনেকদিন। হয়তো পুরো শীত কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু মাঝে মধ্যে শিকার করতে হবে। পুবে যাওয়া মৃত্যুর শামিল হবে, জমাট বাঁধা তুষারে যে-কোন বিপদ ঘটতে পারে। কনেজেরোদের ভয় অন্তত নেই এখন। নেহাত পাগল না হলে যার যার কুঁড়েয় থাকার কথা রেডস্কিনদের। তবে নাকাপার ক্ষেত্রে অতটা নিশ্চিত নয় উইল।

দারুণ প্রতিহিংসাপরায়ণ লোক নাকাপা, এবং তাড়ার মধ্যে আছে। তুষার বা শীত দূরে থাক, উইলের সন্দেহ, কোন কিছুই ঠেকাতে পারবে না শয়তানটাকে; ওর সঙ্গীদের দু'একজন হয়তো আগ্রহ হারাতে পারে, কিন্তু স্বার্থ হাসিল করার আগে ক্ষণিকের জন্যও থামবে না নাকাপা।

গুহামুখে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে উইল, গাছ আর ঝোপ অর্ধেক আড়াল করেছে ওকে। ওগুলো থাকার কারণে গুহার উত্তাপও বাইরে যাচ্ছে কম।

মনে মনে নাকাপার পরবর্তী চাল অনুমান করার প্রয়াস পেল ও।

তুষারের নীচে চাপা পড়েছে ওদের সমস্ত ট্র্যাক। কিন্তু নাকাপা দুর্দান্ত চালাক, ট্র্যাক না খুঁজে বরং অনুমান করার চেষ্টা করবে কোথায় আশ্রয় নিতে পারে ওরা। এই পরিবেশে সবার চাহিদা মোটামুটি অভিন্ন—খাবার, আশ্রয় ও নিরাপত্তা। আশ্রয়ের বিবেচনায়

তুষারের সমান গুরুত্ব রয়েছে বাতাসের। সেক্ষেত্রে, যে-কেউ ক্লিফের কিনারে বা গুহায় আশ্রয় নেবে; কিংবা ঠেকার কাজ চালাতে নিজেই তৈরি করে নিতে পারে কোন আশ্রয়। নাকাপা নিশ্চই বিবেচনা করবে সব সম্ভাবনা। পাহাড় ছাড়া কোথাও গুহা থাকে না, জানে সে, তাই ধরেই নেবে পাহাড়ে আছে ওরা।

চিন্তাটা অস্বস্তি ধরিয়ে দিল উইলের মনে। ক্রীক বা নদীর লাগোয়া সব জায়গাই সম্ভাব্য আশ্রয়, কিন্তু সংখ্যায় কম বলে বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হবে না নাকাপাকে। কনেজেরোদের সম্পর্কে জানে সে, হয়তো দলে ভিড়িয়ে ফেলেছে ওদের কয়েকজনকে, কিংবা জেনে থাকবে সবচেয়ে কাছের কনেজেরোরা ঠিক কোথায় আশ্রয় নিয়েছে। একটা একটা করে সম্ভাবনা বাতিল করে দেবে সে, তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবে।

ঠাণ্ডা···প্রচণ্ড ঠাণ্ডা! এমন শীতে কখনও রাত কাটায়নি উইল।

এ-মুহূর্তে হয়তো নিরাপদ আশ্রয়ে বসে ফোঁসফোঁস করছে নাকাপা, বেরিয়ে যেতে পারছে না বলে অধৈর্য বোধ করছে। শীত বা তুষার কমে যেতে পারে যে-কোন সময়, তা হলে সুযোগ পেয়ে যাবে সে। ইশাকোমির খোঁজে বেরিয়ে পড়বে।

নগণ্য কয়েকজন যোদ্ধা রয়েছে ইশাকোমির সঙ্গে। এরা কেউই ততটা নৃশংস বা দৃঢ়চেতা নয়, অন্তত কনেজেরো বা নাকাপার দলের তুলনায়। নাতচিরা মূলত শান্তিপ্রিয় ও উদারপন্থী, কৌশলে প্রতিবেশী বা অন্য গোত্রের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে। কনেজেরোরা ঠিক উল্টো স্বভাবের।

কোথাও কিছু নড়ছে না। শুভ্র তুষারের যেন শেষ নেই। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবলই তুষার চোখে পড়ছে। শেষবারের মত খুঁটিয়ে চারপাশ জরিপ করল উইল, তারপর গুহায় ঢুকে মানচিত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পিয়োটাহ্ ঘুমাচ্ছে।

ইন্ডিয়ানরা শীতের সময়টা ঘরে বসে কাটিয়ে দেয়। বিপদে না পড়লে কুঁড়ে থেকে বেরোয় না কেউ। সঙ্গত কারণও রয়েছে।

সামান্য অসতর্কতা থেকে মারাত্মক জখম হতে পারে, আর শারীরিক অক্ষমতা মানে হিমশীতল ঠাণ্ডায় নিশ্চিত মৃত্যু। রীতিটার মধ্যে যথেষ্ট বিচক্ষণতা রয়েছে। আগুনের পাশে গল্প করে সময় কাটিয়ে দেয় ওরা। হয়তো সবারই তাই করা উচিত।

আগুনে কাঠ যোগ করল উইল।

সকাল হওয়ার আগেই বেরিয়ে গিয়ে কাঠ নিয়ে আসতে হবে গুহায়, ভাবল ও, আগুন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে; এদিকে বাড়তি কাঠ ফুরিয়ে গেছে। অতিরিক্ত শুকনো বলে দ্রুত পুড়ছে কাঠ। কিছুক্ষণ পর মানচিত্র রেখে ঠাণ্ডায় জমাট বাঁধা এক টুকরো জার্কি ভাঙল ও, শব্দ শুনে মনে হলো যেন কাঠি ভেঙেছে। টুকরোটা মুখে পুরে গুহামুখে চলে এল।

কোথাও কিছু নড়ছে না।

পড়ে থাকা একটা গাছের কাছে চলে গেল ও, বড়সড় কয়েকটা ডাল ভেঙে বগলে করে নিয়ে এল গুহায়। ফিরে গেল আবার আনার জন্য, যা এনেছে তাতে দিন ছাড়াও রাতেও অনেকক্ষণ চলে যাবে।

তৃতীয়বারে ডালপালা নিয়ে ফিরে আসছে, আচমকা ওর চোখের কোণে নড়াচড়া ধরা পড়ল। মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল উইল, তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল।

উপত্যকার শেষ প্রান্তে কেউ বা কিছু একটা নড়ছে! হয়তো মানুষ, কিংবা কোন পশু, ক্রমশ এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না ওর কাছে, বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

কতদূরে আছে ওটা? মাইল খানেক? উঁহুঁ, তারচেয়েও বেশি! দুই মাইল?

কী ওটা? মানুষ নাকি পশু?

অপেক্ষায় থাকল উইল।

# উনিশ

উইলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পিয়োটাহ্। 'ও বোধহয় আহত হয়েছে,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল সে। 'হাঁটতে পারছে না ঠিকমত।'

আবছা একটা কাঠামো চোখে পড়ছে, তুষারের মধ্যে হাঁটতে রীতিমত সংগ্রাম করছে লোকটা। দৃশ্যটা অস্বস্তি আর অসন্তোষের জন্ম দিল ওর মনে। লোকটা যে-ই হোক, ওদের জন্য দুর্ভোগ বয়ে নিয়ে আসছে। উদ্দেশ্য যাই হোক, ওদের দোরগোড়া পর্যন্ত ট্র্যাক ফেলে আসছে লোকটা; এটা এমন এক সময় যখন কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার ঝুঁকি নেওয়ার অবস্থা নেই।

যদ্দূর মনে হচ্ছে লোকটা একা। এর তাৎপর্য–হয়তো পালাচ্ছে সে। এমনও হতে পারে ইন্ডিয়ানদের হাতে বন্দি হয়েছিল লোকটা, কোনভাবে পালিয়ে আসতে পেরেছে।

'গুহাগুলো চেনা আছে ওর,' বলল পিয়োটাহ্।

ধীর নিশ্চিত পদক্ষেপে লোকটার এগিয়ে আসার কারণ এবার বোঝা গেল। গত কয়েকদিনে বলতে গেলে বেরোয়নি ওরা, বাইরে কোন ট্র্যাক না থাকায় আশা করা যায় ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবে না আগন্তুক। আগে থেকে পরিচিত বলে ঠিক ওদের গুহার দিকেই আসছে সে, ঠাণ্ডায় আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করবে। এখনও বেশ দূরে রয়েছে, তবে বোঝা যাচ্ছে কঠিন সময় পার করছে সে। আগন্তুককে ছাড়িয়ে গেল উইলের দৃষ্টি, পিছনে ধাওয়া করছে কেউ–এমন কিছু চোখে পড়ল না।

ক্ষণিকের জন্য দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তাকাল লোকটা। আসলে কেউ অনুসরণ করছে? নাকি স্রেফ মনের সন্দেহ? জমে থাকা

তুষারের উপর তার পায়ের ছাপ পড়েছে, ফের তুষারপাত শুরু না হলে অনায়াসে অনুসরণ করতে পারবে যে-কেউ। এতদিন ধরে যে সতর্কতা বা প্রস্তুতি নিয়েছে ওরা, সবই অর্থহীন হয়ে যাবে লোকটার কারণে। তাকে কেউ অনুসরণ করলে, এখানে এসে নির্ঘাত ওদেরকেও খুঁজে পাবে।

ফের এগোতে শুরু করল আগন্তুক। ওদের ধারণা ছিল উপত্যকায় তুষারের ঘন স্তর জমেছে। আরেকবার থেমে কপালে হাত ঠেকিয়ে চোখ কুঁচকে তাকাল ক্লিফের দিকে, ঠিক ওখানে গুহাগুলোর অবস্থান। ওদেরকে দেখতে না পেলেও ধারে-কাছেই দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে তার।

পিছিয়ে ক্লিফের দিকে সরে এল উইল, পাহাড় থেকে নেমে আসা পানির স্রোতের কারণে অগভীর একটা খাদ তৈরি হয়েছে এখানে; ওটা পেরিয়ে পাশের গুহায় ঢুকল। এক নাতচি রয়েছে পাহারায়। লোকটার নাম উনচিতা। ইংরেজি বা ক্রিক, কোনটাই বলতে পারে না সে; তাই ইশারায় আগন্তুকের আগমনের কথা তাকে জানাল উইল। সঙ্গে সঙ্গে গুহা থেকে বেরিয়ে গেল সে, বাইরে একনজর চালিয়ে ইশাকোমিদের গুহায় অদৃশ্য হয়ে গেল। নিচু স্বরের ফিসফিস আলাপ কানে এল উইলের, সম্ভবত ইশাকোমিকে ঘটনাটা জানাচ্ছে উনচিতা।

মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই গুহার মুখে দেখা গেল ইশাকোমিকে। মুখটা সরু বলে নিচু হয়ে ঢুকতে বা বেরোতে হয়। পলকের জন্য বাইরে দৃষ্টি চালাল মেয়েটি, উইলকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। 'লোকটা সাদা মানুষ,' বলল ইশাকোমি।

*সাদা মানুষ?* বিমূঢ় বোধ করল উইল। অসম্ভব! সাদা মানুষ এখানে আসবে কী করে? ফের তাকাল ও, খুঁটিয়ে দেখল। ইতোমধ্যে আরও কয়েক গজ এগিয়ে এসেছে আগন্তুক। ঠিকই বলেছে ইশাকোমি, সাদা মানুষই মনে হচ্ছে তাকে। কিন্তু এখানে, কোত্থেকে এল সে?

হবে না কেন? ও নিজেও তো এসেছে। উত্তরে ফরাসিরা

রয়েছে, আর দক্ষিণে আছে স্পেনিশ বসতি। কম্বল টেনে নিয়ে মেঝেয় রাখা অস্ত্রগুলো ঢেকে দিল উইল, চায় না আগন্তুক ওগুলো দেখে ফেলুক।

'মেয়েরা ভিতরে থাকুক,' পরামর্শ দিল ও। 'পিয়োটাহ্ আর উনচিতা আমার সঙ্গে বাইরে থাকবে।'

উইল ভেবেছিল তর্ক করবে ইশাকোমি, কিন্তু বিনা আপত্তিতে মেনে নিল মেয়েটি। ফের আগন্তুকের দিকে চলে গেল ওর দৃষ্টি।

'পিয়োটাহ্র ধারণা লোকটা আহত,' বলল উইল।

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

আগন্তুক নিশ্চই নাছোড়বান্দা টাইপের লোক। বৈরী পরিবেশে–তীব্র শীতে আহত অবস্থায় বেঁচে থাকার সম্ভাবনা একেবারে ক্ষীণ। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সে। মরিয়া চেষ্টার পুরস্কার। আগন্তুকের ফেলে আসা পথ ধরে তাকাল উইল, দৃষ্টিসীমায় কেউ নেই। তারমানে শত্রুর চোখে ধুলো দিতেও সক্ষম হয়েছে সে। শত্রুর অগোচরে পালিয়ে আসতে পেরেছে, নাকি খসিয়ে ফেলেছে তাদের? নাকি তাড়াহুড়ো করছে না শত্রুরা, যেহেতু জানে যে এমন বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে বেশিদূর যেতে পারবে না সে?

অপেক্ষায় থাকল ওরা, জমে থাকা তুষারের উপর দিয়ে লোকটাকে ধীর গতিতে এগিয়ে আসতে দেখছে। একেবারে কাছাকাছি আসার পর, ওদের দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল আগন্তুক; পিছন ফিরে দৌড় দেবে এমন একটা ভঙ্গি করল–সম্ভবত আশঙ্কা আর সহজাত প্রবৃত্তি বশে–উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে চারপাশে তাকাল সে। জ্বালানি কাঠ এবং গাছের বাকলের কিছু টুকরো যেখানে জমিয়ে রেখেছে উইলরা, জায়গাটা দেখতে পেল।

'বেশ,' মৃদু স্বরে বলল উইল। 'আসতে পারো তুমি।'

দেখে নিরস্ত্র মনে হচ্ছে লোকটাকে। হাতে পোক্ত লম্বা একটা লাঠি রয়েছে, সম্ভবত চলার পথে তুলে নিয়েছে। এখনও উইলদের দেখতে পায়নি সে, কারণ ঝোপ আর গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে ওরা, চোখ কুঁচকে তাকাল সে, বোঝার চেষ্টা করল ঠিক কোথায়

অবস্থান নিয়েছে ওরা।

'কে কথা বলছ?' স্পেনিশে জানতে চাইল আগন্তুক।

'বন্ধু বলতে পারো,' একই ভাষায় জবাব দিল উইল। 'অবশ্য তুমি যদি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করো।'

কয়েক কদম এগিয়েও থমকে দাঁড়াল সে। উইলকে দেখতে পাচ্ছে সে, এমনকী পিয়োটাহ্‌কেও দেখেছে। 'তোমরা কারা?'

'অভিযাত্রী। তুমি কে?'

উত্তর না দিয়ে আরও কয়েক ফুট এগিয়ে এল আগন্তুক। 'খিদে পেয়েছে আমার,' বলল সে।

'ওরা কি তোমার পিছন পিছন আসছে?'

'*ওরা* আবার কারা?' স্থির দৃষ্টিতে উইলের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। 'উঁহুঁ, আমার পিছু পিছু আসছে না কেউ। একটা ঘোড়া দরকার আমার, স্ট্রেঞ্জার। দাম দিতে পারব।'

'ঘোড়া নেই আমাদের।'

'ঘোড়া নেই?' হতাশায় প্রায় চিৎকার করল সে। 'কিন্তু একটা ঘোড়া না হলে তো চলবে না আমার! যেভাবে হোক পেতেই হবে! এখুনি!'

'ঘোড়া নেই আমাদের,' পুনরাবৃত্তি করল উইল। 'ইন্ডিয়ানরা ধাওয়া করছে তোমাকে?'

উইলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে সে। চৌকো মুখ, মোটামুটি সুদর্শন বলা চলে; মুখে কয়েকদিনের না-কাটা দাড়ি। নাকটা বাঁকা এবং ফুলে আছে, সম্ভবত দু'একদিনের মধ্যে ভেঙেছে–কোন লড়াইয়ের ফল। স্পেনিশ।

'কোন ইন্ডিয়ানকে দেখিনি আমি,' আড়ষ্ট, তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সে। 'অন্তত গত কয়েকদিনে। যেভাবেই হোক মেক্সিকোয় ফিরে যেতে হবে আমার।'

'সে তো অনেক দূরের পথ। তবে স্পেনিশ বসতিতে গেলে হয়তো একটা ঘোড়া পেয়ে যাবে।'

'অহ! অন্তত কয়েকদিন হাঁটতে হবে তা হলে!' অধৈর্য স্বরে

বলল সে, প্রচ্ছন্ন রাগও প্রকাশ পেল। 'প্রতিটা মিনিটই মূল্যবান!'

'ভিতরে এসো, খাবার আছে,' বলল ইশাকোমি।

ঝট করে পাশ ফিরল লোকটা, গুহার মুখে দেখতে পেল ইশাকোমিকে। চোখ বড়বড় হয়ে গেল তার। 'ঈশ্বর! এই পরী এখানে এল কোত্থেকে!?'

হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ অনুভব করল উইল। নিজেকে কী মনে করে ব্যাটা? 'ও একজন সান,' ঠাণ্ডা সুরে বলল ও। 'নাতচিদের সান। রাজকন্যা।'

'দোস্ত, তোমার কথা একটুও অবিশ্বাস করছি না,' উৎফুল্ল স্বরে বলল লোকটা, মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি সরায়নি ইশাকোমির উপর থেকে। 'খোদা! এত সুন্দরী মেয়ে, তাও এমন জায়গায়! স্বপ্ন দেখছি না তো? নাকি এই মেয়ে স্বর্গ থেকে চলে এসেছে!?'

বিরক্তি অনুভব করছে উইল। এগিয়ে গিয়ে লোকটার বাহু চেপে ধরল, পথ দেখাল তাকে। ঝাড়া মেরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে, খপ করে হাত বাড়াল কোমরে চামড়ার খাপে, একটা ড্যাগার রয়েছে ওখানে।

উইলের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল সে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না উইল। শ্রাগ করে বলল, 'তা হলে বরং তোমার চলে যাওয়াই ভাল। স্পেনিশ বসতি অনেক দূরের পথ।'

খিস্তি আওড়াল সে। 'আস্ত বেকুব আমি! খাবারের কথা বলেছ না তুমি?'

ইশারায় নিজের গুহাটা দেখাল উইল। এগোনোর সময় ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল ও, দেখল ওর দিকে তাকিয়ে আছে ইশাকোমি। উইলের মনে হলো অজ্ঞাত কোন কারণে মিটিমিটি হাসছে মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে রাগ আরও বেড়ে গেল ওর।

স্পেনিশ লোকটা সৈন্য। তবে যেনতেন সৈন্য যে নয়, সেটা পরিষ্কার। হয়তো নেতা গোছের কেউ হবে–যুদ্ধে পরাজিত কোন দলের নেতা। প্রশ্নটা করে ফেলল উইল।

'উঁহুঁ,' উত্তরে বলল সে। 'পরাজিত নয়,' উইলের দেওয়া খাবার

নিয়ে খেতে শুরু করল সে। 'ঝগড়া হয়েছিল আমাদের। ডিয়েগো আরও সামনে যেতে চাইছিল না, কিন্তু আমি ছিলাম এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে। শেষে লড়লাম দু'জন।'

'হেরে গেছ?'

'উঁহুঁ, জিতেছি,' গলা দিয়ে খাবার নামিয়ে দিল সে। পানি খেল, তারপর হাতের মাংসের টুকরোটা দেখে পছন্দমত জায়গায় কামড় বসাল। শেষে উইলের দিকে ফিরল সে। 'আমি জিতেছি,' অহঙ্কারী গলায় পুনরাবৃত্তি করল সে। 'কিন্তু ডিয়েগো কুত্তাটা ওর লোকজন লেলিয়ে দিয়েছে আমার পিছনে!'

মিনিট খানেক খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকল স্পেনিশ লোকটা। তারপর খেই ধরল, 'ওরা আমাকে বেঁধে ফেলল। ওদের পরিকল্পনা ছিল সান্তাফেয় গিয়ে উপরঅলাদের সামনে উপস্থিত করবে আমাকে। এর মানে একটাই—স্রেফ খুন হয়ে যেতাম। খুন হতাম, বুঝেছ?

'সুযোগ বুঝে পালালাম। ভাবছি ফিরে গিয়ে ঘটনাটা জানাব কর্তৃপক্ষকে, তারপর দেখব কে কাকে খুন করে! তা ছাড়া···' কিছুটা সন্তুষ্টির সুরে বলল সে। 'কিন্তু ওদের পটাতে হলে একটা কিছু তো দিতেই হবে।'

'ঘুষ?'

'ঘুষ নয়, উপহার। বিশেষ কোন উপহার দিতে হবে।' উইলের উদ্দেশে স্মিত হাসল সে। 'ধন্যবাদ তোমাকে, দোস্ত, এখানে তোমাদের পেয়ে মস্ত উপকার হলো আমার। ভাবছিলাম কী করব, কী উপহার দিয়ে খুশি করা যাবে কর্তৃপক্ষকে। এখন জেনে গেছি আমি।'

এ-বিষয়ে আর একটা কথাও বলল না সে, কিন্তু যা বলেছে তাতে যথেষ্ট কৌতূহল বোধ করছে উইল। অসামান্য দৃঢ়তা দেখিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে সে, নিজের যোগ্যতায়। এখন, দেখতে যতই করুণ বা হতাশ দেখাক না কেন, খাবার পানি আর খানিকটা বিশ্রাম পেলে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে যাবে।

'তোমার হয়তো মনে হবে ডিয়েগোকে চ্যালেঞ্জ করে বোকামিই করেছি,' মন্তব্যের সুরে বলল সে। 'যেখানে সে নেতা, আর আমি

ওর অধীন ছিলাম। কিন্তু ওর কিছু হয়ে গেলে আমারই ক্যাপ্টেন হওয়ার কথা। পদবীর দিক দিয়ে একমাত্র আমিই যোগ্য ছিলাম, অথচ একের পর এক নির্দেশ দিয়ে আমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখছিল হারামজাদা! পোস্ট থেকে দূরের ইন্ডিয়ান এলাকায় পাঠাত সবসময়।

'ব্যবসা! ব্যবসা করার খায়েশ চেপেছিল ওর মাথায়! ব্যবসা করে হবেটা কী? দরকার সোনা। সেটা কোথায় আছে জানি আমি!

'তো, ওকে জানানোর দরকার মনে করিনি। সবকিছু হারানোর ঝুঁকি নিলাম। যে-লোক ঝুঁকি নিতে জানে না, সে তো চরম বোকা বা বাচ্চা!'

'তুমি গুরুত্ব দিয়েছ সোনার উপর,' মন্তব্য করল উইল। 'আর ডিয়েগো নিশ্চই কর্তব্যকে প্রথম কাজ বলে মনে করত?'

'কর্তব্য? ফুঃ!' স্পষ্ট তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল লোকটার কথায়। 'কার জন্য? ওই কাজটা তো দাস বা চাকরদের! প্রতিটি মানুষের প্রথম দায়িত্ব বা কর্তব্য হচ্ছে তার নিজের প্রতি!' উইলের দিকে অধৈর্য চাহনি ছুঁড়ে দিল সে। 'স্বীকার করছি যে সোনাই ছিল আমার প্রথম চাওয়া। সোনা থাকলে যা ইচ্ছে কিনতে পারবে তুমি। সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিষ্ঠা, মেয়েলোক...যা চাও।' হঠাৎ স্মিত হাসল লোকটা। 'মেয়েরাও ওসব জিনিস কিনতে পারে।'

'আসার পথে কোন ইন্ডিয়ানকে দেখোনি?'

শ্রাগ করল সে। 'দূর থেকে একটা ক্যাম্প চোখে পড়েছিল, কিন্তু যাইনি আমি। নদীর তীরে প্রায় ডজনখানেক কুঁড়ে দেখেছি।' একটু চিন্তিত মনে হলো তাকে। 'উপত্যকা থেকে ছয়-সাত মাইল দূরে হবে।'

চোখ দুটো সারাক্ষণ নেচে বেড়াচ্ছে তার, আশপাশে যা কিছু আছে অভিজ্ঞ চোখে দেখে নিচ্ছে বা পরখ করছে। লোকটার মনে কী আছে, জানে না উইল, কিন্তু এটুকু বুঝেছে যে ওরা এখানে কী করছে বা এখানে কী কী আছে—এ-সম্পর্কে চট করে স্পষ্ট একটা ধারণা পেয়ে গেছে আগন্তুক।

'তুমি ইংরেজ?' জানতে চাইল সে।

'বাপের দিক দিয়ে। তবে আমার জন্ম এখানে, আমেরিকায়।'

'তোমাকে যদি এখানে খুঁজে পায় স্পেনিশরা, ধরে নিয়ে গিয়ে গরাদে ঢোকাবে, তবে আমি থাকলে অবশ্য তোমার পক্ষে সুপারিশ করব।'

এবার গুহার দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে আয়েশ করে বসল সে। চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল আবার। 'ডিয়েগো যদি খবর পায়, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার করবে তোমাকে, তারপর সান্তা ফেয় পাঠিয়ে দেবে। ওখান থেকে পাঠাবে মেক্সিকোয়।'

'মনে হয় না তোমার ডিয়েগোর সঙ্গে দেখা হবে আমাদের,' বলল উইল।

'তোমার হয়ে সুপারিশ করতে পারি আমি,' হঠাৎ প্রস্তাবের সুরে বলল সে। 'যদি বিনিময়ে আমার একটা কাজ করে দাও।'

'বসন্ত এলে ট্রেইল বা পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ-জায়গা ছেড়ে চলে যাব আমরা।'

গুহা থেকে বেরিয়ে এল উইল, ভিতরে আগন্তুক ছাড়াও পিয়োটাহ্ রয়েছে। বাইরে এসে, স্পেনিশ লোকটা যে-পথে এসেছে, সেদিকে তাকাল ও। বেশ কিছুদূর পর্যন্ত পায়ের ছাপ চোখে পড়ছে। ডিয়েগোর সৈন্যরা যদি তাকে অনুসরণ করে থাকে, এই ট্র্যাক ধরে অনায়াসে চলে আসতে পারবে। ওদের উপস্থিতি গোপন থাকবে না তখন। কোন ইন্ডিয়ানও যদি ট্র্যাকগুলো দেখতে পায়, সরাসরি চলে আসবে এখানে।

ঘোলাটে ধূসর আকাশের দিকে তাকাল উইল।

মেয়েদের গুহায় ঢুকে দেখল আগুনের পাশে বসে আছে ইশাকোমি। মহিলারা কাজ করছে, কাঠ চেঁছে একটা তীরের মাথা তৈরি করছে পুরুষদের একজন। বরাবরই ব্যাপারটা দারুণ বিস্ময়কর মনে হয়েছে উইলের কাছে, মার্বেল পাথরের ধারাল কিনারা দিয়ে চেঁছে ছোট্ট তীরের মাথা তৈরি করতে দক্ষ ইন্ডিয়ানরা; বিশেষ করে পাখির সরু পালক তৈরিতে ওদের দক্ষতা রীতিমত ঈর্ষণীয়।

ওকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে তাকাল ইশাকোমি।

এগিয়ে গিয়ে আগুনের এপাশে বসল উইল। মিনিট কয়েক নীরবে কেটে গেল, কেউই কিছু বলছে না। 'তোমার সতর্ক থাকা উচিত,' শেষে বলল ও। 'লোকটা এমন ট্র্যাক ফেলে এসেছে যে অন্ধও অনুসরণ করে চলে আসতে পারবে।'

কিছুই বলল না ইশাকোমি।

এদিকে অধৈর্য ও ত্যক্ত বোধ করছে উইল। 'লোকটা বিপজ্জনক,' আবার বলল ও।

ইশাকোমির চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে আনন্দ পাচ্ছে। ধরে নিয়েছে ঈর্ষায় পুড়ছে ও। কিন্তু আসলে কি ঈর্ষা করার মত কিছু রয়েছে? নিজেকেই প্রশ্ন করল উইল। ইশাকোমির সঙ্গে এমনকী কোন কথাও বলেনি স্পেনিশ লোকটা, কিংবা বললেও অসুবিধা কী! তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত ও, কারণ না জানলেও লোকটার ব্যাপারে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে মনে।

'একটা কিছু আছে ওর মনে। তোমার দিকে তাকাচ্ছিল যখন, তখনই টের পেয়েছি।'

আমোদ ফুটে উঠল ইশাকোমির চোখে। 'বেশিরভাগ পুরুষই এমন,' দার্শনিক সুরে মন্তব্য করল মেয়েটি।

অজান্তে লাল হয়ে গেল উইলের মুখ। 'আমি অন্য কথা বোঝাতে চেয়েছি। জিনিসটা কী জানি না, তবে তুমি যা ভাবছ, তাও নয়। সতর্ক থেকো।'

'হ্যাঁ, নিশ্চই!'

আরও অস্বস্তিকর কয়েকটা মুহূর্ত কাটাল উইল, তারপর বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এল গুহা থেকে। বাইরে এসে তুষারে ঢাকা বিস্তৃত জমিতে দৃষ্টি চালাল। একই দৃশ্য। ব্যতিক্রম বলতে পায়ের ছাপগুলো। দীর্ঘ অস্পষ্ট একটা লাইন চলে এসেছে গুহা পর্যন্ত। এত সতর্কতা, এত প্রস্তুতি শেষপর্যন্ত কি-না জলে গেল!

ধারে-কাছের গাছ থেকে শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করে গুহার মুখে জমা করল ও। হাত দুটো বা শরীর ব্যস্ত রাখার ইচ্ছে ওর, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য একইসঙ্গে মাথা খাটিয়ে সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে

পাওয়া। এ-মুহূর্তে মাত্র একটা সুবিধাই রয়েছে ওদের: তাড়ার মধ্যে রয়েছে স্পেনিশ লোকটা। আগন্তুকের কথাবার্তায় বোঝা গেছে সান্তা ফেয় পৌঁছে পুরো ঘটনা সবাইকে জানাতে চাইছে সে, এবং একটা বিশেষ উপহার দিতে চায় উপরঅলাকে।

সে-রাতে কিছুক্ষণের জন্য গুহায় একা থাকার সুযোগ পেয়ে আরকান্সাসের তীরে খুঁজে পাওয়া বর্মটা গায়ে চাপাল উইল, ঝালর দেওয়া বাকস্কিনের জ্যাকেট চাপাল তার উপর, দু'পাশে ফিতা দুটো জুত করে বাঁধল যাতে বর্মের প্রান্ত বেরিয়ে না পড়ে। জ্যাকেটের উপর দিয়ে হাতড়ে অনুভব করল, বোঝার চেষ্টা করল কাপড়ের উপর দিয়ে ওটার অবস্থান বোঝা যায় কি-না। একটা আয়না থাকলে ভাল হত…

শূটিং ক্রীক ছাড়ার পর আয়না দেখার সুযোগ হয়নি ওর। প্রায় এক বছর হয়ে গেছে।

এক বছর! সময়টা যেন নতুন করে উপলব্ধি করল। এক বছরে কী করেছে ও? পা ভাঙলেও শেষপর্যন্ত শাইনিং মাউন্টেন পাড়ি দিয়ে পৌঁছেছে এখানে। কাজের কাজ কিছু হয়নি। তবে শীত চলে গেলে পাস পেরিয়ে ওপাশের তৃণভূমিতে পৌঁছতে পারবে।

পায়ের হাড় ঠিকমত জোড়া লেগেছে। এটা সত্যি যে এখনও কিছুটা খুঁড়িয়ে হাঁটে ও, তবে দ্রুত হাঁটতে বা দৌড়াতেও পারছে।

নিকঅনার দেওয়া দায়িত্ব সাফল্যের সঙ্গে সেরেছে– ইশাকোমিকে খুঁজে পেয়ে সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে।

আবারও জমে থাকা তুষারের দিকে তাকাল উইল, মন জুড়ে রয়েছে রহস্যময় স্পেনিশ লোকটা। আগন্তুকের ধাত বুঝতে পারছে না। তবে তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে বোধহয়, ভাবল ও, শিগ্‌গিরই চলে যাবে সে। ব্যাপারটা যত আগে ঘটবে, তত আগে স্বস্তি বোধ করবে ও।

গুহায় ফিরে গেল উইল। স্পেনিশ লোকটা ঘুমাচ্ছে। সুঠামদেহী সে, ঠাণ্ডায় মাংসপেশি আড়ষ্ট হয়ে গেলেও যথেষ্ট ক্ষিপ্র এবং স্বতঃস্ফূর্ত তার চলাফেরা, খেয়াল করেছে উইল। প্রতিপক্ষ হিসাবে

শক্তপাল্লা। বিপজ্জনক।

গুহার এককোণে শুয়ে ছিল পিয়োটাহ্। ঘুমায়নি এখনও। পলকের জন্য চোখাচোখি হলো উইলের সঙ্গে, কিন্তু কিছু বলল না কিকাপু। উইল জানে স্পেনিশ লোকটাকে পছন্দ হয়নি তার, এবং এক রত্তি বিশ্বাসও করে না। স্বভাবতই, উইলের মতই যে-কোন চালাকির ব্যাপারে সতর্ক থাকবে সে।

বিশ্রাম নিক লোকটা, আনমনে ভাবল উইল, তারপর চলে গিয়ে উদ্ধার করুক ওদের। এখানে থাকলেই সমস্যা করবে সে। স্বার্থপরের মত নিজের কথা ভাবছে লোকটা। ট্র্যাক লুকানোর ক্ষমতা থাকলেও চেষ্টা করেনি সে, স্পষ্ট ছাপ ফেলে এসেছে পিছনে, অথচ এজন্য সে নিজেই বা উইলরা যে সমস্যায় পড়তে পারে, একটুও গ্রাহ্য করছে না।

গুহামুখের কাছে চলে এল উইল। পাহাড়ের দিকে তাকাল। দেখে মনে হচ্ছে শুভ্র বরফের পাহাড়। হালকা বাতাসে উড়ছে তুষারকণা, জমির উপর ক্ষীণ শুভ্র ঢেউয়ের মত গড়াতে শুরু করল; মাঝে মধ্যে থেমে গেল, তারপর আবার শুরু হলো। হিমশীতল ব, ,স কামড় বসাচ্ছে মুখে। বাইরে জমিয়ে রাখা কাঠ গুহার ভিতরে ঢোকাতে শুরু করল উইল।

কী নির্জন বরফে ঢাকা একেকটা শৃঙ্গ! নিঃসঙ্গও বটে। কিন্তু কী রত্ন লুকিয়ে আছে ওখানে? সোনা, রূপো? তবে সৌন্দর্যই উইলের কাছে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। আর রয়েছে কখনও যেখানে যায়নি কেউ, সেসব জায়গায় প্রথম মানুষ হিসাবে পা রাখার আকাঙ্ক্ষা। এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা জীবনে খুব কমই লাভ করে মানুষ। এর চেয়ে দামী বা বড় রত্ন আর কী হতে পারে?

রত্ন ছাড়া আর কী আছে পাহাড়ে? অচেনা, নাম না-জানা উদ্ভিদ, বুনো প্রাণী, পাহাড়ী খাঁজ। বসন্তে রঙের মেলা বসে যায় ওখানে। উজ্জ্বল সবুজের বুকে ফুটে ওঠে হরেক রঙের নাম না-জানা ফুল। এমন একটা পাহাড়ী ঢাল ধরে হেঁটে বেড়ানোর আনন্দ অন্য কিছুতে পাওয়া যাবে না। জীবনে এরচেয়ে বেশি কে চাইবে? একটা জমি,

যেখানে মনের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য রয়েছে হরেক রকম জিনিস, খাবার হিসাবে রয়েছে শিকার, রাত নেমে এলে নির্জনে বিশ্রাম নেওয়া যায় এমন জায়গা হলে আর কিছু দরকার হয় না।

গুহায় ফিরে এল উইল, দেখল উঠে বসেছে স্পেনিশ লোকটা।

'এই যে, তোমাকেই খুঁজছিলাম,' দ্রুত বলল সে। 'জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে। তুমি আর আমি হলাম সভ্য দুনিয়ার মানুষ। ছোট্ট এই ব্যাপারটা আমরা নিজেরাই আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলতে পারব।'

'কী ব্যাপার?'

ওকে আশ্বস্ত করতে হাসল সে। 'ওই মেয়েটাকে কিনতে চাই আমি,' হাসিটা আরও চওড়া হলো তার। 'লম্বা মেয়েটাকে।'

মুহূর্ত খানেক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল উইল, বিমূঢ়, বিহ্বল। 'তুমি ওকে *কিনতে* চাও?'

'আরে, এতে অবাক হওয়ার কী আছে? মেয়েটা তো ইন্ডিয়ান, নাকি? সাদা নয়। তোমার তো অনেক মেয়েমানুষ আছে, একজনকে না হয় বেচে দিলে। ওকে নিয়ে যেতে পারলে যে কী উপকার হবে আমার, বলে বোঝাতে পারব না। অনেক কিছুই পেয়ে যাব ওর বিনিময়ে...'

'মেয়েমানুষ কেনাবেচা করি না আমি,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল উইল। 'তা ছাড়া, আমার মেয়েমানুষ নয় ও। ও নিজেই নিজের মেয়েমানুষ।'

'দূর!' অবহেলার ভঙ্গিতে বাতাসে একটা হাত নাড়ল সে। 'কোন মেয়েমানুষই নিজের মালিক হতে পারে না। আর ইন্ডিয়ান হলে তো নয়ই। তোমার যখন ওকে বেচার ইচ্ছে নেই, তো ওকে জোর করেই নিয়ে যাব আমি।'

*(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)*

# আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

**রানা**
শ্রীপুর, গাজীপুর।

আমি একজন অতি সাধারণ মানব, আর তাই হয়তো আমার মাথায় প্রবেশ করছে না একটি ঘোড়া কীভাবে ষোলো হাত উঁচু হতে পারে; তারপরও শুধু ষোলো হাত নয়, 'অন্তত ষোলো হাত'—তার মানে আরও বেশিও হতে পারে। আমার কাছে এটি একটি অকল্পনীয় জিনিস। কিন্তু এমনই একটা কথা পেলাম গোলাম মাওলা নঈম-এর 'অহঙ্কার' বইয়ের 'রক্ষা' কাহিনীর ৩৬ পৃষ্ঠায়। লেখকের প্রতি দাবি রইল বিষয়টা পরিষ্কার করে দেবেন।

★ কেন, আপনি জানেন না? ঘোড়ার উচ্চতা মাপায় কব্জি পর্যন্ত হাতের পাঞ্জাকে এক হাত ধরা হয়।

**মিসেস তারানা ইসলাম**
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

গোলাম মাওলা নঈম ভাই-এর বড় গল্প সংকলন বই 'অহঙ্কার' হাতে পেয়েই পড়ে ফেললাম। এরকম গল্প সংকলন বই পাওয়াই যায় না। তাই পড়তে খুব ভাল লাগল। কিন্তু পড়তে গিয়ে বুঝলাম এর কিছু গল্প পূর্বেই রহস্যপত্রিকায় পড়েছি। যাই হোক, এরকম একটি বই-এর জন্য নঈমদাকে ধন্যবাদ। মাহবুব'দার ওয়েস্টার্ন ভলিউমও যে কয়টি পেয়েছি পড়ে ফেলেছি। আশা করছি অন্যান্য লেখদের পুরনো বই 'ধীরে চল নীতিতে' ওয়েস্টার্ন ভলিউম আকারে বের হবে। পরিশেষে বিপ্লবদাকে বলছি, অহঙ্কারের প্রচ্ছদ ওয়েস্টার্ন জীবনের সাথে মিললেও একে ওয়েস্টার্ন বই-এর প্রচ্ছদ হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না। সকল পাঠক পাঠিকাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

★ আপনার মতামতের জন্য ধন্যবাদ। শুভেচ্ছা সবার কাছে পৌঁছে গেল।

**মোঃ আফজাল হোসেন**
টিলাগড়, সিলেট।
শুভেচ্ছা নিবেন। প্রথমেই ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই কাজি মাহবুবদা ও আলীমুজ্জামানদাকে পুনরায় ওয়েস্টার্ন জগতে প্রবেশ করায়। স্বাগত জানাই তাঁদের। প্রিয় চরিত্র এরফানকে ফিরে পাওয়ায় খুব খুশি লাগছে। দাবি রইল মাহবুবদার কাছে, যেন অবশ্যই তাঁর পরবর্তী বই এরফানকে নিয়ে লেখেন। 'লুই লামুর'কে নিয়ে আলীমুজ্জামানদার কাছেও একই দাবি রইল। কাজীদা, মাহবুবদার 'বাস্তবে ওয়েস্টার্ন কাহিনীর পশ্চিম' বইটি কি আপনাদের স্টকে আছে? আমাদের এখানে কোথাও বইটি খুঁজে পাইনি। স্টকে থাকলে দয়া করে জানাবেন।

সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

✯ বইটি আমাদের স্টকে আছে। আপনার দাবি যথাস্থানে পৌছে দিলাম। আপনিও আমাদের শুভেচ্ছা নিন।

**ফয়সাল**
শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭।
কাজীদা, আমি দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে সেবার সঙ্গে পরিচিত। কতো বই পড়েছি তার হিসাব নেই। তবে আমি বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন সিরিজের ভক্ত। এর আগে অনেক চিঠি দিয়েছি অথচ ছাপা হয়নি। ছোটখাটো হলেও তো আমি সেবার পাঠক! তা হলে কেন চিঠি ছাপা হলো না? এবার না ছাপলে কিন্তু এরফান, বেনন, ক্যালকিন, সাডেন, শ্যানন, হারডিন–সবাইকে বলে দেব যাতে আমার প্রতি অবিচারের শোধ নেয়।

✯ আলোচনা বিভাগের স্বল্প পরিসরে সবার সব চিঠি কি ছাপা সম্ভব?

**মোঃ নাহিদ সরকার**
শ্রীপুর পৌরসভা, গাজীপুর।
পরীক্ষার শত ব্যস্ততার মাঝেও গোলাম মাওলা নঈম-এর 'অহঙ্কার' পড়া শেষ করলাম। প্রায় সবগুলো কাহিনীই ভাল লাগল। তবুও কোন কাহিনীতেই গভীরতা খুঁজে পেলাম না। মনে হলো শুরু করার আগেই শেষ হয়ে গেল। আগামীতে আরও বড় ও সুন্দর কাহিনীর বই আশা করি। তবুও ধন্যবাদ আপনার কষ্টের ফসলের জন্য। 'অবরুদ্ধ শহর' বইটা চমৎকার হয়েছে। তাই লেখকের প্রতি বলব: লেখা চালিয়ে যান, বন্ধ করবেন না, আমি আপনার একজন ভক্ত। ধন্যবাদ।

✯ বোঝা গেল, গল্প-সঙ্কলন আপনার পছন্দ নয়। এখন থেকে কেনার আগে একটু দেখে নেবেন বইটি উপন্যাস, না গল্প-সঙ্কলন

**শাওন হোসেন (রাজু)**
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।
গোলাম মাওলা নঈম ভাইয়ের লেখা সেরা বই হচ্ছে 'আসামী'। বইটা খুব ভাল লেগেছে। বিশেষ করে ক্যালকিনের অতিরিক্ত সাহস। কার্ল রিডলের কৌশল আর ঝোলাভর্তি ক্ষমতা থাকার পরও তাকে জীবিত ধরে আনার জন্য ক্যালকিন ভাইকে শুভেচ্ছা।

✯ আপনার ক্যালকিন ভাইকে শুভেচ্ছা পৌছে দিলাম।